গৌড়ীয়-পত্রিকা

৮ম বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৬২ { ১ম সংখ্যা



শ্রীবেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৯ গোবিন্দ হইতে ৪৭০ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৬২ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৩ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৬ মার্চ হইতে ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম. এ, বার-এট্-ল

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চোমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত।

অষ্টম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

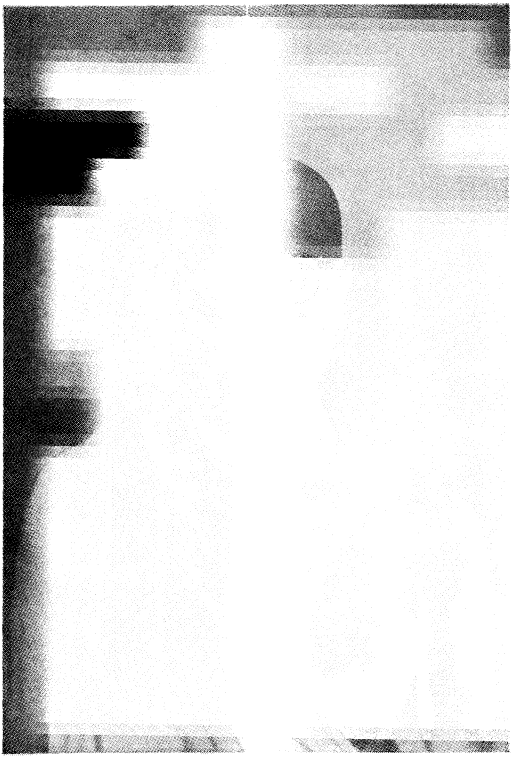
প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অনুরাগ-বল্লী—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিতা]	৭।২৪১
২। অনুরাগ-বল্লীর বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৭।২৪৩
৩। অন্তরায়	৮।৩১৩
৪। অন্নকূট-মহোৎসব—শ্রী [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে]	৯।৩৬০
৫। অবতার ও বঞ্চক	৩।১১৩
৬। অশিষ্টাচার	৪।১৫৭
৭। অষ্টম বর্ষের সূচনা	১।৩৬
৮। আইয়াপুরে বিরাট্ সভা [প্রচার-বিবরণ]	৮।৩১৯
৯। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবে]	১২।৪৬১
১০। আধুনিক বাদ [সমালোচনা—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩৩০
১১। "আমার প্রভু" জগদ্‌গুরু [কবিতা]	৭।২৫৪
১২। আমার প্রভুর কথা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৪
১৩। আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি ?	২।৭০
১৪। একাদশীর আবির্ভাব—শ্রীশ্রী	৩।৯৩
১৫। কল্পনা ও বাস্তব (কথিকা) [কবিতা]	৫।১৮৭
১৬। কাতর প্রার্থনা—দীন সেবকের [কবিতা]	৬।২৩১
১৭। কার্ত্তিক-ব্রত [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৯৫
১৮। কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত-উদ্‌যাপন—চুঁচুড়া মঠে	৯।৩৫৯
১৯। কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান	১০।৩৯০
২০। কৃষ্ণদাস্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৭
২১। কৃষ্ণনাম—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২১০
২২। কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী [শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রোক্তম্]	১২।৪৪১
২৩। কৃষ্ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১২।৪৪২
২৪। কৃষ্ণোপদেশ—শ্রী [কবিতা]	১১।৪১৪
২৫। কেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট—শ্রী	১০।৩৯৫
২৬। গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুর হরিসেবা—শ্রীপাদ	১।৩৭
২৭। গীতার বাণী (১১) ৫ম অধ্যায় ১।১১, (১২) ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২।৫০, (১৩) ৭ম অধ্যায় ৩।৯৭, (১৪) ৮ম অধ্যায় ৪।১৪০, (১৫) ৯ম অধ্যায় ৫।১৭২, (১৬) ১০ম অধ্যায় ৬।২১৬, (১৭) ১১শ অধ্যায় ৭।২৫০, (১৮) ১২শ অধ্যায় ৮।২৯৫, (১৯) ১৩শ, ১৪শ অধ্যায় ৯।৩৪০, (২০) ১৫শ, ১৬শ অধ্যায় ১০।৩৭১, (২১) ১৭শ অধ্যায় ১১।৪১৬, (২২) ১৮শ অধ্যায়	১২।৪৫৪
২৮। গুরু-বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৬।২১৫
২৯। গুরু-স্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৪
৩০। গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর]	৫।১৬১
৩১। গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩২। গোপালরাজ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	২।৪১
৩৩। গোপালরাজ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	২।৪৩
৩৪। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন—শ্রীশ্রী	৮।৩০৮
৩৫। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—শ্রী [শ্রীমতী সুচিত্রাদেবীর দান]	১২।৪৭১
৩৬। গৌরকিশোরদাস বাবাজীমহারাজের বিরহ-মহোৎসব—চুঁচুড়ায়	৯।৩৬০
৩৭। গৌর কৃষ্ণ অভেদ—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
৩৮। গৌর-পূর্ণিমা-তিথি-বন্দনা-গীতিকা—শ্রীশ্রী [কবিতা]	২।৬৯
৩৯। গৌরাঙ্গ-সমাজ—শ্রীমদ্ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] (১) ৮।১৮৬, (২)	১০।৩৬৭
৪০। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী	৬।২৩২
৪১। গৌড়ীয়-রসসিন্ধু (১)—শ্রী ৫।১৯০, (২)	৬।২১৯
৪২। গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী (১) ২।৫৭, (২) ৩।১০৪, (৩) ৪।১৩১,	৫।১৭৮
৪৩। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ৫।২০০,	৬।২৩৮
৪৪। জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৭।২৭৩
৪৫। জাবালা ও সত্যকাম (৬) [উপনিষদের উপাখ্যান]	৬।২৩৩
৪৬। জ্ঞান—(শিশুদের পক্ষে)	৪।১৪৮
৪৭। দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	৯।৩২১
৪৮। দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৯।৩২৩
৪৯। দুর্গাপূজা—বঙ্গে শ্রী	৭।২৬২
৫০। দ্বারকাধাম পরিক্রমা—শ্রীশ্রী [সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন]	৫।১৯৭
৫১। দ্বারকা-ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা [প্রারম্ভিক নিমন্ত্রণ-পত্র]	৬।২৪০
৫২। দ্বারকা-ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র [নিয়মাবলী সহ]	৭।২৮০
৫৩। ন'দে ভেসে যায়	৮।৩১৭
৫৪। নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীধাম [কবিতা]	১।২৭
৫৫। নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রীধাম [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১।৩৯,	১২।৪৭৩
৫৬। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৮০
৫৭। নবদ্বীপ-স্তোত্র—শ্রী [কবিতা]	২।৫৩
৫৮। নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	১।১
৫৯। নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১।৩
৬০। নারদের অভিমানে লোকশিক্ষা—শ্রী [কবিতা]	৯।৩৩৮
৬১। নারসিংহ মহারাজের পত্র—পূজ্যপাদ [তীর্থ মহারাজের বিরুদ্ধে]	৪।১৫১
৬২। নিবেদন [কবিতা]	৩।৯২
৬৩। নিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন—শ্রী [সমালোচনা]	৪।১৪৫
৬৪। নিম্বার্কীদের বিক্ষোভ [ব্রজবিহারী শরণের পত্র ও তাহার উত্তর]	৭।২৭৫
৬৫। নৃসিংহদেব ও প্রহ্লাদ (৫)—শ্রী [পৌরাণিক উপাখ্যান]	৫।১৮২
৬৬। পতিতের বিলাপ [কবিতা]	৪।১৩০
৬৭। পথিকের পাথেয় [কবিতা]	৫।১৬৯
৬৮। পরম-ধর্ম্ম	১০।৩৮৭
৬৯। পরমহংস [কবিতা]	৮।২৯২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭০। পর্ব্বত মহারাজের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর—শ্রীল	৫।১৯৮
৭১। পর্ব্বত মহারাজের প্রেরিত রসানন্দের প্রশ্ন—শ্রীল	৩।১১৫
৭২। পারের ডাক [কবিতা]	৭।২৬৬
৭৩। পিঙ্গলা (৩) [পৌরাণিক উপাখ্যান]	১।২৪
৭৪। প্রচার-প্রসঙ্গ [২৪ পরগণাস্থ আনন্দপাড়া প্রভৃতি স্থানে এবং মেদিনীপুরস্থ বেগুণাবাড়ী, কল্যাণপুর, পিছলদা প্রভৃতি স্থানে]	২।৭৫
৭৫। প্রভুপাদ করুণাময়—শ্রীল [বিংশ-বার্ষিক বিরহ-তিথি স্মরণে]	১১।৪২৯
৭৬। প্রভুপাদের বাণী—শ্রীল	১১।৪৩৩, ১২।৪৫৯
৭৭। প্রাকৃতাপ্রকৃত জ্ঞান [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪০৯
৭৮। প্রার্থনা [কবিতা]	৪।১৪৫
৭৯। প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্—শ্রী [শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	১০।৩৬১
৮০। প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১০।৩৬৩
৮১। প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৭
৮২। প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ—শ্রী[শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	৮।২৮১
৮৩। প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৮।২৮২
৮৪। বর্ষশেষ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৩
৮৫। বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	১০।৩৬৯
৮৬। বিরহ-গীতি[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ২০শ বার্ষিক বিরহোৎসবে]	১১।৪২৬
৮৭। বিষ্ণু-মায়া (ভব-চক্র)	৮।৩০৩
৮৮। বৈষ্ণবের বিষয় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৫
৮৯। ব্যাসপূজা—শ্রীশ্রী [মেদিনীপুরের অন্তর্গত বেগুণাবাড়ী গ্রামে]	২।৭৭
৯০। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে]	২।৭৯
৯১। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৪৩৪
৯২। ব্রজমণ্ডল ও শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা—শ্রীশ্রী[বিবরণ]	১০।৩৯৭, ১১।৪২৭
৯৩। ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনা [কবিতা]	৮।৩০৬
৯৪। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব [চুঁচুড়া মঠে]	৮।৩২০
৯৫। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব [চুঁচুড়া মঠে]	৫।২০০
৯৬। ভক্তির অধিকারী কে ?	১।১৪
৯৭। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর বিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্	১৫।৪৩২
৯৮। ভক্তের নিন্দায় শ্রীহরি-বিমুখ [কবিতা]	১২।৪৫১
৯৯। ভগবান্ কোথায় ?—শ্রী	৩।১০০
১০০। ভবঘুরের আত্মকাহিনী	৪।১৩৮
১০১। ভরত-রাজার উপাখ্যান—শ্রী	৭।২৬৮
১০২। ভোগ ও সেবা	১১।৪১৯
১০৩। মথুরা ও শ্রীকেশবজী—শ্রী	৯।৩৪৬
১০৪। মদনগোপাল-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-দাস-গোস্বামি-কৃতম্]	৬।২০১
১০৫। মদনগোপাল-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৬।২০৩
১০৬। মনঃশিক্ষা—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]	৩।৮১

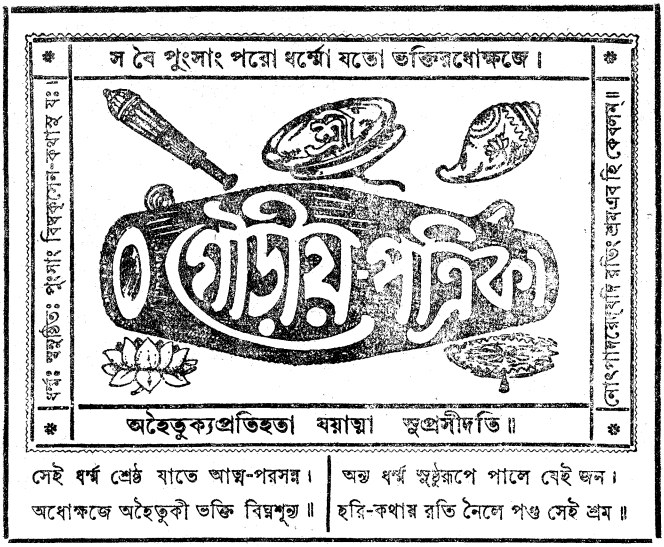
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১০৭। মনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৩।৮৩
১০৮। মহাপ্রসাদে বিতর্ক—শ্রী	৩।৮৮
১০৯। মানস-পূজা (২) [পৌরাণিক উপাখ্যান]	১।২৩
১১০। মুনীন্দ্রনাথ সাধু (রায়সাহেব)—পরলোকে	৭।২৭৮
১১১। যমরাজ (৪)—শ্রী [পৌরাণিক উপাখ্যান]	২।৫৩
১১২। যমরাজ ও নচিকেতা (৫)—শ্রী [উপনিষদের উপাখ্যান]	১।২৮
১১৩। রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	৪।১৫৯
১১৪। রাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড—শ্রী	১০।৩৭৭
১১৫। রাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১১।৪০১
১১৬। রাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকের মর্ম্মানুবাদ—শ্রীশ্রী	১১।৪০২
১১৭। লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব (১) [পৌরাণিক উপাখ্যান]	১।২২
১১৮। শান্তি-নিকেতন [কবিতা]	১।১০
১১৯। শিক্ষা	৩।১১১
১২০। সংসারী ভক্ত [কবিতা]	১০।৩৮৬
১২১। সজ্জন—অপ্রমত্ত (১৮) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৬
১২২। সজ্জন—অমানী (২০) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৫
১২৩। সজ্জন—কবি (২৪) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৭
১২৪। সজ্জন—করুণ (২২) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৪
১২৫। সজ্জন—গম্ভীর (২১) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৫
১২৬। সজ্জন—দক্ষ (২৫) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৪
১২৭। সজ্জন—মানদ—(১৯) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৫
১২৮। সজ্জন—মিতভুক্ (১৭) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৬
১২৯। সজ্জন—মৈত্র (২৩) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৫
১৩০। সজ্জন—মৌনী (২৬) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৪
১৩১। সদাচার (১) ৭।২৫৭, (২) ৮।২৯৮, (৩) ৬।২২৩, (৪) ৯।৩৫৩	
১৩২। সমালোচনা [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৪
১৩৩। "সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ"	৪।১৫৩
১৩৪। সম্প্রদায়-প্রণালী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।৭
১৩৫। সাধন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৭।২৪৬
১৩৬। সুচিত্রাদেবীর দান [আসামে সমিতির নূতন প্রতিষ্ঠান]	১২।৪৭১
১৩৭। সুদামা-বিপ্রের উপাখ্যান	১১।৪২১
১৩৮। স্বদেশ [কবিতা]	৯।৩৫১
১৩৯। স্বনিয়ম-দশকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৪।১২১
১৪০। স্বনিয়ম-দশকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৪।১২৩
১৪১। হরিদাস-প্রয়াণ (কাহিনী)—শ্রী [কবিতা]	৩।১০৯
১৪২। হারাধন বাবুর দান—শ্রীযুত	১২।৪৭২
১৪৩। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ	১১।৪৩৫



জগদ্-গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



৮ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৭ গোবিন্দ, ৪৬৯ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬২ ; ইং ১৪।৩।৫৬ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীনব-যুবরাজায় নমঃ

স্ফুরদমল-ধূলীপূর্ণ-রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগমদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণ-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥১॥

কনকগিরি-খলোদ্যৎ-কেতকী-পুষ্প-দীব্য-
ন্নব-জলধর-মালাদ্বেষি-দিব্যোরু-কান্ত্যা।
সবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্ত-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥২॥

নিরুপম-নবগৌরী-নব্যকন্দর্প-কোটি-
প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমষ্টৈর্মিথস্ত-
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৩॥

মদন-রস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোঽল্লৈঃ।
অপি চ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৪॥

স্মর-সমর-বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গৈ-
স্তিমিত-নবসখীষু প্রেক্ষমাণাসু ভঙ্গ্যা।
স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৫॥

মদন-সমরচর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য-পাদানুচর্য্যাম্।
সমর-রসিকমেকপ্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৬॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জল-বিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্।
উপহৃত-মধু-রঙ্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথস্তৈ-
র্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৭॥

কুসুম-শর-রসৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াদ্ধা নিবদ্ধম্।
অখিল-জগতি রাধামাধবাখ্যা প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥৮॥

প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যূনোর্দিদৃক্ষা-
ষ্টকমিদমতিযত্নাদ্যঃ পঠেৎ স্ফারদৈন্যৈঃ।
স খলু পরম-শোভাপুঞ্জ-মঞ্জু-প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥৯॥

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহাদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ-গন্ধ প্রকাশমান ও নির্ম্মল মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত সুন্দর কস্তূরীর গন্ধকে ন্যক্কার করিতেছে এবং ব্রজমধ্যে পরস্পরের উদয়ে যাঁহাদের অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১॥

কনকগিরি স্থলে অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত-স্থানে সঞ্জাত কেতকী-পুষ্পের সহিত শোভমান নূতন মেঘসমূহকে উৎকৃষ্ট ও মহতী কান্তিদ্বারা যাঁহারা দ্বেষ করিতেছেন এবং যাঁহারা পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা আপনাকে মিলিতের ন্যায় জন-সকলকে দেখাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥২॥

নিরুপম নবগৌরী এবং কোটি-সংখ্যক অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য্য-তরঙ্গদ্বারা নির্ম্মলীকৃত পরম-শোভা যাঁহাদের নখপ্রান্তে বিনাশ-প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচি-বিশিষ্ট অনুরাগসমূহে হৃষ্ট হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৩॥

মদন-রসে বিঘূর্ণিত লোচন-কমলের ঈষৎ কটাক্ষ সঞ্চালন-যুক্ত মুখচন্দ্র-সম্ভূত লজ্জায় যাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্র হইয়াছেন এবং পরস্পরের মধুর-বাক্য শ্রবণে যাঁহাদের অতিশয় আশা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৪॥

স্নিগ্ধ-স্বভাব নূতন বয়স্যাগণ রঙ্গভঙ্গী-সহকারে ঈষৎ হাস্য-যুক্ত মধুর নয়নাঞ্চল-দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কন্দর্প-যুদ্ধের বিলাস-সূচক চিহ্নসকল অবলোকন করিতে থাকিলে, যাঁহারা লজ্জায় প্রফুল্ল-বদন হইয়াছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৫॥

যাঁহারা কন্দর্প-যুদ্ধচর্য্যার আচার্য্য, যাঁহাদের পদদ্বয়ের সেবা প্রভূত পুণ্য-পুঞ্জশালিনী নব-বধূসকল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমর-রসিক ও পরস্পর এক প্রাণ এবং উভয়েই উভয়ের ভূষণ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৬॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রচুরতর জল-বিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া তীরস্থ মধুর-কুঞ্জমধ্যে যাঁহারা সুস্নিগ্ধ সখীবৃন্দ-কর্ত্তৃক রঙ্গ-সহকারে উপহৃত মধু লইয়া ঐ সকল সখীগণের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৭॥

এই ব্রজমণ্ডলে মধুর-রসাশ্রিত গ্রন্থাচার্য্যগণ অতিশয় বশবর্ত্তিরূপ প্রেমরজ্জুদ্বারা সাক্ষাৎ যাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিখিল জগতে "রাধা-মাধব" এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজ-ভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৮॥

যিনি প্রণয়-হেতু এই সুমধুর নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন-দিদৃক্ষাষ্টক যত্ন-সহকারে অতি দীনভাবে পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম শোভাপুঞ্জে অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অতুল যুগল-মূর্ত্তিকে শীঘ্র সেব্যরূপে নেত্রদ্বয়ের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন ॥৯॥

সজ্জন-বিজিত-ষড়্‌গুণ (১৬)

ষড়্‌গুণ কি কি এবং তৎসম্বন্ধে মতভেদ

ষড়্‌গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই ছয় বিরোধী গুণই ষড়্‌গুণ।

ষড়্‌গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম, মহাপুরুষগণ উহার অধীন নহেন

এই ছয়টী গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতন-বৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অনুশীলনে প্রভুত্ব করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে 'মন' বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে অস্মিতার সহায়তায় মমত্বারোপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে তিনটি গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্ম্মের উদয় হয়। চেতনবৃত্তি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্ম্মফলের

বাধ্য থাকেন, তখন তাহাকে ষড়্‌গুণ-জিত বলা যায়। ফলভোগ-রাহিত্যে বা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাঁহার জড়-ভোগ-স্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয়গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্ম-বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড়্‌গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জনের বৃত্তি হরিসেবাময়ী, তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন

সজ্জন অন্য-কর্ম্মফল-ভোগী মানবের ন্যায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিৎ কৃষ্ণাশ্রয়াবুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বৃত্তি নিত্য হরিসেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড়্‌গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড়্‌গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণসমূহ বিকার উৎপন্ন করায়, তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ, তাই তিনি ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম-ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টৃ সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন-বিষয়িণী শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসা-দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনায় ভক্তদ্বেষী জনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার—বিজিতষড়্‌গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত-কারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিৎ সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণষট্‌ক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের ধর্ম্ম-প্রকাশক

তজ্জন্য পরমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংস্য-সংহিতা সজ্জন-নির্ম্মৎসর-গণের বা বিজিত-ষড়্‌গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত-ষড়্‌গুণ—একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা সংকীর্ণ-বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত-ষড়্‌গুণ কি অবস্থা, তিনি বুঝিতে সমর্থ হন না। বিজিত-ষড়্‌গুণ সজ্জনগণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

সজ্জন—মিতভুক্ (১৭)

'মিতভুক্'-শব্দের তাৎপর্য্য ; ভগবৎপ্রসাদ-ভোজীই প্রকৃত মিতভুক্

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখনও অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না ; মায়াবাদীর ন্যায় তিনি ফল্গুবৈরাগ্যের আবাহন করেন না ; হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ-প্রসাদের মিতভোজী।

স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরে শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে যাহা গৃহীত হয়, তাহা মিতভোজন নহে

আত্মপ্রসাদ সেবায় অমিত-ভোজন নাই। সূক্ষ্ম-শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয়, তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয়, তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে মিতভোজন একটী বিশিষ্ট পরিচয়।

আধিক্য ও ন্যূনতা সর্ব্ববিষয়েই ভক্তি-হানিকর ; শ্রীরূপ গোস্বামি-বর্ণিত পরমার্থ-বিরোধী ছয়টী দোষ

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—অত্যন্ত আসক্ত অধিক ভোজী এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত, উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।" শুষ্ক বৈরাগী যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলে, তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।"

ষড়্বেগ-গ্রস্ত আমিষ-ভোজী ও মাদক-সেবীগণ 'গো-দাস' অসজ্জন

"জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

জিহ্বা-বেগ ও উদর-বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ

প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশু-ভোজন, মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। মাদক-দ্রব্যাদি-সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামিগণ অহিফেণ ও ধূম্র-পানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সম্প্রদায়-প্রণালী

চিন্তাশীল পণ্ডিতগণই সম্প্রদায় স্বীকার করেন

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা **'সম্প্রদায়'** শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, সম্প্রদায়-বিভাগদ্বারা মতভেদ ও মতভেদদ্বারা ধর্ম্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে, সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত, আর সকলেই নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিশালী, চিন্তাশালী ও পণ্ডিতলোক **'সম্প্রদায়'** স্বীকার-পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন।

যাহারা সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাহারা স্থূলধী

সম্প্রদায়ের বিরোধীগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, অসম্প্রদায়ী ব্যক্তি-গণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

সম্প্রদায়-স্বীকারে দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক ; জগতে কোনও বস্তু নির্দ্দোষ নহে

আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সঙ্কীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে, যাহা নির্দ্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও পুণ্যের সহিত যে সংসার করা যায়, তাহা কি নির্দ্দোষ? জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম-সংসারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি?

সম্প্রদায়-স্বীকারের আবশ্যকতা

পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব। ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্ব্বাহ করিতে করিতে একান্তমনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব—এরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাঁহারা দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটি সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করত তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন।

অসাম্প্রদায়িক লোকসকল কপট ও বঞ্চক

অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপগত সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্ম-বঞ্চনারূপ মন্দ ফললাভ করিতেছেন।

সম্প্রদায়-অস্বীকারের কারণ

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে ধর্ম্ম তদ্দেশোপযোগী আকৃতি সহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করত সেই ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িকগণের বুদ্ধি-শোধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের উপদেশ

অস্মদ্দেশীয় সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি কএকজন লোক তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্প বয়স হইতেই অনেকের মনে একটি এমত কুসংস্কার হয় যে, তাঁহারা 'সম্প্রদায়' শব্দটী শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠেন। নিজ সংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এরূপ সম্প্রদায়-বিরোধী, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

সম্প্রদায়-স্বীকার করিলে কি কি হিত হয়

আমরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়-

প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের আশ্রয় করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ভজন-সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য।

সম্প্রদায়ের হিত-সাধন আবশ্যক

সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না।

অসাম্প্রদায়িকগণের মত খণ্ডন

সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের প্রযত্নে যদি সম্প্রদায় দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতাদ্বারা চালিত হইয়া প্রথমাচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়; স্বীয় গৌরব-বৃদ্ধি ও অর্থ-প্রাপ্তির জন্য কি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জ্জন কুটীরে ফল-মূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্তসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। যশাকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না, এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্য-দেশীয় সঙ্কীর্ণ-প্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় আমরা সম্প্রদায়-প্রণালীকে অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য, ইহারা পৃথক্ পৃথক বস্তু। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুসংস্কার তাহাদিগকে আর ছাড়িতে চাহে না। এবার সম্প্রদায়-প্রণালী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে বিশেষ আলোচনা করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শান্তি-নিকেতন

ধরণী-মাঝারে আছে দেশ এক, সেই ত সকল দেশের সেরা।
কৃষ্ণেতর কথা কেহ নাহি কহে, নাহিক সেথায় মরণ-জ্বরা॥
কৃষ্ণ-সেবা বিনা নাহি অন্যকাম, সে দেশেতে নাই কলির স্থান।
কুলু কুলু রবে কলুষ-নাশিনী, সুধুরনী সদা হরিনাম গা'ন॥
অনর্থের ঘন কুহেলি-তিমির, চিরলুপ্ত নাম-রবির প্রভায়।
সেথাকার সিত চাঁদের কিরণে, হৃদে গৌর-প্রেম-বন্যা ব'য়ে যায়॥
শাখা-শাখে পাখী ললিত মধুরে, শচী-দুলালের মহিমা গায়।
বহে সেথা সদা ভকতি-কুসুম, সুরভি-বাসিত মলয় বায়॥

(২)

সেথা সকলের অনাবিল প্রাণ, সকল হৃদয় ভক্তিরসে ভরা।
নদীয়া-চাঁদের চির লীলা-ভূমি, সেথা হরিনামে সবে মাতোয়ারা॥
সবার নয়নে ঝরে অবিরল, গৌর-প্রেম-মাখা শত অশ্রু-ধারা।
সে-দেশের সবে অকপট চিতে, বৈষ্ণব-সেবায় সদা আত্মহারা॥
সে-দেশের ধূলি পরশিলে গায়, কলুষের জ্বালা জুড়াইয়া যায়।
সে-দেশবাসীর সঙ্গ করিলে, জীব কৃষ্ণ-সেবা-অধিকার পায়॥
বুক ভরা সেথা বিমল আনন্দ, সেখানের জলে অমৃতের স্বাদ।
প্রাণভরা তৃপ্তি সেবিলে প্রসাদ, নাহি রোগ-শোক, নাহিক বিষাদ॥

(৩)

সেই দেশ মোর ভজনের দেশ, সেই দেশ মোর শান্তি-নিকেতন।
সেথা বিরাজিছে ভকতের গণ বিতরিতে পরাশান্তি-সুধা-ধন॥
হৃদে নাচে সদা বাসনা-তরঙ্গ, কেমনে সে-দেশে ছুটিয়া যাই।
সে-দেশের পূত-রজঃ গায়ে মেখে, ত্রিবিধ তাপের যাতনা জুড়াই॥
সেথা প্রভুপাদ-চরণে ধরিয়া, ক'ব মনোব্যথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কহিব,—রক্ষ! পতিতে তোমার, চরণ সেবার অধিকার দিয়া॥
ভব-কূপ হ'তে পাইব উদ্ধার, কবে মোরে ওগো পতিত-পাবন।
নিজ দাস করি' রাখিবে আমায়, চরণে তোমার লইনু শরণ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

গীতার বাণী

(১১)

৫ম অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শনকারীর প্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শনকারী জনগণ ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ জনেরা লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জ্ঞানানলে সমস্ত কর্ম্ম ও তৎফলাফল দগ্ধ হইয়া থাকে। কেবল শরীর ধারণের নিমিত্ত কামনারহিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলভাগী হইতে হয় না। এই সকল বাক্যে **কর্ম্ম-ত্যাগের মাহাত্ম্য বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন।** পরে কর্ম্মকেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপে বর্ণন করিয়া ৪র্থ অধ্যায়ের শেষে কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু **কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুশীলন একই ব্যক্তির দ্বারা এককালে সম্ভব হয় না।** অতএব তদুভয় বস্তু একই ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলে কর্ত্তব্য-সাধনের ব্যাঘাত হইবে কি না অথবা একটীকে ত্যাগ করিয়া অন্যটীর অনুষ্ঠানে হানির সম্ভাবনা আছে কিনা, এইরূপ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। **কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ—ইহাই প্রশ্ন।** অর্জ্জুনের সংশয়,—আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগের অধিকারী কে? শ্রীভগবান্ কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান, উভয়কেই নিঃশ্রেয়স্কর-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহের অবকাশ। আত্মবিদ্‌গণের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও অনাত্মবিদ্‌গণের পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অসম্ভব। সুতরাং কাহার পক্ষে কোন্‌টী বিধেয়—ইহাই বিচার্য্য।

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ভগবানের উক্তি,—কর্ম্মযোগ-অনুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। কাহারও কোন বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ নাই—এরূপ বলিলে, তাহার একটী বিষয়ে অনুরাগহেতু অন্য বিষয়ে দ্বেষ জন্মিয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। কর্ম্মীর বিষয়ে অনুরাগ, কিন্তু জ্ঞানীর তাহাতে দ্বেষ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে বিষয়াকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার দ্বেষ না থাকাই সম্ভব। সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বাতীত হইলেই তিনি সংসার-বন্ধন-মুক্ত হইতে পারেন। মূর্খ-ব্যক্তিগণই জ্ঞান ও কর্ম্মকে পৃথক্ বা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাদৃশ ধারণা করেন না। আত্মজ্ঞানরূপ সাংখ্য-

যোগের অনুষ্ঠানদ্বারা যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেও তাদৃশ ফল লাভ হয়, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ঐহিক কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে শ্রবণ-মননাদিদ্বারা যে মোক্ষ-পদবী লাভ করেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধি-সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও সেই পদ প্রাপ্ত হন।

অজ্ঞব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্ম্ম-সন্ন্যাস সম্ভব হয় না। সন্ন্যাসে জ্ঞাননিষ্ঠার প্রয়োজন। কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রাপ্তিতে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত-প্রথমে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া সন্ন্যাস করিলে দুঃখের কারণ হয়। ভগবদর্পণবুদ্ধি-সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ দ্বারা সত্ত্বগুণের উদয় করাইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মে আসক্তি হয় না। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল পরিচালনা করিয়াও তাহাদের বিষয়ে আকৃষ্ট হন না। ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা স্ব-স্ব-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তিনি তত্তৎকর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া ব্রহ্মের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিই আসক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ আমিই এই কর্ম্মের কর্ত্তা, আমি না করিলে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না—এই কর্ম্মের দ্বারা অমুক ফল লাভ করিব, তাহাতে আমার অমুক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইবে—ইত্যাকার অভিমানই কর্ম্মে আসক্তি জন্মায়। কিন্তু **নিষ্কাম কর্ম্মযোগী নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া ভগবৎসেবার্থ ই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।** রাজসেবক-গণ যুদ্ধাদিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যুদ্ধে জয়ী বা বিজিত হউন, তৎফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তাঁহাদের নাই, উহা রাজারই প্রাপ্য। তদ্রূপ ভগবৎসেবার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ঐ কর্ম্মের ভাল-মন্দ ফলজন্য কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ তাদৃশ কর্ম্ম-যোগীর নাই। ইহা কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তেরই সম্ভব। তাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণেই নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা এইরূপ সেবানিষ্ঠায় থাকিয়া অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভক্তিযোগে "মৎকর্ম্ম পরমো ভব" শ্লোকে ভগবান্ ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন সাধু-কর্ম্ম করাইয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যান

এবং কাহাকেও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া অধোগতি প্রদান করেন, তিনিই ভাল-মন্দ সব কিছুর কর্ত্তা—এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন জন্য বলিতেছেন, "তুমি এই কার্য্য কর"—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে আদেশ করেন না, অথবা লোকের সুখ-সম্পাদক বা দুঃখপ্রাপক কর্ম্মেরও সৃষ্টি করেন না, অর্থাৎ কাহাকেও বিপুল সুখের অধিকারী করিয়া ধন-দৌলত, হাতী, ঘোড়া, রথ প্রভৃতিতে বেষ্টিত রাখার হেতু হন না, কিম্বা কাহাকেও অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করেন না। আবার লোকের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল-সংযোগের কর্ত্তাও তিনি নহেন। কিন্তু জীবের প্রকৃতি অর্থাৎ অনাদি-কালাগত অজ্ঞান-জাত স্বভাবই মনুষ্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। জীবের শুদ্ধজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত থাকায় দেহে আত্মাভিমানরূপ মোহ উপস্থিত হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায় আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে জীবের মায়িক জ্ঞান দূর হইয়া যায়। তখন শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি পরব্রহ্মে নিবিষ্ট হয়; সুতরাং ভগবন্নিষ্ঠ ও ভগবৎসেবা-পরায়ণ হইয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাকেই তখন পণ্ডিত বলা যায়। পণ্ডিতের সর্ব্বত্র সমদর্শন, অর্থাৎ "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥" তাঁহারা সমজ্ঞানের প্রভাবে সংসার জয়-পূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুখ-দুঃখে অবিচলিত-চিত্ত, বাহ্যসুখে নিস্পৃহ হইয়া পরমাত্মার ধ্যান-নিষ্ঠাফলে অনন্ত সুখের অধিকারী হন।

ইন্দ্রিয়জ সুখ-সকল দুঃখের হেতু এবং আদি-অন্তবান্ বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাতে সুখী হন না। যিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কাম-ক্রোধ-জাত বেগের দমনে সমর্থ, তিনিই যোগী ও সুখী হইতে পারেন। আত্মসুখে যাঁহার আনন্দ, তাদৃশ আত্মদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। যাঁহাদের পাপাদি ক্ষয়, সংশয় ছিন্ন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত, তাঁহারা কাম-ক্রোধশূন্য হইয়া সকল প্রাণীর প্রকৃত মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ এবং তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া—চক্ষুকে বাহ্যদর্শনে নিবৃত্ত করিয়া ভ্রূমধ্যে অথবা নাসাগ্রে স্থাপন দ্বারা নিদ্রা ও জাগ্রদবস্থার অতীত চিত্তের একাগ্রতা সাধন-পূর্ব্বক পরমাত্মায় নিবিষ্ট হইয়া পরম মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। তাদৃশ মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-জয়কারী ব্যক্তি ভয়, বাসনা, ক্রোধাদিশূন্য হইয়া মোক্ষগতি লাভ করেন। যজ্ঞ-তপস্যাদির ভোক্তা, সকলের পালক, সর্ব্বজীবসুহৃৎ ও সকলের পরম মঙ্গলবিধাতা ভগবানকে জানিলে জীব শান্তির অধিকারী হইতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তির অধিকারী কে?

শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী। ভক্তিযোগে (হরি)-"কথা-শ্রদ্ধালুরেব অধিকারী"। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥ (১।২।৯)

মহাভাগ্যবশতঃ যাঁহার ভগবৎ-সেবায় শ্রদ্ধা হইয়াছে, বিষয়ে অত্যধিক আসক্তিও নাই এবং বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই, সেই ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী।

এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা বস্তুটী কি?—

মহাজনগণ বলিয়াছেন—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২০।৯ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলেন—শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে,—'শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলেই জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই।' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবও বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধা'—শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে' সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥
যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম-অধিকারী সেই তারয় সংসার ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম-অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে **কনিষ্ঠ জন**।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২-৬৭)

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ভক্ত্যধিকারী ত্রিবিধ। শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধব্যক্তিই উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিপুণ নন, অথচ সাধু-গুরু-কৃপায় ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আর কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিই কনিষ্ঠাধিকারী।

গৌরপার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও ভক্ত্যধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়-শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমল-শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

উপরি-উক্ত শ্লোক-টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—সর্ব্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ সাধন-বিচারেণ পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া 'যুক্তিশ্চ কেবলা নৈব' ইত্যুক্তেঃ স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ॥ অনিপুণো বলবদ্‌বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ; তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্ট-ভগবত্তত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ, ন তু সর্ব্বথা ভিন্নঃ,—তথাত্বে ভক্তত্বানুপপত্তেঃ। বহির্ম্মুখকৃত-বলবদ্ বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্য দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বং। পশ্চাৎ স্বকৃত-বিবেকেন গুরূপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে সুপটু এবং তত্ত্ববিষয়ে, সাধন-বিষয়ে ও পুরুষার্থ-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই দৃঢ়-শ্রদ্ধ-ব্যক্তিই **উত্তম অধিকারী**। যুক্তি-শব্দে শাস্ত্রানুগত যুক্তিই গ্রহণীয়। শুষ্কযুক্তি-তর্ক গ্রহণীয় নহে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রবল পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ, অথচ গুরূপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয়, সেই ব্যক্তিই **মধ্যমাধিকারী**।

ভক্তির বিরুদ্ধে কেহ প্রবল যুক্তি-তর্ক উঠাইলে যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কোমল-শ্রদ্ধ। মধ্যমাধিকারীর ন্যায় তাহার দৃঢ়তা নাই। তর্কাদিদ্বারা তাহার শ্রদ্ধা শিথিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রদ্ধা নষ্ট হয় না। যদি শ্রদ্ধা নষ্ট হইত, তাহা হইলে সে ভক্তি-অধিকারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। বহির্ম্মুখ লোকের কু-যুক্তি শুনিয়া যাহার চিত্তে সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য বা সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং পরে নিজ বিবেকদ্বারা গুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্তকেই সার বলিয়া

ধরিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোমল-শ্রদ্ধ। কোমলশ্রদ্ধই **কনিষ্ঠাধিকারী**।

এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ ?—

তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে 'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—**শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে।** কিন্তু অনন্য-ভক্ত্যধিকারীর কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮ শ্লোকের টীকায়) এই কথাই বলিয়াছেন,—**শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং।** কিন্তু কর্ম্মণ্যথিসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যাতায়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব। শ্রদ্ধাং বিনা অনন্যাখ্যা ভক্তির্ন প্রবর্ত্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ-প্রজ্ঞা চ নশ্যতি। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ না হইলেও শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি লাভ করিবার কোন উপায়ও নাই।

এখন আলোচ্য,—শ্রদ্ধা কিরূপে হয় ?—

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ১১।২০।৯ ও ভাঃ ৭।৭।১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—শ্রদ্ধা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা। মহদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেম। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-ফলে শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে পরম-মঙ্গলকর শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি—প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্ত্যধিকারী। সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বা সাধু-কৃপায় লাভ হয়। সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা আবার অহৈতুকভাবে আকস্মিকই হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ৪।২৮।২৯ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—সা চ ভক্তির্যাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিক্যৈব সাধুকৃপয়া ভবতি।

মহাভাগ্যবান্ জীবই সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়া তদাশ্রয়ে হরিভজন করিতে করিতে চিরসুখী হইতে পারেন। যাহারা বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত, তাহারা বিষয়ে কিছু ক্ষণিক সুখ পায়; কিন্তু চিরসুখী হইতে পারে না। তাহাদের আনন্দ অল্প বা ক্ষণস্থায়ী। ভক্তের ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তিনি ভগবদনুভবানন্দী, সেবানন্দী বা নিত্যানন্দী। আর অভক্তের (বিষয়াসক্তের)

বিষয়ে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তাহারা জড়ানন্দী, বিষয়ানন্দী বা কিঞ্চিৎসুখী। বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে করে বলিয়া বিষয়ে প্রীতিবশতঃ কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই এবং ভক্তিতেও দৃঢ়-বিশ্বাস নাই, এইরূপ সংশয়াত্মা ব্যক্তি কোন সুখই না পাইয়া ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ (ভাঃ ৩।৬।১৭)

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—মূঢ়তমঃ পশুরিব বিষয়াসক্তঃ। বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং ঈশ্বরং প্রাপ্তঃ। তৌ সুখং যথাস্যাদেবমেধেতে। সংশয়-ক্লেশাভাবাৎ বিষয়ানন্দেশ্বরানন্দাভ্যাং বর্দ্ধেতে। যস্তু দুঃখানুসন্ধানেন সংসারং জিহাসতি; ভগবদ্ভক্ত্যলাভাদ্ধাতুঞ্চ ন শক্নোতি, সত্ত্বন্তরিতো মধ্যবর্ত্তী আনন্দদ্বয়াভাবেন সংশয়সিন্ধুনিমগ্নঃ ক্লিশ্যতি।

সংশয়াত্মার দুঃখ অনিবার্য্য। এই প্রসঙ্গে গীতাও বলেন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ (গীঃ ৪।৪০)

গুরূপদেশানভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকে সুখ নাই, পরলোকেও সুখ নাই ; এমন কি বৈষয়িক সুখও নাই।

সাধু-গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও ভক্তিতে প্রকৃত অধিকার আসে না। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। তাই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গদ্বারা শ্রদ্ধা হইবামাত্র সজ্জনগণ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ১।২।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—যাদৃচ্ছিকমহৎ-কৃপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্দধানস্য জাতশ্রদ্ধস্য পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সদ্‌গুরুস্তস্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ণং স্যাৎ। ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—"গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবান্‌কে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভাগ্যক্রমে জন্মান্তরে গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাহাদের ভক্তি-ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। অন্য উপায়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি অসম্ভব। অজামিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন, 'আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে।' তাহা হইলে তিনি গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণময় মহাপরাধহেতু ভগবান্‌কে কোন দিনই লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু সেইজন্মে কিংবা পরজন্মে সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত

হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। নিজের খেয়ালমত মনঃকল্পিত ভজনের নাম ভক্তি নয়। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে'। সঙ্গ অর্থে আশ্রয়। সঙ্গী অর্থে আশ্রিত। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তিই বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত বা ভগবচ্চরণাশ্রিত। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ৩।২৫। ৩২-৩৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—একান্তমনসো বৈষ্ণবত্বে এব যা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। ন চ স্বচ্ছন্দেনৈব প্রবর্ত্তমানানাং তেষাং বৃত্তির্ভক্তিঃ, কিন্তু শ্রীগুরূপদিষ্ট-মন্ত্রোচিতাচরণবতাম্।

শ্রীভগবানের উক্তিতেও আমরা ভক্ত্যধিকারীর কথা শুনিতে পাই। একদিন শ্রীউদ্ধব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অধিকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ (ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

সংসার-বিরক্ত ত্যাগিগণ জ্ঞানযোগে অধিকারী। অত্যধিক বিষয়াসক্ত,—দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাসক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মযোগে অধিকারী। ভোগিগণ কর্ম্মাধিকারী এবং ত্যাগিগণ জ্ঞানাধিকারী। ত্যাগিগণ দেহ-গেহ-কুটুম্বাদিতে অনাসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন। যাঁহার সাধুসঙ্গ-ফলে ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সংসারে অত্যাসক্তি বা অত্যধিক বিরক্তি নাই, তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

সংসারে যাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার জ্ঞানে অধিকার। বিষয়ে যাহার অত্যাসক্তি আছে, তাহার কর্ম্মে অধিকার। আর অত্যাসক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা—ভগবদ্‌বিস্মৃতি বা ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখতাই অত্যাসক্তির কারণ। নিষ্কাম কর্ম্মহেতু অন্তঃকরণশুদ্ধিই নির্ব্বেদ বা বিরক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গই অত্যাসক্তি-রাহিত্যের হেতু। 'যদৃচ্ছয়া' অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—'অযত্নতোঽকস্মাৎ প্রাপ্তং বা অযত্নাদুপস্থিতম্'। অর্থাৎ বিনা যত্নে অনায়াসে অকস্মাৎ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গফলেই

হরিকথায় জীবের শ্রদ্ধা হয়। 'জাতশ্রদ্ধ' অর্থে—হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয় ইত জাতবিশ্বাসঃ। অর্থাৎ হরিকথাই একমাত্র মঙ্গললাভের উপায় এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সেই হরিকথা-শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

উপরি-উক্ত 'নির্ব্বিন্নাণাং জ্ঞানযোগো' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুরেব অধিকারী। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরল-প্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং। নির্ব্বিন্নত্বে জ্ঞানেঽধিকারঃ। নির্ব্বেদস্য কারণং নিষ্কাম-কর্ম্মহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিরেব। অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব। অত্যাসক্তিরাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গ এব।

এখন প্রশ্ন,—অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব স্বভাবতঃ বিষয়ে অত্যাসক্ত। অতএব তাহার কর্ম্মাধিকারও স্বাভাবিক। তাহা হইলে **জীবকে কতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে ?**

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন পর্য্যন্ত সংসারে নির্ব্বেদ বা বিরক্তি না আসে অথবা ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে **চিত্তশুদ্ধি হইলে সংসারে বা বিষয়ে বিরক্তি আসিবেই।** তখন কর্ম্মস্পৃহা থাকিবে না। আকস্মিক মহৎকৃপাহেতু ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে জীবের ভক্তিতে অধিকার হইল। শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না। "ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিদ্বারাই আমার জীবন সার্থক হইবে, আমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা আমার নিত্য মঙ্গল হইতেই পারে না"—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। **দৃঢ়শ্রদ্ধ শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইলেই এইরূপ শ্রদ্ধা লাভ হয়। তখন সংসার-স্পৃহা বা কর্ম্মে অধিকার থাকে না।**

আর একটা প্রশ্ন,—সাধুর সঙ্গ ও কৃপায় যাঁহারা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাথমিক স্বভাব বা অবস্থা কিরূপ হয় ? সেই দুর্ব্বলচিত্ত **প্রাথমিক সাধক কিভাবে হরিভজন করেন ?**

তদুত্তরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিলেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
জষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

মহাভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ ভগবৎপ্রেরিত সাধুর সঙ্গফলে যাঁহার ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই চিরশান্তি-লাভের একমাত্র উপায়, ইহা যিনি নিজে অনুভব করিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন, তাঁহার আর বিষয়ে অত্যাসক্তি নাই; আবার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও হয় নাই। সংসারে কিছু কিছু আসক্তি আছে কিন্তু সংসার তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, দুঃখকর মনে হইতেছে। অথচ দুর্ব্বলতাবশতঃ সংসার ছাড়িবারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্ম উদ্বেগজনক বলিয়া কর্ম্মের প্রতি তাঁহার নির্ব্বেদ আসিয়াছে। এজন্য আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্ম্ম-ফলের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তি আসে নাই। "কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ, ন তু তৎফলেষু বিরক্তঃ" (শ্রীধরস্বামীপাদ)—এতাদৃশ প্রাথমিক ভক্তসাধক স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গকে দুঃখকর জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই অবস্থা হইতেই দৃঢ়তার সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন। "আমার সংসারাসক্তি নষ্ট হউক বা বর্দ্ধিত হউক, নির্ব্বিঘ্নে ভজন করিবার সৌভাগ্য হউক অথবা ভজনে কোটি কোটি বিঘ্নই আসুক, অপরাধবশতঃ আমার নরক হয় হউক, দুর্ব্বলতা-বশতঃ যখন আমি বিষয় ছাড়িতে পারিতেছি না তখন বিষয় ভোগ করিলেও আমি ভক্তি কখনও ছাড়িব না। জ্ঞান-কর্ম্মাদি কখনও গ্রহণ করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন।"—এইরূপ দৃঢ়তা সাধুর সঙ্গ-ফলে তাঁহার আসিয়াছে। সাধুসঙ্গফলে ভক্তিতে যেরূপ দৃঢ়তা আসিয়াছে, ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয়ে তাঁহার সেইরূপ দৃঢ়তা আসে নাই; এজন্য গর্হণ করিতে করিতে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতেছেন। বিষয়ভোগ অনর্থকর ও ভগবৎ-প্রাপ্তির বাধক। সুতরাং আমি আর অসৎসঙ্গ ও বিষয়ভোগাদি কিছুই করিব না। —এইরূপে মধ্যে মধ্যে বহু শপথ করিয়াও তিনি কার্য্যকালে ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ন্যায়ে তাঁহার বিষয়-ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা—**অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন্**

ভক্তিমাহু,—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্ব-কর্ম্মসু লৌকিক-বৈদিকেষু কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ। কামান্ স্ত্রীপুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেঽপ্যসমর্থঃ। ততস্তামবস্থামারভ্যৈব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বর্দ্ধতাং বা, ভজনেঽপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু কামমঙ্গীকুর্ব্বে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়নিশ্চয়ো যস্য সঃ। আরব্ধ-ভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূল-বস্তুনি। দুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মম অনর্থকারিণো ভগবৎপদপ্রাপ্তি-প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্ত্বাপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চ ন্যায়েন ভুঞ্জানম্।

এতাদৃশ প্রাথমিক সাধক ভক্তগণও ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও সাধুসঙ্গফলে ভক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন—দৃঢ়তার সহিত ভক্তি যাজন করিতেছেন বলিয়া বিষয় তাহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা—ভক্তৌ প্রথমবর্ত্তমানোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এব। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া প্রায়েণৈব প্রবলীভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্‌ভয়া। জ্ঞানিপ্রকরণে যথা দুরাচারজ্ঞানী নিন্দিষ্যতে ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিন্দ্যো ভক্তত্বঞ্চ তস্য ন নিষিদ্ধম্। বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্বদশায়ামপি বিষয়াবাধ্যত্বং ভক্তি-সদ্ভাবাৎ। যথা বৈরিকৃত-কিঞ্চিচ্ছস্ত্রাঘাতং প্রাপ্তস্য ন পরাভবিষ্ণুতা শৌর্য্য-সদ্ভাবাৎ যথা বা পীতজ্বরঘ্ন-মহৌষধস্য তদ্দিবসে আয়াতোঽপি জ্বরো বাধকোঽপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্যদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যঙ্ নষ্টীভাবিত্বাচ্চ।

আর একটী প্রশ্ন,—সাধক ভক্তগণ কি চিরকালই দুর্ব্বলচিত্ত থাকিয়া হরিভজন করিবেন ? তাঁহাদের কি নিরুদ্বেগে সানন্দে হরিভজন করিবার সৌভাগ্য হইবে না ?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ (ভাঃ ১১।২০।২৯)

সাধক ভক্তগণ চিরকাল বিষয়-বাধিত হইয়া থাকিতে পারেন না। সাধুসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করিতে করিতে তাঁহাদের কামাদি যাবতীয় অনর্থ নষ্ট হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে হৃদয়-দেবতার স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে। তখন দুঃখকর স্ব-সুখবাঞ্ছা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন তাঁহারা শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা-রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পৌরাণিক উপাখ্যান

লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব (২)

বিশ্বক্সেন নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন একাকী কোন বনের নিকট আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই বনের নিকটে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন জমিদার বাস করিতেন। জমিদার-পুত্র প্রত্যহ নিজ কুলদেবতা শ্রীশিবের পূজা করিত। দৈবাৎ ঐদিন জমিদার-পুত্র অসুস্থতা-নিবন্ধন অন্য পূজকের অনুসন্ধানে বাহিরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। জমিদার-পুত্র ব্রাহ্মণকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়া জমিদার-পুত্র বলিল,—দেখ, আমার শিরঃ-পীড়া হইয়াছে। তজ্জন্য আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি আমার পরিবর্ত্তে অদ্য শিবের পূজাটী করিয়া দাও। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমরা একান্ত বিষ্ণুভক্ত। এজন্য বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পূজা করি না।" ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিতে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া জমিদার-পুত্র একটী খড়্গ লইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন,—আমার এই ভগবদ্ভজন-যোগ্য মনুষ্য-দেহটী কেন বৃথা নষ্ট হইবে? চতুরতার সহিত শরীরটীকে রক্ষা করিয়া ভগবদ্ভজন করাই উচিত। আমি শিবের মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরিরই পূজা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদার-

পুত্রকে বলিলেন,—"মহাশয়, ক্ষমা করুন। চলুন, আমি তথায় গিয়া পূজা করিব।" তখন জমিদার-পুত্র শান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া শিবের নিকট গমন-পূর্ব্বক পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

শিবের নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ। অতএব তমোময়। আর শ্রীনৃসিংহদেব তামস দৈত্যগণের বিনাশকারী। তিনি তমোরাশি বিনাশ করিয়া তাহা হইতে সূর্য্যের ন্যায় উদিত হন। অতএব আমি রুদ্রের মধ্যে তাঁহার অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে শিব-পূজার পরিবর্ত্তে বিষ্ণুরই পূজা করিতেছে—ইহা জানিতে পারিয়া সেই দুর্দ্দান্ত জমিদার-পুত্র পুনরায় ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে ভক্ত-রক্ষার্থ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। এবং সেই ভক্তবিদ্বেষী জমিদার-পুত্রকে সবংশে বিনাশ করিলেন। এই শ্রীবিগ্রহই দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ **"লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব"** নামে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হইয়াছিল বলিয়া ইহাঁর নাম **"লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব"** হইয়াছে।

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত-শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের ১০৫ সংখ্যায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় এই উপাখ্যানটী উল্লেখ করিয়াছেন।

মানস-পূজা (২)

প্রতিষ্ঠানপুরে এক সরল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও 'কর্ম্মফল অবশ্য ভোক্তব্য' মনে করিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। একদিন সেই উদার বিপ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সভায় শ্রবণ করিলেন যে—ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম মনে মনে আচরণ করিলেও নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। দারিদ্র্য-হেতু ব্রাহ্মণ তদবধি উহা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মনে আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী-জলে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শান্তচিত্তে দুঃসঙ্গবর্জ্জিত নির্জ্জনস্থানে নির্ম্মল মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজে মানসে উত্তম বসন পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন-পূর্ব্বক রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ ও নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন করত তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্নানাদি-ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগান্তে আরাত্রিক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে মনে মনে সমাধান

করিতেন। এইরূপে মানসে সেবা করিয়া ব্রাহ্মণ দিন দিন অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইল। একদিন মনে মনে সঘৃত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন। কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত মনে হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ-যুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া 'হায়, দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠ-স্পর্শে পায়স অপবিত্র হইল'—দুঃখিতচিত্তে এইকথা বলিতে বলিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন বাহিরেও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন এবং ঠাকুরের পরমান্ন ভোগ হইল না—চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পার্ষদবর্গ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হাস্য করিলেন। হঠাৎ শ্রীহরিকে হাস্য করিতে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রস্থ ভক্তগণ শ্রীনারায়ণকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ প্রথমে কিছু না বলিয়া, বিমানদ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং পার্ষদগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীহরি সেই ব্রাহ্মণকে নিজ নিকটে বাস প্রদান করিলেন।

এই উপাখ্যানটী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

পিঙ্গলা (৩)

পুরাকালে বিদেহ নগরে **পিঙ্গলা** নামে এক বেশ্যা বাস করিত। সে অর্থ-লোভে পরপুরুষগণের তৃপ্তি-বিধানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। একদিন ধন-লোলুপা পিঙ্গলা বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া পরপুরুষের অপেক্ষায় বহির্দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে পথে যাহাকে দেখিতেছিল, তাহাকেই ধনবান্ ও কামুক মনে করিয়া বিবিধ আশা পোষণ করিতে লাগিল। যখন সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল তখন সে অন্য পুরুষের আশা করিতে লাগিল। ঐ দিন কোন পুরুষকে না পাইয়া এই ভাবেই উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ, কখনও বা বাহিরে আগমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্রি যাপিত হইল। তখন বিফল-মনোরথ হইয়া ধনের আশায় শুষ্ক-বদনা কাতর-চিত্তা পিঙ্গলার পরিণাম-সুখকর পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল। সে অত্যন্ত নির্ব্বিন্নচিত্তে বলিতে লাগিল,—অহো! অজিতেন্দ্রিয়া আমি, আমার কীদৃশ মোহ উপস্থিত হইয়াছে, দর্শন কর। যে-হেতু আমি বিবেক-শূন্য হইয়া কুৎসিৎ মানবের নিকট কাম্যবস্তু লাভের

আশা করিতেছি। মানব নিজের কামনাই নিজে পূরণ করিতে পারে না, সে আমার কামনা কি করিয়া পূরণ করিবে। আমি এতাদৃশ মূঢ় যে, আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান সর্ব্বসুখপ্রদ অর্থপ্রদাতা নিত্যকাল-স্থায়ী প্রিয়তম শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ, ভয় ও চিন্তাদ্বারা আকুল শোকমোহপ্রদ পুরুষের সেবা করিতেছি। অহো! আমি লম্পট-ভোগলুব্ধ বিষয়ী পুরুষের নিকট ধন ও সুখের আশায় শরীর বিক্রয় করিয়াছি। এবং এতাদৃশ নিন্দনীয় বেশ্যা-বৃত্তিদ্বারা দেহকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিতেছি। আমি ভিন্ন এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছে যে, অস্থি, চর্ম্ম, রোম, নখদ্বারা আচ্ছাদিত মল-মূত্র পরিপূর্ণ দুর্গন্ধ শরীরে আসক্ত হইয়া থাকে। এই পুণ্য বিদেহনগরে আমার ন্যায় বিবেক-শূন্যা রমণী আর কেহ নাই। যেহেতু আমি সর্ব্বফলদাতা শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিৎ পুরুষে আসক্ত আছি। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অনিত্য বিষয়-বস্তু, মনুষ্য বা দেবতাগণ কেহই জীবকে প্রকৃত সুখী করিতে পারে না। এবং শ্রীহরি ব্যতীত সংসারাসক্ত—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শরূপ বিষয়দ্বারা হতবুদ্ধি জনগণকে কেহই উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। শ্রীহরিই সকলকে যাবতীয় সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। একমাত্র সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বরই জীবগণের প্রিয়তম বন্ধু—হিতকারী। তিনি সকলের রক্ষক, পালক ও নিত্য-সহচর। আমি অদ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বিষয় ও ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক সেই শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম সেবা করিব। নিশ্চয়ই মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ আমার কোন অজ্ঞাত কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হইয়াছেন। যেহেতু এই কাম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে আজ আমার পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই অভয়চরণারবিন্দে নিশ্চলা মতি উদিত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপাতেই আজ আমার এই অবস্থা। সবই করুণাময়ের কৃপা। আমি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া করুণার সমুদ্র আনন্দময় শ্রীভগবানের শরণাগত হইব। আজ হইতে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণের দ্বারা জীবন-যাপনপূর্ব্বক আমি তাঁহারই ভজনা করিব।

পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরপুরুষ-সঙ্গেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্ত-চিত্তে শয়ন করিল। 'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। অর্থাৎ আশা বা কামনাই পরম দুঃখকর, নৈরাশ্য বা নিষ্কামতাই পরম শান্তিদায়ক। ভগবৎ-কৃপায় এই কথাটি পিঙ্গলা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত কামনা পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে নিত্যমঙ্গল লাভ করিলেন।

এখন প্রশ্ন,—পিঙ্গলা বেশ্যার হঠাৎ বৈরাগ্য কি করিয়া উদিত হইল এবং

সর্ব্ব-মঙ্গলের মূল শ্রীহরি-পাদপদ্মে মতিই বা কি করিয়া হইল? ইহার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৮।৩১, ৩৭ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—ভো বিরক্তবর্য্য, কৃপয়া অদ্য মদঙ্গনমেব সফলীকুরু। অত্রৈব আস্ব, শেস্ব, কিঞ্চিদ্ভুঙ্ক্ষ্ব পিব ইতি যদৃচ্ছয়ৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়মুক্ত্বা তৎস্থান-সংস্কারমার্জ্জন-লেপনাদিকং সায়ংকালে পিঙ্গলয়া কৃতম্। ভগবত্যেতাদৃশী মতিরস্যাস্তদা তস্যাং রজন্যাং ভদঙ্গনে যদৃচ্ছয়াগতশ্চিতস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য কৃপা-ভরাদভূৎ।

অর্থাৎ দত্তাত্রেয় মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাকালে পিঙ্গলার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিরক্ত-শিরোমণি মুনিবরকে দেখিয়া পিঙ্গলা তাঁহার উপবেশন ও বিশ্রামের জন্য স্থানাদি মার্জ্জন এবং সংস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিল,—হে প্রভো, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। কৃপা-পূর্ব্বক আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্য আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। পিঙ্গলার এইরূপ আদরাতিশয্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মুনিবর তথায় বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন। সেই মহাপুরুষের কৃপাতেই পিঙ্গলার বৈরাগ্য ও শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি হইয়াছিল। সাধুসঙ্গের এই অত্যাশ্চর্য্য-প্রভাব। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

এই আখ্যায়িকাটী আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ
(শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৷৷০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা

পরিক্রমার এসেছে আবাহন
কে যাবি তোরা আয় ছুটে আয়।
কতই জনম ঘুমায়ে কাটালি
এ-সুযোগ কেন হারাবি হায়॥
এ'শুভ তিথিতে জনম লভিয়া
পূর্ণচন্দ্র গৌর ভগবান্।
করিল জীবের পাপতমো নাশ
আনন্দে ভরিল চৌদ্দভুবন॥
শচীমাতা ক্রোড়ে হাসিছে নিমাই
অবোধ শিশু কিছুই না জানে।
দেবগণ আসি দেখি' যায় সবে
তা'ন মায়াবলে কেহই না চিনে॥
গুপ্ত-বৃন্দাবন—নবদ্বীপ-ধাম
যেথায় আসিল গোলোক-বিহারী।
পারিষদ-সহ লীলা কৈল যেথা
প্রেম প্রদানিল ভুবন ভরি'॥
সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা তরে
"বেদান্ত সমিতি" আয়োজিছে আজ।
এ' মহাযজ্ঞের পুরোহিত সে যে
ভকতি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ॥
চল যাই সবে নবদ্বীপ-ধামে
হেরি গোরাচাঁদে নয়ন ভরি'।
জনম মোদের সফল হইবে
ভাগবত সনে পরিক্রমা করি'॥

গৌরজন-কিঙ্করানুকিঙ্কর—শ্রীহরিদাস রায়
(নারমা)

উপনিষদের উপাখ্যান

শ্রীযমরাজ ও নচিকেতা (৫)

প্রাচীনকালে রাজশ্রবার প্রপৌত্র ঔদ্দালকি-নামক রাজা স্বর্গ-লাভাশায় 'বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। যজ্ঞান্তে যখন মহারাজ ঔদ্দালকি ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ-দক্ষিণার্থ কতকগুলি জরাগ্রস্ত গাভী দান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সরল-হৃদয় সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে মনোবেদনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"যাহাদের জন্মের মত জলপান ও তৃণভোজন শেষ হইয়াছে, যাহারা দুগ্ধদানে অসমর্থ ও জরাজীর্ণ, এইপ্রকার অদেয় অকর্ম্মণ্য গাভীসকলকে যিনি দান করেন, তিনি নিশ্চয় 'অনন্দা'-নামক দুঃখ-বহুল নিরানন্দ লোকে গমন করেন। সুতরাং ইহাতে পিতার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না এবং তাহাতে তাঁহার অশুভ ফল ঘটিবে; আমি পুত্র, অতএব আত্মদান করিয়াও ইঁহার কিঞ্চিৎ উপকার সাধন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।"

নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুল-হৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ, আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন; আমিও আপনার একটী সম্পত্তি; আপনি আমাকে কাহার উদ্দেশ্যে দান করিবেন? নচিকেতা তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করিলে মহারাজ ঔদ্দালকি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাণসম প্রিয়পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন,—"তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলাম।"

পিতার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি পিতার ম্রিয়মাণ পুত্রাদির মধ্যে প্রথম, এবং যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—এইরূপ অনেকের মধ্যে মধ্যম। অতএব আমি প্রথমতঃ বা মধ্যমতঃ যমালয়ে গমন করিতেছি। যমের নিকট পিতার এমন কি কর্ত্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা তিনি অদ্য আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন?"

নচিকেতা পিতাকে বলিলেন,—"পূর্ব্ব-পুরুষগণ যেরূপে যমালয়ে গমন

করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া, এবং পরবর্ত্তী বর্ত্তমান পুরুষেরাও যেরূপে যমালয়ে গমন করিতেছেন তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিতেছি,—মরণশীল মনুষ্য কর্ম্মানুসারে শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়, এবং উহার ন্যায় কর্ম্মবশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্যের জন্ম-মরণ অবশ্যম্ভাবী; অতএব যমালয়ে গমন করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতৃবাক্য সত্য করিবার ইচ্ছায় পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি যম-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন-প্রতীক্ষায় সে-স্থানেই অনশনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইলে যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন। যমের পত্নী তাঁহাকে বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহে একজন অতিথি-ব্রাহ্মণ অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যমরাজ নচিকেতার যথোচিত পূজা ও সৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! তোমাকে নমস্কার। তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথি-রূপে বাস করিয়াছ; ইহাতে আমার মহা-অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটী বর দিতেছি; তুমি এক-একটী রাত্রির জন্য ইচ্ছামত পৃথক্ পৃথক্ অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ; তাই তিনি প্রথম বরে যম-রাজের নিকট পিতৃভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন,—(১) "হে যমরাজ! পিতা গৌতম-আরুণি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত হন এবং আমি যখন আপনার নিকট হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া স্নেহের সহিত সাদর-সম্ভাষণ করেন।" যমরাজ "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন।

(২) তখন নচিকেতা বলিলেন,—"স্বর্গলোকে কোনরূপ ভয় নাই। তথাকার অধিবাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া শোক-রহিত ও জরা-রহিত হইয়া তথায় পরমানন্দ উপভোগ করেন। যে-অগ্নির সাহায্যে লোকে পূর্ব্বোক্ত সুখময় স্থানে গমন ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। আমাকে সেই অগ্নিবিষয়ক বিজ্ঞান উপদেশ করুন,—ইহাই আমার প্রার্থিত দ্বিতীয় বর।" যমরাজ বলিলেন,—"তুমি যে অগ্নির কথা বলিতেছ, তাঁহাকে অবগত হইলে অনন্তলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক লাভ করিতে পারা যায়,

এবং যিনি নিখিল বিশ্বের আশ্রয়হেতু সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-গুহায় শায়িত আছেন, তিনিই সেই 'অগ্নি'-নামক হরি।" যম নচিকেতাকে সেই অগ্নির বিষয় উপদেশ করিলে নচিকেতা যমের উপদেশাবলী অবিকল অবৃত্তি করিলেন। যমরাজ তাঁহাকে শিষ্য-প্রতিম জানিয়া ও তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া পূর্ব্বের তিনটী বর ব্যতীত আরও একটী বিশেষ বর প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে অগ্নির বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, সেই অগ্নি অতঃপর তোমারই নামানুসারে 'নচিকেতা' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।"

অনন্তর যমরাজ তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। (৩) নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি? দুর্লভদর্শন যমরাজের নিকট সমাগত হইয়া অকিঞ্চিৎকর নশ্বর ধন-জন-ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করা—ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া শুক্তি-শম্বুক প্রার্থনারই অনুরূপ। যমরাজ যখন মৃত্যুর ঈশ্বর, তখন ইঁহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়? যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞাপনে সমর্থ হইবেন না। অতএব ইঁহার নিকট পরলোক-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনা করিয়া নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন,—"আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে মনুষ্যলোকে একটি বিবাদ চিরকালই বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন,—আত্মা আছেন, কেহ বলেন,—আত্মা নাই। আস্তিকগণ 'পরলোক আছে', আর নাস্তিকগণ 'পরলোক নাই'—এই বিপরীত সিদ্ধান্তই কল্পনা করিয়া থাকে। কেহ বলেন,—মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরলোকে থাকেন, আবার কেহ বলেন,—থাকেন না। তবে মরণের পর আত্মা কোথায় গমন করেন? অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ-ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? কৃপাপূর্ব্বক ইহার প্রকৃত তত্ত্ব-উপদেশ দিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।"

নচিকেতার এই অপূর্ব্ব বর-প্রার্থনা শুনিয়া যমরাজ দেখিলেন, বালকটী শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুহ্যতম-তত্ত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! ইহাকে পরলোক-তত্ত্ব বলা হইবে না, অপর বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। তাই যম বলিলেন,—"নচিকেতঃ! এ-বিষয়ে পূর্ব্বকালে দেবগণও সন্দিহান্ হইয়াছিলেন। কেহই এই পরম সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। আমাকে এজন্য আর অনুরোধ করিও না। তুমি অন্য যে-কোন

বর প্রার্থনা কর।" নচিকেতা আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রকৃতই শ্রদ্ধাবান্ কিনা এবং আত্মবিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার আছে কি না, তজ্জন্য ঐকান্তিকতা পরীক্ষার নিমিত্ত যমরাজ বলিলেন,—"তোমাকে শতবর্ষজীবি পুত্র-পৌত্র, বহু গাভী, হস্তী, ঘোটক, সুবর্ণ, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, স্বর্গ এবং তোমার যত বৎসর ইচ্ছা, তত বৎসরের পরমায়ু-লাভের বর প্রদান করিতেছি; পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে যে-যে কামনা অতি দুর্লভ, তুমি স্বেচ্ছানুসারে সে-সকল প্রার্থনা করিতে পার; রূপ-যৌবন-সম্পন্না, নানা গুণে অলঙ্কৃতা, বাদ্যযন্ত্রধারিণী, রথ-সমন্বিতা রমণীসমূহ তুমি প্রার্থনা করিতে পার—তুমি ইহাদের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। আমি তোমাকে এ-সকল বর দিতেছি। তুমি কেবল মৃত্যু-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ ইহা অতি গোপনীয়।"

যমরাজ এইরূপে নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু ধীর-প্রকৃতি নচিকেতা অচল অটল,—কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি যমের কথার প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন,—"হে যমরাজ! আপনি আমাকে যে-সকল বস্তুর লোভ দেখাইতেছেন, আমি তাহা কিছুই চাহি না। কারণ ঐগুলি সমস্তই মৃত্যুর অধীন, কিছুই থাকিবে না। আজ যে পুত্রাদি রহিয়াছে, কালই তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে পারে। শত-সহস্রবর্ষ পরমায়ু লাভের বর প্রদান করিলেও উহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর পুত্রাদি পালন ও রক্ষণের জন্য সমগ্র ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইয়া যায়, কত শক্তি ক্ষয় হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, কামিনী, পৃথিবীর বা স্বর্গের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আপনারই থাকুক, উহাতে আমার কোন অভিলাষ নাই। ধন-সম্পত্তি মনুষ্যকে কখনও সুখ-শান্তি দান করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি যখন আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি, তখন আমার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি ও পরমায়ু প্রভৃতি আনুসঙ্গিকভাবেই লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য পৃথক্ প্রার্থনার প্রয়োজন কি? হে যমরাজ! আমি অন্য কিছু প্রার্থনা করি না—আমাকে কেবল সেই আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ করুন। অল্পায়ু মনুষ্য অমর দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রাকৃত সুখকে অস্থির অনিত্য জানিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া দীর্ঘজীবন কামনায় আনন্দ অনুভব করেন না। আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকাও দুঃখের কারণ; যেহেতু বয়স অধিক হইলে শরীর জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সুখ-শান্তির বিঘ্ন ঘটায়। কেহ ভাগ্যফলে সুস্থ থাকিলেও একইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। বিষয়ানুভব-জনিত

সুখ, আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি পূর্ব্বানুভূত বিষয়-সকল সম্প্রতি নিঃশেষ-প্রায়—এইরূপ মোহ-পীড়িত হইয়া সে অধোগামী হয়। অতএব হে যমরাজ! 'আত্মা ও পরলোক আছে কি না' লোকে এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে। সুতরাং আমার মঙ্গলের নিমিত্ত সেই আত্মার গতি সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। পরলোক সম্বন্ধীয় এই বর অতি গোপনীয় হইলেও ইহা ব্যতীত অন্য কোন বরই আমি প্রার্থনা করি না, জানিবেন।"

নচিকেতা পুত্র-ধনাদি-কামনারূপ অনিত্য অসার বস্তুতে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়া বৈষ্ণবরাজ শ্রীযম তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা আপাত-প্রীতিকর, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা পরিণামে পরম-কল্যাণকর তাহা জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ; তজ্জন্য তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। আত্মজ্ঞান-লাভ বা ভগবৎসেবাই—শ্রেয়ঃ, আর স্ত্রী-পুত্র-ঐশ্বর্য্যাদি কাম্যবস্তু—প্রেয়ঃ। এই দুইটী পরস্পর পৃথক্। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাহার ভব-বন্ধন মোচন হয়; আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম-পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভব-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটীর সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া সংসার-মুক্তি ও সংসার-বন্ধন-বিষয়ে বিচার করেন। তাঁহারা আপাত-রমণীয় বিষয় পরিহার করিয়া পরিণামে যাহা মঙ্গলকর, তাহাই বরণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তু রক্ষণের জন্য প্রেয়ঃ গ্রহণ করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন। হে নচিকেতঃ! তুমিই ধন্য; তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও প্রেয়ঃ প্রার্থনা কর নাই দেখিয়া তোমাকে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী বলিয়া জানিলাম।

"বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়ই অত্যন্ত বিপরীত-স্বভাব ও পরস্পর বিরুদ্ধ-ফলপ্রদ। যাহারা প্রেয়ঃ বা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করে সেই কুটীল প্রকৃতি মূঢ়, অন্ধ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত অন্ধব্যক্তির ন্যায়, সংসার-গর্ত্তে পতিত হয়। এইরূপ বালকবৎ বিবেকহীন দেহ-গেহাসক্ত ব্যক্তিগণ কামোপভোগে মোহিত হইয়া স্বর্গ-নরকাদিতে ভ্রমণ করে। কখনও শাস্ত্রাদি-কথিত আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে পারে না এবং কাহাকেও সৎপথের সন্ধান দিতে পারে না। আত্মতত্ত্ব অনেকেরই শ্রবণ-সৌভাগ্য হয় না; শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা তাহা জানিতে পারিলেও অনেকের

তাহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ আত্মতত্ত্ববিৎ উপদেষ্টা বা সদ্‌গুরু অতি দুর্লভ, আবার যদি তাদৃশ আচার্য্য পাওয়া যায়, কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতা বা শিষ্যপ্রাপ্তি আরও দুর্লভ। হে নচিকেতঃ! ভগবৎতত্ত্ব জানিবার জন্য যে সুমতি লাভ করিয়াছ, উহাকে তর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না। শুষ্কতর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব বা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আমি তোমাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও তুমি ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তোমার ন্যায় উপযুক্ত প্রশ্নকর্ত্তা আর হইবে না। **কোন অনিত্য উপায়দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না। আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয় ও অব্যক্ত।** ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন মনুষ্য সেই নিত্য আত্মাকে কখনই লাভ করিতে পারে না। যিনি আচার্য্যের নিকট হইতে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হন, তিনিই সেই আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। অতএব আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে, তোমার জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।"

নচিকেতা বলিলেন,—"হে যমরাজ! আমার প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। **আপনি যাহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, সেই বস্তুর উপদেশ করুন।"**

যমরাজ ব্রহ্মের মহিমা বর্ণনমুখে বলিতে লাগিলেন,—"হে নচিকেতঃ! সমগ্র বেদ যাঁহার স্বরূপ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণ বেদ-অধ্যয়ন ও আচার্য্য-সেবনরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ধারণ করেন, বেদবেদ্য 'ওঁ'-কার অর্থাৎ ভগবন্নামকেই সেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। এই অক্ষরই অবিনাশি-ব্রহ্ম এবং ইহাই পরমাক্ষর নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই সকলের প্রধান আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিতে পারিলে জীব ভগবল্লোকে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের যেরূপ জন্ম-মৃত্যু নাই, তদ্রূপ জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যু ও বিকারাদি-রহিত। আত্মবস্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হইতে মহত্তর। নিখিল জীব-হৃদয়ে অবস্থিত সেই আত্মাকে জানিলে শোকবিহীন হওয়া যায়। পরমাত্মাকে পাণ্ডিত্য, মেধা বা বহু শ্রবণাদিদ্বারাও জানিতে পারা যায় না। সেই তত্ত্ববস্তু যে-জীবকে একান্ত শরণাগত জানিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই নিকট সেই স্ব-প্রকাশ পরমাত্মার নিজতনু প্রকাশিত হয়। দুরাচার, অসংযত ও

বিষয়-লোলুপ ব্যক্তিও আত্মাকে জানিতে পারে না। সর্ব্ব-সংহারক আমিও (যম) সেই পরমাত্মার অধীন।"

যমরাজ নচিকেতাকে আরও বলিলেন,—"শরীরকে রথ, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু রূপে জানিবে। যিনি সংযতচিত্ত ও বিবেকী, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে। আর যে অসংযতচিত্ত ও অবিবেকী, তাহার মন অশুদ্ধ। সে পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। তিনিই জীবের পরম গতি। তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত থাকিলেও অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ ভগবদনুগ্রহে শ্রবণাদিরূপ নির্গুণ অপ্রাকৃত ভক্তিদ্বারা একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করেন।

আচার্য্যের উপদেশেই আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলেন,—সেই আত্মতত্ত্ব-লাভের পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ও দুরতিক্রমনীয়। **জীবের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যদ্রষ্টারূপে সৃষ্ট বলিয়া জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, আত্মাকে দেখিতে পায় না।** বিবেকীগণ বাহ্য-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া লইয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন।

আত্মা এক, শুদ্ধ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ। যিনি এই আত্মাকে পৃথক্ রূপে দর্শন করেন, তিনি বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করেন। সেই অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পরিমাণ পরমাত্মা প্রতি-জীব-হৃদয়ে ত্রিকালের নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন। আত্মা দেহ হইতে চলিয়া গেলে প্রাণাপানাদি বায়ু দ্বারা দেহ জীবিত থাকিতে পারে না।

যেরূপ এক অগ্নি বিভিন্ন কাষ্ঠাদিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের আত্মা এক প্রকার হইয়াও দেহভেদে বিভিন্ন বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা স্বয়ং অবিকারী। বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট হইলেও কোন বস্তুর দোষ-গুণে লিপ্ত হন না, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বগত হইয়াও অবিকারী থাকেন। সূর্য্য যেরূপ সকলের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও কাহারও কোন দোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ আত্মাও সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া লোকের সুখ-দুঃখভাগী হন না।

এই সংসারটী অশ্বত্থবৃক্ষ-তুল্য ও অনিত্য। ইহার নিম্নদেশে চতুর্দ্দশ-ভুবনরূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এবং ইহার মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মই ইহার মূল কারণ। এজগতে যাহা কিছু দৃশ্যবস্তু, সকলই বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ও যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তিনি অবাঙ্-মনস-গোচর। আত্মতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের কৃপাবলেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবের জড়কাম দূর হইয়া অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হয়। হে নচিকেতঃ! তখন জীব মুক্ত-পদের অধিকারী হন অর্থাৎ বিষ্ণুপদ-সেবা-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

উপরিবর্ণিত উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলি লাভ করা যায়,—

১। অদেয় (দানের অযোগ্য) বস্তু দান করিলে (অর্থাৎ মরা গরু বামুনকে দান করিলে) দাতার পুণ্য সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে পাপার্জ্জন ও অধোগতি হয়। ২। প্রাণ বিনিময়েও পিতার ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায়তা করাই সৎপুত্রের কর্ত্তব্য এবং পিতাকে অসৎ-কর্ম্ম হইতে বিরত করাই প্রয়োজন। ৩। কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য। ৪। অতিথি অভুক্ত-অবস্থায় গৃহে থাকিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। ৫। অপ্রাকৃত ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তার নিকট প্রাকৃত ভোগৈশ্বর্য প্রার্থনা মূঢ়তার পরিচয়। ৬। বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তিই জন্ম-মৃত্যু-নিবারক। ৭। আত্মা বা পরলোকে বিশ্বাসী ব্যক্তিই—আস্তিক; ইহার বিপরীত ধর্ম্মী—নাস্তিক বা অসুর-শ্রেণীভুক্ত। ৮। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা-পরীক্ষা বা আচার্য্য-কর্ত্তৃক শিষ্যের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বিষয়ে ঐকান্তিকতা পরীক্ষা—শাস্ত্র-সম্মত। ৯। ধন-জন-পুত্র-কলত্র-দীর্ঘজীবন-সাম্রাজ্য-স্বর্গাদি ভোগৈশ্বর্য্য সমস্তই কাল-ক্ষোভ্য; ইহারা কখনই সুখ-শান্তিদানে সমর্থ হয় না। ১০। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রাকৃত এষণা নিবৃত্তির পর ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাশীল জীবের ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ১১। আত্মজ্ঞান-লাভই 'শ্রেয়ঃ', আর প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যাদি কাম্যবস্তুই 'প্রেয়ঃ' বা অমঙ্গলজনক। ১২। অবিদ্যাগ্রস্ত পণ্ডিতাভিমানী জীব মূঢ়তাবশতঃ অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় সংসারেই যাতায়াত করিয়া থাকে। ১৩। আত্মতত্ত্ববিদ্ সদ্‌গুরু অতীব দুর্লভ, আর উপযুক্ত শিষ্য তদপেক্ষা দুর্লভ। ১৪। ভগবদ্ভক্তিতে শুষ্কতর্ক আনয়ন করিলে ভক্তিবৃত্তি বিনষ্ট হয়। ১৫। আত্ম-তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। ১৬। 'ওঁ'-কার বা ভগবন্নামই ব্রহ্ম-স্বরূপ ও 'পরমাক্ষর' নামে প্রসিদ্ধ। ১৭। শরণাগতিই জীবের মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়। ১৮। ভগবদ্ভক্ত সংযতেন্দ্রিয়—'গোস্বামী' আর অজিতেন্দ্রিয়গণ গো-দাস। ১৯। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ২০। পরমাত্মা বিষ্ণুই জীবের স্বার্থগতি বা সর্ব্বাশ্রয়। ২১। আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, অবিনাশী ও নিত্য; আত্মা ব্যতিরেকে অপরাপর ইন্দ্রিয়াদি অকর্ম্মণ্য। ২২। সর্ব্বজীবের আত্মা একপ্রকার হইয়াও দেহভেদে বিভিন্নরূপে পরিচিত। আত্মা অবিকারী ও প্রাকৃত-সঙ্গশূন্য। ২৩। ব্রহ্ম বা বিষ্ণুই মূল কারণ। জগতের সকল বস্তুই বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত। ২৪। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাবৃন্দ সকলেই বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহী। ২৫। সদ্‌গুরুর কৃপাবলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং বিষ্ণুর পাদপদ্ম-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ ঘটে।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

অষ্টম বর্ষের সূচনা

দেখিতে দেখিতে আমাদের সাতটী বৎসর অতীত হইয়া গেল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া বজ্রস্বরে ধ্বনিত করিতেছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অর্থাৎ বিচার-পরায়ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ কঠোর উক্তির দ্বারা জীব-সাধারণের চিত্তগত বা বিচারগত মালিন্য দূর করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক ভক্তিপথে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বার-স্বরূপ। ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে। শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

শ্লোকের দ্বারা অনুকূল অনুশীলনকেই উত্তমাভক্তি বলিয়া জানাইয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদও শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"—শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতে এইরূপ শিক্ষাও দিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্রই সাধন-মার্গে প্রতিকূল-বর্জ্জন ও অনুকূল-গ্রহণ দুইটী ক্রিয়া সাধক-হৃদয়ে যুগপৎ জাগরূক থাকা আবশ্যক। এই উভয় বৃত্তি যুগপৎ গ্রহণ করিতে হইলে **প্রতিকূল-বর্জ্জন করাই অনুকূল-অনুশীলনের অন্যতম** বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,—অনুকূল-অনুশীলন প্রতিকূল-বর্জ্জন হইতে পৃথক্ ক্রিয়া। প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ বিচারকে সুসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না হইলে সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? অসদাচার পরিত্যক্ত না হইলে সদাচারের স্থান কিরূপে হইবে? শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় স্মার্ত্ত ও অপসম্প্রদায়গুলির অনুগত হইয়া পড়িয়াছে।

গৌড়ীয় মঠের সেবা ও পরিক্রমার জন্য দ্বাদশ বর্ষের অধিককাল হইতে প্রচুর চাউল ও অর্থাদি দান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই সেবা যাহাতে চিরস্থায়ী থাকে, তজ্জন্য ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ২ একর ২৫ ডেসিম্যাল উৎকৃষ্ট ধানী-জমি দান করেন। এবং শ্রীবেদান্ত সমিতি ৩।৪ বৎসর যাবৎ ঐ জমির উপস্বত্ব গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু উক্ত জমির বর্ত্তমান আইনসঙ্গত দলিলাদি রেজিষ্ট্রী না হওয়ায়, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে শ্রীপত্রিকায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় নাই।

বর্ত্তমান ১৩৬২ সালের বিগত ২৪শে কার্ত্তিক, ইং ১১।১১।৫৫ তারিখে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়-কৃত ২ খানি দলিল সম্পাদিত হয় এবং গত ইং ১৮।১২।৫৫ তাং এ মহিষাদল সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে উহা রীতিমত রেজিষ্ট্রী হয়। পত্রিকার স্থানাভাব-বশতঃ আমরা পূর্ব্বে এই আনন্দ-সংবাদ পাঠকবর্গকে জানাইতে পারি নাই—তজ্জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভু ১ একর ৩২ শতক জমির সঙ্গে হরিখালির হাটের মধ্যবর্ত্তী আরও ২ শতক ভিটী জমির উপরিস্থ ২টী কোঠাও দান করিয়াছেন। সমিতির সেবকগণ এ-বৎসর ঐ কোঠা-গৃহে বসবাস করিয়া কীর্ত্তন-প্রচারাদি করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাধন বাবু ৯৩ শতক জমি পৃথক্ দলিলের দ্বারা উক্ত একই তারিখে সম্পাদন করিয়া উক্ত তারিখেই রেজিষ্ট্রী করেন।

এবৎসর চাষ-আবাদের অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় আমরা উভয় জমি হইতে খরচ-খরচা বাদ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য ১২/০ মাত্র চাউল পাইয়াছি। গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুর এইরূপ দানের তুলনা নাই। কর্ম্মচেষ্টা ও জ্ঞানচেষ্টা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তি ও হরিকথা-প্রচার-সেবায় দান বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী বৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার অন্য নাম—নির্গুণ দান।

আমরা আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি,—গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুর চেষ্টা ও যত্নে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত রাধানাথ বাবুর ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী কমলাবালা দেবী মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য চারিসহস্র টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ এই পরিবারের সেবাচেষ্টার জন্য চির-কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

—নিজস্ব সংবাদ

———

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি　　শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, বুধবার হইতে ১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোল-ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসর শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১০ই জানুয়ারী, ১৯৫৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৭ই চৈত্র, বুধবার— (১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেব-পল্লী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**)।

২। ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা ও হংসবাহন।

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের **আমাদ**, **কোলেরগঞ্জ**, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী** (**শিবিরে রাত্রি যাপন**) এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৯ই চৈত্র, শুক্রবার— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১০ই চৈত্র, শনিবার— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা। এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন**।

৫। ১১ই চৈত্র, রবিবার— (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট। তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ১২ই চৈত্র, সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৩ই চৈত্র, মঙ্গলবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৮ বিষ্ণু, ৪৭০ গৌরাব্দ শুক্রবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬২ ; ইং ১৩।৪।৫৬ | ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীগোপালরাজায় নমঃ

বপুরতুল-তমালস্ফীত-বাহূরুশাখো-
পরিধৃত-গিরিবর্য্য-স্বর্ণবর্ণৈকগুচ্ছঃ।
কটিকৃত-পরহস্তারক্ত-শাখাগ্র-হৃদ্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১॥

রুচির-দৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং
সুভগ-বদন-গাত্রং চিত্রচন্দ্রং দধানঃ।
বিলসদধরবিম্ব-ঘ্রায়িনাসা শুকৌষ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥২॥

চল-কুটিলতর-ভ্রূকার্ম্মুকান্তর্দৃগন্ত
ক্রমণ-নিশিতবাণং শীঘ্রযাণং দধানঃ।

দরয়িতুমিব রাধাধৈর্য্য-পারীন্দ্রবর্য্যং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৩॥

অসুলভমিহ রাধাবক্ত্র-চুম্বং বিজান-
ন্নিব বিলসিতুমেতচ্ছায়য়াপি প্রদূরাৎ।
মুকুর-যুগলমচ্ছং গণ্ড-দম্ভেন বিভ্রৎ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৪॥

রুচিনিকর-বিরাজদ্দাড়িমী-পক্কবীজ-
প্রকরবিজয়ি-দন্তশ্রেণী-সৌরভ্যবাতৈঃ।
রচিত-যুবতি-চেতঃ কীর-জিহ্বাতি-লৌল্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৫॥

বচন-মধু-রসানাং পায়নৈর্গোপরামা-
কুলমুরুধৃত-ধামাপ্যুন্মদীকৃত্য কামম্।
অভিমত-রতিরত্নান্যাদদানস্ততোদ্রাক্
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৬॥

কুবলয়-নিভভালে কৌঙ্কুম-দ্রাবপুণ্ড্রং
দধদিব ঘনষণ্ডে নিশ্চলচ্চঞ্চলাগ্রম্।
রচয়িতুমিব সাধ্বী-কীর্ত্তি-মুগ্ধালি-ভীতিং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৭॥

শ্রবণ-মদন-রজ্জু সজ্জয়ল্লজ্জি-রাধা-
নয়ন-চল-চকোরৌ বন্ধুমুৎকঃ কিশোরৌ।
কৃত-মকর-বতংস-স্নিগ্ধ-চন্দ্রাংশু-চারঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৮॥

যুবতি-করণরত্নং-ব্রাতমাচ্ছিদ্য নেত্র-
ভ্রমণপটুভটৈস্তং ন্যস্য হৃৎসৌধ-মধ্যে।
গরুড়মণি-কবাটেনোরসাঘুষ্য হৃষ্টঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৯॥

ত্রিবলি-ললিত-তুন্দস্যন্দি-নাভীহ্রদোত্থ-
তনুরুহততি-সর্পীমত্র বিভ্রাণ উগ্রাম্।
যুবতি-পতিভয়াখু-গ্রাসনায়েব সদ্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১০॥

মরকতকৃত-রম্ভাগর্ব্ব-সর্ব্বংকষোরু-
দ্বয়মুরু-রসধাম প্রেয়সীনাং দধানঃ।
স্ফুরদবিরল-পুষ্ট-শ্রোণিভারাতিরম্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১১॥

মদন-মণিবরালী-সংপুট-ক্ষুল্লজানু-
দ্বয়-সুললিত-জঙ্ঘামঞ্জু-পাদাব্জযুগ্মঃ।
বিবিধ-বসন-ভূষা-ভূষিতাঙ্গঃ সুকণ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১২॥

কলিত-বপুরিব শ্রীবিট্‌ঠল-প্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্য্যা-ধৈর্য্য-পীযূষ-পুষ্টঃ।
দ্যুতিভর-জিতমাদ্যন্ মন্মথোদ্যৎ সমাজঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১৩॥

বিবিধ-ভজনপুষ্পৈরিষ্ট-নামানি গৃহ্ণন্
পুলকি-তনুরিহ শ্রীবিট্‌ঠলস্যোরু-সখ্যৈঃ।
প্রণয়-মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১৪॥

গিরিকুল-পতি-পট্টোল্লাসি-গোপালরাজ-
স্তুতি-বিলসিত-পদ্যান্যুদ্ভট-প্রেমদানি।
নটয়তি রসনাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভরং যঃ
স সপদি লভতে তৎ প্রেমরত্নং প্রসাদম্ ॥১৫॥

শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার দেহরূপ নিরুপম তমাল-বৃক্ষস্থিত সুদীর্ঘ বাহু-শাখার উপরি-পরিধৃত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বর্ণবর্ণ গুচ্ছ-সদৃশ শোভা পাইতেছেন, এবং যাঁহার দক্ষিণ-হস্ত কটিতটে ন্যস্ত হওয়ায় করস্থিত রক্তবর্ণ অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ মনোহর শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অর্থাৎ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের একপ্রদেশে রাজোপবেশনের উপযুক্ত স্থানে প্রতাপী হইয়া সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

যিনি শোভমান বদন-গাত্ররূপ বিচিত্র চন্দ্র ধারণ করিয়া মনোহর নয়ন নামক কমলদ্বয়কে প্রস্ফুটিত করিতেছেন, যাঁহার শুকৌষ্ঠ-সদৃশ নাসিকা বিলাসশালী

অধর-বিম্বকে আঘ্রাণ করিতেছে, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

যিনি শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যরূপ সিংহরাজকে বিদীর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন চঞ্চল অথচ কুটিল ভ্রূরূপ ধনু-মধ্যে অপাঙ্গ সঞ্চালনরূপ দ্রুতগামী-শাণিত শর সংযোজিত করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহর-রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

"শ্রীরাধিকার অধর-গ্রহণ আমার সম্বন্ধে অতীব দুর্ল্লভ" ইহা জানিয়াই যেন অতিদূর হইতে তদীয় প্রতিবিম্ব বিলাসানুভব-মানসে যিনি অহঙ্কারপ্রযুক্ত গণ্ড-চ্ছলে সুনির্ম্মল দর্পণ-যুগলকে ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপ-সহকারে শোভনরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

যিনি কান্তিসমূহে সুশোভিত দাড়িম্ব-পঙ্কবাজ-সকলের বিজয়শীল দন্তশ্রেণীর সুগন্ধি বায়ুদ্বারা ব্রজ-যুবতীগণের চিত্ত-রূপ শুক-জিহ্বার অত্যন্ত চাঞ্চল্য বিধান করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

গোপরামা-সকল অত্যন্ত প্রভাবশালিনী হইলেও তাঁহাদিগকে যিনি বাক্যরূপ মধু-রস পান করাইয়া যথেষ্ট উন্মত্ত করত তাঁহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র স্বাভীষ্ট রতি-রত্ন গ্রহণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া সুন্দর-রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

ভ্রমর যেরূপ স্থিরতর বিদ্যুতের অগ্রভাগের ন্যায় কোন পীতবর্ণ বস্তুধারীকে নীলোৎপলে অদৃষ্টপূর্ব্বের মত দেখিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ যিনি সতীদিগের কীর্ত্তিরূপ মুগ্ধ-ভ্রমরের ভয়োৎপাদন-নিমিত্ত যেন স্বীয় নীলোৎপল-সদৃশ কপালে কুঙ্কুম-তিলক ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপ-সহকারে মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

যিনি লজ্জাবতী শ্রীরাধিকার নয়নরূপ কিশোর চঞ্চল চকোর-যুগলকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত উন্মনা হইয়া সুবিশাল শ্রবণ-রূপ মদন-রজ্জুকে মকরাকৃতি কর্ণ-ভূষণদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মনোহর চন্দ্র-কিরণ বিস্তার করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে নিরতিশয় প্রতাপ-সহকারে মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

যিনি ব্রজ-যুবতীগণের ইন্দ্রিয়রূপ রত্নরাশিকে নেত্র-ভ্রমণ-রূপ সুপটু [illegible]-দ্বারা হরণ করত স্বীয় হৃদয়রূপ অট্টালিকা-মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া গরুড়মণি-[illegible]

কবাটস্বরূপ বক্ষঃস্থল দ্বারা নীবীবন্ধে মুদ্রাদির ন্যায় স্থাপনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৯॥

যিনি ত্রিরেখা-দ্বারা সুললিত উদর হইতে গলিত বস্তুর ন্যায় ধারাবাহিণী অথচ নাভিহ্রদ হইতে উদীয়মানা রোমরাজীকে যুবতিগণের পতিভয়-রূপ মূষিককে গ্রাস করাইবার নিমিত্তই যেন ভয়ানক সর্পা সন্তই উদরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১০॥

যিনি শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গের একমাত্র রসাশ্রয়ের স্থান-স্বরূপ হরিদ্বর্ণ মরকতমণি-নির্ম্মিত কদলীবৃক্ষের গর্ব্বচুর্ণকারী উরুযুগলকে ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি পরস্পর সংলগ্ন ও পরিপুষ্ট নিতম্ব-ভারে রমনীয় হইয়াছেন, সেই গোপাল-রাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১১॥

মদন-মণিনির্ম্মিত সংপুট অর্থাৎ তাম্বুলাধারও যাহার নিকট ক্ষুদ্র বোধ হয় তাদৃশ জানুদ্বয়-দ্বারা যাঁহার জঙ্ঘা ও মনোজ্ঞ পাদপদ্ম-যুগল সুললিত এবং যাঁহার বিবিধপ্রকার বসনভূষায় অঙ্গ বিভূষিত, সেই সুকণ্ঠ গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১২॥

যিনি স্বীয় অবতার-বিশেষ শ্রীবিট্‌ঠলের মূর্ত্তিমান প্রেমরাশি-স্বরূপ, যিনি পরিজনবর্গের পরিচর্য্যারূপ উৎকৃষ্ট অমৃত ভোগে পুষ্টাঙ্গ এবং যিনি স্বীয় কান্তি-মালাদ্বারা সমুদ্ভূত মন্মথ-সমাজকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১৩॥

যিনি শ্রীবিট্‌ঠলের সখ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্বারা পুলকিতাঙ্গ হইয়া ইষ্টনাম গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত শ্রীবিঠ্‌লেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

যিনি গিরিবর গোবর্দ্ধনের পট্টদেশে উল্লাসশীল গোপালরাজের স্তুতি-সুশোভিত এই পদ্যাবলীকে নিরতিশয় প্রেমপ্রদরূপে রসনাগ্রে শ্রদ্ধার সহিত নৃত্য করান অর্থাৎ নিরন্তর পাঠ করেন, তিনি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা-যুক্ত প্রেমরত্ন লাভে সমর্থ হন ॥১৫॥

সজ্জন—অপ্রমত্ত (১৮)

রিপু-তাড়িত জড়-বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণই—প্রমত্ত, আর জড়ে উদাসীন কৃষ্ণৈকশরণ-সজ্জনই—অপ্রমত্ত

কোন বিষয়ে অতিরিক্ত অভিনিবিষ্ট বিষয়ীকে প্রমত্ত বলে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধজীব অনেক সময় প্রমত্ত হন। নির্বিষয়ী কোন জড়-বিষয়ে প্রমত্ত হন না। একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ জড়ে উদাসীন ব্যক্তিই অপ্রমত্ত সজ্জন। বিষয়ীর ইন্দ্রিয়সমূহ জড় রূপ-রসাদিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ। তিনি সেই বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে করিতে লুব্ধ হইয়া প্রমত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটী পরিপন্থী বিষয় আসিয়া বিষয়ী বদ্ধজীবকে প্রমত্ত করায়। সজ্জন সর্ব্বদা কৃষ্ণৈকশরণ, তজ্জন্য অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় কদাপি প্রমত্ত হন না। কৃষ্ণ সেবায় প্রমত্ত হওয়ায় তিনি বিষয়ে সম্পূর্ণ-ভাবে অপ্রমত্ত।

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ভোগময় রাজ্যে বিচরণ এবং ভগবৎ-কৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার

কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনও বা চতুর্দ্দশ-লোকাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করেন। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ করুণা করিয়া জীবকে আকর্ষণ না করেন, তৎকালাবধি জীব কৃষ্ণ-বিমুখ-রুচিবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণব্যতীত বিষয়ান্তরে স্ব স্ব চেষ্টা প্রদর্শন করে। কৃষ্ণের আকর্ষণ তাহার নিকট প্রবল না হওয়ায় তাহার প্রমত্ততা ছাড়ে না।

প্রমত্ততা-বশে মাদক-দ্রব্যাদি ও প্রসাদ-ব্যাজে তাম্বুলাদি সেবন-কারিগণ হরি-বিমুখ অহংগ্রহোপাসক

জীব কখনও নানাপ্রকার মাদক-দ্রব্য সেবা করিয়া হরিবিমুখ জীবনযাপন করেন এবং প্রমত্ততাবশে নস্য গ্রহণ, অহিফেন, গঞ্জিকা ও তাম্রকুট সেবন, ধুম্র-পান, কফি ও চা, সুরা প্রভৃতি পানে মত্ত হইলে সজ্জন হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কখনও বা তিনি তাম্বুল-বীটিকায় প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা জড় বিষয়কে অধিক আদর করেন, কখনও বা প্রসাদ উপলক্ষণে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিষয়াভিনিবেশের অভিনয় দেখান। কখনও বা বিচার-চাতুর্য্যে

আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অহংগ্রহ-উপাসনায় প্রমত্ত হন। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ প্রমত্ততার লক্ষণ।

স্থূলকথা এই যে, সজ্জন কোনও কৃষ্ণেতর চেষ্টায় প্রমত্ত নহেন। তিনি নিত্যকাল অপ্রমত্ত হইয়া হরিসেবা করেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব

প্রেমের সংজ্ঞা ; কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

আদৌ প্রেম কি তাহা আলোচনা করি, পরে ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব। প্রেম একটী প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহার স্বরূপ,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তঃ দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রেমলক্ষণম্॥

এই প্রেমের আধার—ভক্ত-জীব এবং বিষয়-কৃষ্ণ। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর প্রেমের বিষয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণ একটী তত্ত্ব ; তাহাই ভগবত্তত্ত্বের সীমা। সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। এই বিষয়টী একটী পরমতত্ত্ব, কেবল নামের বিবাদ নয়।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

সেই প্রেম সম্পূর্ণ চিন্ময়। জীব অণুচৈতন্য বলিয়াও পূর্ণ চিন্ময় পদার্থ। যে-কোন কারণেই হউক, আমরা মায়া-বিকারে বিকৃত। সেই প্রেম এখন জড়-বিষয়-প্রেম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত যে, বিষয়-প্রেমের নাম 'কাম' ও কৃষ্ণ-কামের নাম 'প্রেম'। কাম যেরূপ অধম, প্রেম সেই পরিমাণে উপাদেয়। কাম জীবের প্রেয়ঃ, প্রেম জীবের শ্রেয়ঃ। আজকাল জড় বদ্ধজীবের প্রেমের স্বরূপ বোধ না হওয়ায় কামকেই প্রেম বলিয়া মনে হয়। উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি অনর্থ, অন্যটি অর্থ।

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম-প্রাপ্তির ক্রম

হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। প্রভু প্রেমকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন। সেই পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে কিরূপে উদয়

হয়। উপেয় সাধনে অবশ্য যত্নের প্রয়োজন। সে যত্ন কি?—সাধন-ভক্তি। প্রেমপ্রাপ্তির ক্রম মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৩-১৭)

কৃষ্ণ-প্রেমোদয়ে অষ্টাসাত্ত্বিক বিকারাদি লাভ

প্রেমাঙ্কুর উদয় হইলে পুলকাশ্রু, স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাদি বিকার উদয় হয়। সুতরাং ঐ সকলই প্রেমের অনুভাব বা প্রমাণ। এখন দেখুন, প্রেম কি দুর্ল্লভ, প্রেম কি উপাদেয়। যে-প্রেমের নিকট মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ, সে-প্রেম কতদূর প্রার্থনীয়। প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও সাধনার দ্বারা বিকসিত হয়। আজকাল কপট লক্ষণে অনেকেই প্রেম পাইয়াছি বলিয়া প্রচার করেন। যাত্রার বৈষ্ণব, রামায়ণের কালনেমী—ইহারা কপট প্রেমের উদাহরণ। সেই সব কপট পুরুষ বা স্ত্রী কেবল তদ্দ্বারা কামারকে ঈষপাৎ ফাঁকি দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করেন। ধিক্ আমাদের কুপ্রবৃত্তি!

সনাতন-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামান্তরই—প্রেম-ধর্ম্ম

যদি আমাদের সেই বৈকুণ্ঠ দুর্ল্লভ প্রেম পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর গতি কি আছে? এই প্রেমই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা ভৈবধর্ম্ম। এই প্রেমের এককণ যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের জীবন সার্থক হয়। এই প্রেমের নাম করিয়া জগতে যে-সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সকল ধর্ম্মাপেক্ষা বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যতদূর দেখিতে পাই, অন্যত্র বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ পাই না। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করি, বা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে অন্বেষণ করি, কোথাও বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেমধর্ম্ম দেখি না। সর্ব্বদেশ ভ্রমণ করিয়া, সকল সম্প্রদায় অন্বেষণ করিয়া যখন শ্রীনবদ্বীপ-

চন্দ্রের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দেখি, তখনই প্রেমের ফলক আসিয়া আমাদের দেহে বিকার উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সকলকে ক্ষোভিত করে এবং সমস্ত সত্তাকে বিচিত্রানন্দে কম্পিত করে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব ঃ—তিনি সর্ব্বাবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা

ভাইসকল, আমার প্রভু গৌরাঙ্গ কে ?—এই অনুসন্ধানে সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে। আমার গৌরাঙ্গ উপাস্যের শিরোমণি, গুরুদিগের পরম-গুরু, অবতারগণের চূড়ামণি। উপাস্যগণের মুকুটমণি কৃষ্ণই আমার প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আচার্য্য-সমূহের অগ্রগণ্য অসংখ্য অবতারের অবতারী কৃষ্ণস্বরূপের কোন বিষয়ের অভাব পূরণকারী অবতার—আমার শচীনন্দন বিশ্বম্ভর!

বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের উল্লেখ

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"। আমার কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচ্ছন্ন অবতার। যদিও সকল পুরাণে তাঁহার বিস্তৃত বর্ণন নিষেধ ছিল, তথাপি বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার কথা দেদীপ্যমান আছে।

বেদে—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ', 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্', 'সুবর্ণজ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি।

মনুও বলিয়াছেন,—'রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যম্'।

গীতায়,—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'।

মহাভারত দানধর্ম্মে—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"।

ভাগবতে,—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' প্রভৃতি।

এইরূপ সকল পুরাণে, তন্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের কথা আছে। ঋষিদিগের এইপ্রকার অনুভব শাস্ত্র-সহস্রে লিখিত আছে।

ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও অনাশ্রিত-জনের দুর্দ্দশা

এতদতিরিক্ত বিদ্বদনুভবই সকলের মূল। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, তাহার নিকট তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। স্বপ্রকাশ বস্তুর এই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীপ্রবোধানন্দ কহিয়াছেন ;—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ॥
অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থ-সাগরে॥

সর্ব্বশ্রেণী জীবের প্রতি প্রেমমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলা

আমার মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমমূর্ত্তি। দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি মিনতি করিয়া প্রেম বিতরণ করেন। পণ্ডিতজনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রেম উৎপাদন করেন। বিষয়ী লোককে কৃপা করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে প্রেম লাভ করিতে উপদেশ দেন। বিষয়-ত্যাগীকে সর্ব্বসঙ্গ-ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণভজন করান। বৈদ্য, চিকিৎসক-দিগকে প্রেম-দান করিয়া ভবরোগের ঔষধ-দানে যোগ্য করেন।

সমগ্র বিশ্বে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের আশা পোষণ

যত যত গৌরচর্চ্চা বিস্তারিত হইবে, তত ততই সর্ব্বচর্চ্চাকে নিস্তব্ধ করিয়া গৌর-চর্চ্চা প্রবল হইবে। গৌর-ধর্ম্ম সূর্য্যের ন্যায় অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকবিকর্ণপুরের সহিত গৌর-ভক্তগণ সকলেই এই কথা বলুন ;—

"পুনীমশ্চণ্ডালানপি খলু ধুনীমোঽখিলমলং
লুনীমঃ সংস্কারানপি হৃদি তদীয়ানতিদৃঢ়ান্।
কৃপা দেবী তস্য প্রকটয়তি দৃক্‌পাতমিহ চেৎ
তদা তেষামন্তঃ কমপি রসভাবঞ্চ তনুমঃ॥"

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গীতার বাণী

(১২)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাঙ্গযোগ-সমন্বিত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ তাহার উপায়ভূত কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। কর্ম্মের ফল-স্বরূপে ঐহিক কোন বিষয়ে যাহার কামনা নাই, অবশ্য কর্ত্তব্য-বিচারে যিনি ফলাসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী। শ্রুতিতে পুত্র, ধন, স্বর্গাদি অভিলাষ বর্জ্জন করাকেই সন্ন্যাস বলিয়াছেন। সুতরাং ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকেই কর্ম্মযোগ এবং সন্ন্যাস বলিয়া জানিতে হইবে। যাঁহারা জ্ঞান-যোগে আরূঢ় হইবার অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ আর জ্ঞানযোগে সমারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাসই সাধন। যখন শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকে না, তাদৃশ কর্ত্তৃত্ববোধশূন্য বাসনারহিত ব্যক্তিই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। এই সংসারে নিবিষ্ট আত্মাকে বিবেকসম্পন্ন মনের দ্বারাই উদ্ধার

করা কর্ত্তব্য। বিবেকহীন মনই আত্মার শত্রু এবং বিবেকযুক্ত মনই আত্মার মিত্র। জিতচিত্ত ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানাদিতে বিচলিত হন না। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও যাথার্থ্য অনুভূতিদ্বারা আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার সর্ব্ববস্তুতে সমজ্ঞান হয়।

তাদৃশ যোগারূঢ় হইবার উপায়,— নির্জ্জন স্থানে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গ-শূন্য হইয়া অন্তঃকরণকে বিষয়ভোগ-শূন্য ও পরিগ্রহ-শূন্য করিতে হইবে। তজ্জন্য বিশুদ্ধ-স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি অজিন ও তাহার উপরে মৃদু বস্ত্র পাতিয়া, অতিউচ্চ বা অতিনীচ না হয়, এরূপ সমস্থানে আসনে বসিয়া চিত্তের একাগ্রতার জন্য দেহ-মস্তক-গ্রীবা সরল ও নিশ্চল রাখিয়া, দিক্‌সকল না দেখিয়া নির্ভীকচিত্তে ব্রহ্মচারী-ব্রতবিশিষ্ট অবস্থায় ভগবদ্গতচিত্তে ধ্যানমগ্ন থাকিতে হইবে। এইরূপে মনের সংযম দ্বারা যোগীপুরুষ মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির আহারাদির বিষয়ে নিয়মও কথিত হইয়াছে,—যে পরিমাণ আহার সহজে পরিপাক হইয়া শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখে, তদ্রূপ ভোজনই প্রয়োজন। অধিক আহারে অজীর্ণাদি দোষ, আর অল্পাহারে শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিয়া চিত্তস্থৈর্য্যে বাধা ঘটাইবে। সেইরূপ অতিনিদ্রাশীল অথবা নিদ্রাশূন্য হইলেও যোগসাধনে বাধা হইবে। অতএব প্রয়োজনানুযায়ী আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রাদি-চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই ক্লেশনিবারক যোগসাধন সম্ভব হয়। যখন চিত্ত সর্ব্বকামনা-শূন্য হইয়া আত্মাতে নিশ্চল হইতে পারে, তখনই তাহাকে যুক্তাবস্থা বলে। বায়ুবিহীন প্রদেশে অবস্থিত নিশ্চল দীপের সহিত তাদৃশ যোগারূঢ় ব্যক্তির চিত্তের উপমা দেওয়া হইয়াছে। যে অবস্থায় যোগী দেহাদি দর্শন না করিয়া কেবল আত্মদর্শী হন, বিষয়-সুখে সুখানুভব না করিয়া আত্মসুখে সুখী হন, তাহাই দুঃখ-সংযোগ-রহিত যোগাবস্থা।

তাদৃশ যোগের অনুষ্ঠানজন্য সঙ্কল্প হইতে জাত কামনাসকল সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া—সর্ব্বত্র প্রসারিত ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া যোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। চিত্ত-বিক্ষেপের হেতু উপস্থিত হইলেও জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহকারে চঞ্চল মনকে নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সকলই অবিদ্যাবর্ণিত, ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের হেতুস্বরূপ জানিলে চিত্তকে উপরত করা সহজ হয়। এইরূপে সমাহিত পুরুষ রজোগুণ-রহিত, প্রশান্তচিত্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পরম সুখের অধিকারী হন। সিদ্ধসমাধি যোগী পরমাত্মাকে নিখিল জীবের অন্তর্যামীরূপে ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপে

দর্শন করেন। সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মায় অবস্থিত সর্ব্বপ্রাণীকে দর্শন করিলে তিনি কখনই ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত হন না। সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ভগবানের দর্শন ঘটিলে যোগী পুরুষের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহা ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হয় না। তাদৃশ ভগবৎপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিবিশিষ্ট, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অতঃপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইল যে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যোগসাধন করা চঞ্চল চিত্তের দ্বারা অসম্ভব। কারণ মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং সর্ব্বদা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণশীল; তাদৃশ চিত্তকে শত্রু-মিত্রাদিতে সমভাবে রাখা বায়ুনিরোধ করার ন্যায় অসম্ভব। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ করা সম্ভব। অবশীকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুষ্কর হইলেও গুরূপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সুকর। পুনশ্চ অর্জ্জুনের প্রশ্ন,—যোগপ্রবৃত্তির পর যদি কেহ যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত হইয়া যায়, তবে তাহার পরিণাম কি? তাহার ইহলোকের বিষয়সুখে বিরতি ত পূর্ব্বেই হইয়াছে, কিন্তু যোগসিদ্ধ না হওয়ায় কি পরলোকের সদ্গতি হইতেও বঞ্চিত হইবে? তদুত্তরে ভগবানের উক্তি,—যোগভ্রষ্ট পুরুষের ইহ-পরকালে বিনাশ হইতে পারে না। যোগীদিগের মধ্যে যাহাদের চিত্তবৃত্তি ভোগ-বাসনার প্রাবল্যে বিষয়স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দেহাবসানে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-পরায়ণ পুণ্যকর্ম্মীর প্রাপ্য ভোগ দীর্ঘকাল সম্ভোগের পর সদাচার-পরায়ণ ধনীদিগের গৃহে জন্মলাভ হয়, আর পরিপক্ক যোগীর চিত্ত বিচলিত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলে যোগপক্ক বুদ্ধিমান্ যোগীদের কুলে জন্ম-প্রাপ্তি ঘটে; তথায় তাদৃশ যোগীর সঙ্গে পুনশ্চ যোগোপদেশ লাভ করিয়া নিজ পূর্ব্বদেহার্জ্জিত যোগসাধনের বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এবং সংসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হন। পূর্ব্বদেহার্জ্জিত সংস্কার-প্রভাবে তিনি অচিরেই ভোগবিরত হইয়া যোগতত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষক্রমে বৈদিক কর্ম্মাদির অধিক ফল লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন এবং যত্নসহকারে যোগানুষ্ঠানদ্বারা অনেক জন্মে উত্তমগতি লাভ করেন। **অতএব তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার যোগী অপেক্ষা ভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবান্ ভগবদ্গতচিত্ত ভক্ত যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।** সুতরাং তাদৃশ ভক্তযোগী হইবার উপদেশই প্রথম ছয় অধ্যায়ের সারকথা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীনবদ্বীপ-স্তোত্র

(শ্রীল রূপ-গোস্বামি-বিরচিত স্তোত্রাবলম্বনে)

যেথা গৌড়ের পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বহে গো ধীরে।
তটে শোভে তার শ্রীধাম নবদ্বীপ আনন্দ-ভরে॥
পরব্যোম, গোলোক, বৃন্দাবন যে কিছু বল তারে।
আকাশে বাতাসে সেথা অমৃত-আনন্দ ঝ'রে পড়ে॥
শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি সে যে গো নিত্যধাম।
তরঙ্গমুখর ভাগীরথী বহে সেথা নয়নাভিরাম॥
তীরদেশ যার সোণার সোপানে ঝলমল করে।
লক্ষ্মী যার গৃহগুলি সোণায় সোণায় দেন ভরে॥
বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞের আশ্রয়ে জনগণ যেথা।
ঋষি-দেব-সিদ্ধেরা যা'রে পূজা দেন স্তুতিকথা॥
শ্রীগৌর-জন্মলীলায় খ্যাত সেই পবিত্র শ্রীধামে।
শ্রীপুরন্দরের শ্রীগৃহ-মন্দির শোভে যার ভূমে।
সংকীর্ত্তন প্রেমভরে যেথা শ্রীগৌর ভক্ত-সহ।
উজ্জ্বল ভাবসাগরে আহা ডুবিতেন অহরহঃ॥
সেই শ্রীনবদ্বীপের এই পদ্যাষ্টক পড়ে যেই।
সুদুর্লভ শ্রীগৌরপ্রেমে ধন্য হ'য়ে যায় গো সেই॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

পৌরাণিক উপাখ্যান

যমরাজ (৪)

উশীনর-দেশে সুযজ্ঞ-নামে একজন স্বনামখ্যাত নৃপতি বাস করিতেন। দৈব-ক্রমে কোনসময়ে সেই রাজা শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুগণ রাজার মৃতদেহকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজ-মহিষীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার

উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—হে বীর, তুমি আমাদের পরম সুহৃৎ; তোমা'-বিনা আমরা কি-প্রকারে জীবন ধারণ করিব? অতএব হে প্রিয়তম, তুমি যে-স্থানে যাইতেছ, আমাদিগকেও সে-স্থানে লইয়া চল। আমরা সে-স্থানে গিয়া তোমার পদ-সেবা করিব। দাহ করিবার জন্য স্বামীর শব লইয়া না যাইতে পারে, এ'জন্য তাঁহারা মৃত-পতিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ'দিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়া আসিলেন। তখন মৃত-রাজার আত্মীয়গণের ক্রন্দন-ধ্বনি নিজপুরী হইতে যমরাজের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি বালকের মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শোকার্ত্ত বন্ধুগণকে উপদেশমুখে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

বালকবেশী যমরাজ বলিলেন,—অহো কি আশ্চর্য্য! এই-সকল ব্যক্তি আমা' অপেক্ষা অধিক বয়স্ক, ইহারা প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছে, সকলকেই যে মরিতে হইবে ইহারা তাহা জানে; এবং ইহার প্রতিকার অসম্ভব জানিয়াও ইহারা বৃথা শোক করিতেছে। অহো! ইহাদের কি মোহ! আমাদের ন্যায় বালকের যেটুকু বুদ্ধি আছে, ইহাদের তাহাও নাই। সুতরাং ইহাদের অপেক্ষা আমরাই ধন্য। কেন-না পিতৃ-মাতৃকর্ত্তৃক আমরা এই সংসারদুঃখ-সাগরে পরিত্যক্ত। আমাদের কেহ নাই। সুতরাং অধুনা আমরা দুর্ব্বল অসহায় হইলেও যাঁহার কৃপায় রক্ষিত হওয়ায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই এবং যিনি আমাদিগকে গর্ভে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। হে অবলাগণ, যে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে, সেই পরমেশ্বরের নিকট এই চরাচর বিশ্ব সামান্য ক্রীড়নক মাত্র। তিনিই সৃষ্টি ও সংহার কার্য্যে সমর্থ। পথিমধ্যে পতিত বস্তু ইশ্বরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে তাহা অপর কাহারও দ্বারা নষ্ট হয় না বলিয়া যাহার বস্তু সেই ব্যক্তিই পুনঃ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেই জগদীশ্বর শ্রীহরির দৃষ্টি থাকিলে বনমধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয়। তিনি উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর সকলকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহপ্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে ঐ দেহ বিনষ্ট হয়।

যমরাজ আরও বলিতে লাগিলেন,—আত্মা দেহে অবস্থিত হইয়াও জন্ম-মরণাদি দেহ-ধর্ম্মে যুক্ত হন না। আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গৃহ ও গৃহী যেমন এক নহে, তদ্রূপ দেহ ও দেহী (আত্মা) এক নহে,—পৃথক্ বস্তু। কিন্তু জীব

অজ্ঞানতাবশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া নিজকে দেহ মাত্র মনে করে। পঞ্চভূতের অংশ হইতে মনুষ্যদেহের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মক্ষয়ে পুনঃ সেই দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। কারণ আত্মা অজ, নিত্য বস্তু। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। তোমরা যাহার জন্য শোক করিতেছ, সেই রাজা সুযজ্ঞ তোমাদের সম্মুখেই শায়িত আছেন। তিনি অন্যত্র কোথায়ও গমন করেন নাই। সুতরাং কাহার জন্য শোক করিতেছ? এতাবৎকাল ইনি তোমাদের কথা শুনিয়াছেন ও তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এখন তাহাকে না পাইয়া শোক করিতেছ,—একথাও অসঙ্গত। যেহেতু যিনি শ্রবণ করেন ও প্রত্যুত্তর দেন, সেই আত্মাকে কোন কালে কেহই দেখিতে পাও নাই। আত্মা নিত্য অবিনাশী। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাহা দেখা যায়, সেই অনিত্য দেহ ত এখনও দেখিতে পাইতেছ; সুতরাং তোমাদের শোক করা বৃথা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আত্মাকে নিত্য ও দেহকে অনিত্য জানিয়া শোকের বশীভূত হন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির শোক করাই স্বভাব। সুতরাং তাহার অন্যথা করা যায় না।

বালকবেশী শ্রীযমরাজ এইভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—হে অবলাগণ, একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক ব্যাধ বনের যেখানে যেখানে পক্ষী দেখিতে পাইত, সেই সেই স্থানে জাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া আবদ্ধ করিত। একদিন ঐ ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে কুলিঙ্গ নামক পক্ষিদম্পতীকে দেখিতে পাইল। হে রাজপত্নীগণ, সেই পক্ষীযুগলের মধ্যে পক্ষিণী ব্যাধ-কর্ত্তৃক প্রলুব্ধা হইয়া জালে আবদ্ধ হইল। কুলিঙ্গ স্বীয় ভার্য্যাকে ঐপ্রকার জালে বদ্ধ, বিপন্ন ও দুঃখ-ভয় দ্বারা কাতর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তাহার বন্ধন মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া স্নেহ-মমতাবশতঃ বিলাপ করিতে লাগিল,—অহো, বিধি কি নির্দ্দয়! সে আমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে গ্রহণ করিল। তৎসহিত আমাকে গ্রহণ করিল না কেন? এই পত্নী-বিহীন দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন থাকিয়া কি লাভ হইবে? দুর্ভাগা মাতৃহীন শাবকগুলি বাসার মধ্যে আহারের জন্য তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহাদের এখনও পক্ষোদ্গম হয় নাই। এই শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব? পত্নী-বিয়োগ-ব্যাকুল কুলিঙ্গ-পক্ষী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভার্য্যার সমীপে এইভাবে বিলাপ করিতেছিল। ইত্যবসরে সেই ব্যাধ গোপনে দূর হইতে শরদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ

করিল। হে অজ্ঞসকল, তোমরাও সেই কুলিঙ্গ পক্ষীর ন্যায় নির্ব্বোধ। যেহেতু নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না। শতবর্ষ ধরিয়া এরূপ শোক করিলেও তোমরা পতিকে ফিরিয়া পাইবে না। বালকরূপী শ্রীযমরাজের মুখে এতাদৃশ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং ক্রন্দন হইতে বিরত হইয়া শান্ত হইল। তখন শ্রীযমরাজও সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে সুযজ্ঞ-রাজার আত্মীয়গণ তাঁহার দাহাদি পরলোক-কৃত্য সমাধা করিলেন।

এখন প্রশ্ন,—আমরা শুনিয়াছি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যমদূতগণ বিচারার্থ তাহাকে যমরাজার নিকট লইয়া যায়। কিন্তু এখানে যমদূতগণের পরিবর্ত্তে স্বয়ং যমরাজের বালকবেশে আগমনের কারণ কি? তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।২।৩৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"পুণ্যবজ্জীবানাং নির্হারান্ত এব যমপুর-গমনং প্রায়ঃ সম্ভবতীতি কেচিৎ। তাসামেব মধ্যে কস্যাশ্চিৎ বৈষ্ণবস্ত্রীয়স্তৎসমীপাৎ যমদূতৈর্নেতুমশক্যত্বাৎ তৎ-সামীপ্য-দূরীকরণার্থং স্বয়ং যম এবাগত ইত্যন্যে প্রাহঃ। বালকো ভূত্বেত্যন্যেষাং তত্র প্রবেশাসামর্থ্যাৎ বালভাষিতস্য মধুরত্বাৎ তৎকর্ত্তৃক-তত্ত্বকথনস্যাতিবিস্ময়া-বহত্বাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাক্ষোৎপাদন-সামর্থ্যাচ্চ।"

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন,—পুণ্যবান্ জীবগণ দাহান্তে বিচারার্থ যমপুরে নীত হন। কিন্তু এখানে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইতেছিল অথচ মৃতরাজাকে দাহ করিতে না দিয়া রাজপত্নীগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাই উপদেশ-প্রদানমুখে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যমরাজ স্বয়ং তথায় আগমন করিয়াছিলেন। অন্য কেহ বলেন,—সেখানে কোন বিষ্ণুভক্ত স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকায় যমদূতগণ তাঁহাদের নিকট হইতে রাজাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। এজন্য তাহাদিগকে উপদেশ প্রদানমুখে সান্ত্বনা দিয়া সেই স্থান হইতে অপসারিত করিবার জন্য স্বয়ং যমরাজের তথায় আগমন। বালক ব্যতীত রাজপত্নীগণের নিকটে অন্য ব্যক্তির প্রবেশ সম্ভব নয়। বালকের কথা স্বাভাবিক মধুর। বালকের তত্ত্ব-কথনও আশ্চার্য্যজনক। বালকের মধুর তত্ত্বোপদেশ শোকাকুল ব্যক্তিগণের স্বভাবতঃই তত্ত্বগ্রহণেচ্ছা জাগ্রত করিতে পারে। এইসকল কারণে শ্রীযমরাজ বালকবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

এই উপাখ্যানটী শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ
(শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ)

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী (১)

পৃথিবীতে যত শাস্ত্র আছে তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি, শাস্ত্র সম্রাট বা গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী। মদীশ্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি ও নিগম-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। শ্রীমদ্ভাগবত—জ্ঞান-প্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক ও হরিকথাময়ী মোহিনী। ইহা শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী সেবা প্রবৃত্তি উদিত হয়। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি ভক্তিবলে কর্ম্মফল-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন এবং এই গ্রন্থকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই সর্ব্ববেদের সারগ্রন্থ। বিদ্বৎসমাজে 'বিদ্যা ভাগবতাবধি' বলিয়া একটী জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে জানা যায় যে—বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থের সেবা-ফলে জীবের পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ রূপিণী বিদ্যা করতলগতা হন। শ্রীভাগবত-সেবা অপেক্ষা আর উচ্চ বিদ্যা নাই। ইহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা পরতমতা মূর্ত্তিমতী। ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরূপা ভক্তিবিদ্যাই শব্দব্রহ্ম নামেশ্বরের ঈশ্বরী। শ্রীমদ্ভাগবতই কর্ম্ম-জ্ঞান-আবরণ-রহিত উত্তমাভক্তির অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনপর অন্যাভিলাষিতা-শূন্য আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ পারমহংসী-সংহিতা, সাত্বতী-সংহিতা, বৈয়াসকী বা শুকগীতা, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা সাত্বত-শ্রুতি-নামেও কথিত হয়। যেরূপ মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাকে গীতোপনিষৎ বলা হয়, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতও ভাগবতোপনিষৎ নামে উক্ত হয়।"

দধিমন্থন হইতে উদ্ভূত নবনীতের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে সার সংগ্রহই এই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত অখিল-শ্রুতিসার, অধ্যাত্মদীপ ও পুরাণ-গুহ্য অর্থাৎ সর্ব্বপুরাণের রহস্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৭।৫১ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—এই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে বলিয়াছেন। ইহা বিভূতি সকলের—অংশ-কলাবতাররূপ শাস্ত্র-সমূহের সংগ্রহস্বরূপ। ইহা অংশী শাস্ত্র। সাক্ষাৎ ভগবান্ এই শাস্ত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা—ন কেবলমিদং শাস্ত্রত্বেনৈব মন্তব্যম্, কিন্তু বিভূতীনাং সংগ্রহঃ। শ্রীভগবদ্-

গীতাদিষু বিভূতিশব্দেন অংশ-কলাবতারাণামপ্যুক্তেঃ, সাক্ষাৎ ভগবানেবায়ং শাস্ত্র-স্বরূপেণ বিরাজতি।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরাণ-চক্রবর্ত্তী ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমঙ্গল মূর্ত্তিমান্ শাব্দিক-অবতার। এ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও (ভাঃ ১২।১৩।৯) শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—'যথৈবাবতারত্বাদবতারমধ্যে কৃষ্ণং গণয়িত্বা পুনস্তেতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি' কৃষ্ণস্য পৃথগ্ গণনা। তথৈব পুরাণত্বাৎ পুরাণমধ্যে শ্রীভাগবতং গণয়িত্বা তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে ইতি-পু-গণনা পুরাণচক্রবর্ত্তিত্ব ব্যঞ্জিকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১৩।৩-৮ শ্লোকে শ্রীল সূতগোস্বামী প্রভু অষ্টাদশ পুরাণের নামোল্লেখ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে গণনা করিলেও পুনরায় নম শ্লোকে তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ধ্বনিত হয় যে—যেরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণকে অবতারগণের মধ্যে গণনা করিয়া শ্রীল সূতগোস্বামীপ্রভু সকল অবতারের অবতারী অংশীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পুনরায় অন্তে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি পুরাণের সমস্ত লক্ষণ আছে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণের মধ্যে গণনা করিয়া অন্তে পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পুরাণ-চক্রবর্ত্তিরূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা (ভাঃ ১।১।১)—"যাদঃসু মহামীন ইব, মৃগেষু যজ্ঞবরাহ ইব, বিহঙ্গমেষু শ্রীহংস ইব, নৃষু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইব, দেবেষু উপেন্দ্র ইব, বেদেষু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যঃ শাস্ত্রচূড়ামণিঃ।"

ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহামুনি শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত সমাপন করেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ও মৎস্যপুরাণে প্রৌষ্ঠপদী অর্থাৎ ভাদ্রী-পূর্ণিমা তিথিতে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ় শ্রীমদ্ভাগবত দানের মহাফল বর্ণিত আছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ১২।১৩।১৩-১৪) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—**প্রৌষ্ঠপদ্যাং ভাদ্রসম্বন্ধিন্যামিতি তদ্দিন এব শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ শাস্ত্রমেতৎ সমাপ্তীকৃতমিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডগত ভাগবতমাহাত্ম্যে দৃষ্টং হেমসিংহ-সমন্বিতমিতি সর্ব্বশাস্ত্রমহারাজস্য পুরাণসূর্য্যস্যাস্য সাম্রাজ্যার্থং সিংহাসনৌচিত্যাৎ। সর্ব্বগ্রহরাজস্যৈতত্তুপমানস্য সূর্য্যস্যাপি তদানীং সিংহরাশি-গতত্বেন সিংহাসনাধিরূঢ়তা দৃষ্টেব। অস্য সর্ব্বশাস্ত্রমহারাজত্বমেবাহ—রাজন্ত ইতি অন্যানি পুরাণান্যপি প্রায়স্তাবৎ শাস্ত্ররাজানি যাবন্নেতি শ্রীমদ্ভাগবতস্য সম্রাড়েবাতঃ শাস্ত্রমহারাজমিতি

ভাবঃ। যদ্বা অস্য পুরাণসূর্য্যত্বমাহ রাজন্তে দীপ্যন্তে রাত্রৌ নক্ষত্রাণি (অন্যানি শাস্ত্রাণি) যাবদ্রাত্রান্তে সূর্য্যঃ (শ্রীমদ্ভাগবতরূপ) ন দৃশ্যতে।

গৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

আদি-মধ্য-অবসানে কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম্ম।
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সংযুত নানাধর্ম্ম॥
হরিকথা বিনে ভাগবতে নাহি আন।
হরিলীলাকথা যার অমৃত-নিদান॥
দান করে যেবা ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনে।
প্রেম-সিংহযুত ভাগবত মহাদানে॥
সে পায় পরম গতি, ভব-বিমোচনে।
ভাগবত সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে॥
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে।
অন্য শাস্ত্র তাবৎ ভকতগণ রাখে॥
শ্রীভাগবত বেদ-বেদান্তের সার।
ভাগবত সম শাস্ত্র নাহি দেখি আর॥
ভাগবত-রসসিন্ধু-মধুবিন্দু পানে।
অন্য শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বুধজনে॥

(১২।১৩।২২,২৩,২৫-২৯)

শ্রীকৃষ্ণনাম যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের তুল্য শক্তিশালী, কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত তদ্রূপ কৃষ্ণের ন্যায় অচিন্ত্য প্রভাব-বিশিষ্ট। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহ জগৎ হইতে অপ্রকট হইলে কলিকালে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইল। শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৩)

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—এষঃ পুরাণার্ক ইতি কৃষ্ণসূর্য্যেঽস্তমিতে সতি পুরাণ-সূর্য্যোঽয়মুদিত ইতি সূর্য্যস্য প্রতিমূর্ত্তিঃ সূর্য্য এব ভবেৎ ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাসম্বরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানাদি সহ স্বধামে গমন করিলে অধুনা এই বিবদমান কলিযুগে নষ্টদৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন ও বিবেক-শূন্য জীবসকলকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক অজ্ঞান-তিমির হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

পদ্মপুরাণেও আমরা একথা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব তৎপাদপদ্মে কলিকালের দুরবস্থার কথা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ জীবমঙ্গলার্থ অপ্রকটের পর শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদিত হইয়া সাধুগণের আশ্রয়স্থল-স্বরূপে বিরাজিত রহিলেন। যথা—

উদ্ধব উবাচ—

ত্বং তু যাস্যামি গোবিন্দ ভক্তকার্যং বিধায় চ।
মচ্চিত্তে মহতী চিন্তা তাং শ্রুত্বা সুখমাবহ ॥
আগতোঽয়ং কলির্ঘোরো ভবিষ্যন্তি পুনঃ খলাঃ।
তৎপদ্মৈব সন্তোঽপি গমিষ্যন্ত্যগ্রতো যদা।
তদা ভারবতী ভূমির্গৌরূপেয়ং ক্ষমাশ্রয়ং।
অন্যো ন দৃশ্যতে নাথ স্বতঃ কমললোচন ॥
তদ্বিয়োগেন তে ভক্তাঃ কথং স্থাস্যন্তি ভূতলে।
নিগুর্ণোপাসনে কষ্টমতঃ কিঞ্চিদ্ বিচারয় ॥
ইত্যুদ্ধববচঃ শ্রুত্বা প্রভাসেঽচিন্তয়দ্ধরিঃ।
ভক্তাবলম্বনার্থায় কিং বিধেয়ং ময়েতি চ ॥
স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তস্তচ্চ ভাগবতেঽদধাৎ।
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম ॥
তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাদ্ দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥

* * * *

দারিদ্র্যদুঃখজ্বরদাহিতানাং, মায়াপিশাচী পরিমর্দ্দিতানাম্।
সংসারসিন্ধৌ পরিপাতিতানাং, ক্ষেমায় বৈ ভাগবতং প্রগর্জতি ॥ (পদ্মপুরাণ)

গৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বকৃত লীলাস্তব-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতকে এইভাবে স্তব করিয়াছেন—

সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ব্ববেদৈকসংফল।
সর্ব্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্ব্বলোকৈকদৃক্প্রদ ॥
সর্ব্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্ত্তিত ॥
পরমানন্দ-পাঠায় প্রেমবর্ষ্যিক্ষরায় তে।
সর্ব্বদা সর্ব্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্‌গুরো মন্মহাধন।
নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥
অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ বদাস্মা প্রেম্না হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥

হে সর্ব্বশাস্ত্র সমুদ্রের অমৃতস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত! তুমি সকল বেদের মুখ্য অত্যুৎকৃষ্ট ফল। সকল সিদ্ধান্তরত্নের আকর, সকলের একমাত্র দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা এবং ভক্তগণের প্রাণ। হে প্রভো! কলিযুগরূপ অন্ধকার বিনাশে তুমি আদিত্য-রূপে উদিত হইয়াছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ। তোমার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয়। তোমার প্রতি-অক্ষর প্রেমবর্ষণ করে, এবং তুমি সর্ব্বদা সকলের সেব্য। হে শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণ! তোমার শ্রীচরণে আমার নমস্কার। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি আমার সঙ্গী, আমার গুরু, আমার মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অসাধুকেও সাধুতা দান কর, অতি নীচ ব্যক্তিকেও উৎকৃষ্ট কর। হে প্রভো! আমাকে কখনও ত্যাগ করিও না। কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে প্রেমভরে স্ফুরিত হও।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও ক্রমসন্দর্ভটীকার মঙ্গলাচরণে গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতকে এইরূপে প্রণাম করিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ।
অজ্ঞাতানপি জানাতি সর্ব্বঃ সর্ব্বাগমানপি॥

যে একটীমাত্র গ্রন্থের কৃপায় যে-কোন ব্যক্তি অজ্ঞাত সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন, আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণাম করি।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু (ভাঃ ১।১।২ শ্লোকের টীকায়) আরও বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমান্ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামাদির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি-মান। ভগবানের প্রতিপাদক বলিয়া ইঁহার নাম ভাগবত। তবে কোথাও কোথাও শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবর্ত্তে 'ভাগবত' নাম দেখা যায় তাহা সত্যভামার 'ভামা' এই নামের ন্যায়। ইঁহার প্রণেতাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এজন্য ইঁহার তাদৃশ প্রভাব। **শ্রীভগবানই ইঁহার প্রণেতা।** পুরুষার্থ-শিরোমণি শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থেই সুলভ। 'ভাগবত' নাম সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ২।১।৮ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'ভাগবতম্ ভগবন্তমধিকৃত্য কৃতং, **ভগবতা প্রোক্তং বা,** ভগবত ইদং ইতি বা।'

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোপনিষদাবলীর সার, অনাদিকাল-সিদ্ধ ও পরব্রহ্ম তুল্য। ইনি নিখিল অপ্রাকৃত সম্পদযুক্ত। এই গ্রন্থ-সম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষরস্বরূপে ও অর্থ-স্বরূপে সর্ব্বপ্রকারে পরম সুন্দর মহাপুরাণবর্য্য। ইহা রসস্বরূপ। শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ইত্যাদি বচনে ও মহানুভবগণের অনুভবে শ্রীমদ্ভাগবতে হেয়াংশ নাই।

শ্রীহরি সর্ব্বপ্রথমে প্রণব এবং তৎপরে প্রণবের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য গায়ত্রী প্রকট করেন। বেদমাতা গায়ত্রী হইতে চারিবেদ ও উপনিষৎসমূহের আবির্ভাব হয়। শ্রীব্যাসদেব চারিবেদ ও উপনিষৎসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের সারমর্ম্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করেন। তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া যখন চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সমাধিতে প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্রের সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে—যাহা হইতে সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য পাওয়া যায়, সেই গায়ত্রীর আশ্রয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। বেদ ও উপনিষদের যে-সকল ঋক্ বা মন্ত্র সূত্রাকারে কথিত হইয়াছে, সেই সকল ঋক্ বা মন্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্লোকাকারে প্রকাশিত। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন শ্লোকে অবিকল ঋক্ই উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"গারুড়ে চ—পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ।
অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্র শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ইতি ব্রহ্মসূত্রাণামর্থ-স্যেষামকৃত্রিম ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবিভূতম্। তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতমিতি। তস্যাবতারস্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচান—মন্যেষাং স্ব-স্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেব আদরণীয়মিতি গম্যতে।"

গরুড়পুরাণেও আছে,—শ্রীমদ্ভাগবত পরিপূর্ণ বস্তু। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা গায়ত্রীর

ভাষ্যস্বরূপ। বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বেদসমূহের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, পুরাণসমূহের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান। ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা কথিত। এই গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত, শত বিচ্ছেদ-সংযুক্ত অর্থাৎ ৩৩২ অধ্যায়-সমন্বিত এবং অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকে ভূষিত। ইহা ব্রহ্ম-সূত্রসমূহের অর্থ অর্থাৎ অকৃত্রিম-ভাষ্যস্বরূপ। **শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীব্যাসের বিশুদ্ধচিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হন। তাহাই তিনি সংক্ষেপে সূত্রাকারে প্রকাশিত করেন। তাহার পর তাহা হইতেই বিস্তৃতরূপে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-সূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে তৎপরবর্ত্তী অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য, নতুবা নহে।**

অদ্বয় তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের সম্বন্ধ। তৎপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তিই অভিধেয়। পঞ্চমপুরুষার্থরূপ ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎ-প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্বন্ধ— বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (ভাঃ ১।৩।২৮)

অভিধেয়— ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

প্রয়োজন— এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪০)
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১২)

ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবান্ ত্রিধা আবির্ভূত সর্ব্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু,

শ্রীমদ্ভাগবত সেই অদ্বিতীয়-বস্তু-নিষ্ঠ অর্থাৎ অদ্বয়তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত প্রাকৃত দ্বৈত বা প্রাকৃত ভেদবাদ প্রতিপাদক শাস্ত্র নহে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মায়া হইতেই ভয়; অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই ভয়-নাশক বা সংসার-নিবর্ত্তক।

নির্ব্বিশেষ বস্তৈক্যবাদীর অভেদবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং আদি, মধ্য ও অন্তে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিপাদও কেবলাদ্বৈত-বাদি-সম্প্রদায়ের মতবাদের শুদ্ধির জন্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামের নিত্যত্ব; অনন্ত-সহস্রশক্তি পরতত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি-বৈচিত্র্যের স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যত্ব; ভগবদ্বিগ্রহের স্বরূপভূততা ও নিত্যতা; শ্রীকৃষ্ণরূপের স্বয়ংরূপত্ব বা পরাৎপরত্ব; মুক্তপুরুষগণের ভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব অর্থাৎ মুক্তির পরেও ভক্তি ও ভক্তের নিত্যত্ব; শ্রীনাম ও শ্রীনামীর অভিন্নত্ব; মুক্তি অপেক্ষা বিমুক্তি প্রেমার উৎকর্ষ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি কেবলাদ্বৈতবাদের মধ্যে নাই। কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ সকল সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতিতে আবির্ভূত যে অদ্বিতীয় বস্তু বা সম্বন্ধি-তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত তৎপ্রতিপাদক; অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশরূপ যে কেবল ভক্তিযোগ বা অদ্বিতীয় অভিধেয়, শ্রীমদ্ভাগবত তৎপ্রতিপাদক। পরতত্ত্বের সুখ ও তচ্ছক্তি জীবের সুখের ঐকতান-যুক্ত যে কেবল-প্রেম বা অদ্বিতীয় প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত তৎপ্রতিপাদক।

আনন্দ-স্বরূপ পরমমধুর শ্রীভগবন্নাম উপাস্য ও উপাসনা—সাধ্য ও সাধন যুগপৎ। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন-শিরোমণি শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্য-গ্রন্থ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য, অন্তে প্রতিস্কন্ধে সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে পরিস্ফুটরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১০ম বিলাসে ২৮৫ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—(শ্রীমদ্ভাগবতং) নাম পুরাণং নামপ্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিস্কন্ধ হইতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্যসূচক মাত্র কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

প্রথম স্কন্ধে—আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ (ভাঃ ১।১।১৪)

দ্বিতীয় স্কন্ধে—এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (ভাঃ ২।১।১১)

তৃতীয় স্কন্ধে— যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ (ভাঃ ৩।৯।১৫)

চতুর্থ স্কন্ধে— ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্বনতার্ত্তিহরো বিপক্ষান্।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা
লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গমৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৪।১০।৩০)

পঞ্চম স্কন্ধে— যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যাং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥ (ভাঃ ৫।২৫।১১)

ষষ্ঠ স্কন্ধে— ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপতারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ (ভাঃ ৬।২।৪৯)
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ (ভাঃ ৬।২।৯-১০)

সপ্তম স্কন্ধে— শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩১)

অষ্টম স্কন্ধে— মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥ (ভাঃ ৮।২৩।১৬)

নবম স্কন্ধে— যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥ (ভাঃ ৯।৫।১৬)

দশমস্কন্ধে— যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃন্নাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥(ভাঃ ১০।৩৪।১৭)

একাদশ স্কন্ধে—শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৯)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

দ্বাদশ স্কন্ধে— কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

পরিশেষে উপসংহারে—

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।২২)

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎ-কথাময়। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতারগণের এবং বিশেষভাবে নিখিল অবতারগণের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপদে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো, হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ, পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥
(ভাঃ ১২।১২।৬৬)

কলি-কলুষরাশি-বিনাশক নিখিল-জগৎপতি শ্রীহরি অন্যান্য শাস্ত্রে নিরন্তর সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হন নাই। পরন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কথাপ্রসঙ্গে প্রতিপদে অনন্তবিগ্রহ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' (কঠোপনিষৎ ২।২৩), 'ভক্তিরস্য ভজনম্' (গোপালতাপন্যুপনিষৎ) ইত্যাদি রূপে শ্রুতিতে এবং 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া' (গীঃ ৮।২২), 'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' (গীঃ ১৮।৬৪-৬৫) ইত্যাদিরূপে গীতোপনিষদে যে ভগবৎপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়রূপ সর্ব্বগুহ্যতম কথা সূত্রাকারে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই অকৈতবা নিষ্কামা শুদ্ধভক্তির কথা বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুটরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেই নির্ণীত হইয়াছে। ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থলক্ষণ ও ভক্তিলাভের উপায় প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতেই সুব্যক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং' (ভাঃ ১।৬।১২), 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব' (ভাঃ ১০।১৪।৩), 'শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো' (ভাঃ ১০।১৪।৪), 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' (ভাঃ ১০।২।২৬) প্রভৃতি বহু

শ্লোকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভক্তিহীন কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সাধন সম্পূর্ণ নিরর্থক। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির সাহায্যেই ফল দান করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি স্বয়ং নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বপ্রকার ফল প্রদান করিতে সমর্থ। 'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং', 'নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং' প্রভৃতি শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, আনন্দময় ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—ভক্তি।

কলিযুগ-পাবন জীবদুঃখ-দুঃখী শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্ববেদের সারস্বরূপ সুগোপ্য বাণী তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

"হে অমৃতের সন্তান জীবকুল! তোমরা সুখের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যে মুক্তি-সুখকে অধিক বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন মনে করিতেছ, তাহা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ বিমুক্তির কাছে অতি তুচ্ছ। মুক্তিসুখ অপেক্ষা এই বিমুক্তিরূপ ভগবৎ-প্রেমসুখ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ছান্দোগ্যশ্রুতি 'নাল্পেসুখমস্তি, ভূমা বৈ সুখং যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইত্যাদিরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহা লাভ করিলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া যায়, আর অন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই অপরিমেয় অফুরন্ত নিত্যনব-নবায়মানরূপে অনুভূত বিমুক্তি বা ভগবৎপ্রেমানন্দই জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। তাহাতেই চরমসুখের পর্য্যবসান। মুক্তগণও ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে সেই ভক্তিসুখ-লাভে লোভ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। যথা—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীসনৎকুমারাদিই ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হে জীব, তোমরা সেই সুখের নিত্য অধিকারী। তাহা লাভের একমাত্র অতিসহজ অকুতোভয় অব্যর্থ পন্থা বা উপায়—মহৎ-কৃপালব্ধ ভগবদ্ভক্তি; তোমরা সেই সুখের জন্য যত্নপর হও।"

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে' অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের দ্বারাই ভক্তিলাভ হয়। ভক্তিলাভে সৎসঙ্গই মূল। ভক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়রূপ যে সাধুসঙ্গ বা সাধু-কৃপা, তাহা এই শ্রীমদ্ভাগবতেই পরিস্ফুট। ভক্তসঙ্গের যে কি অত্যাশ্চর্য্য শক্তি, কি অত্যদ্ভুত মহিমা, কি আশ্চর্য্য ভগবদ্বশীকরণী ক্ষমতা, তাহা এই শ্রীমদ্-ভাগবতেই ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত 'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং' (ভাঃ ৭।৫।৩২), 'সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ' (ভাঃ ৩।২৫।২৫), "জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য" (ভাঃ ১০।১৪।৩), 'তুলয়াম লবেনাপি' (ভাঃ ১।১৮।১৩), 'ন রোধয়তি মাং যোগঃ (ভাঃ ১১।১২।১-২) প্রভৃতি শ্লোকে ভক্তিলাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায়রূপে

সাধুসঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ও তল্লাভের অতিসহজ পন্থা প্রভৃতি সুগোপ্য বার্ত্তা-জ্ঞাপনকারী, কেবল জ্ঞাপনকারী মাত্র নহেন, সেই সুগোপ্য বস্তু-প্রদানকারীরূপে বিরাজমান গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের একমাত্র বান্ধব ও একমাত্র আশ্রয় হউন। এই শ্রীমদ্ভাগবত অতীব সুরহস্য ও গোপনীয়ার্থ-পরিপূর্ণ বলিয়াই শ্রীব্যাসদেব শিষ্যগণকে অন্যান্য পুরাণসমূহ অধ্যয়ন করাইলেও প্রিয়পুত্র একমাত্র শ্রীশুকদেবকেই এই সুগোপ্য পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তিত্বং প্রথমসন্দর্ভে প্রঘট্টকেনৈব দর্শিতম্। পূর্ণজ্ঞান-প্রাদুর্ভাবানন্তরমেব শ্রীবেদব্যাসেন তৎপ্রকাশিতমিতি চ তত্রৈব প্রসিদ্ধম্। * *। নবমেঽপ্যুক্তম্—হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ। (ভাঃ ৯।২২।২২-২৩) ইতি। তদেবং সর্ব্বশাস্ত্রো-পরিচরত্বং সিদ্ধম্।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-চক্রবর্ত্তী—ইহা প্রথম সন্দর্ভে বিশেষ বিচার-সহকারে দেখান হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞান প্রাদুর্ভাবের পরেই যে শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন, একথা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত পরম নিগূঢ় এবং তাহাতেই শ্রীবেদব্যাসের মুখ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, নবমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—ভগবান্ বেদব্যাস পৈল প্রভৃতি নিজ শিষ্যগণকে পরিহার করিয়া শান্ত পুত্র আমার নিকট গুহ্য শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন,—"শ্রীমদ্গীতা-গোপাল-তাপন্যাদি-শাস্ত্রগণ-সহায়স্য নিখিলেতর-শাস্ত্রশতপ্রণতচরণস্য শ্রীভাগবতস্যাভি-প্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং করতল ইব দর্শিতম্। শ্রীভাগবতস্য চ স এব প্রতিপাদ্য ইতি পুরাণান্তরেণৈব চ স্বয়ং ব্যাখ্যাতম্। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণা-ষ্টোত্তরশত-নামামৃতস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নাম-বিশেষ এব শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুরিতি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গোপালতাপনী প্রভৃতি শাস্ত্রগণ যাঁহার সহায়, অন্য সমুদয় শাস্ত্র যাঁহার চরণে প্রণতজনের ন্যায় অনুগত, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা করতলগত মণির ন্যায় সুস্পষ্টরূপে দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য, তাহা পুরাণান্তরের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত-নামামৃতস্তোত্রে "শুকবাগমৃতাব্ধীন্দু" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-বিশেষের

উল্লেখ দেখা যায়। শুকবাক্যরূপ অমৃতের সাগর শ্রীমদ্ভাগবত, সেই সাগরের চন্দ্র অর্থাৎ তদীয় প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ।

"যাঁহারা 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—এই আগম-বাণী নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমঙ্গলাবতার এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাজনানুগত্যে শ্রবণ, পঠন ও বিচার করুন। এইরূপে সেবার ফলেই মানব বেদের সুপরিপক্ক অত্যুৎকৃষ্ট রসময় ফল শ্রীমদ্-ভাগবতের আস্বাদ পাইয়া আনন্দী হইতে পারিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথি-বন্দনা-গীতিকা

(১)

(আজি) বন্দি তোমারে "পূর্ণিমা-তিথি", তুমিত সকল তিথির প্রধানা।
তুমি মহিয়সী-গরীয়সী তুমি, ত্রিভুবনে নাই তোমার তুলনা॥
তব প্রকটনে পাতকী সবার, হৃদয়ের যত দুঃখ-আবিলতা—
বিদূরিত হ'য়ে হ'ল উপজাত, পাষাণ-হৃদয়ে শুভ্র-ভক্তিলতা॥
অনন্তর ভেদি' উঠে হরিরোল, নামের নিশান গরজে সঘনে।
মানব সর্ব্বে দলিয়া গর্ব্বে, মাতিল হরষে হরিনাম-গানে॥
"আজকে তোমার হৃদয়-আকাশে, উদিত হইল রাধার বরণে।
গোলোকেশ গৌর-পূর্ণশশধর, কোটি কোটি নতি তাঁহার চরণে॥"

(২)

(আজি) দীন জীবগণ শ্রীগুরু-চরণ-রজ-রেণু শিরে করিয়া ধারণ।
শিশু রবি-সাথে তবাগম হেরি', খুশীর সলিলে হইল মগন॥
ধবল গিরির তুঙ্গ শেখর, হরষে গলিয়া হইল ঝরণা।
হ'ল ;—ধরণী হইতে চির অপসৃত, মায়া-পিশাচিনী হরিৎ-বরণা।
গাহিল তোমার মহিমার গাথা, দেবতা স্বর্গে, মর্ত্তে মানব।
দোয়েল-কোকিল, জলধি সুনিল, গাহিল সমীর করিয়া সুরব॥
"আজকে তোমার হৃদয়-আকাশে, উদিত হইল রাধার বরণে।
গোলোকেশ গৌর-পূর্ণশশধর, কোটী কোটী নতি তাঁহার চরণে॥"

(৩)

(আজি) গৌড়ীয়ের নব অষ্টম বরষ, গাহিল গৌর-আগমনী-গান।
সুরের লহরে নাচায়ে ধরণী, উঠিল গগনে সে' মধুর তান॥
শচী-দুলালের পদ-রেণু বুকে, ধরিয়া নদীয়া ধন্যা হইল।
প্রেম-পুলকে ভাগীরথী সুখে, নিমাই-চাঁদের চরণ ধোয়াল॥
গ্রহণের ছলে জগতের জনে, বিতরিয়া মধুমাখা হরিনাম।
ধরণীর পাপ হরিতে, গোলোক হইতে আসিল গৌর-ভগবান্॥
"আজিকে তোমার হৃদয়-আকাশে, উদিত হইল রাধার বরণে।
গোলোকেশ গৌরচাঁদ নিরমল কোটী কোটী নতি তাঁহার চরণে॥"

(৪)

(আজি) অনর্থের ঘন কুহেলী-তিমির, লুকায় যে' নাম-রবির প্রভায়,
সেই হরিনাম—তরুণ অরুণ, হইল উদয় তব করুণায়॥
মৃত্যু-সায়রে মগন মানব, হেলায় মরণে করিয়া জয়।
উড়াল তোমার বিজয়-নিশান, ঘোষিল পুলকে তোমার জয়॥
ওগো তিথিবরা! তব, চরণ যুগলে মিনতি আমার—
যেন ;—শ্রীগুরু-কেশব-সেবক-কেশব,-পদে মতি থাকে কৃপায় তোমার॥
"আজিকে তোমার হৃদয়-আকাশে, উদিত হইল রাধার বরণে।
গোলোকেশ গৌরচাঁদ নিরমল, কোটী কোটী নতি তাঁহার চরণে॥"

বৈষ্ণব-সেবক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

আমি কি অত কথা বলতে পারি ?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটীর কোনটীরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ-প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সৎসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ অসদ্‌বার্ত্তাতেই তাঁহার জীবনাতিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুলক্ষণও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবন-কালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্যা লাভ করিলেন। তখন উপরি-উক্ত চারিটী মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চ-মকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ভোগা-

নলে ঘৃতাহুতি প্রদান করত কাষ্ঠকে ইক্ষুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐপ্রকার আচরণ তাঁহাদের নিকট মোটেই ভাল লাগিত না; তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই হইবে, পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐ সকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! একবার হরি বলুন ত'? কিন্তু যাহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার জিহ্বায় কি-প্রকারে মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবে? তখন নিজ পুত্রগণকে কম্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি?"

এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। 'হরি' এই কথাটী মাত্র দুইটী অক্ষর, "আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি" এই কথাগুলি বারটী অক্ষর; তিনি এক নিমেষের মধ্যে বারটী অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু 'হরি' এই দুইটী অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্ব্বস্বহরণীঃ"

"কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, অসদ্বার্ত্তা বলি জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি'॥"

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে-সমস্ত বার্ত্তা ব্যবহৃত হয়, তাহাই অসদ্বার্ত্তা; তাই শাস্ত্র অসদ্বার্ত্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া বেশ্যা যে প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্ বার্ত্তারূপ ভয়ঙ্করী

বেশ্যাও জীবের সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি নিমেষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন 'হরি' এই শব্দ-দ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেহ, গেহ যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি; এই প্রকার যথা-সর্ব্বস্ব হরণকারী হরি, পাছে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া তাহার জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া এই-প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায়! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমাবিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে। এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক তামস-যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার অভিমানের কানা-কড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও যদি হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ সুবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে-প্রকার তাহার শোভা হয় না, হৃষীক-পতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়সকলও ঠিক সেই প্রকার।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুং বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ"

বিষ্ণুর কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হইতে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর মায়ার কীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহার সর্ব্বনাশ করে; ছদ্মবেশী মায়ার সুসজ্জিত সংসার-কারাগৃহে গৃহিণীর মুচকি হাসিমাখা নির্জ্জন আলাপ, বালকের সুললিত কোমল কণ্ঠে আধ-আধ বুলি, কনকের শ্রুতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতির ফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ অর্থাৎ "কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে"॥ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্ত্তন ছাড়া ইতর-বাক্যে যেন জীবন ব্যয়িত না হয়। যদি অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয় তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রজল্প, অসদ্বার্ত্তারূপ যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত যে প্রেমভক্তি, তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথা॥ (ভাঃ ২।৩।২০)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূরি-গুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ ; আষাঢ়ের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'গেঁয়র' 'গেঁয়র' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার শমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয় ; তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করত তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেইপ্রকার ভেকের ন্যায়, যে-সকল ব্যক্তি বিষয়-কোলাহলে মত্ত থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া বহুমূল্য জীবনকে বিসর্জ্জন করেন।

"কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত, সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে, সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥"

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন, যাহার জিহ্বা ভগবদ্‌গুণগান করে না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না, যাহার মস্তক ভগবানের

পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসৎ ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন কর, তাহারাই আমার দণ্ড্য। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের বাণী-কীর্ত্তনে রত, তাঁহাদিগকে স্বয়ং যমও ভয় করেন। "কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। এই জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পরব্যোমের যে শব্দ, সে শব্দ এপ্রকার সামান্য শব্দ নহে, তাহা শব্দ-ব্রহ্ম।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥" ইহ জগতে শব্দের আদান প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, দ্বেষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে। শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে। শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে। অতএব শব্দই মূল। রুদ্ধ-দ্বার গৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য্য করিতে পারে না, একমাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে, তদ্রূপ বিষয়কলুষে কলুষিত-চিত্ত অসদ্বার্ত্তার ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সম্বল। তাহা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই। সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্ত্তা ষড়বেগজয়ী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিলে অসৎসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না; লজ্জিতাবস্থায় অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তখন নাম গ্রহণের জন্য এই প্রকার আর্ত্তি হয়।—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ (বিদগ্ধমাধব ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড

পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিজয় করে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প আর গ্রাস করিতে পারে না। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায় না, সেইপ্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চ-মকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি—"আমি কি অত কথা ব'লতে পারি?"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ক) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ গত ১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত আনন্দপাড়া-গ্রামে উপস্থিত হন। পরদিবস শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা উপলক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীল ঠাকুরের মাল্যচন্দনাদিদ্বারা সুসজ্জিত তৈলচিত্রের সম্মুখে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূতঃ চরিত্র সম্বন্ধে এবং বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে সমাগত অন্যূন ৪০০ চারিশত ব্যক্তিকে বহুবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় এই উৎসবে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৯শে মাঘ—বড়াগ্রাম-নিবাসী সমিতির আশ্রিত পরমভাগবত শ্রীযুত নিত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

২০শে ও ২১শে মাঘ—পুনরায় আনন্দপাড়া-গ্রামে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুকম্পিত পরমভাগবত পূজ্যপাদ শ্রীগৌরেন্দু দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। দাসাধিকারী মহোদয় সমিতির সেবকগণকে নানাভাবে স্নেহ-যত্নে পরিতুষ্ট করিয়াছেন।

(খ) মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ পর্য্যন্ত একমাস যাবৎ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানে পাঠকীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। আচার্য্যদেবের পাঠ-বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রযোগে তদনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রায় সর্ব্বত্রই গৌরলীলা অথবা কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এতন্মধ্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-কাল উপস্থিত হয় এবং বেগুণাবাড়ী জুনিয়ার হাই স্কুলের সংলগ্ন বিরাট ময়দানে এবৎসর **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব** বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। **তাহার বিবরণ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত** হইল।

২৩শে ও ২৪শে মাঘ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া নাইকুণ্ডী গ্রামে অবস্থান ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি।

২৫শে মাঘ—আচার্য্যদেব হাদিয়া-গ্রামে শুভবিজয় করেন ও ২৬শে মাঘ পর্য্যন্ত তথায় প্রত্যহ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ত্রিবিক্রম মহারাজ ২৫শে তারিখে নাইকুণ্ডী গ্রামে ভাগবত পাঠ করেন এবং পরদিবস হাদিয়ায় আসিয়া যোগদান করেন ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

২৭শে মাঘ—কল্যাণপুরে শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ রাস-বিহারী দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে অবস্থান ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে মাঘ—মাননীয় শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী দিগরের প্রদত্ত জমি পরিদর্শন করিয়া সমিতির হরিখালিস্থিত নিজস্ব আশ্রম-ভবনে শুভাগমন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি।

৩০শে মাঘ হইতে ৪ঠা ফাল্গুন—৩০শে মাঘ হরিখালি হইতে পূর্ব্বচক গ্রামে আগমন, ১লা ফাল্গুন নাজির-বাজার হাটতলায় সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন; তৎপরে ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণ-লীলা আলোচনা করেন। অবশিষ্ট দিবস পূর্ব্বচকে অবস্থান ও আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দাস ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের সহিত আলোচনা।

৫ই ফাল্গুন—পূর্ব্বচক হইতে ঘোলপুকুর আগমন ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলার আলোচনা।

৬ই ফাল্গুন—ঘোলপুকুর হইতে রেয়াপাড়া হইয়া ভেটুরিয়া গ্রামে আগমন ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও বক্তৃতা, পরে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলার আলোচনা।

৭ই ফাল্গুন—ভেটুরিয়ার ননীবাবুর বাড়ী হইতে পাথুরিয়া গ্রামে সন্ধিনীবিলাস প্রভুর গৃহে গমন ও বারোয়ারী তলায় সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং তৎপরে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৮ই ও ৯ই ফাল্গুন—পিছলদা গ্রামে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন, এবং উভয় দিনই গৌর-লীলা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা।

১০ই ফাল্গুন—শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে বক্তৃতা ও তৎপর ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলার আলোচনা এবং পরদিবস পুনঃ পূর্ব্বচক গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন ও **শ্রীশ্রী-ব্যাসপূজার আয়োজন।**

১৫ই ফাল্গুন—বেগুণাবাড়ী স্কুলের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে বিরাট প্যাণ্ডেলে শ্রীশ্রী-আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ। রাত্রে ছায়াচিত্রে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৬ই ফাল্গুন—শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে প্রাপ্ত পদ্য ও প্রবন্ধাদি অভিনন্দন পাঠ ও বক্তৃতা, পরে ছায়াচিত্রে গৌরলীলার শেষার্দ্ধ আলোচনা।

১৭ই ফাল্গুন—প্রাতে সুনির্ম্মিত বেদীমঞ্চে মহাসমারোহে পূজাপঞ্চকের অনুষ্ঠান ও জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অর্চ্চালেখ্যের পূজা ও অঞ্জলি প্রদান, তৎপরে আহূত-অনাহূত, ধনী-দরিদ্র, ভক্ত-অভক্ত, হিন্দু-অহিন্দু নির্ব্বিশেষে অনুমান দশ সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এই উৎসবানু-ষ্ঠানের পর ২০ ফাল্গুন তারিখে পূর্ব্বচক হইতে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বন্দোবস্ত করিবার জন্য শুভবিজয় করেন।

—নিজস্ব

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বেগুণাবাড়ী গ্রামে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(ক) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কতিপয় বর্ষযাবৎ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কর্ত্তৃক সংশোধিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ গ্রন্থ অনুসারে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-গৃহে অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজা-কালে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পদ্ধতি-গ্রন্থ অনুসারেই শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়াই একান্ত আবশ্যকবোধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই প্রাচীন পদ্ধতি গ্রন্থখানি অতি যত্নের সহিত গোবর্দ্ধন মঠ হইতে সংগ্রহ করেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর উহা নিজ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া দেন। উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থখানি শ্রীল আচার্য্যদেব প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে পূজাপঞ্চক-সমন্বিত ব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও তাহার প্রচারকল্পে প্রতিবৎসর বিভিন্নস্থানে মহাসমারোহে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে মেদিনীপুর জিলার তমলুক-কাঁথি রাস্তার নাজিরবাজারের সন্নিকট বেগুণাবাড়ী গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গণের সম্মুখবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হইলেও এই বেগুণাবাড়ী গ্রামের অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। অন্যান্য দেবদেবীর পূজা অপেক্ষা শ্রীশ্রীব্যাসদেবের পূজায় উদ্বুদ্ধ হইলে জীবগণ পরম-মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহা আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করত স্থানীয় অধিবাসীগণ এই অনুষ্ঠানের প্রতি সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বচক-নিবাসী সস্ত্রীক পরম-ভাগবত শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় ও তৎপুত্রগণের অর্থানুকূল্য ও বেগুণাবাড়ী-নিবাসী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র মাইতি ও তত্রস্থ যুবক-সঙ্ঘের সেবাচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে প্রত্যহ ন্যূনপক্ষে ১০ দশ সহস্র ব্যক্তি যোগদান করিয়া পাঠকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন এবং শেষ দিবসে অসংখ্য ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবের পূজাবেদী অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয় এবং পল্লীগ্রাম হইলেও বহু অর্থব্যয়ে বৈদ্যুতিক আলোকে ইহা সুসজ্জিত হয়। মাইক সাহায্যে কীর্ত্তন ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত থাকায় জনবহুল বিরাট সভায় বক্তৃতাদির কার্য্য বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সপুত্র গিরীশবাবু এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করায় সমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতা ও তাঁহার সহকর্ম্মী যুবকগণের আপ্রাণ চেষ্টা-যত্ন ব্যতীত এই পল্লীমধ্যে এরূপ বিরাট অনুষ্ঠান কখনও সম্ভবপর হইত না। সমিতি এজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই ব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহার মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বর্ষেই যাহাতে এতদঞ্চলে এই ব্যাসপূজা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য পূজাবেদীটী তাঁহারা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত সেবাপঞ্জী পালিত হইয়াছিল—

১৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—

প্রাতে—উষঃকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—১০টা হইতে ১২ টা—শ্রীল আচার্য্যদেবের পূজা ও তচ্চরণে অঞ্জলি প্রদান। তৎপরে শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ-কর্ত্তৃক ও শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

অপরাহ্নে—৪টা হইতে ৬টা—কীর্ত্তন ও **শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলার ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ।**

সন্ধ্যা—৭টা হইতে ৯টা—ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলার আলোচনা।

১৬ই ফাল্গুন, বুধবার—

প্রাতে—উষঃকীর্ত্তনাদি, মধ্যাহ্নে—পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষিত ব্যক্তিগণের উপনয়ন-সংস্কার প্রদানকল্পে যজ্ঞ-হোমাদির অনুষ্ঠান।

অপরাহ্ণে—৪টা হইতে ৬টা—কীর্ত্তন, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অভিনন্দনাদি পাঠ ও আচার্য্যদেব-কর্তৃক বক্তৃতা।

সন্ধ্যায়—ছায়াচিত্রে গৌরলীলার শেষার্দ্ধ আলোচনা।

১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—উষঃকীর্ত্তনাদি, পূর্ব্বাহ্ণে—৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী কর্ত্তৃক পূজাপদ্ধতির অনুষ্ঠান ও ভোগরাগাদি)।

পূজান্তে বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্র ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

এই ব্যাসপূজায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল—তাহা সকলেরই কল্পনার অতীত।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

(খ) গত ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় উক্ত মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই সকালে উষঃকীর্ত্তনাদির পর শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ১৫ই ও ১৭ই ফাল্গুন—ভক্তগণ যথাক্রমে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেব, ও জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৬ই ও ১৭ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ-প্রেরিত পদ্য-গদ্যে পুষ্পাঞ্জলি পাঠ করা হয়। ১৭ই ফাল্গুন শ্রীপাদ রাখালদাস অধিকারী ও শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বর্ণনামুখে বক্তৃতা করেন। দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ব্যাখ্যা, আম্নায়-ধারা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্যাসগুরুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উৎসবে ভোগ-রন্ধন-নৈপুণ্যে শ্রীরঙ্গনাথ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী শেষ মহোৎসবের যাবতীয় খরচ-খরচার আনুকূল্য করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব

পূর্ব্ব প্রচারিত ও প্রকাশিত পত্রানুযায়ী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান বর্ষে ৭ই চৈত্র বুধবার হইতে ১৩ই চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠান করেন। শ্রীশ্রীনৃসিংহপল্লী ও চাঁপাহাটীতে যাত্রিগণের শিবিরাদিতে রাত্রিযাপন করিবার সুবন্দোবস্ত থাকায় তাঁহাদের পথাতিক্রম জনিত ক্লেশ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এবৎসর ঝড়-বৃষ্টিময় দুর্যোগ বর্ত্তমান থাকিলেও যাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট পান নাই, বরং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য এবং পথঘাট বর্ষাসিক্ত থাকায় চৈত্রের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ হইতে সকলে রক্ষা পাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি এইবৎসর যাত্রীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক হইলেও সমিতির সুবন্দোবস্ত-হেতু যাত্রিগণের কোনও ব্যক্তি কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তাঁহারা শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চামূর্ত্তি ও সঙ্কীর্ত্তনরত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীগণের অনুগমন করিতে করিতে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করেন। সন্ন্যাসিগণ তৎতৎদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলীতে উপস্থিত হইয়া তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য ও লীলামাহাত্ম্য সকলকে বক্তৃতামুখে বুঝাইয়া দেন। সুপ্রাচীন মায়াপুর পরিক্রমাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌর-জন্মস্থানে, শ্রীবাস-অঙ্গণে, শ্রীচৈতন্যমঠে, জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে, চারি আচার্য্য ও মূল মন্দিরের নাটমন্দিরে ও পরিশেষে শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে পাঠ ও বক্তৃতা করেন। এই দিবস শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতি একটী বিরাট উৎসব করিয়া ৪০০০ সহস্র লোককে প্রসাদ বিতরণ করেন। যাত্রিগণ সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে মত্ত থাকিয়া মায়াময় সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা এই কয়েকদিনের জন্য ভুলিয়া যান এবং অনেকেই ভক্তসঙ্গফলে ভক্তিময় জীবন-যাপনই মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করত শ্রীশ্রীআচার্য্য-দেবের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১২ই চৈত্র সোমবার সকলেই যথারীতি উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন এবং সন্ধ্যার পর ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। পরদিবস ১৩ই চৈত্র সর্ব্বসাধারণে অবারিতভাবে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। নবদ্বীপ সহরের বিভিন্ন পল্লী হইতে দলে দলে অগণিত ব্যক্তিগণ আসিয়া এই উৎসবে মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এই দিবস অনুমান ৫০০০ সহস্র লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সর্ব্বশেষে আমরা এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী, সাহায্যকারী ও সহযোগিতা-কারী সকল ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা এই ভক্ত্যনুষ্ঠানের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক-গণের নিকট সমিতি চিরকৃতজ্ঞ। আমরা আশাকরি, তাঁহারা প্রতিবৎসরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইবেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৯ মধুসূদন, ৪৭০ গৌরাব্দ | সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৬; ইং ১৪।৫।৫৬ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীমনঃশিক্ষা

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরাভ্যাং নমঃ

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্ত ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥১॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥২॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥৩॥

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্মোহহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥৫॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
স্ফরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়।৬॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥৭॥

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাকা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥৮॥

মদীশামাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।

বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥
সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥১১॥
মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথ-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥১২॥

শ্রীমনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদ

ওহে ভাই মন! আমি (তোমার) চরণ ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি,—তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসিগণে, সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, নিজ দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে ও ব্রজের নব তরুণযুগলের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) চরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব অনুরাগ অবলম্বন কর ॥১॥

হে মন! তুমি সত্যই শাস্ত্রকথিত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করিও না। কিন্তু, এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা অনুষ্ঠান করিতে থাক; আর শ্রীশচী-নন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমরূপে সর্ব্বদা চিন্তা কর ॥২॥

হে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে ব্রজভূমিতে অনুরাগের সহিত বসবাস করিতে ইচ্ছা কর, আর যদি সাক্ষাদ্ভাবে সেই তরুণযুগলের সেবা করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে স্পষ্টই শুন,—তুমি এই জীবনেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু, সগোষ্ঠী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুকেও সর্ব্বদা প্রীতিভরে স্মরণ কর ॥৩॥

হে মন! তুমি সদ্বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বের অপহারিণী অসৎকথারূপিণী বেশ্যাকে অর্থাৎ জড়বিষয়-কথা পরিত্যাগ কর, মুক্তিরূপিণী ব্যাঘ্রীর সর্ব্বদেহ-গ্রাসিনী বা

সমগ্রগ্রাসিনী কথা কখনও শুনিও না। তুমি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রদায়িনী শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রজে নিজপ্রেমরত্নদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর ॥৪॥

হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী (বাটপাড়) কামপ্রভৃতি ব্যসনগণ (রিপুগণ) অনিত্য-বিষয়চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করিতেছে,—এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষিগণকে (পাহারাওয়ালা) অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শত্রুগণ হইতে রক্ষা করেন ॥৫॥

ওরে মন! (সর্ব্বদা) প্রকাশমান কপট-কুটীনাটী-সমূহরূপ ক্ষরণশীল গর্দ্দভ-মূত্রে স্নান করিয়া কেন নিজকে এবং আমাকেও দগ্ধ করিতেছ? তুমি শ্রীশ্রী-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর পাদপদ্মে প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধাসমুদ্রে নিত্য স্নান করিয়া নিজকে ও আমাকেও অতিশয় সুখী কর ॥৬॥

হে মন! ধৃষ্টা চণ্ডালিনী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতে সক্ষম। (তাই) বলি, পবিত্র সাধু প্রেম এই হৃদয়কে কেমন করিয়া স্পর্শ করে? অতএব, তুমি প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় অদ্বিতীয় সামন্তকে অর্থাৎ সেনাপতিকে (শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে) সর্ব্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশাকে শীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া এই হৃদয়ে সেই প্রেমকে প্রবিষ্ট করিয়া দেন ॥৭॥

হে মন! তুমি এই গোষ্ঠে তাদৃশ কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টস্বভাব দূর করিয়া দেন, আমাকে প্রেমামৃতও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধিকার সেবাবিধানার্থ আমাকে আদেশ করেন ॥৮॥

হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার ঈশ্বররূপে, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিজ ঈশ্বরীরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকলশিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয়-সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমবিলাসে রতিদায়করূপে চিন্তা কর ॥৯॥

হে মন! যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের কিরণে শ্রীরতিদেবী, শ্রীগৌরীদেবী ও ও শ্রীলীলাদেবীকে সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্য অর্থাৎ বল্লভপ্রিয়ত্বের (প্রিয়তমের সোহাগের) আতিশয্যে ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভূত করেন, প্রিয়তমের বশীকরণের দ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণ ব্রজললনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন,

সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার ভজন কর ॥১০॥

হে মন! তুমি ব্রজে শ্রীরূপ-সহিত ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গণসহিত মদনবিহ্বল শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবালাভের উপায়-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-অর্চ্চন-প্রণামরূপ এই পঞ্চামৃত (শ্রীগুরুবর্গের) নির্দ্দেশানুসারে পান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবা কর ॥১১॥

যিনি সযূথ শ্রীরূপের অনুগত হইয়া সমস্ত অর্থের সম্যক্ ধারণাপূর্ব্বক মনঃশিক্ষা প্রদ এই উত্তম একাদশক মধুর-স্বরে উচ্চ কীর্ত্তন করেন, তিনি এই গোকুলবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করেন ॥১২॥

সজ্জন—মানদ (১৯)

'মানদ'-শব্দে মানদাতা ও মান-গৃহীতা উভয়কেই বুঝায়

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা—দুইটী বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব, সে-বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন, তিনি 'বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ, যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহার বৃত্তি। সুতরাং বৈষ্ণব মানদ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে তিনিও তাঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব-ধর্ম্ম অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই।

বৈষ্ণবের মানদ-ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া অসজ্জন-কর্ত্তৃক উহার অপব্যবহার

মান দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গৃহীতা হন, তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না। সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী, তাহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপরতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া

তাহা আত্মসাথ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে যাক্, সেই মানে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ করেন। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব-সমাজ কিরূপ অপরাধ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহা আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন বৈষ্ণব, কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধশ্চ্যুত হন। এইরূপে বর্ত্তমানকালে বহির্ম্মুখ শৌক্রসমাজ-দৃষ্টিতে কি-প্রকার পরমহংস-বৈষ্ণবের সুতুঙ্গ পদবী অধঃপাতিত হইয়াছে, দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই।

অপ্রাকৃত দৈন্য ও মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিরয়প্রাপক

বৈষ্ণবকে সর্ব্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-বর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত। পরমহংস-বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্র জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী দুর্ম্মদ দুর্নীতিপর মূর্খ শূদ্র-চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস-বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পারমহংস-ধর্ম্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস-বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী অবৈধাচারী ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ-বর্ণ বা সন্ন্যাস-আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস-বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস-বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্মফলভোগী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা করেন না, কিন্তু অন্যের মূর্খতার হস্ত হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস-বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্র অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপর কর্ম্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। মূর্খের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানদ-ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও, বৈষ্ণব-পরমহংসের পক্ষে উহাই মানদ-ধর্ম্ম—(ইহা) বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারমহংস্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষা দিবার জন্য শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস-বৈষ্ণবধর্ম্ম তদপেক্ষা অনুপাদেয়, এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপী ভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধভক্ত মধুর রসে প্রবিষ্ট হইলে বর্ণমিশ্র ভাব ও আশ্রম-মিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই—একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীব-স্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম—এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য, তাহাও প্রচার করেন নাই।

বৈষ্ণবের মান-দাতৃত্ব-ধর্ম্ম নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনঃশিক্ষায় তিনি ভূসুর ব্রাহ্মণে সর্ব্বদা দম্ভহীন হইয়া অপূর্ব্ব রতি করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদ-ধর্ম্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ-দেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভূসুরগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদ-ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের পাদ-গ্রহণকালে অম্বরীষ-রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরুপ্রদত্ত যজ্ঞ-সূত্রাদি ধারণ যদি মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত, তাহা হইলে পরম-ভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্রপ্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না।

বিষ্ণু-দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলা এবং শিষ্যের পক্ষে গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম অস্বীকার—দুইই মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘ্যাতকারী

গুরুপদাসীন বৈষ্ণব, গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলিয়া মানদ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক, "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" বাক্যও অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এমন কি, প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু, কিন্তু শিষ্যত্ব অনুবন্ধ লৌকিক ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও

তাঁহাকে প্রকৃত্যাতীত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যও মানদ-ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। "সর্ব্ব-মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে" জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্যজনে প্রাকৃত মান দিলে তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না; সুতরাং তদ্দ্বারা বদ্ধ জীবে দয়া করাই হইবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচির পার্থক্য; স্মার্ত্ত-ধুরন্ধর বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি

জগতে সকল বিষয়েই স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচি দুই প্রকার। কেবল রুচি নয়, সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কার্য্যেও ঐপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণের প্রভাবানুসারে এইপ্রকার রুচির ও সিদ্ধান্তের ভেদ হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইপ্রকার রুচি ও সিদ্ধান্ত-ভেদ দেখিয়া আসিতেছি। বিদ্বদ্বর বাসুদেব-সার্ব্বভৌম মহাশয় যে-সময়ে সর্ব্বপণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারও মনে শ্রীমহা-প্রসাদ-বিষয়ে বিষম সংশয় ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যখন তাঁহার চিত্ত রজ ও তমোগুণদ্বয় অতিক্রম করিয়া ভক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিকার লাভ করিল, তখন তাঁহার আর মহাপ্রসাদে কোন সন্দেহ রহিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তিনি নৃত্য করিতে করিতে অধৌত-বদনে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বলিলেন, যথা পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সংশয়াত্মার মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-শ্রীনামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব

বাসুদেব-সার্ব্বভৌম মহাশয় তৎকালে স্মার্ত্তজগৎ ও মায়াবাদী পণ্ডিতদিগের

ধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এরূপ থাকিয়াও তিনি স্বয়ং বাক্যের দ্বারা ও চরিত্রের দ্বারা জগৎকে উক্তরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন আর শিষ্টাচারী কোনব্যক্তিরই তদ্বিরুদ্ধে কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু সৌভাগ্য ব্যতীত জীবের সংশয় দূর হয় না; সুতরাং তাঁহার পরেও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক করিয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-প্রাপ্তি ইহার কারণ নহে। মহাভারতে এই প্রকার দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের কুতর্ক উত্থাপন ও দৈবদণ্ড লাভ

যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে-সময়েও অনেক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন যে, মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্ত্তব্য; কেহ বলিতেন, মন্দিরের বাহিরে পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বা বলিতেন যে, মহাপ্রসাদ সর্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট; মন্দিরের ভিতর বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

বঙ্গবাসী-পত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্মার্ত্তের বহির্ম্মুখী ব্যবস্থা

বঙ্গবাসীপত্রে আমরা একটী বহির্ম্মুখ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু দুঃখ নাই, যেহেতু এরূপ ব্যবস্থা মায়াবদ্ধ জীবের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ব্যবস্থা এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ক্ষেত্র-পঞ্চক্রোশের বাহিরে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বীয় ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্য কোন বিদ্যা-রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ কয়েকটী তুলিয়াছেন।—

উৎকল খণ্ডে—পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তর্ব্যবস্থিতম্।
ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মিতং।
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বতশোভিতং॥
বিষ্ণ্বালয় গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্ যথাবিষ্ণুস্তথৈবতৎ॥
ব্রতস্থাবিধবা তত্র সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।

তৎপ্রাশনেন পুরস্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ ॥
স্বদেশ্যাঃ পরদেশ্যা বা সর্ব্বে তত্র সমা মতাঃ ॥
চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
'যথা তথোপযুক্তং তৎ' সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্ ॥
কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং—

ক্রিয়াযোগসারে—লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকং।
পুরং তদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভং ॥
প্রবিশন্তস্ত তৎ ক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্ বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা কদাচন ॥
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চাণ্ডালোপি দ্বিজোপি চ ॥

উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকাবলীর যথার্থ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, এবং সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি-স্থাপন

উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে পণ্ডিতমহাশয় কেবল স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ড এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার এই দুইটী মাত্র শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা কথিত আছে, তাহা দেখিবার সুবিধা হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, পণ্ডিত-মহাশয়ের সিদ্ধান্তে অবিচারিত বিধান-দোষ দেখা যায়। আবার তিনি যে কয়েকটী প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বল পায় না। উক্ত প্রমাণগুলিতে এইমাত্র কথা আছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র—পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে যে ভগবদালয় আছে, তদ্দাতব্যক্তির নির্ম্মাল্য ও অন্নগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বর্ণ-বিচার নাই। ইহাতে এরূপ কোন কথা নাই যে, কেবল সেই মন্দিরের মধ্যে বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে প্রসাদ সেবন করিবে, পঞ্চক্রোশের বাহিরে করিবে না। 'নীতং বা দূরদেশতঃ' এই শব্দগুলির দ্বারা মন্দির-মধ্যে বা মন্দির হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূর পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন করা উচিত—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে; তাহাতে আমরা পণ্ডিত-মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইলাম, কেননা 'চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথা তথোপযুক্তং তৎ' এই শব্দগুলির অভিধাশক্তি বিচার করিলে সমস্ত জগতে প্রসাদ-সেবনের বিধি করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলিতে এমত কোন শব্দ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা 'দূরদেশতঃ'

শব্দের অর্থ লক্ষণা দ্বারা কুণ্ঠিত করা যায়। পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত বচনটীতে 'প্রবিশন্তস্ত তৎ ক্ষেত্রং' এই শব্দগুলি হইতে দ্বিতীয় পদে 'তত্র' শব্দের অর্থদ্বারা কেবল ঐ ক্ষেত্রমাত্র বুঝাইতে পারে না। 'তত্র' শব্দে তদ্বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রসাদ বিষয়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 'চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং' শ্লোকে দুইটী 'তত্র' শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই ক্ষেত্রনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের বহির্ভাগে প্রসাদান্ন পাইবার কোন নিষেধ বাক্য দেখা যায় না।

উপবাসাদি-ব্রত-নির্ণয়ে স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা পারমার্থিকগণের গ্রহণযোগ্য নহে

ঐ পদ্মপুরাণে যখন "ন দেশ-নিয়মস্তত্র" এই বাক্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যধৃত শ্লোকে পাওয়া যায়, তখন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ন্যায়সিদ্ধান্ত কখনই বুধগণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারে না। স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যদি সকলেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন তো করুন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রসাদের কোন ক্ষতি নাই; কেন-না, প্রাচীন-কাল হইতে শুষ্ক মহাপ্রসাদান্ন পাশ্চাত্য-দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দূরদেশে নীত হইতেছে এবং তত্র তত্রস্থ পারমার্থিক পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া গৃহীত হইতেছে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা সমস্ত পারমার্থিক জগতে গৃহীত হয়; সুতরাং স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে সিদ্ধান্তও সর্ব্বত্র দ্বিবিধ। স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া রাখুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি বা ক্ষতি নাই। শ্রীহরিবাসরাদি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মত আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত পারমার্থিকগণ-কর্ত্তৃক চিরকাল উপেক্ষিত

শেষ কথা এই যে, বিদ্যারত্ন-মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্প্রদায়ে গৃহীত হউক। তিনি পরমার্থীদিগকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবেন, এরূপ আশা (যেন) না করেন। কথা এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রিত করিবার কারণ দেখা যায় না। স্মার্ত্ত-পরমার্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিবাদ উঠাইবার কি প্রয়োজন আছে? তবে এই কথা বলা যায় যে, এখন কলিকাল; এইরূপ মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক উঠাইয়া, শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের শাখামৃগাদির বধ-ব্যবস্থা করিয়া এবং মন্দির-সংলগ্ন স্থানে মলত্যাগ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কেবল ভক্তবৃন্দের মনে কষ্ট দেওয়া কতকগুলি লোকের লীলা-খেলা হইয়া থাকে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিবেদন

(১)

প্রভুপাদ ! তোমারি চরণে করি দুঃখ-নিবেদন ।
ভ্রান্ত পথিক আমি, তুমি গৌর-নিজ-জন ॥

(২)

বিষম-বিষয়ানলে দগ্ধ সদা হৃদি-মন,
ষড়রিপু যোগাইছে কামনারি ইন্ধন,
ভাই, বন্ধু, দারা-সুত, আত্ম-পরিজনগণ,
মায়া-ফাঁসে বাঁধিবারে করিতেছে আকর্ষণ ॥

(৩)

যেই ব্যথা পেয়ে প্রভু ! জানাইতে তব-কাছে,
এসেছি ছুটিয়া আজি মলিন, কাঙাল-সাজে,
তুমি না শুনিলে প্রভু ! কেবা হেন বন্ধু আছে,
কে বুঝিবে এ-দীনের মরমের এ-বেদন ॥

(৪)

রোগ, শোক, দুখ, তাপ, চিন্তা, ঘোর হাহাকার,
কলুষ-দলিত হিয়া ভেঙ্গে করে চুরমার,
কুহকিনী মায়া দিয়ে দৃঢ় মায়া-ডোর তা'র,—
বেঁধে ভব-কূপে ফেলে, সে যাতনা সুভীষণ ॥

(৫)

চণ্ডালী-প্রতিষ্ঠা-লোভে সতত পাগল মন,
নাচিছে আনন্দে, ভুলি' হরিনাম নিত্যধন,
বাসনা-সাগরে চিত্ত করিতেছে সন্তরণ,
বিফলে কাটিল হায় সুদুর্ল্লভ এ-জীবন ॥

(৬)

কুহকীর ছলনায় বিলাস-ব্যসনে মজি',
পাপ হাস্য-পরিহাসে মুগ্ধ দুষ্ট মন আজি,
তাই ত এসেছি প্রভু ! কাঙালের বেশে সাজি',
পূজিবারে তব ওই রাঙা দু'টি শ্রীচরণ ॥

—দীন সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

শ্রীশ্রীএকাদশীর আবির্ভাব

শ্রীএকাদশীর উৎপত্তি এবং তাঁহার বৈশিষ্ট্যাদি যথাযথভাবে জানিবার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব আছেন। সেজন্য আমি শ্রীপদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসার প্রকরণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করিলাম।

এক সময়ে জৈমিনি-ঋষি নিজগুরুদেব শ্রীব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে শ্রীগুরুদেব! আপনার প্রসাদে আমি গঙ্গার শুভমাহাত্ম্য, শ্রীবিষ্ণুপূজা-ফল, অন্নদান মাহাত্ম্য, জলদান মাহাত্ম্য ও পাপনাশক বিপ্র-পাদোদক পান মাহাত্ম্য প্রভৃতি সমস্তই ইতিহাসের সহিত শ্রবণ করিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব! সম্প্রতি আমি আগ্রহের সহিত শ্রীএকাদশী উপবাসের সর্ব্বপাপ-নাশক ফলসকল এবং তাঁহার জন্মাদি সমস্তই শুনিতে ইচ্ছা করি।—

কস্মাদেকাদশী জাতা তস্যাঃ কো বা বিধির্দ্বিজ।
কদা বা ক্রিয়তে কিম্বা ফলং কিম্বা বদস্ব মে॥
কা বা পূজ্যতমা তত্র দেবতা সদ্‌গুণার্ণবঃ।
অকুর্ব্বতঃ স্যাৎ কো দোষ এতন্মে বক্তুমর্হসি॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ-ক্রিয়াযোগসার ১৪ অধ্যায়)

অর্থাৎ জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরুদেব! একাদশী-দেবী কখন কাঁহার নিকট হইতে উৎপত্তি লাভ করিলেন, তাঁহার উপবাসের বিধি কি, কখনই বা এই ব্রত করিতে হয় এবং উহার ফলই বা কি, তাহা বর্ণন করুন। আর ঐ ব্রতের পূজ্যতম সদ্‌গুণসম্পন্ন দেবতাই বা কে, এবং এই ব্রতাচরণ না করিলে দোষই বা কি হয়, সে-সকল বিষয়ও একমাত্র আপনিই বলিতে সমর্থ, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়।

জৈমিনির এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্যাসদেব আনন্দের সহিত ভগবৎকথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রর্ষি জৈমিনি! একাদশী ব্রতের ফল সম্যগ্‌ভাবে বর্ণন করিতে একমাত্র শ্রীনারায়ণই সমর্থ; তদ্ভিন্ন অন্য কেহই তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহে জানিবে। তবে তোমার প্রশ্নোত্তরে আমি সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতেছি।—

বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবান্ সচরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সংসারপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া মর্ত্ত্যস্থ মানবগণের সকলের শাসন নিমিত্ত একটি পাপপুরুষ (পাপ-মূর্ত্তি) নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পাপমূর্ত্তির অঙ্গসকল সমস্ত পাপদ্বারাই নির্ম্মিত

হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা তাহার মস্তক, মদ্যপান চক্ষুদ্বয়, সুবর্ণ অপহরণ মুখ, গুরুপত্নী (বিমাতা) গমন কর্ণদ্বয়, স্ত্রীহত্যা নাসিকাদ্বয়, গোহত্যা-পাপ বাহুযুগল, রক্ষিত ধনাপহরণ গ্রীবা, ভ্রূণহত্যা (গর্ভস্থ শিশুবধ) গলদেশ, পরস্ত্রী গমন বক্ষের অগ্রভাগ, আত্মীয়-স্বজন বধ—উদর, শরণাগত বধাদি নাভিদেশ, আত্মশ্লাঘা—কটিদেশ, গুরুনিন্দা উরুদ্বয়, কন্যাবিক্রয় শিশ্ন, গুপ্তকথা প্রকাশ মলদ্বার, পিতৃহত্যা চরণদ্বয়, উপপাতক-সকল তাহার রোমাবলী ;— এইভাবে সমস্ত পাতকগণ দ্বারা বৃহৎ শরীর সকলের ভয়ঙ্কর এক পাপপুরুষ নির্ম্মিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গল (হলুদে) চক্ষুদ্বয়বিশিষ্ট ও স্বাশ্রয়ী (উক্ত যে কোনও পাপাচারী) জনগণের অত্যন্ত দুঃখদাতা এই অত্যুগ্র পাপমূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ জীবের প্রতি সদয় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—যেহেতু তিনি স্বয়ং প্রজাকষ্ট মোচন-কর্ত্তা ও তাহাদের প্রভু। তাঁহার চিন্তার উদয় হইল যে, আমিই এই দুর্জ্জন, খল ও তদাশ্রয়ী পাপীগণের ক্লেশদায়ক এই দুষ্ট পাপমূর্ত্তিকে প্রজাগণের শাসন জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছি। সম্প্রতি ইহাকেও দমনের জন্য উপায় সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নিজেই অন্তক (যমরাজ) রূপে আবির্ভূত হইয়া রৌরবাদি নরকসকল সৃষ্টি করিলেন। যে-সকল মূঢ় এ-জগতে পাপকার্য্য আচরণ করিবে তাহারা মৃত্যুর পর যমরাজ-সদনে উপস্থিত হইবে, এবং তখন যমরাজের আজ্ঞায় নিজ নিজ পাপানুযায়ী রৌরবাদি নরকে পতিত হইবে।

এইরূপ নিয়ম করিবার পর একসময়ে জীবদুঃখহারী ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিলেন। জগদীশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া যমরাজ অতীব হৃষ্টমনে পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জৈমিনি! সর্ব্ব দেবতাগণের একমাত্র ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু যমরাজ-কর্ত্তৃক এইভাবে পূজিত হইয়া কনকনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দুষ্ট দৈত্যনাশন সকলের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যমরাজের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এমত সময়ে দক্ষিণদিকে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তৎশ্রবণে সেই লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ক্রন্দনধ্বনি কাহাদের শুনা যাইতেছে? যমরাজ বলিলেন—হে দেব! মর্ত্ত্যবাসী নানাবিধ পাপাচারী মানবগণ অত্যন্ত দুঃখদ নরক-সকলে নিজ নিজ কৃত কর্ম্মদোষে পতিত হইয়া এই যমালয়ে নরকদুঃখ ভোগ করিতেছে। হে বিষ্ণু! পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করা অত্যন্ত কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক। সেইহেতু নরকস্থ পাপিগণ যন্ত্রণায়

কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, এই ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি তাহাদেরই জানিবেন। যমরাজ এইরূপ বলিলে পর পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় গমন করিলেন। তখন পাপিগণ আরও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই মর্ত্ত্যবাসী পাপাচারী মানবগণকে রৌরবাদি নরক-সকলে নিপতিত ও তাদৃশ যন্ত্রণাগ্রস্ত দেখিয়া ভগবানের হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাই নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমিই এইসকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, এখন তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মদোষে আমি বর্ত্তমানেও অত্যন্ত দুঃখদ এই নরকে দুঃখ ভোগ করিবে? হে জৈমিনি! ভগবান্ তৎপর কি করিলেন, শ্রবণ কর।—

এতচ্চান্যচ্চ বিপ্রর্ষে বিচিন্ত্য করুণাময়ঃ।
বভূব সহসা তত্র স্বয়মেকাদশীতিথিঃ॥
ততস্তান্ পাপিনঃ সর্ব্বান্ কারয়ামাস তদ্ব্রতম্।
তে চ সর্ব্বে পরং ধাম যযুর্গলিতকল্মষাঃ॥
তস্মাদেকাদশীং বিষ্ণোর্মূর্ত্তিং বিদ্ধি পরাত্মনঃ।
সমস্ত-সুকৃত-শ্রেষ্ঠাং ব্রতানামুত্তমং দ্বিজ॥

অর্থাৎ করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্তপ্রকার চিন্তা করিয়া এবং পরে কি করিবেন তাহাও চিন্তা করিয়া সেই স্থানেই সহসা নিজে একাদশী-তিথিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তৎপর সেইসকল পাপিগণকে এই একাদশী-ব্রত আচরণ করাইলেন। এই একাদশী-ব্রতের ফলে সেইসকল পাপিগণ পাপ-মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিল। হে বৎস জৈমিনি! সুতরাং তুমি **একাদশী-তিথিকে পরমাত্মা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়াই জানিবে,** সমস্ত সুকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও ব্রতসকলের শীর্ষস্থানীয় একাদশী ত্রিজগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন।

উক্ত একাদশীতিথিকে এইভাবে ত্রিজগৎ পবিত্র করিতে দেখিয়া ভগবৎ-সৃষ্ট সেই পাপপুরুষ শঙ্কিতচিত্তে বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল। কোমলবাক্যে যখন সে ভগবানের অনেক স্তব করিল, তখন পরমেশ্বর ভগবান্ তাহার স্তব শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—হে পাপ-পুরুষ! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও, বল? পাপপুরুষ বলিল—হে ভগবান্ বিষ্ণু! আমি আপনার সৃষ্ট প্রজা, আমাকে আশ্রয়কারী (পাপাচারী) জনগণের কর্ম্মানুযায়ী তাহাদিগকে দুঃখদানই আমার কার্য্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাদশীর প্রভাবে আমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। হে প্রভো! আমি

মরিয়া গেলে এই জগতের ভবদীয় অংশভূত শরীরধারী সমস্ত জীবগণই ভববন্ধন-মুক্ত হইয়া আপনার পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। এইভাবে সমস্ত দেহী মুক্ত হইয়া গেলে আপনার বিশ্বসৃষ্টি লীলাটিও বন্ধ হইয়া যাইবে, কেননা সকল জীব চলিয়া গেলে কাহাকে লইয়া আপনি মর্ত্ত্যে ক্রীড়া করিবেন? অতএব যদি বিশ্ব-সৃষ্টিরূপ কৌতুকাগারে আপনার বাহ্য ক্রীড়া করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে হে কেশব! একাদশীতিথির ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। অন্য সহস্র সহস্র পুণ্যকার্য্য আমাকে বধ করিতে পারে না, কিন্তু আপনার শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া একমাত্র এই একাদশীতিথিই আমাকে বধ করিতে সমর্থ হন। হে কৈটভ-নাশন! হে বিষ্ণু! আমি এই একাদশীর ভয়ে পলায়ন করিয়া মনুষ্যগণ, পশুগণ, কীটসকল, বা অন্যান্য জন্তুগণ, পর্ব্বতসকল, বৃক্ষগণ, স্থল, জল, নদীসকল, সমুদ্রগণ, বন, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ইহাদের সকলকেই আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু কোথাও নির্ভয় স্থান নাই দেখিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেবদেব! হে সনাতন! আপনার সৃষ্ট অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যেই একাদশী স্থান লাভ করিয়াছে, সেজন্য আমি কোথাও স্থান লাভ করিতে পারিলাম না। হে প্রভো! হে দেবেশ! আমি আপনারই সৃষ্ট; সুতরাং একাদশীতিথিতে যে-স্থানে আমি নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারি, কৃপাপূর্ব্বক সেরূপ একটি স্থান নির্দ্দেশ করুন।

ব্যাসদেব বলিলেন,—পাপপুরুষ ক্লেশনাশন ভগবান্ অচ্যুতকে এইসকল নিজ দুঃখ নিবেদন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মধুকৈটভনাশন ভগবান্ হাস্যসহকারে একাদশী-ভয়ে ভীত সেই পাপপুরুষকে বলিতে লাগিলেন—

হে পাপপুরুষ! তুমি উঠ, আর দুঃখ করিও না; একাদশীতিথিতে যেখানে তোমার স্থান, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি। হে পাপপুরুষ! ত্রিভুবন পবিত্র-কারিণী একাদশীতিথি আগত হইলে তুমি অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। অন্নকে (শস্য) আশ্রয় করিয়া অবস্থিত পাপপুরুষ তোমাকে আমার এই মূর্ত্তি একাদশীতিথি আর বধ করিবে না; তুমি নিশ্চিন্তে তাহাতে অবস্থান কর। হে জৈমিনি! ভগবান্ পাপপুরুষকে এইরূপে স্থান দান করিয়া সে-স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, পাপপুরুষও স্বকার্য্য সিদ্ধ হওয়াতে সহাস্যে নিজ স্থানে গমন করিল।

অতএব এই একাদশীতিথিতে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ কখনও অন্ন-ভোজন

করিবেন না। সংসারে যতপ্রকার পাপ রহিয়াছে, সেইসকল পাপই ভগবদাজ্ঞায় একাদশী-দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যাঁহারা একাদশীব্রত পালন করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপনাশ হয় এবং নরকদুঃখ দূর হয়। যে-সকল মানব মোহবশতঃ ঐ দিনে অন্ন-ভোজন করে, তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপী বলিয়া জানিবে। মর্ত্ত্যস্থ মানবগণ একাদশীদিনে যে-সকল অন্নাদি ভোজন করে, তাহাদের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ উৎপন্ন হয় জানিবে। অতএব সমস্ত পাপের আশ্রয় অন্নকে একাদশীদিনে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। আমি দৃঢ়স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি,—মানবগণ তোমরাও শুন, একাদশী-দিনে কখনও অন্ন ভোজন করিবে না, অন্ন ভোজন করিবে না, অন্ন ভোজন করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জৈমিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং অন্য কোন জাতি হউক না কেন, সকলেরই এই একাদশীব্রত করণীয় জানিবে; উহা হইতেই চতুর্ব্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ছলপূর্ব্বকও একাদশীব্রত অনুষ্ঠিত হইলে পাপসমূহ ধ্বংস হয় এবং অনায়াসে বৈকুণ্ঠধামে গতি হইয়া থাকে।

—পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

গীতার বাণী

(১৩)

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত যোগিগণের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘন সর্ব্বেশ্বর ভগবানে চিত্তবৃত্তি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহারই ভজন-নিরত-ব্যক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে ভজনীয় ভগবানের ঐশ্বর্য্য, ভজনশীল ও অভজনশীলের বৃত্তান্ত বলিতেছেন। বিষয়ান্তর চিন্তা-রহিত ব্যক্তি ভগবানে আসক্তমনা হইয়া ভক্তিযোগ-অনুষ্ঠানদ্বারা নিঃসংশয়ে সমগ্র ভগবানকে যেরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত। তাহা পরমেশ্বর-বিষয়ক অনুভব-জনিত বিজ্ঞানসহ তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে আর কোন জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকে না। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় ষট্‌কে বর্ণিত জ্ঞান অসমগ্র ও সংশয়যুক্ত জানিতে হইবে। তাহার কারণ, যেরূপ কোন খাদ্যদ্রব্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোচর হইলেও ভোজনের দ্বারাই তাহার

সম্যক্ জ্ঞান অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা শ্রীভগবানের সম্যক্ প্রতীতি সম্ভব হয় না।

মনুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান-লাভার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রযত্নশীল ও সিদ্ধিপথগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কদাচিৎ ভগবানকে তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন। উপযুক্ত উপদেশ ও যথোচিত প্রযত্নের অভাবে অনেকে বঞ্চিত হন। শক্তিমত্তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শক্তিতত্ত্বও অবগত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতির পরিচয়ে বলিতেছেন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণরূপা প্রকৃতি—অপরা। আর যাহা হইতে জীবগণের প্রকাশ হয়, তাহা পরা। জড়ত্ব ও সংসার-বন্ধনের হেতুত্ব-নিবন্ধন অপরা প্রকৃতির নিকৃষ্টত্ব, আর অচেতন জগদ্ব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া থাকায় জীবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু তদুভয়েরই মূল কারণরূপে পরমেশ্বর বিরাজিত আছেন। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার—সকল কারণের তিনিই মুখ্য কারণ। অতএব সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকার ন্যায় সর্ব্বকারণস্বরূপ পরমাত্মায় চিৎ-জড়াত্মক সকল কার্য্যই গ্রথিত। তাঁহার জগৎস্থিতিত্বের বিশেষ জ্ঞান জানাইতেছেন—জগতের সারস্বরূপ রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদশাস্ত্রের মহাবাক্য ওঁকার, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, অগ্নির তেজ, সমস্ত প্রাণীর প্রাণ, তপস্বিগণের তপঃ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপ্রাণীর অনাদি কারণ, বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজঃ, বলবানগণের বল, সমস্ত প্রাণীর শাস্ত্রসঙ্গত কাম অর্থাৎ অভিলাষ এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তাই বলিয়া তিনি তাহাদের অধীন নহেন। কিন্তু ঐসমস্ত বস্তুই তাঁহার অধীন। সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার সত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও ত্রিগুণা মায়ার গুণপ্রভাবে আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না যে, তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ এবং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছুই নাই। তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী ও দুরতিক্রমা হইলেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সর্ব্বকারণ-কারণত্ব অবগত হইতে পারা যায়।

তাহা হইলে মায়ামুগ্ধ জীবগণ তাঁহাতে শরণাগত হয় না কেন? তদুত্তরে—পাপকর্ম্মপরায়ণ মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরভাববিশিষ্ট জনগণ ভগবৎ-স্বরূপের অপরিজ্ঞানহেতু তাঁহাতে শরণাগত হয় না। যাহারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের

অভাবে প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পশুবৎ জীবনযাপন করে, তাহারাই 'মূঢ়'। শ্রেষ্ঠকুলজাতিত্ব ও প্রাকৃত পাণ্ডিত্যহেতু ভগবানের প্রতি যাহারা উন্মুখ হয় নাই, তাহারা 'নরাধম'। যাহারা সাংখ্যাদি মতের প্রবর্ত্তক অথবা তদনুগত, তাহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বকারণ-কারণত্ব জানিতে অক্ষম বলিয়া 'মায়াপহৃত-জ্ঞান', আর যাহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে শরাদি বিদ্ধ করে, তাহারা আসুর-ভাবাশ্রিত।

ঐ-সকল নরাধমের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ বিবেকী পুরুষগণ পরমেশ্বরের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। শত্রু, হিংস্রপ্রাণী অথবা রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা ভগবানে প্রপন্ন হন, তাঁহারা 'আর্ত্ত'। আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান-কারী জীবগণ 'জিজ্ঞাসু'। ঐহিক বা পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ 'অর্থার্থী' এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'জ্ঞানী'। এই চারিশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বদা ভগবন্নিষ্ঠ, অনন্যভক্ত ও ভগবানে একমাত্র মমতাবিশিষ্ট বলিয়া ভগবানের অতীব প্রিয়। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ভক্তই উৎকৃষ্ট; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বেশ্বরে প্রপন্ন; কিন্তু জ্ঞানী সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য ও ভগবদ্ভজনই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিচারে ভগবৎ-পাদপদ্মে একভক্তিমান বলিয়া ভগবানের নিরতিশয় প্রীতিপাত্র। জ্ঞানীভক্তের বিরলত্ব জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহদ্বারা জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ববস্তুই বাসুদেব-ময় বলিয়া জ্ঞান হইলে যিনি ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনিই মহাত্মা এবং তাদৃশ ব্যক্তি সুদুর্লভ।

পূর্ব্বোক্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ জনগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া শীঘ্র কামনা-সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ প্রকৃতিবশে অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিস্বরূপে ঐ-সমস্ত সকাম ভক্তের হৃদয়ে অন্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন এবং তত্তদ্দেবতাদ্বারা কামনানুরূপ ফল প্রদানের বিধান তিনিই করেন। কারণ ঐ-সমস্ত দেবতা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কামনাসিদ্ধিরূপ ফল প্রদানে অশক্ত। অথচ তাদৃশ দেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলসকল নশ্বর এবং ফলপ্রাপ্তির পর সেইসমস্ত দেবতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না বা তাঁহারা ভবিষ্যতে কিছু মঙ্গল বিধানও করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবানের ভজন অকাম, সকাম বা মোক্ষকাম হইলেও পরমকরুণাময় পরমেশ্বর ভক্তগণের বিষয়-বাসনাদি দূর করিয়া নিজ পাদপদ্ম প্রদানের দ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন। মন্দ-

মতি ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের পরম ও অব্যয়ভাব অবগত না হওয়ায় তাঁহাকে নিরাকার বিচার করিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বরূপকে মায়িক আকার-বিশিষ্ট ও লীলান্তে ধ্বংসশীল ধারণা করে। তিনি অনন্ত ও অব্যয় হইলেও যোগমায়ার আবরণে আবৃতচক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক প্রকাশমান শ্যামসুন্দর রূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সর্ব্বকালের সর্ব্বঘটনাবলী তাঁহার জ্ঞাত।

ইচ্ছা, দ্বেষ ও সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয়াদি দ্বন্দ্বধর্ম্মে মুগ্ধ বিষয়াদিতে আসক্ত জীবগণের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারাই নিঃশেষে মোহ-নির্ম্মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে সমর্থ। যাঁহারা সংসারদুঃখে পীড়িত হইয়া জরা-মরণাদি নাশ-কামনায় একমাত্র ভগবানে প্রপন্ন হন এবং একান্তভাবে ভজনে যত্নবান হন, তাঁহারা ব্রহ্ম-বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরমেশ্বরকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত অবগত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা মৃত্যুকালেও ভগবদ্বিস্মৃত হন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীভগবান্ কোথায় ?

শ্রীভগবানকে জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন—ছোট-বড় সকলেই তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু ভগবান্ কি সত্য-সত্যই আছেন, না—ইহা মানবের মস্তিষ্কের একটা বিকার মাত্র ? ভগবান্ বলিয়া সত্য-সত্যই যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকে এই চক্ষে দেখা যায় না কেন ? অসভ্যজাতি, গারো, কুকী, কোল, ভীল, সাঁওতাল তাহারাও প্রস্তর কিম্বা বৃক্ষকে ভগবানের প্রতীক বলিয়া পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া থাকে। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহবাদী, কেহ বা নাস্তিকও হইয়া থাকেন। তাহারা বলেন,—যেহেতু ভগবান্ বলিয়া কোন বস্তু এই চক্ষে দেখা যায় না, অতএব তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

এ'জগতে একটী সুচিত্র পাখা দেখিয়া মনে হয়, ইহার কোন নির্ম্মাতা আছে ; ইহার পশ্চাতে কোন শিল্পী আছে। কলসী ও ঘট দেখিয়া মনে হয়, ইহার পশ্চাতে কুম্ভকার-স্থানীয় কোন ব্যক্তি আছে ; নতুবা স্বয়ং এইসকল বস্তু সৃষ্ট হয়

নাই। আর এই বিশাল বিচিত্র অনন্ত জগৎ, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, রবি, শশী, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ঘড়ীর কাটার ন্যায় নিয়মিত ঘুরিতেছে, ইহার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, ইহা একেবারে অসম্ভব কথা। সুতরাং এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও সংহার-কর্ত্তা-রূপী ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন। তবে তাঁহাকে অক্ষজ-জ্ঞানে জানিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। সেই অধোক্ষজ বস্তু ভগবান্ কখনও মানবের জড়চক্ষু কিংবা জড়কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা-ত্বকাদির দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হন না; এজন্য তাঁহার কোন অস্তিত্ব নাই—এ'কথা হইতে পারে না। আমরা অনেক বস্তুই এই স্থূল চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না; তাই বলিয়া উহাদের সত্তা নাই, অস্তিত্ব নাই—একথা বলিতে পারি না। সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে যেরূপ তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিযোগ-বলে ভগবানকে জানিতে ও দেখিতে পারা যায়। তজ্জন্যই শাস্ত্রে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা জানিতে পারি। প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত **ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর** মহাশয় তাঁহার 'ঈশ্বর' নামক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।" 'ঈশ্বরের কোন আকার নাই', একথাটী যে নিতান্তই ভুল লিখা হইয়াছে—জানিয়া পরে বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই উহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটই বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্রুটী স্বীকার করেন।

কোন গ্রামে **মহেশ্বর বিশারদ তর্কালঙ্কার** নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন; তিনি অনেক শাস্ত্র মন্থন করিয়াও ভগবানকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে একপ্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই, উহা মিথ্যা কথা। আমি বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, অষ্টাদশ-পুরাণাদি সকল শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না। সুতরাং ভগবান্ বলিয়া কোনও বস্তু—একটী কথার কথা মাত্র; মূলে উঁহার কোন অস্তিত্ব নাই।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বহু শিষ্য ছিলেন। মেঘনা-নদীর তটস্থিত শ্রীনলিনী-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামক একজন ডেপুটী তাঁহার প্রধান শিষ্য। তর্কালঙ্কার-মহাশয়ের হলধর নামক একটী ওড়িয়া ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ছিল। পণ্ডিত-মহাশয়ের কাঠ-কাটা, নৌকা-চালান, হাট-বাজার এবং শিষ্যবাড়ী গেলে তাঁহার রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া দিত। কিন্তু হলধর স্থূলবুদ্ধি-বশতঃ অনেক সময়ে পণ্ডিত-মহাশয়ের বিরাগভাজন হইত। একদিন পণ্ডিতজী হলধরকে ডাকিয়া

বলিলেন,—"হলধর! তুমি নৌকা প্রস্তুত কর, আমি ডেপুটী-শিষ্যের বাড়ী যাইব।" তখন হলধরের আর আনন্দের সীমা নাই। কারণ সে জানিত, ডেপুটী-শিষ্যবাড়ী গেলে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানাপ্রকার আহারাদির সুবিধা হইবে। সে নিতান্ত পেটুক ছিল; তাই আজ্ঞামাত্র পণ্ডিত-মহাশয়ের পাঁজি-পুঁথি-পোটলা বাঁধিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকায় রাখিয়া তর্কালঙ্কার-মহাশয়কে আহ্বান করিল,—"আপনি শীঘ্র নৌকায় উঠুন, সব প্রস্তুত।" পণ্ডিতজী আনন্দে নৌকায় উঠিয়া শিষ্যবাড়ী চলিলেন।

যথাসময়ে পণ্ডিতজী শিষ্যবাড়ী পৌঁছিলেন। ডেপুটী নলিনী বাবু গুরুজীর আগমনে বিশেষ হৃষ্ট হইলেন; বাজারে গিয়া স্বহস্তে নানাদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে নূতন একটি প্রকাণ্ড বাঁধাকফি আনিয়া গুরুজীর পাচক হলধরকে উহা সুন্দররূপে রন্ধন করিয়া গুরুজীকে দিতে বলিলেন। কাছারীর সময় হইলে নির্দ্দিষ্টকালে ডেপুটীবাবু কাছারীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে রন্ধনাদি করিয়া হলধর গুরুজীর আসন করিয়া থালার চতুর্দ্দিকে সমস্ত দ্রব্য সাজাইয়া দিল। পণ্ডিতজী আহারে বসিলেন; এমন সময়ে গুরুজীর প্রসাদ পাইবার কালে ডেপুটীবাবু ছুটী লইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গুরুজীকে নমস্কার করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত বাঁধাকফির তরকারী দেখিতে না পাইয়া রুষ্টচিত্তে পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হলধর বাঁধাকফি কোথায়? সে হাস্য করিয়া বলিল,—আমি বাঁধাকফি পাই নাই। গুরুজী কখনও বাঁধাকফি দেখেন নাই। শিষ্যের সংগৃহীত নূতন জিনিষটীর আস্বাদ করিতে না পাওয়ায় তিনিও হলধরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ডেপুটী রোষ-কষায়িত-লোচনে হলধরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"বেটা, আমি স্বহস্তে তোকে কফি দিলাম; তুই বল্‌ছিস্—আমি কফি পাই নাই, এ কেমন কথা?" সে ভীতস্বরে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল,—"ঐ দেখুন, কেবল পাতা, কেবলই পাতা; ঐ পাতাগুলির মধ্যে কফি না পাইয়া উহা ফেলিয়া দিয়াছি।" তখন ডেপুটী বলিলেন—"হাঁয় রে! বোকার জাহাজ! ঐ পাতা-গুলিই যে কফি! কফি পাস্ নাই, কেমন রে?" তখন হলধর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গুরুজীর পদদ্বয় ধারণ করত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"গুরুজী, আপনি সমস্ত শাস্ত্র ঘাঁটিয়াও ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই; আমিও তদ্রূপ সমস্ত পাতা খসাইয়া খসাইয়া কফি দেখিতে পাই নাই। ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রত্যেক পাতায় পাতায়, অক্ষরে অক্ষরেই ত ভগবান্; সর্ব্বভূতেই ত

ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। এমন ভগবানকে ত আপনিও দেখিতে পান নাই।" সেই অবধি সেই নাস্তিক পণ্ডিত আস্তিক হইলেন।

বেদে আছে,—মাকড়শা তাহার নিজের মুখের তন্তু বাহির করিয়া জাল বিস্তার করে এবং তাহাতেই বসবাস করে, উহার মধ্যে তাহার কাচ্চা-বাচ্চা হইয়া থাকে, সেই জালের উপর তাহার বাচ্চারা আনন্দে খেলিয়া বেড়ায়। অন্য পোকা-মাকড় জালের মধ্যে পড়িলে আটকাইয়া যায়, কিন্তু মাকড়শার বাচ্চারা উহাতে আটকায় না। সেইরূপ ভগবৎসৃষ্ট এই বিশ্বে তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহারই নির্ম্মিত মায়াজালে আবদ্ধ হন না, পরন্তু বহির্ম্মুখ অভক্তগণ দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিষম কষ্ট পায়। তাই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন ॥১॥
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ॥২॥
এখন ভকতি-বলে, কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন ॥৩॥

মাকড়শা যেরূপ তাহার নির্ম্মিত জালসমূহ পুনরায় তাহার পেটের ভিতর টানিয়া লয়, তদ্রূপ ভগবানও তাঁহার নির্ম্মিত বিশ্ব ব্রহ্মারূপে সৃজন করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং পুনরায় রুদ্ররূপে সংহার করিয়া নিজ অঙ্গেই সমুদয় ধারণ করেন। অর্থাৎ তিনিই জীবের একমাত্র গতি।

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।৩২) বলেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ, অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমাহইতে পৃথক্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

শ্রীভগবানের লীলা নিত্য। শ্রীগৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা—বহুপ্রকার লীলা-বিলাস।—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"

পেচকের চক্ষু থাকিতেও যেরূপ সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ অভক্তগণ বহির্ম্মুখ অবৈষ্ণব-বিধায়, তাহাদের চক্ষু থাকিতেও তাহারা ভগবদ্-দর্শন করিতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী (২)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়; বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত নিগমশাস্ত্র-রূপ কল্পবৃক্ষের চরম ফল বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদয়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, সূত্রাকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদান্ত-বাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ এই পারম-হংসী সংহিতা ভাজ্জল্যরূপে উক্ত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য-সকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতা-পীড়িত পুরুষরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১)
বেদশাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখন শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রস-ময়॥

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন, শ্রবণ ভক্তিময়॥
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেই হইবেক সেইমত॥ চৈঃ ভাঃ অঃ ৩য়)

পরম ধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই পরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবত অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি কুমতকে নিরাস করিয়া বাস্তব অকৈতব নিত্যধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও চিরশান্তিরূপ পরম মঙ্গল অবশ্যই হইবে। এই ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ের যুগে শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের একমাত্র নিস্তারক। দেবর্ষি শ্রীনারদ কলিকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও অসারতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কুকর্ম্মাচরণাৎ সারঃ সর্ব্বতো নির্গতোঽধুনা।
পদার্থাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তুষা যথা॥
বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ॥
অত্যুগ্রভূরিকর্ম্মাণো নাস্তিকা দাম্ভিকা জনাঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ॥
কামক্রোধ-মহালোভ-তৃষ্ণাব্যাকুল-চেতসঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তপসি তপঃসারস্ততো গতঃ॥
মনসশ্চাজয়াল্লোভাদ্দম্ভাৎ পাষণ্ডসংশ্রয়াৎ।
শাস্ত্রানভ্যসনাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্॥
পণ্ডিতাস্তু কলত্রেণ রমন্তে মহিষা ইব।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাস্তেঽপ্যদক্ষা মুক্তিসাধনে॥
ন হি বৈষ্ণবতা কুত্র সংপ্রদায়পুরঃসরম্।
এবং প্রলয়তাং প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে॥(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

শ্রীনারদ কহিলেন,—অধুনা (কলিকালে) কুকর্ম্মের আচরণ হেতু বস্তুসমূহ বীজহীন তুষের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সারহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছে। বিপ্রগণ ধনলোভে গৃহে-গৃহে, জনে-জনে ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিলেও সেই কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও মঙ্গল হইতেছে না। কারণ ধন-বিনিময়ে হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয় করায় হরিকথার সার অন্তর্হিত হইয়াছে, বাহ্য আকার মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। তীর্থসমূহে অতিশয় উগ্র আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মিগণ, নাস্তিকগণ ও দাম্ভিকগণ বাস করায় তীর্থসার গত হইয়াছে অর্থাৎ তীর্থফল যে নিষ্কিঞ্চন সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন, তাহা আর নাই। কাম, ক্রোধ, মহালোভ ও অসত্তৃষ্ণায় ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণও তপস্যায় অবস্থিত হওয়ায় তপস্যার সার বিগত হইয়াছে। মনকে নিগ্রহ না করিয়া লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডীজনের সংসর্গ এবং সৎশাস্ত্রের অনভ্যাসহেতু বাহ্যে ধ্যানস্থ হইয়াও লোকসমূহ ধ্যানযোগের ফল প্রাপ্ত হইতেছে না। পণ্ডিতাভিমানিগণ মহিষের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছে। তাহারা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ কিন্তু মুক্তিসাধনে অনিপুণ হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও সৎসম্প্রদায়ানুসারিণী বৈষ্ণবতা নাই। এইরূপভাবে স্থলে স্থলে বস্তুসার বিনষ্ট হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদের এই কলিদোষসূচক বাক্যের ঔষধি-স্বরূপ শ্রীসনৎকুমার পরব্যোম-নির্গতা ভগবদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে,—এইরূপ অবস্থায় শুদ্ধ ভাগবতগণ যদি পুনরায় শুকমুখ-নির্গত শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনি জগতে প্রচার করেন, তাহা হইলেই এই সকল কলিদোষ সিংহের নাদ শ্রবণে বৃককুলের পলায়নের ন্যায় বিদূরিত হইবে। যথা—

প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনৌ।
কলিদোষা ইমে সর্ব্বে সিংহশব্দাদ্বৃকা ইব ॥ (পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

শ্রীসনৎকুমার শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন—

যে মানবাঃ পাপকৃতস্তু সর্ব্বদা সদাদুরাচাররতা বিমার্গগাঃ।
ক্রোধাগ্নিদগ্ধা কুটিলাশ্চ কামিনঃ সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥
সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদূষকাস্তৃষ্ণাকুলাশ্চাশ্রমধর্ম্ম-বর্জ্জিতাঃ।
যে দাম্ভিকা মৎসরিণোঽপি হিংসকাঃ সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীসনৎকুমার বলিতেছেন,—হে নারদ! বিপথগামী, দুরাচার, ক্রোধী, কুটিল, মিথ্যাবাদী, পিতামাতার অবজ্ঞাকারী, দাম্ভিক, ক্রূর, আশ্রমধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও

সর্ব্বদা হিংসাপরায়ণ —এতাদৃশ মহাপাপীও নিয়মিতভাবে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে।—এইকথা বলিয়া শ্রীসনৎকুমার পুনরায় শ্রীনারদকে এতৎসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা বলিলেন। যথা—

পুরাকালে তুঙ্গভদ্রা নদীতটে একটী নগর ছিল। সেই নগরে এক বেদবিৎ সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধুন্ধুলী নামা নিজ পত্নীর সহিত বাস করিতেন। গোকর্ণ ও ধুন্ধুকারী নামে ব্রাহ্মণের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে গোকর্ণ সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, বিষয়বিরক্ত, ধার্ম্মিক ও প্রিয়বাদী ছিলেন। কিন্তু মহাপাপী ধুন্ধুকারী অতীব ক্রূর, পরপীড়ক, কদাচারী, মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা চৌর্য্য-বৃত্তিদ্বারা জীবন যাপন করিত। উদ্ধত পুত্রের এই অনাচার দর্শনে তাহার পিতা দুঃখিতচিত্তে গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। গোকর্ণও বিষয় ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সেই দুষ্ট ধুন্ধুকারী নিজের মাতার উপরেও উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাহার ভয়ে মাতা ধুন্ধুলী মনোদুঃখে কূপে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তখন ধুন্ধুকারী নিজগৃহে বেশ্যাগণকে রাখিয়া চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা তাহাদের পালন করিতে লাগিল। একদা তাহার নিকট বহু ধন দেখিয়া ধনলোভে বেশ্যাগণ রাত্রিতে তাহাকে হত্যা করিল এবং লোকের অলক্ষিতে মৃতদেহকে গৃহমধ্যে প্রোথিত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। তখন মহাপাপী ধুন্ধুকারী প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইল। সে প্রেতযোনীতে বহুকষ্ট অনুভব করিয়া পূর্ব্বকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল। এবং নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত কষ্টে দিন অতিবাহিত করিল।

গোকর্ণ তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। ভ্রাতা মহাপাপী-হেতু তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে কিছুদিনের পর গোকর্ণ নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাত্রিতে নিজ জনশূন্য গৃহে শুইয়াছেন, এমন সময় সেই প্রেত আসিয়া কথা বলিতে না পাইয়া তাঁহার নিকট কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তদুপরি জল প্রদান করিলেন। তখন সে বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন-পূর্ব্বক প্রেতযোনী হইতে উদ্ধার বিষয়ে প্রার্থনা করিল। ভ্রাতার এইরূপ অবস্থা শুনিয়া গোকর্ণ কহিলেন—ভ্রাতঃ! তোমার জন্য আমি গয়ায় শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতেও তোমার উদ্ধার হইল না। আমি ত আর উদ্ধারের অন্যকিছু উপায় দেখিতেছি না। তখন প্রেত কহিল,—

"আমার ন্যায় মহাপাপীর শত-গয়াশ্রাদ্ধের দ্বারাও উদ্ধার নাই। তুমি উদ্ধারের অন্যকিছু উপায় অবলম্বন কর। হিতৈষী তোমা ব্যতীত এ দুঃখ কাহাকে জানাইব?" এইসব কথা শ্রবণ করিয়া গোকর্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিয়া প্রাতে বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানীর্গণের নিকটে গিয়াও কোন উপায় নিদ্ধারণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নিজের তপঃপ্রভাবে তাঁহার গতিরোধপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূর্য্যদেব গোকর্ণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সকলের সমক্ষে কহিলেন,—হে গোকর্ণ! **সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা তোমার ভ্রাতার মুক্তিলাভ হইবে। অতএব তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর।**" সূর্য্যদেবের উপদেশ লাভ করিয়া গোকর্ণ ভ্রাতাকে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইলেন। তখন প্রেতযোনী-প্রাপ্ত ধুন্ধুকারী নিকটস্থ এক বংশের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ভাগবতী কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। এইরূপভাবে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া সেই প্রেত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ভগবৎপার্ষদরূপ ধারণপূর্ব্বক শ্রীভাগবত-বক্তা নিজ ভ্রাতা গোকর্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল—"হে ভ্রাতঃ! তুমিই আমার পরম বন্ধু। আজ তোমার কৃপায় আমি এই দুস্তর প্রেতযোনী হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। অহো, ধন্য প্রেতপীড়া-বিনাশিনী শ্রীভাগবতী কথা!! এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহকাল শ্রবণ করিলে জীবের অনায়াসে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাহাদের দেহস্থিত সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। যাহারা অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ লাভ করিয়া এই পরম-মঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে না, তাহাদের জীবন বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহকাল শ্রবণে সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট হইয়া মুক্তি অনায়াসে লভ্য হয়। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই ইহা একমাত্র সাধন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই সংসার-দুঃখ-নিবর্ত্তক ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপক।" অনন্তর তাহার কথা শেষ হইলে বিমানে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ তথায় আগমন করিয়া, ভাগবত-শ্রোতা সেই ধুন্ধুকারীকে বিমানে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। গমনের সময় পার্ষদগণ গোকর্ণকে কহিলেন,—হে গোকর্ণ, স্বয়ং গোবিন্দ তোমাকে গোলোকে স্থান দিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীহরিদাস-প্রয়াণ-(কাহিনী)

ভোম্‌রা কাহার বন্দনা গায় মাধুকরী মধু পিয়ে,
সূর্য্যের শোভা অতি মনোলোভা পূরব গগন ছায়ে।
চৌদিকে আজি ফুটিতেছে ফুল, শোনা যায় হরি-ধ্বনি,
দূর হতে দূরে বাঁশী কে বাজায়—রন রন ঝনি ঝনি।
করাল ডমরু ঘোষিতেছে ঐ হরিদাস-চিদাকাশে,
তাই কি ঠাকুর সিদ্ধ দেহেও জপ বড় ভালবাসে।
শুয়ে হরিদাস মন্দ মন্দ নাম-গান করে সংখ্যা,
তবু তো বদনে ছাড়িবে না নাম—আসুক না যত ঝঞ্ঝা।
এল গোবিন্দ হরিদাস-পাশে অতি প্রফুল্ল-চিত্ত,
কহিল,—'ঠাকুর! সাথে আনিয়াছি প্রসাদ শ্রীগুরু-দত্ত।'
ভাবে হরিদাস কি হবে উপায় সংখ্যা পুরে নি যবে,
উপেক্ষিতে নারে এ' মহাপ্রসাদ তারি এক কণা লবে।
—এত কহি শেষে বন্দিল সে প্রসাদ কণিকা তার মাত্র,
সাঁত-পাঁচ ভাবি' মনের মরমে গাহিতে লাগিল স্তোত্র।
আরদিন গুরু শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাঁই আসি',
কহিলেন—'তুমি সুস্থ হইলে হ'ব আমি বড় খুশী'।
হরিদাস তবে জানাইয়া নতি কহে ওগো দয়াময়,—
'সংখ্যা অপূর্ণ—তাই মনে দুঃখ, শরীর সুস্থ রয়।'
কহিলেন প্রভু—'হইলে বৃদ্ধ এবে সংখ্যা অল্প লবে,
সিদ্ধ-দেহেতে সাধকের ধ্যান প্রয়োজন নাহি যবে।
লোক নিস্তারিতে তব অবতার, পাপীরে করিলে ত্রাণ,
'নামের' মহিমা করিলে প্রচার, মৃতে সঞ্চারিলে প্রাণ।'
হরিদাস কহে,—"ওগো ইচ্ছাময়! তব খেলা বোঝা ভার,
আমি অস্পৃশ্য, অধম-পামর, তবু কর অঙ্গীকার!
কিবা ইচ্ছায় নাচাইলে মোরে, জগৎ নাচাও ইচ্ছাময়,
বিপ্রের শ্রাদ্ধ-পাত্রে ভোজন;—এত আকাঙ্ক্ষা কেন হয়।

বড়ই বাসনা সেই লীলা তব হেরিব নয়নে কবে,
আপনার আগে এই দেহখানি ত্যজিয়া যাইব তবে।
মুখে 'নাম' নিয়ে ছাড়িব পরাণ, হৃদে ধরি ও'-চরণ,
নূপুরের ধ্বনি শুনি যেন কানে, হেরি চোখে ও'-বদন।
এ-হেন বাঞ্ছা তোমার মাঝারে হই যেন কালাতীত,
পরিমার্জ্জিত কর এ চিত্ত প্রভু তব মনোমত।"
প্রভু কহেন,—"তব প্রার্থনা কভু অপূর্ণ নাহি র'বে,
কৃষ্ণ কৃপাময়, পূরিবে বাসনা, আনন্দ বরিয়া লবে।"
হরিদাস তবে প্রভুর চরণে করে কোটী প্রণিপাত,
কহে—"দয়াময়, দয়া কর দীনে ভক্তবৎসল নাথ।
এক পিপীলিকা মরে যদি তায় পৃথিবীর কিবা ক্ষতি,
এক্ষণ জীবন নাই বা থাকিল, মুই কীট তুচ্ছ অতি।
মধ্যাহ্ন করি' ঈশ্বরে হেরি' কালি দিবেন দরশন',
তবে মহাপ্রভু স্নেহভরে তারে করিলেন আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে গিয়া ঈশ্বর দেখি' প্রাতে,
হরিদাস-পাশে এলেন প্রভু ত্বরা ভক্তবর্গ সাথে।
হরিদাস তবে বন্দিল সেই প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম,
ঠাকুরের আগে দিলা দরশন জগৎগুরু গৌরাঙ্গ।
বাজে মৃদঙ্গ-খোল-করতাল, বাতাসে ভাসিল সামগান,
জগৎ ছাড়িয়া ঠাকুর আমার স্বধামে করিল প্রয়াণ।
প্রভুর যতেক শিষ্য মেলিয়া হরিদাসে বেষ্টিয়া,
কীর্ত্তন করে হরিনাম সদা সবে বিরহিত হিয়া।
মনে পড়ে বীর ভীষ্মের কথা—ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটেছে যাঁর,
হরির কৃপাতে এই তো সে যুগ—হরিদাস সাক্ষ্য তার।
প্রেমানন্দে গোরা হরিদাস-তনু আপন শ্রীঅঙ্কে ধরি',
হরিবোল্ ব'লে নাচেন প্রভুজী, অঙ্গন ওঠে নামে ভরি'।
হরিদাসে তবে বিমানে চড়া'য়া সমুদ্রে লইয়া গেলা,
প্রভু কহেন,—'মোর হরিদাস-স্নানে সাগর তীর্থ হৈলা।'

নীল-নভোতলে সমুদ্র-তটে উল্কার মত উড়িছে ধূলি,
হরিদাস-দেহে নিজ হাতে প্রভু মাটি দিতেছেন তুলি'।
ধন্য ঠাকুর, তুমি ভাগ্যবান্ ভগবানে পেলে দেখা,
প্রতিটী হৃদয়ে ঝরিবে কবে ওগো তব কৃপারেখা।
ভক্তবৎসল তিনি প্রীত হন যার যা' কিছু তাঁর লাগি',
সেই সজ্জন সবার উপরে হর্ষে বিভোর বিষয়-ত্যাগী'।
কুহক মায়ার জাল ছেঁড়া, আর ভগবানে ভালোবাসা,
তোমার জীবনী-গাথায় ইহার প্রমাণ অপূর্ব্ব খাসা!
ভালবেসেছিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মায়ার বাঁধন ত্যজি',
প্রার্থনা করি অনুরূপ মোরা তব প্রেমে যেন মজি!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শিক্ষা

শিক্ষা দ্বিবিধ—অধ্যাত্ম শিক্ষা এবং লৌকিক শিক্ষা। অধ্যাত্ম শিক্ষাই পরা শিক্ষা, আর যা কিছু সবই অপরা শিক্ষা বা লৌকিক শিক্ষা। শাস্ত্র বলেন—"অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" অর্থাৎ যাহাদ্বারা (অক্ষর-ব্রহ্ম) পরম-পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরাশিক্ষা। ঋষির উক্তি—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব জানিলে মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—ইহা ভিন্ন মৃত্যুর (বদ্ধদশার) হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন পথ নাই। অতএব পরাশিক্ষাদ্বারা পারত্রিক মুক্তি হইয়া থাকে এবং অপরাশিক্ষা দ্বারা ঐহিক উন্নতি হইলেও প্রকৃত অমঙ্গল।

'আমি' বলিতে,—আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; আমিই সেই আত্মা; আমার ভয়-শোক-মোহ-বন্ধন কিছুই নাই; আমি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব; আমার দেহটী নশ্বর বটে, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যিনি আছেন সেই জীবাত্মা অজ-নিত্য-শাশ্বত-অব্যয়, তিনি জরা-মরণ-ব্যাধিহীন, অপরিনামী—সর্ব্বদা এইরূপ স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনদ্বারা ক্রমশঃ দেহাত্ম-বোধ ও অশুভ সংস্কার বিনষ্ট হয় এবং দিব্য আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই অধ্যাত্ম শিক্ষার অনুশীলন।

জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, সাহিত্য-কাব্য, কৃষি-শিল্প, কলা-ভাস্কর্য্য ইত্যাদির জন্য

যে চিন্তা, চেষ্টা ও অধ্যবসায়, উহাই লৌকিক শিক্ষা। অধ্যাত্ম শিক্ষার দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ অর্থাৎ পারত্রিক মুক্তি, আর লৌকিক শিক্ষাদ্বারা ইহলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ ঐহিক উন্নতি ও অবনতি। প্রত্যেকটী লৌকিক শিক্ষাই যদি অধ্যাত্ম-শিক্ষার প্রেরণা ও সমর্থন-ক্রমে হয়, তবে তাহাদ্বারা উন্নতি হইয়া থাকে, নতুবা উহা কল্যাণপ্রদ হয় না।

অধ্যাত্ম শিক্ষাই হউক, বা যে-কোন লৌকিক শিক্ষাই হউক, উহা কেবল গুরুপরম্পরাক্রমে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইতে পারে। তজ্জন্য ভাষা, বর্ণমালা ও পুঁথি-পত্রের যতপ্রকার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা সমুদয়ই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বা শিক্ষকের নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। নচেৎ নিজে নিজে উহার কোনও জ্ঞান হইতে পারে না।

পণ্ডিতগণ বলেন,—"মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ" অর্থাৎ যে পিতামাতা সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিক্ষা না দেন, সে পিতামাতা সন্তান-সন্ততির শত্রু। এই প্রবচনটী প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটী করিয়া বালক-বিদ্যালয় ও একটী করিয়া বালিকা-বিদ্যালয় যত সত্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নানাদিক হইতেই আছে। তবে সকল শিক্ষাই ধর্ম্মভিত্তিতে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি উত্তম নাগরিক গঠন হয়, তবে ধর্ম্ম ও নীতিবর্জ্জিত শিক্ষার দ্বারা সে অভীষ্ট পূর্ণ হইবে না। বর্ত্তমানযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্পক্ষেত্রেই হউক বা সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই হউক, ঘুস, চুরি, অসাধুতা, কালবাজারী নাই, এমন কোন ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর; এমন কি, শিক্ষা ও সেবাবিভাগের ন্যায় পবিত্র ক্ষেত্রেও এই পাপ আজ বিরল নহে।

বাল্যকালই শিক্ষার প্রথম সোপান। নরম মৃত্তিকাদ্বারা কর্ত্তা যেমন অভীষ্ট প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারেন, মৃত্তিকা শক্ত হইলে সে অভীষ্ট পূর্ণ হয় না। অতএব শৈশব হইতেই শিশুর নৈতিক চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রত্যেককেই চরিত্রবান্ হইতে হইবে। শিক্ষাই জ্ঞানের উৎস। সৎ-শিক্ষা ব্যতীত প্রকৃত আনন্দ, কল্যাণ ও প্রকৃত মুক্তির অর্থাৎ ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

—শ্রীকুমুদবান্ধব মাইতি দাস, প্রধান শিক্ষক,
আমড়াতলা স্কুল, আসদতলা (মেদিনীপুর)

অবতার ও বঞ্চক

সাত্বত-শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ অবতারের কথাই পাওয়া যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রাকট্য—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তর অবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহঃ।
নৃসিংহো বামনো রামো রামো বুদ্ধঃ কল্কিরহমিতি॥

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমি বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম এবং আমি কল্কি, আমি বুদ্ধ। এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান বদ্ধ বা মুক্ত হয় না। ইহাঁরা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ।

ইহাঁরা সকলেই প্রপঞ্চাতীত বস্তু। পরব্যোমে সকলেরই প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশোদ্দেশ্যে ইহজগতে অবতরণ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবতার বলে,—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥

ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রত্যেক অবতারের এক একটি কার্য্য আছে। তাঁহারা সেই সেই কার্য্য প্রতিপালন করিবার জন্য যথাসময়ে অবতীর্ণ হন। উক্ত ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে আমরা শক্ত্যাবেশ অবতারের কথা পাইয়া থাকি। কোন যোগ্য জীবাদিতে যদি শ্রীভগবানের শক্তির আবেশ হয়, তাহাকে আবেশরূপ বলে। এবম্বিধ ভগবদবতার সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের অবতরণ করিবার সময় আসিলে অবতারীর ইচ্ছা অনুসারে অবতারসকল স্বগণসহ এই প্রপঞ্চে শুভবিজয় করেন। এবম্বিধ ভগবদ্-অবতারের শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎসেবায় নিয়োজিত

হইতে পারিলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

কলির প্রাবল্যে মায়ার কারাগারের কতকগুলি আসামীও প্রতিষ্ঠার আশায় আজকাল আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া পরিচয় দিয়া দুর্ব্বলচিত্ত জনগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ঐসকল অবতার-ব্রুব ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীব-সমূহের নিকট হইতে ভগবানের ন্যায় পূজা-অর্চ্চনাদি লাভের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম বুজ্‌রুগি শিখিয়া রাখিয়াছে। তাহার ফলে তাহারা হয়ত ছাইকে চিনি বলিয়া, পরিষ্কার জলকে ময়লা অথবা বিভিন্ন রঙের জল বলিয়া দেখাইতে পারে। যে-কোন জায়গায় যে-কোনও ফুলের ঘ্রাণ ছড়াইতে পারে। এইসকল দেখাইয়া হঠযোগীদের কেহ কেহ নিজদিগকে ভগবদবতার বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। তাহাদের অসৎ বঞ্চনাপূর্ণ বাক্যগুলি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাহারা মেকি জিনিষ ধরিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বহু অবতার (?) বহু স্থানে ভুঁইফোঁড়ভাবে উঠিতেছেন। কেহ নিজকে শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, কেহ বলরাম-কৃষ্ণের যুগ্মাবতার, কেহ বা আবার একাধারে রাম-কৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বহু প্রকারে প্রচার করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়াই মনুষ্যগণকে নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া চিরতরে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে।

এই সকল অবতার (?) ও তাহাদের অনুচরগণের স্মরণ থাকা উচিত যে—

"ন জাতু কামকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করা যায়, ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঘৃতপ্রদানে অগ্নি কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। সেইপ্রকার কামাগ্নিতে যতই ইন্ধন যোগান হইবে, ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ স্মরণ রাখিবেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বজ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥

তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্র-গুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপূক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্॥
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট-পদ্য কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারক-ব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা "কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে" পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জন মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীল পর্ব্বত-মহারাজের প্রেরিত রসানন্দের প্রশ্ন

(শ্রীলতীর্থমহারাজ ওরফে কুঞ্জবাবুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য)

মাননীয় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু*

আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া ঐগুলির নিরসন-কল্পে যথাযথ সমাধান আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।—

---

* পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ তাঁহার জনৈক শিষ্যের দ্বারা শ্রীযুত রসানন্দ দাস প্রভুর প্রশ্নগুলি শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠান। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন বৈষ্ণবের অনুরোধে প্রশ্নগুলির সত্যাসত্য গোপন না করিয়া প্রকাশ করাই প্রয়োজন-বোধে ইহা মুদ্রিত হইল। এবং ইহার যথাযথ সমালোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

১। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার শ্রীমঠসমূহ তাঁহা হইতে অভিন্ন কি না? সেই মঠসমূহ চিন্ময় না জড়, বা কতক চিন্ময় কতক জড় কি? শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠের সেবা করিলে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবা হইবে কি না? পুরীর পুরুষোত্তম মঠের সেবা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে, না পুরীর পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের সেবা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে?

২। মঠসমূহের ভবিষ্যৎ পরিচালনার জন্য পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের হার্ণিয়া অপারেশন প্রস্তাব সময়ে একটি উইল করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হয় ও তাহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যক ট্রাষ্টীর মতে কার্য্য পরিচালনা হইবে, অর্থাৎ দুইজন ট্রাষ্টীর মত ঐক্য হইলে সেই মতানুযায়ী কার্য্য পরিচালিত হইবে। আবার অপ্রকটের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ মঠ পরিচালনা সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ করিলেন যে, ১০।১২ জন সভ্য লইয়া একটি গভর্নিংবডি গঠন করিয়া অধিকসংখ্যক মতে কার্য্য সম্পাদিত হইবে। দুইটি কার্য্য এক-তাৎপর্য্যপর হইলেও পূর্ব্ব আজ্ঞা অপেক্ষা পর আজ্ঞা বলবান্। আমরা জানিতে চাই, কোন্ প্রকার নীতির দ্বারা মঠসমূহ এখন পরিচালিত হইতেছে? যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করেন, তিনিই সৎ-শিষ্য, এবং যিনি তাহা হইতে বঞ্চিত, তিনিই মায়া। শাস্ত্র বলেন—"কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার॥"

৩। আমরা জানিয়াছি—শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বয়ের মধ্যে মঠ-সম্পর্কীয় মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির সময় শ্রীগোস্বামী-প্রভুকে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গোসাঁই! আমি বহু মকর্দ্দমা করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; আর আপনি আমার বিরুদ্ধে নূতন আপত্তি দিবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, আমাদের দু'জনের মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর গভর্নিংবডি গঠন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্য পরিচালনা করিব। নিষ্পত্তির পরে গভর্নিংবডি গঠিত করিলেন না কেন?

৪। আবার মূল মকর্দ্দমার উইলভুক্ত সম্পত্তি-সহ সমস্ত মঠ-মন্দিরহু ইভাগ হইল কেন? ইহা কি-প্রকারে হইতে পারে? তৃতীয় ট্রাষ্টীকে ভাগ দেওয়া হইল না কেন?

৫। প্রত্যেক গৌড়ীয়ে শ্রীগুরুদেবের নামের আগে ওঁকার আছে। শ্রীমায়াপুর হইতে যে পত্রিকা বাহির হইতেছে, সেই পত্রিকায় শ্রীগুরুদেবের নামের আগে ওঁকার নাই কেন? তবে কি গুরু দুই প্রকার আছেন? দয়া

করিয়া ইহার শাস্ত্র-প্রমাণ দিবেন।

৬। শ্রীল প্রভুপাদের সময়ে দেখিতাম, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ নিমন্ত্রণাদি কার্য্য করিতেন। এক্ষণে নূতন রকম দেখিতে পাওয়া যায়—সেবাইতদ্বয় নিমন্ত্রণ করেন। সেবাইতদ্বয় পুরাতন মত উঠাইয়া দিয়া এক্ষণে নূতন মত প্রচলন করিতেছেন। ইহা করা উচিত কি? তাঁহারা পুরাতন মত উঠাইয়া দিলেন কেন?

৭। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ঢাকার মঠ প্রস্তুত করিয়া ঐখানে ব্যাসপূজা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট হইয়া যান। সেই শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের ইচ্ছানুসারে ঐবৎসর ঢাকায় ব্যাসপূজা করা হইয়াছিল। তাহাতে সন্ন্যাসী মহারাজগণ অগ্রে পুষ্পাঞ্জলি দেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু অগ্রে কেন পুষ্পাঞ্জলি দেন নাই? ঐ বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব দিবসে কে বা কাহারা নাম-মন্ত্র দিবেন, তাহা সাব্যস্ত করা হয়। তাহাতে সকলে মিলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিবিজয়-ভবনে সাব্যস্ত করেন যে, ত্রিদণ্ডীপাদগণ (উপযুক্ত ব্যক্তিকে) শ্রীমহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন ও শ্রী * * * * প্রভু মন্ত্র দীক্ষা দিবেন। (কিন্তু) শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নাম বা মন্ত্র দিবার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই কেন?

৮। যেবার পুরীতে শ্রীব্যাসের বিগ্রহ করিয়া ব্যাসপূজা হইয়াছিল, সেইবারে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসাসনে বসার পর, শ্রীল প্রভুপাদ ভারতী মহারাজ কোথায় বলিয়া ডাকিলেন, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বলিলেন—আমি সেবাকার্য্যে ব্যস্ত আছি; এখন যাওয়া সম্ভব হইবে না। তার কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় ডাকিলেন, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তখন বলিলেন,—আমি কিছুতেই যাইতে পারিব না, অন্য কেহ পুষ্পাঞ্জলি দিন। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—সাগর মহারাজ আগে দিন; তা'র পর সকল মহারাজগণের দেওয়ার পর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু দিলেন। তা'র পর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু প্রভৃতি ক্রমশঃ অন্যান্য সকলেই (অঞ্জলি) দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আগে কেন মহারাজগণকে দিতে বলিলেন? শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অগ্রে দিতে বলিলেন না কেন?

৯। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার মিটিং হওয়ার সময় বলিলেন যে, আশ্রম মহারাজ সভাপতি হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ

স্বয়ং আশ্রম মহারাজকে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে সভাপতি না করিয়া, সন্ন্যাসী মহারাজকে কেন করিলেন?

১০। শ্রীচৈতন্য মঠে একজন লোক শিষ্য হইতে আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভারতী মহারাজ! (আপনি) হরিনাম দিন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পদতলে বসিয়া মালা-জপ করিয়া তাহাকে দিলেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে মালা দিতে না বলিয়া, কেন সন্ন্যাসী মহারাজের দ্বারা হরিনাম দেওয়া করাইলেন?

১১। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের হরি-কীর্ত্তনের জীবন্ত মৃদঙ্গ, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের বিগ্রহ করিয়া এগ্‌জিবিসান করিয়া হাজার হাজার লোককে দেখাইলেন যে, সন্ন্যাসীরাই গুরু। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর মূর্ত্তি করিয়া এগ্‌জিবিসান্ দেখাইলে হইত? তাহা হইল না কেন?

১২। শ্রীযোগপীঠের মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা আসিয়াছিলেন। একটি উচ্চ বেদীতে শ্রীল প্রভুপাদ ও রাজা আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং তন্নিম্নে একটি বেদীতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডীপাদগণকে বসিতে আদেশ করিলেন। অন্য কাহারও জন্য আসন করা হইল না কেন?

১৩। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট দিবসে "শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ"—এই গীতিটী শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু একজন সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াকে বসাইয়া দিলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন না ও কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকেও কীর্ত্তন গাইতে না বলিয়া শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আদেশ করিলেন না কেন?

শিক্ষাষ্টক গান করিবার জন্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ করিলেন। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আদেশ করিলেন না কেন?

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সঙ্কলন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ করিলেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আদেশ করিলেন না কেন? শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অধিকসংখ্যক গভর্নিং-বডির মতানুসারে মঠ-সমূহের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, আদেশ করিলেন। অন্য আদেশ তাঁহাকে ত করেন নাই?

১৪। ঐ অপ্রকট দিবসে শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে দুইটী অর্থের বাক্স দিলেন। কোন বিশ্বস্ত ভক্তের মুখে শুনিলাম, তাহাদ্বারা বিদ্যাভূষণ প্রভু অপ্রকটের সাত দিন যাইতে না যাইতেই জমিদারী খরিদ করিলেন। প্রয়োজন হইলে ভক্তের নাম বলা যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে অর্থ দিয়া বঞ্চনা করিলেন, না কৃপা করিলেন? আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই, ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার ধন ক্রমশঃ হরণ করেন। এস্থলে তাহার বিপরীত দেখিতেছি কেন?

১৫। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সন্ন্যাস-গুরুকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মত বদ্ধজীবকে, কি-প্রকারে সন্ন্যাস ও গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, (তাহা) আপনি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা—

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ-সব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥
তুমি ত ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার মোচন॥
ভারতী কহেন,- তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যে কহ সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৬৪-২৭২)

১৬। দেবপল্লীর শ্রীনৃসিংহদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্দিরের পশ্চাতে একটি

গাছে পাথর ঝুলান হইয়াছিল। শ্রীল তীর্থ মহারাজের জনৈক শিষ্য বলিলেন—আমার গুরুদেব (তীর্থ মহারাজ) ঝুলাইয়াছিলেন। ইহা কি-প্রকার ভক্তি? আবশ্যক হইলে ভক্তের নাম বলিব।

১৭। **শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ-উপসংহার** ঃ—

(ক) শ্রীল প্রভুপাদের বাণী যাহা গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কতক উদ্ধার করিয়াছেন, আর কতক উদ্ধার করেন নাই। যে-গুলি উদ্ধার করেন নাই, সে-গুলি কি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী নহে?

(খ) যাহা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন, 'প্রভুদয়িত' তাহার ব্যাখ্যা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন 'প্রভুপ্রেষ্ঠ'। তাহাও আমাদের এই দুর্দ্দিনে আলোচ্য হওয়া উচিত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, প্রভুপ্রেষ্ঠ মানে গুরুপ্রেষ্ঠ। দয়া করিয়া খুলিয়া লিখুন, আমাদের সকল সংশয় যাউক।

(গ) অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষের শ্রীব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণে—

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু-সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতক উদ্ধার করিয়াছেন, আর কতক উদ্ধার করেন নাই। যে-গুলি উদ্ধার করেন নাই, সে-গুলি কি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী নহে?

Shri Vaishnab Dasanudas—
—Rasananda Das
Vill. & P. O. Kuamara (Mayurbhanj)
Orissa. 16. 3. 56.

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৷৷০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২১ ত্রিবিক্রম, ৪৭০ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬; ইং ১৪৬৫৬ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীযমনিয়ম-দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥১॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্॥২॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুলখেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্ যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামীক্ষিতুমপি॥৩॥

গতোন্মাদে রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥৪॥

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥৬॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদতিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥৭॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধ্রো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দৃষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽহ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥৮॥

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদস্তং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥৯॥

স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর-লসদ-
বপুঃশ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্গিরিভৃতোঃ।

বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥১০॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়মশংসিবস্তুমিমং
পঠেদ্ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥১১॥

শ্রীস্বনিয়ম-দশকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে, সগণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-প্রভুতে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরা-ধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, শুদ্ধভক্তে ও শ্রীগোষ্ঠবাসি-জনে আমার নিরতিশয় রতি হউক ॥১॥

শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠিত হইলেও অন্য (কোন) ক্ষেত্রে সুজন অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমভরে রসাস্বাদনপূর্ব্বক (আমি) ক্ষণকালও বাস করি না; কিন্তু, এই ব্রজভূমিতেই এইসকল গ্রাম্যলোকের সহিতও বিবিধ আলাপপূর্ব্বক প্রতিজন্মে বাস করিব ॥২॥

আমি যুগের (অতিদীর্ঘকালের) বিরহী হইলেও সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত অতুলনীয় লীলার স্থান-সম্বলিত এই শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতিকেও তাঁহার কথায় দর্শন করিবার আশায় অত্যল্প-কালের জন্যও শ্রীদ্বারকায় আর যাইবই না ॥৩॥

শ্রীরাধা চিত্তের উন্মাদনায় দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত-হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন,—ইহা যদি কর্ণে শ্রবণ করি, তখন আমি মন হইতেও অধিকবেগে, শ্রীগরুড় হইতেও দ্রুতবেগে শ্রীবৃন্দাবন হইতে উড়িয়া গিয়া তথায়ই—শ্রীদ্বারকাতেই গর্ব্বিতহৃদয়ে পতিত হইব ॥৪॥

আদিরহিত বা আদিসহিত, কঠিন বা অতি-কোমল, পদে পদে প্রকটিত কৃপাবিশিষ্ট অথবা নিতান্ত দয়া-রহিত—এইরূপ, পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষযুক্ত অথবা সামান্য নরমাত্র হউন,—এই গোষ্ঠে ব্রজ-রাজের এই পুত্র প্রতিজন্মে আমার প্রভুবর হউন ॥৫॥

শ্রীনারদাদি মুনিগণ-কর্ত্তৃকও এবং সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র-কর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-প্রধানা প্রিয়তমা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত (সেই) শ্রীরাধাকে অনাদরপূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দম্ভভরে একল শ্রীগোবিন্দকে ভজন করে, আমি তাহার শুষ্ক সান্নিধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্যও গমন করি না,—ইহা (আমার) ব্রত ॥৬॥

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যিনি 'শ্রীরাধা'—এই মুখ্য বা উজ্জ্বল নামদ্বারা সকল মানবকে প্রেমাপ্লুতকারিণী ইঁহার (শ্রীরাধার) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজনা করেন, আহা! প্রত্যহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত (আমি) অতীব আনন্দের সহিত নিত্যকাল পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি ॥৭॥

শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সত্য-সত্যই অজ্ঞান, অতিশয় অন্ধ, নানা যাতনাপূর্ণ সমুদ্রে উপায়হীনরূপে নিপতিত (আমি) অদ্য দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করুন ॥৮॥

আমি ব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি দ্রব্যসমূহদ্বারা দম্ভহীন-ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নিয়মসহকারে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং সময় হইলে প্রিয়তম সরোবরেই (শ্রীরাধাকুণ্ডেই) শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ॥৯॥

(আমি) 'শ্রীরূপ'-নামক প্রিয়তমজনের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াই কুঞ্জাদিতে নির্জ্জনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রকাশমান রূপরাশির পরাভবকারী রূপভরে শোভমানদেহা শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমুদয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান শ্রীগিরিধারীর বিবিধসেবা সানন্দে সম্পাদন করিব ॥১০॥

কোনও অকিঞ্চনের বিরচিত নিজের নিয়ম-সূচক এই স্তবটী যিনি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীরূপে (অথবা প্রেম-পরায়ণ শ্রীরূপ-প্রভুতে) চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি সময়ে ব্রজধামে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিয়া সানন্দে বাস করিবেন এবং তাঁহারই (শ্রীরূপপ্রভুরই) সহিত আনন্দে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করিবেন ॥১১॥

———

সজ্জন—অমানী (২০)

সজ্জন—সকলের সম্মানদাতা, সুতরাং অমানী

বৈষ্ণব সকলের সম্মান-দাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী। জগতের জীব-সমূহ অনেকেই প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাব-বিশিষ্ট। অপরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের পিপাসা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ করা তাঁহাদের সৌভাগ্যে কুলায় না। বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান করেন, তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন।

বৈষ্ণব মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্মাভিমানে জড়িত নহেন

অনিত্য জগতে নানাবিধ অভিমানে জীবগণ জড়িত। বদ্ধজীবের অস্মিতা-ভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন। তিনি সর্ব্বদাই অমানী, সুতরাং আভিজাত্যে, পাণ্ডিত্যে বা সদ্‌গুণে তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎই মায়ার অধিকৃত রাজ্য। তথায় কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান।

জড়াভিমান-রহিত সজ্জনের অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস্যাভিমান

কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণভাস্কর আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না। যেখানে হরিভক্তি সেখানে কৃষ্ণসূর্য্যালোক, যেখানে বিমুখতা সেখানেই অভিমান বা জড়াহঙ্কার। সজ্জনের কোন জড়াভিমান থাকিতে পারে না, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণদাসরূপ অপ্রাকৃত অভিমানে পরিচিত; নশ্বর জড়াভিমানে তিনি উদাসীন, সুতরাং অমানী। যে-কিছু প্রাকৃত মান প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার লভ্য হয়, তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা নশ্বর অভিমানীর সম্পত্তি বলিয়াই জানেন। জড় মান সজ্জনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

সজ্জন—গম্ভীর (২১)

আত্মবিৎ সজ্জন-দেহ-মনোধর্ম্মের অতীত

সজ্জন আত্মবিৎ বলিয়া দেহ ও মনের সম্বল অনিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। আত্মার বৃত্তি নিত্য, সুতরাং সজ্জনের বৃত্তি নিত্য। দেহ ও মনের বিক্রান্তিদ্বয়

আচ্ছাদন করিলেও আত্মাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে নিত্য বিচিত্রতা, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মায়াবাদীর মানসিক স্থৈর্য্যও গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে স্থৈর্য্য আত্মধর্ম্মে আরোপ করেন, তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে এক অবস্থা ও পরে অবস্থান্তর, এরূপ ভাবদ্বয় গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক। মায়াবাদী যদি নিত্য স্থির আত্মধর্ম্মের সুষ্ঠু ভাবে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার খণ্ডজ্ঞান-প্রসূত মানস-ধর্ম্মের সাহায্যে আত্মার নিত্যধর্ম্ম স্থাপনে চাঞ্চল্য দেখাইতেন না। মায়াবাদীর ভাবিগাম্ভীর্য্যের পূর্ব্বে তদ্বিপরীত ধর্ম্ম চাঞ্চল্যই তাঁহার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্ব্বদা নিত্য অবস্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ হরিসেবায় নিযুক্ত; সুতরাং মানসিক যুক্তি-বিচার গাম্ভীর্য্যময় হরিসেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে না।

অনাত্ম-ধর্ম্ম গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল, আত্মস্থ বৈষ্ণবই গম্ভীর

কর্ম্মিফলপ্রার্থিগণের অভাবজনিত ফলকামনা চঞ্চলতার পরিচায়ক। ফল-প্রাপক অনিত্য ফল-লালসায় অনিত্য কর্ম্মসমূহের আবাহন করিয়া অস্থায়ী ফল-লাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরি-সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন নিত্য কার্য্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অনুভূতিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্ম-বৃত্তিতেই গাম্ভীর্য্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও অনাত্মবস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম চেষ্টা থাকিলেই উহা তাহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

আত্মানুগ দেহ-মন সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গাশক্তি-প্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে পৃথক্ ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে-কালে আত্মা সজ্জন নামে পরিচিত, তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূলদেহ উভয়েই আত্মবৃত্তির অনুকূলভাবে অবস্থিত যে-কালে আত্মবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুষুপ্ত-প্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব সর্ব্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর উদ্দাম প্রচণ্ড নৃত্য করিতে অসমর্থ, সেইজন্য শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্, যদি তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোর মূর্ত্তি আমাদিগের ভজনীয় তত্ত্বরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগের বদ্ধযুগ্ম-করে সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জনের গাম্ভীর্য্য নিত্য ও অপ্রতিহত

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবনিতা অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সজ্জন শ্রীদামোদর-স্বরূপের গাম্ভীর্য্য মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি এবং গোপাল আচার্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই; তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যে ফল্গু কর্ম্মজ্ঞান-চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিবসব্যাপী মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পরিহাররূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গাম্ভীর্য্যের পরিচয়।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগৌর কৃষ্ণ অভেদ

গৌর ও কৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে নবীন মতবাদ

আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নাম স্মরণ, ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপসনা নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আবশ্যক নাই। ইহা যে কেবল কলিকাতা-নগরীতে আছে, তাহা নহে, কিন্তু অনেকানেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকেও এই কথা প্রচার করিতেছে।

স্মার্ত্ত-তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন অশাস্ত্রীয়; শ্রীগৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা

স্মার্ত্তমতে বা তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণ-ভজনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। এই মাত্র বলা উচিত, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের চরণ আশ্রয় করত কৃষ্ণ-ভজন না করিলে পরম-পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়-কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-দেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীগৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজনকারীর সৌভাগ্য ও মহিমা বর্ণন

যাহাই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ের পর যাঁহারা প্রভুর উপদেশ-মত প্রভুর লীলা-চরিতোদিত কৃষ্ণভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথায় দেখা যায় না। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না।

গৌর-ভজন ও কৃষ্ণ-ভজন একই তাৎপর্য্যপর; উভয় লীলাই অভেদ ও নিত্য

গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর কৃষ্ণে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর, এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ—কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।

গৌর-কৃষ্ণলীলা ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের মঙ্গলদায়িনী

এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে

হইতেছে। "আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিব না"—একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না,—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলি-জীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে গৌর কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

গৌর ব্যতীত কৃষ্ণ-ভজন এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত গৌর-ভজন উভয়ই শাস্ত্র-বিরোধী পন্থা

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া নিজে কৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা গৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন; শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামী-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাহাদের একটি নূতন পন্থা হইল, বলিতে হইবে।

নিষ্ঠাভেদে স্বতন্ত্রভাবে গৌর ও কৃষ্ণ-ভজনের দৃষ্টান্ত থাকিলেও একটি অপরটির পরিপূরক

কতকগুলি মহাপুরুষের কেবল গৌরাঙ্গে সমস্ত ভজন-সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠাভেদে কৃষ্ণভজন বলিতে হইবে। কৃষ্ণই গৌর হইলেন, আমরা গৌরাঙ্গ-পরিকরে নিত্য অবস্থিতি করিতেছি,—এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ভক্ত বিশেষের নিষ্ঠা মাত্র। কিন্তু ঐ সকল ভক্তেরা নিজ নিষ্ঠায় রত থাকিয়া গৌর কৃষ্ণের অভেদ-নিষ্ঠ ভক্তদিগের কখনই বিরুদ্ধ উপদেশ দেন নাই, তাঁহারাও যেখানে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইত, তথায় তাহাতেই যথেষ্ট মগ্ন থাকিতেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, গৌর ভজন-রূপ একটী মতবাদ না হয়। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিতে পারি না; বিশেষতঃ কেবল গৌর-ভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাদেরও কৃষ্ণ-ভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পতিতের বিলাপ

পরিব্রাজক আচার্য্য-বর্য্য বাণী-শক্তি।
অভিন্ন-বিগ্রহ তুমি প্রভু সরস্বতী॥
পর উপকার তরে সদা উৎকণ্ঠিত।
মায়ায় আবদ্ধ জীবের কৈছে হয় হিত॥
তোমার অদ্ভুত লীলা বর্ণিবারে আশ।
আমারে করিয়া লও তব দাসানুদাস॥
আমার যোগ্যতা আমি না পারি বুঝিতে।
হইয়া অযোগ্য, চাহি তথাপি কহিতে॥
মোর শক্তি কিছু নাই তবে যাহা হয়।
তোমার করুণা বিনা অন্য কিছু নয়॥
ভক্তির আলোকে যেই আলোকিত নয়।
প্রস্তর-মন্দির বাসেও মঠ-বাসী নয়॥
যদিও তুমি হে প্রভো, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন।
জীবের উদ্ধার লাগি কর বিচরণ॥
মায়াবাদ কুসিদ্ধান্ত দলন করিলা।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার করিলা॥
ধাম-ভোগী সহজিয়া উদ্ধার লাগিয়া।
মহাতীর্থ শ্রীকেশবজী মঠ প্রকটিলা॥
জড়াসক্ত বণিক্-কুল উদ্ধারের জন্য।
'উদ্ধারণ'-স্মৃতি রক্ষা করি' হৈলা ধন্য॥
ধর্ম্মের ঘটিলে গ্লানি ধরণী মাঝার।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত হোয়ে কর অবতার॥
তথাপিও প্রভুপাদ সরস্বতী স্থানে।
দীক্ষা লাভ করিয়াছ লোক-শিক্ষা জেনে॥
স্বেচ্ছায় কোরেছ প্রভু তৌমাকৃতি অঙ্গীকার।
এদেহে কদাপি নহে মায়া অধিকার॥

অপ্রাকৃত দেহ—শুদ্ধ চিদানন্দ-ময়।
জড় চক্ষে জড় সম প্রতিভাত হয়॥
দেহের অন্তরে কৃষ্ণ করেন অবস্থিতি।
জড়চক্ষে কভু তার না হয় প্রতীতি॥
মেঘাবৃত হৈলে যথা কিম্বা রাত্রিকালে।
আলোর সাহায্যে সূর্য্য দেখা নাহি মিলে॥
দেবতা বাঞ্ছিত ধন, (তুমি) মহা মূল্যবান।
আমার কপাল-দোষে না হইল জ্ঞান॥
প্রদীপের নিম্নে যৈছে অন্ধকার রয়।
তোমার নিকটে রহি সকল সময়॥
ভক্তি-তত্ত্ব-উপদেশ-শ্রবণে করি হেলা।
কপালের দোষে আমি হীন রহি গেলা॥
অন্তরে থাকিবে যাঁর একবিন্দু ভক্তি।
তোমাকে হৃদয়ে বাঁধে সেই মহাশক্তি॥
হরি সম্বন্ধী বিষয়ে নাহি মন্দ ক্রিয়া।
দেখি শুনি তবু নাহি বুঝে মোর হিয়া॥
তোমার সেবায় সদা বঞ্চিত আমি।
আমার অন্তর বাহির সব জান তুমি॥
জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান পতিতের গতি।
তব পাদপদ্মে মোর রহু নিত্য মতি॥

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী (৩)

যাঁহার শ্রীগুরুকৃষ্ণের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হইয়াছে, তাদৃশ ভাগ্যবান্ ভক্তই অধোক্ষজ মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারেন। ভক্তি ব্যতীত বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝা যায় না। শাস্ত্র বলেন—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। ভক্তের নিকটই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ

সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যেই আলোচনীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১৩)

আচারবান্ ভক্ত-ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের নিরপেক্ষ সত্যকথা নির্ভীক-ভাবে প্রচার করিতে পারেন। ভক্তগণ নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর। শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তির উপদেশ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কোন কৈতবের অবসর নাই। এই শ্রীমদ্ভাগবত অভক্তের নিকট শুনিলে মঙ্গল হয় না। এইজন্য পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-কথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধপানে শরীর পুষ্ট হয়। কিন্তু ঐ দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষ-ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল বা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অভক্তের নিকট হরিকথা শুনিলে মঙ্গল ত হয়ই না, উপরন্তু অমঙ্গলই হয়। এজন্য ভক্ত ব্যতীত অপরের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ না করাই ভাল। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২০।২৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

মধুরমপি জলং ক্ষারভূমিপ্রবিষ্টং যথা বিরসং ভবতি তথৈবাবৈষ্ণব-মুখনির্গতো ভগবদ্‌গুণোঽপি নাতিরোচকঃ।

জল পবিত্র বস্তু। কিন্তু ক্ষারভূমিস্থ জল যেমন বিস্বাদ হওয়ায় অরোচক হয়, সেইরূপ অবৈষ্ণবের কথা ভক্তের রুচিকর হয় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—

ভাগীরথ্যা জলং শুদ্ধং মধুরমপি তত্তটবর্ত্ত্যৈরন্দ-নিম্ব-চিঞ্চা-কপিত্থ-বিল্ব-বৃক্ষাদিভিঃ স্ব-স্বমূলদ্বারা গৃহীতং বিরসং বিরুদ্ধরসং চ যথা ভবেত্তথৈব তেষাং (অভক্তানাং) ব্যাখ্যাতৃণাং মুখং প্রাপ্য বেদার্থো বিরসো বিরুদ্ধফলপ্রদশ্চ ভবেৎ। (ভাঃ ১১।১৩।৮)

গঙ্গা-তীরবর্ত্তী নিম্ব, কপিত্থ, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গঙ্গার পবিত্র মধুর জল গ্রহণ করিলেও যেরূপ তাহাদের রস অরুচিকর বা প্রাণবিনাশক হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরম সুখকর ও নিত্যমঙ্গলজনক শাস্ত্রকথাও অভক্ত-কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইলে বিরস বা বিরুদ্ধ-ফলপ্রসূ হয়।

বিষয়ানুরাগহীন আচারবান্ শুদ্ধভক্তের নিকট হরিকথা শ্রবণই মঙ্গলকর। আচারহীন পরোপদেশে পণ্ডিত বিষয়াসক্ত বা বিষয়ানুরক্তের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণে মঙ্গলের কোন আশা নাই। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২০৩ অনুচ্ছেদ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

(ধর্ম্মবক্তা দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। সরাগ-বক্তা লোভী ও কামী, তাঁহার কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বয়ং আচরণ করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেন না। এজন্য তাঁহার কথাগুলি প্রাণহীন উক্তি-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। তোতাপাখীর ন্যায় কেবল মুখস্থ বুলির দ্বারা নিজের ও পরের মঙ্গল করা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকের অমঙ্গলেরই কারণ হইয়া থাকে। অতএব আচরণশীল ভক্তের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্তের আনুগত্যেই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করা মঙ্গলজনক।

যাঁহারা মহাজনের আনুগত্যে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে কৃপাভিক্ষামুখে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনার পরিবর্ত্তে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীভাগবতকে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তাহারা বঞ্চিত হইবেন—সন্দেহ নাই। ভগবান্ মোহিনী-অবতারে যেরূপ অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া সমুদ্র-মন্থনোত্থ-অমৃত তদাশ্রিত দেবতাগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবানের বাঙ্ময় অবতার শ্রীমদ্ভাগবত বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চনা করিয়া মোক্ষামৃতধিক্কারী বেদসাগর-মথনোত্থ নিজের ভক্ত্যমৃত নিজ-আশ্রিত জনগণকেই প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একথা শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারাধ্যায়ে (ভাঃ ১২।১৩।২) আশীর্ব্বাদসূচক "পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নাৎ"—এই শ্লোকের

টীকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

ভগবতা মোহিনীরূপেণ অসুরান্ বঞ্চয়িত্বা সমুদ্রমথনোত্থমমৃতং স্বভক্তেভ্যো দেবেভ্যো যথা দত্তং তথৈব বেদসমুদ্র-মথনোত্থং ভক্ত্যমৃতমিদং শ্রীভাগবতরূপেণ অভক্তানসুরান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মভ্যং দদাত্বিতি ভক্তান্ প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র অব্যর্থ উপায়। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র পরম-পুরুষার্থপ্রদ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদ অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ রসিক ভক্তের সঙ্গে আস্বাদনীয়। শাস্ত্র বলেন—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ সতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

সমানজাতীয় বাসনাযুক্ত স্নেহশীল অথচ নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। সেইরূপ রসিক ভক্তগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদনীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

অত্যদ্ভুত শক্তিশালী এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, যে কোন প্রকারে ইহাদের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক হইলেই নিরপরাধ ব্যক্তির ভগবৎপাদপদ্মে রতি হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবর্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ব্যাজ-স্তুতি-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শঙ্কে নীতাঃ সপদি দশমস্কন্ধপদ্যাবলীনাং
বর্ণান্ কর্ণাধ্বনি পথিকতামানুপূর্ব্ব্যাদ্ভবদ্ভিঃ।
হংহো ভিত্ত্বা পরমশুভদান্ হন্ত ধর্ম্মার্থকামান্
যদ্ গর্হন্তঃ সুখময়মমী মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

ওহে অজ্ঞসকল! যে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গকে ধিক্কার দিয়া মোক্ষকেও গর্হণ করেন, বোধ হয় সেই ভাগবতীয় দশমস্কন্ধের পদ্যসকলের

বর্ণগুলি ক্রমান্বয়ে তোমাদের কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে। যেহেতু তোমাদিগের ধর্ম্মার্থকাম-রূপ বিষয়-সুখ ও মুক্তি-সুখ ভাল লাগিতেছে না। হায়! কি অন্যায় কর্ম্মই না করিলে!!

এখানে রহস্যচ্ছলে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকারীর সর্ব্বাধিক সুখলাভ-হেতু মহাভাগ্যেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনি যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে তাঁহার অবশ্যই ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরমপুরুষার্থ সহজ-লভ্য হয়। তখন যাবতীয় বৈষয়িক সুখ ও মুক্তিসুখ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া পড়ে। কারণ ঐ সব সুখ অপেক্ষা ভক্তিসুখ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে এই অপূর্ব্ব সুদুর্লভ অর্থ সহজ-লভ্য হয় বলিয়াই সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণ অপেক্ষা এই সর্ব্ববেদসার, গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অত্যধিক মাহাত্ম্য মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভে 'শ্রবণ'-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং, তস্য তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। তত্র পূর্ব্বস্মাদ্ যথা—(ভাঃ ১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ইতি

মহামুনিঃ সর্ব্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিক মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। উত্তরস্মাদ্ যথা—(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ তদ্রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য।

যাবতীয় শ্রবণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই তাদৃশ প্রভাবময় শব্দাত্মকত্ব এবং পরমরসময়ত্ব—"এই উভয় কারণে পরম শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে প্রথম হেতুবিষয়ে দৃষ্টান্ত—যাহার মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে ইচ্ছা হয়, তাদৃশ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু অপর শাস্ত্রসমূহদ্বারা তাহা হয় না।" মহামুনি অর্থে নিখিল মহাজনগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন, সেই শ্রীহরিকে বুঝায়। শ্রীহরিই এই গ্রন্থের কর্ত্তা। "অপর শাস্ত্রসমূহদ্বারা"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ইহার শব্দসমূহের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় হেতুবিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—"শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রের সার। এই শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতের আস্বাদ যাহারা পাইয়াছেন তাহাদের অন্য

শাস্ত্রে তৃপ্তি হয় না।”

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্বৎসমাজে এই গ্রন্থসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। বহু মহাজনগণের টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যকোন শাস্ত্রের এত অধিকসংখ্যক টীকা ও নিবন্ধ-প্রবন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না। এতদ্দ্বারাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই একমাত্র অদ্বিতীয় গ্রন্থচক্রবর্ত্তী। নিম্নে কতিপয় টীকা ও নিবন্ধ-গ্রন্থের নাম লিখিত হইল।—

শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় টীকা ও নিবন্ধগ্রন্থ

শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়, নিম্বার্কীয় শ্রীশুকদেবকৃত সিদ্ধান্ত-প্রদীপ, শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা, শ্রীবিষ্ণুপুরীকৃত ভাগবতামৃত, ঐ কৃত ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীধরস্বামিকৃত-ভাবার্থদীপিকা টীকা, শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত টীকা, হনুমদ্ভাষ্য, যাসনাভাষ্য, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, শুকহৃদয়, পরমহংসপ্রিয়া, বোপদেবকৃত অনুক্রম, ঐ কৃত মুক্তাফল, ঐ কৃত হরিলীলা, বীররাঘবাচার্য্য কৃত ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা, বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা, শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী টীকা (দশম স্কন্ধ), ঐ কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা, ঐ কৃত ষট্‌সন্দর্ভাত্মক শ্রীভাগবত সন্দর্ভ—(ক) তত্ত্বসন্দর্ভ, (খ) ভগবৎ সন্দর্ভ, (গ) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (ঘ) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (ঙ) ভক্তিসন্দর্ভ, (চ) প্রীতিসন্দর্ভ, ঐ কৃত সর্ব্বসম্বাদিনী, ঐ কৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা (দশমস্কন্ধ), ঐ কৃত গোপালচম্পূ, শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত বৈষ্ণবানন্দিনী টীকা (দশমস্কন্ধ), ঐ কৃত সিদ্ধান্তরত্ন, ঐ কৃত সিদ্ধান্ত-দর্পণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত ভাগবতার্ক-মরীচিমালা, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকৃত গৌড়ীয়ভাষ্য, গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত ভাগবত-সার, বৃন্দাবন গোস্বামিকৃত ভাগবতরহস্য, অমৃতরঙ্গিণী, আত্মপ্রিয়া, কৃষ্ণপদী জয়মঙ্গলা, তত্ত্বপ্রদীপকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, তাৎপর্য্যপ্রদীপকা, ভগবল্লীলাচিন্তামণি, রসমঞ্জরী, শুকপ্রিয়া, নরহরিকৃত তাৎপর্য্যদীপিকা, প্রবোধিনী, জনার্দ্দন ভট্টকৃত টীকা, নরহরিকৃত টীকা, শ্রীনিবাসকৃত প্রকাশ, কল্যাণরায়-কৃত তত্ত্বদীপিকা, কৃষ্ণভট্টকৃত টীকা, কৌরসাধুকৃত টীকা, গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা, চূড়ামণি-চক্রবর্ত্তিকৃত অন্বয়বোধিনী, নরসিংহাচার্য্যকৃত ভাবপ্রকাশিকা, নারায়ণকৃত চক্রবর্ত্তি-ভাষ্য, ভেদবাদিকৃত টীকা, যদুপতিকৃত টীকা, বিজয়ধ্বজকৃত পদরত্নাবলী,

বিঠ্‌ঠলকৃত টীকা, বিশ্বেশ্বরনাথ-কৃত ভাগবতপুরাণ-প্রামাণ্য, ব্রজভূষণ-কৃত টীকা, শিবরামকৃত ভাবার্থদীপিকা, কেশবদাসকৃত ভাবার্থদীপিকা-স্নেহপূরণী, সত্যাভিনবতীর্থকৃত টীকা, সুদর্শনসুরীকৃত টীকা, হরিভানুশুক্লকৃত ভাগবতপুরাণর্কপ্রভা, গিরিধরকৃত বালপ্রবোধিনী ভাগবতচূর্ণিকা, রামকৃষ্ণকৃত ভাগবতকৌমুদী, সদানন্দকৃত ভাগবতপদ্যত্রয়-ব্যাখ্যান, জয়রামকৃত ভাগবতপ্রথমশ্লোক টীকা, বংশীধরশর্ম্মা-কৃত ভাগবতাদ্যপদ্যব্যাখ্যাশতক, ভাগবতলীলাকল্পদ্রুম, বালকৃষ্ণদীক্ষিত-কৃত সুবোধিনী, বাসুদেবকৃত বুধরঞ্জনী, বল্লভাচার্য্যকৃত ভাগবততত্ত্বদীপ, ঐ কৃত ভাগবততত্ত্বনিবন্ধ, ঐ কৃত অনুক্রমণিকা, পুরুষোত্তম-কৃত ভাগবততত্ত্বনিবন্ধযোজনা, পীতাম্বরকৃত ভাগবততত্ত্বদীপপ্রকাশ-আবরণভঙ্গ, বিঠ্‌ঠলদীক্ষিতকৃত নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশ, বেদস্তুতিব্যাখ্যা, রাধাচরণ গোস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকাদীপন, সর্ব্বোপকারিণী, ব্রহ্মানন্দভারতীকৃত একাদশস্কন্ধসার, শিবসহায়-কৃত ভাগবতশঙ্কানিবারণ-মঞ্জরী, সুদর্শনী, প্রহর্ষিণী, মুনিপ্রকাশিকা, বোধিনীসার, মাধবীয়ম্, বামনী, একমাথী, শিবপ্রকাশসিংহ-কৃত ভাগবততত্ত্ব-ভাস্কর, রাধামনোহরশর্ম্মা-কৃত ভাগবততত্ত্বসার, কেশবশর্ম্মা-কৃত ভাগবতদশমস্কন্ধকথাসংগ্রহ, অভিনব কালিদাসকৃত ভাগবতচম্পূ, অক্ষয়শাস্ত্রি-কৃত ভাগবতচম্পূ, চিদম্বরকৃত ভাগবতচম্পূ, রঘুনাথকবি-কৃত ভাগবতচম্পূ, তন্ত্র ভাগবত, মন্ত্র ভাগবত, ভাগবতক্রোড়পত্রাণি, ভাগবতপুরাণ-মহাবিবরণ, প্রিয়াদাসকৃত ভাগবত-পুরাণ-প্রকাশ, ভাগবতপুরাণ-প্রসঙ্গ-দৃষ্টান্তাবলী, ভাগবতপুরাণ-বৃহৎসংগ্রহ, ভাগবতপুরাণ-বন্ধন, রামানন্দতীর্থকৃত ভাবার্থদীপিকা-প্রকরণক্রমসংগ্রহ, ঐ কৃত ভাবার্থদীপিকা-সংগ্রহ, ঐ কৃত ভাগবতপুরাণ-মঞ্জরী, ঐ কৃত ভাগবতপুরাণতত্ত্বসংগ্রহ, ঐ কৃত ভাগবতপুরাণাশয়, বৃহদ্ভাগবতমাহাত্ম্য, লঘুভাগবতমাহাত্ম্য, অনুপনারায়ণকৃত ভাগবতপুরাণসূচিকা, পুরুষোত্তমকৃত ভাগবতপুরাণ-স্বরূপবিষয়কশঙ্কানিরাস, শ্রীনাথকৃত ভাগবতপুরাণ-স্বরূপবিষয়ক শঙ্কানিরাস, গণেশকৃত ভাগবতাদি-তোষণী, ভাগবতশ্রুতিগীতা, ভাগবতসংক্ষেপ ব্যাখ্যা, ভাগবতসংগ্রহ, ভাগবতসারসমুচ্চয়, ভাগবতসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ভাগবতস্তোত্র, ভাগবতামৃতকণিকা, ভাগবতাষ্টক, ভাগবতোৎপল, ভাগবতাদিতন্ত্র, রামাশ্রমকৃত দুর্জ্জনমুখচপেটিকা টীকা, ভাগবতসপ্তাহানুক্রমণিকা, ভাগবতপুরাণ-অনুক্রমণিকা।

এখন প্রশ্ন—শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই গ্রন্থশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা বা ভাষ্য করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত মোক্ষকেও অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভক্তি-

সুখেরই পরমোৎকর্ষ প্রকাশক; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত স্বীয় (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের) মতের উপরেও বিরাজমান্—ইহা জানিয়া নিজমত-পোষকতার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের কষ্ট কল্পনা করিতে গেলে পাছে শ্রীভগবান্ নিজাভিন্ন-মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবতের চালন-হেতু কুপিত হন, এই ভয়ে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে চালনা করেন নাই। শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব গোপন করিবার জন্য শ্রীহরিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জগতে অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করিলেও একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিশ্বরূপদর্শন-জনিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিস্ময় এবং ব্রজকুমারীগণের বস্ত্রহরণাদি-লীলাবলীকে নিজকৃত 'গোবিন্দাষ্টক' প্রভৃতিতে বর্ণন করিয়া তিনি তটস্থ হইয়া নিজ বাক্যের সাফল্যবিধান-মানসে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র।" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

ভবঘুরের আত্মকাহিনী

ভাইসকল! আমি কে?—তোমরা কেহ আমার পরিচয় জান না। আমি হচ্ছি **'ভবঘুরে'**। 'লাটিমে'র ঘূর্ণির মত আমি কেবলই পাক দিয়ে এই চতুর্দ্দশ দেবীধামে ঘুর-পাক্ খাচ্ছি। আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই। মনে একটুকুও স্বস্তি শান্তি নাই, চোখঢাকা কলুর বলদের মত এই ভবের মাঝে কেবলই ঘুরছি—তাই আমি 'ভবঘুরে'। কোথায় যে আমার নিত্য বাসস্থান, তাহার কোন সন্ধান আমি পাই না, কেবলই ঘুরি। এ ঘোরার বিরাম নাই। অনাদিকাল হইতেই ঘুরছি। পথভ্রান্ত-পথিককে 'আলেয়ায়' যেরূপ ঘুরায়, পথ পায় না, আমারও দশা তদ্রূপ। তোমরা বোধ হয় গোলকধাঁধায় কখন পড় নাই, পড়িলে বুঝিতে পারিতে—আমি কি প্রহেলিকায়—কি ধাঁধায়—বহুকাল ধ'রে ঘুরছি। নাগর-দোলায় যেরূপ একবার উপরে উঠে, আবার যেমন নীচে নামে, আমারও দশা ঐ প্রকার। কর্ম্মফলে পুণ্যের জোরে স্বর্গে আরোহণ করিয়া উপরে উঠি, ক্ষণিক সুখ ভোগান্তে পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে—মর্ত্তে আসি। আবার পাপের ফলে আমি কখন বৃক্ষ হয়েছি, কখন পাথর হয়েছি, কখন পক্ষী হয়েছি, কখনও কৃমি কীট হয়েছি, কখনও মৎস্য হয়েছি, কখনও বা পশুজীবন লাভ করেছি, কখন বা মনুষ্য হয়ে মর্ম্মরনির্ম্মিত তেতলায় দুগ্ধফেননীভ কোমল শয্যায় শয়ন ক'রে মনে করেছি—এই বুঝি আমার নিত্য বাসস্থলী।

হায়! হায়!! সবই প্রহেলিকা, কেবলই মায়ার কুহক্—পথভ্রান্তি! কর্ম্মফলে যখন মৎস্য হয়েছি, তখন মনে করেছি—সাগর বা নদীই আমার নিত্য বাসস্থলী। আবার যখন পক্ষীজন্ম লাভ করেছি, তখন বৃক্ষকোঠরই আমার বাড়ী বা নিত্য বাসস্থল মনে করেছি, সাপ হয়ে মনে করেছি,—গর্ত্তই বুঝি আমার নিত্য স্থান; কিন্তু কালের স্রোতে সমস্তই পরিবর্ত্তন হয়,—ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যায়, বুঝি কোন নিত্য স্থান নাই। তবে আমার নিত্য গন্তব্যস্থান কোথায়?—কবে আমার এই নেশাখোরের মত "ভব ভ্রমণ" শেষ হবে বুঝিতে পারি না। সবই মায়ার নেশা—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়াদেবী, চোখ-ঢাকা কলুর বলদের মত—আমাকে পথভ্রান্ত-পথিকের ন্যায়, কেবলই ঘুরপাক্ খাওয়াচ্ছে,—তাই আমি 'ভবঘুরে'। যাহাকেই আমি নিত্য বাসস্থলীর কথা জিজ্ঞাসা করি, দেখি আমার মত সকলই ভ্রান্ত,—সকলেই আঁধারে পথহারা—দিশেহারা হইয়া ঘুরিতেছে। এক অন্ধ কখনও অন্য অন্ধকে পথের ঠিক খবর দিতে পারে না। আমি জাগতিক বি. এ, এম্. এ, পি-এইচ. ডি. উপাধি পেয়ে মনে করি,—আমার মত বুদ্ধিমান্ বুঝি এজগতে আর কেহ নাই; হরি হরি! কি এক শাস্ত্রপাতা উল্টে দেখি, এ জাগতিক বিদ্যা—ইহাতে মায়ার নেশা কাটে না—এ জড় বিদ্যা, এনাকি মায়ার বৈভব।—জীবকে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে দেয় না—জীবের হৃদয়ে মোহ জন্মাইয়া তাহাদিগকে 'গাধা' করিয়া ফেলে। আলেয়ার মত জীবকে ভ্রান্ত করিয়া ঘুরায়। এখন দেখছি, আমি শুধু একা 'ভবঘুরে' নয়, আমার মত অনেকেই এইপ্রকার জন্ম-জন্ম নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কেবলই ঘুর-পাক খাচ্ছে। ইহার রেহাই কোথায়? দেখছি,—সাধুরাই আমাদের মত 'ভবঘুরে' নয়। সুতরাং সাধুগুরুর শরণ ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। 'সাধু সাবধান'! আমার মত ভবঘুরের এই দুর্দ্দশা দেখে মনে করবেন না—আমরা বুঝি ভাল আছি। সাধু বিনা সকলেরই এই দশা—কেবল ঘুর-পাক, কেবল ঘুর-পাক,—আর কোনই কথা নাই।

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

আমি অনেক জন্মে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন পাইয়াছিলাম, তাহারা একে একে সবাই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এজন্মেও আমি ঐরূপ সব পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহারা চিরকাল আমার সঙ্গী হইবে না, অর্থাৎ নিত্যকাল থাকিবে না। আমি হতাশ হয়ে, কেবলই এ দুরন্ত ভব-মাঝে

ছুটাছুটী করিতেছি।

হায়! হায়!! আমার পরিণামে কি গতি হবে, বুঝিতে পারি না। তবে শাস্ত্র পড়িয়া এইমাত্র বুঝিতেছি যে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণাশ্রয়ব্যতীত যেভাবে আমরা চলিতেছি,—তাহাতে আমাদের এই অবিশ্রান্ত ভ্রান্ত ভব-ঘূর্ণীর শেষ হইবে না বা কখনও নিত্য বাসস্থলীর সন্ধান পাইব না। ইতি—**ভবঘুরে**।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ**

গীতার বাণী

(১৪)

অষ্টম অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান্ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ শব্দসকলের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা ঐ-সকল অবস্থার সহিত শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যুকালেও ভগবদ্-বিস্মৃতি হয় না। এজন্য অর্জ্জুন উল্লিখিত শব্দসকলের প্রকৃত স্বরূপ এবং মৃত্যু-কালে নিয়তাত্ম-ব্যক্তি কিরূপে ভগবানকে অবগত হইতে পারেন—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীভগবানের উত্তর,—অক্ষর-বস্তু অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত জীবাত্ম চৈতন্য এস্থলে ব্রহ্ম শব্দের উদ্দিষ্ট। কেহ কেহ ব্রহ্ম-শব্দে পরম ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ে "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং" শ্লোকে অক্ষর হইতেও অতীত ব্রহ্মই 'পুরুষোত্তম' বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জীবাত্মার স্বভাবই অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য। প্রাণিগণের জন্মাদি-হেতুই 'কর্ম্ম'শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞাদিকর্ম্মের দ্বারা যেরূপে জীবদেহের উৎপত্তি হয়, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পঞ্চ প্রকার অগ্নিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ পঞ্চ আহুতি সমর্পিত হইলে দেহের উদ্ভব হয়। জীব ইহলোকে অপ্‌ময় দধ্যাদির দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত হোম করে। তাহার মরণান্তে দেবতারা সেই শ্রদ্ধাহুতিকে দ্যু-নামক অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে সোমরূপ দিব্যদেহ ধারণ করিয়া জীব চন্দ্রলোকে নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। উহার অবসানে অপ্‌ময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে হুত হইলে উহা বৃষ্টির সহিত পৃথিব্যগ্নিতে পতিত হয়। তাহা ক্রমে ব্রীহি-আদি অন্নরূপে পরিণত হয়। উহা

পুরুষাগ্নিতে আহুত হইলে অর্থাৎ পুরুষদ্বারা ভক্ষিত হইলে রেতঃরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভে অর্পিত হয়। ক্রমে মনুষ্যাদির উদ্ভব হয়।

বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত শব্দবাচ্য; সমষ্টি-স্বরূপ বিরাট পুরুষ—অধিদৈব এবং দেহে বর্ত্তমান পরমাত্মা অধিযজ্ঞ শব্দের বাচ্য। মৃত্যুকালে ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাপ-রহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, হিংসারহিত, পিপাসাশূন্য, সত্য কামনা ও সত্যসঙ্কল্প—এই অষ্টপ্রকার গুণের আবির্ভাবই ব্রহ্ম-ভাব।

মরণাপন্ন জীব যে বিষয়ে চিন্তা লইয়া দেহ ত্যাগ করে, তদ্রূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। তাহার জলন্ত উদাহরণ রাজর্ষি ভরত। হরিসেবার্থ রাজ্য ত্যাগ করিয়া হরিভজনে নিরত থাকিলেও দুর্দৈবক্রমে হরিণশিশুর মমতাক্রান্তচিত্তে তাহারই স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করিয়া হরিণযোনি প্রাপ্ত হন। এমন কি, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি অসুরগণ ভগবদ্বিদ্বেষমূলে নিরন্তর ভগবৎস্মরণ করিয়া ভগবৎ সারূপ্যাদি মুক্তি লাভ করিয়াছিল। মানুষ জীবদ্দশায় অত্যাসক্তিবশে যে বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তাহাই মৃত্যুকালে চিন্তনীয় হয় বলিয়া কৃপাময় ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ 'তাঁহারই স্মরণ করার'—উপদেশ করিতেছেন। যুদ্ধাদি সমস্ত কার্য্যই ভগবানের স্মৃতি লইয়া করিলে তাহার আর কোন দুর্গতি হইবে না। বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুষ্কর হইলেও অভ্যাসক্রমে—ভগবৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন ও ভগবৎসেবায় নিরত থাকিলে চিত্ত ভগবানেই নিবিষ্ট হইয়া পড়িবে। সে চিত্ত আর অন্যত্র গমন করিবে না। কাঁচপোকা তৈলপায়ী কীটকে ধারণ করিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিতে থাকিলে উক্ত তৈলপায়ী কীট (তেলাপোকা) ভয়ে কাঁচপোকার চিন্তানিরত থাকিয়া কাঁচপোকার আকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ভগবৎ সারূপ্যাদি লাভ ঘটে। সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর-স্বরূপ (পরমাত্মা), কর্ম্মফল বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে অন্তিমকালে ভক্তিযুক্তচিত্তে, বিক্ষেপরহিত মনে, প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া চিন্তা করিতে পারিলে সেই পরমাত্মস্বরূপ দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ভক্তি-লাভের জন্য কিঞ্চিৎ যোগাভ্যাসের কথা যোগীগণকে উপদেশ করিয়াছেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধন করিতে পারিলে যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দ্বারা ক্রমশঃ পরমাত্ম-সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণের পক্ষে ইহা

অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র উপদেশ—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র মুখ্য সাধন। তাহা ছাড়া অন্য উপায়ে সদ্গতি লাভ অসম্ভব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর ইহার অনুবাদ-প্রসঙ্গে উক্তি করিয়াছেন,—

দার্ঢ্য লাগি' **'হরের্নাম'**-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুন **'এব'**-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি' 'নাহি' 'নাহি'—তিন উক্ত **'এব'**-কার॥*

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩-২৫)

এক্ষণে ভগবদনুস্মরণ কি প্রকারে কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন,—বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ ওঁকার-অক্ষরকে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিধেয় অর্থাৎ উপায়স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাই বাচ্যস্বরূপ বলিয়া বীতরাগ যতিগণ ঐ প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইবার যত্ন করেন, সকল প্রকার তপও তজ্জন্যই অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়, সেই বাচ্যপদকে প্রাপ্তির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে হৃদয়পদ্মে সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে স্থাপন করিয়া আত্মসমাধি-সহকারে ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবৎস্মৃতির সহিত দেহ ত্যাগ করিলে পরম গতি লাভ হয়। ওঁকার ভগবানের অসম্প্রসারিত শ্রেষ্ঠ নামস্বরূপ। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেব উহারই প্রসারিত অবস্থা 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্রকে কলিহত জীবের তারক ও পারকস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। কলি-সন্তরণ উপনিষদে দেবর্ষি নারদের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মাও কলিজীবের জন্য এই তারকব্রহ্ম নামেরই উপদেশ করিয়াছেন।

অন্য ভাবনাশূন্য হইয়া যাঁহারা নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করিতে পারেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদেরই সুলভ হইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ক্লেশজনক অনিত্য জন্ম প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* আধুনিক নব্য মূর্খ এক যোগী-সম্প্রদায় তাহাদের ব্যবসা ভাল চলিবে না মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাদের সম্প্রদায়-মধ্যে লইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা মহাপ্রভুর এই শিক্ষা সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন।—সম্পাদক

চতুর্দ্দশ-ভুবনস্থ সকল লোকই জন্মমৃত্যুর অধীন, ব্রহ্মার ধামে গমন করিলেও পুনরায় তাহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয়। স্বয়ং ব্রহ্মাও নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু অতীত হইলে দেহত্যাগ ঘটে, কিন্তু সনাতন ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তি হইলে পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে না।

সহস্রচতুর্যুগ পরিমিত কাল—ব্রহ্মার একদিন এবং তাদৃশ কালে তাঁহার একরাত্রি হয়। মনুষ্যপরিমাণে ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষকালে ব্রহ্মার অহোরাত্র হয়। এইরূপে পক্ষ, মাস ও সংবৎসর সম্বলিত একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। তদন্তে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়। সমস্ত প্রাণী ব্রহ্মার নিদ্রাকালে নামরূপবিহীন অব্যক্ত-অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মার দিবসে নামরূপাদিক্রমে ব্যক্ত হয়, আবার ব্রহ্মার নিশাতে অব্যক্ত কারণে লীন হয়। এইপ্রকারে প্রাণীসকল বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া অবশভাবে যাতায়াত করিতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হয়, তাবৎকাল এই গতাগতি নিবৃত্তি হইবে না। কিন্তু পরম-পুরুষের পরম-ধাম প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন হয় না। জীব-গণের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া সেই পরমধামকেও অব্যক্ত বা অক্ষর বলা হয়।

ভূতগণ যাহার মধ্যে অবস্থিত ও যিনি সর্ব্বকারণরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেই পরম-পুরুষের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অনন্য-ভক্তিকেই বিশেষরূপে উল্লেখ করিতেছেন। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-অভিধেয়কে নিরাস করা হইয়াছে।

স্বভক্তগণের অনাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া হরিবিমুখগণের পুনরাবৃত্তি ও অনাবৃত্তির কথা বলিতেছেন,—ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মরণান্তে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের সণ্মাস—এই সকল অভিমানী দেবতার অনুবর্ত্তনক্রমে দেবযান-পথে ব্রহ্মলোকে নীত হন। ইহার অন্য নাম অর্চ্চিরাদিমার্গ। এই মার্গে গমনশীল ব্যক্তিগণ অর্চ্চিঃ আদি দ্বাদশ দেবতার দ্বারা সেবিত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধলোকে নীত হন এবং সর্ব্বান্তে কোন অমানব কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া থাকেন। তথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ভক্তবর ভীষ্ম দক্ষিণায়ণে শরশয্যায় পতিত থাকিয়া উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। অবশ্য তাঁহার দক্ষিণায়ণে অপ্রকট হইলেও অসদ্গতি হইত না। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্তিই অবশ্য ঘটিত। তথাপি পিতার আশীর্ব্বাদে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করায় লৌকিকগতির অনুসরণেই উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহাদের ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ-রূপ ছয়মাসে মৃত্যু হয়, তাহারা ধূমযান বা পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল ভোগ করিয়া

পুনর্জন্ম লাভ করেন। এই মার্গেও তত্তদভিমানী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যে ইহার বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থরূপে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কূপ-পুষ্করিণী খননাদি প্রতিষ্ঠা এবং সৎপাত্রে সাধ্যানুরূপ দানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর রাত্রি-দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা, দক্ষিণায়ণদেবতা, পিতৃ-লোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। তথায় দেবগণের উপভোগ্যরূপে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া কর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। এইরূপে শুক্ল বা কৃষ্ণ, দেবযান বা আলোকযান ও ধূম্রযান বা অন্ধকারযান নামক দুইটী মার্গ। প্রথমোক্তমার্গে গমনের যোগ্যতা হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, শেষোক্তমার্গে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। যাঁহারা এই মার্গদ্বয় অবগত হইতে পারেন, তাহাদিগকে আর মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। সুতরাং প্রযত্নসহকারে দেবযানপথেই গমনের উপায় করিয়া থাকেন। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দানকর্ম্মাদিতে যে পুণ্যফলের কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে, যোগীপুরুষ ভক্ত-সঙ্গক্রমে তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া, ঐ সমস্ত তুচ্ছ কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া ভগবদ্ভক্তিদ্বারা ভগবদ্ধামে নীত হইয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

প্রার্থনা

(শুধু) ভ্রমিবার তরে, এসেছি সংসারে, যাওয়া-আসা মোর হবে কি সার ?
বহু জন্ম অন্তে, মানব হ'য়ে মর্ত্ত্যে, সার করেছি আহার-বিহার।
কৃষ্ণনাম সার, শাস্ত্রের প্রচার, না বলিনু দিনে একটীবার।
আত্ম-পুত্র-মিত্র, কলত্রাদি যত, তাহাদের সুখে সুখ আমার।
কিন্তু মূঢ় মন ! ভাবরে এখন, তা'দের যতন কতদিন আর—
আমি যতদিন, করি উপার্জ্জন, তাবৎ তাদের আদর সার।
যাহাদের তরে, প্রবঞ্চনা ক'রে, অসারে আমি ভাবিনু সার,
এ-দেহ পতন, হইবে যখন, তখন কি গতি বল আমার ?
কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা, নাহিক আমার, তাহা আছে শুদ্ধ-ভক্তজনার।
সেই ভক্ত সঙ্গে, রব প্রেম রঙ্গে, আশা ছিল বড় এ অভাগার।
মোর মত পাপী, আর যত তাপী, মানবগণে করিতে উদ্ধার।
শ্রীকেশব নাম, পতিত পাবন, উদ্ধারণ মঠে বাস তাঁহার।
উদ্ধারণ মঠ অপ্রাকৃত—শঠ, অসাধুজন না রহে সেথায়।
সেথা গিয়া রব, সতত সেবিব, শিক্ষা-আচরণ মানিব হিয়ায়।
কিন্তু কোন মতে, না পারি সরিতে, বাদ সাধে কাল দুর্নিবার।
করুণানিদান, কর কৃপাদান, পতিতপাবন নাম তোমার।
করি' আকর্ষণ, দেহ শ্রীচরণ, টুটাও সংসার-বন্ধন তা'র।
কহে এ সতীশ, কাঁদি দিবানিশ, হে মহারাজ মোরে কর পার।

শ্রীচরণ সেবাপ্রার্থী—**শ্রীসতীশচন্দ্র অধিকারী**
বাটনান (মেদিনীপুর)

শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন

শাস্ত্রে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। চারি আচার্য্যের অন্যতম নিম্বাদিত্যের কথা কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়। সেই নিম্বাদিত্যকেই চতুঃসন তাঁহার সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিম্বার্ককে তিনি আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ভবিষ্যপুরাণের কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত

শ্লোক অবলম্বন করিয়া নিম্বাদিত্য-স্বামীকেই নিম্বার্কস্বামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। যদিও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ নিম্বাদিত্য-স্বামীকেই নিম্বার্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ প্রকার উল্লেখ জনশ্রুতিগত ব্যবহারিক উল্লেখমাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক কখনই একব্যক্তি নহেন। নিম্বাদিত্যকে যাঁহারা প্রাচীনতম বৈষ্ণব-আচার্য্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন—তিনি নারদের সাক্ষাৎ শিষ্য। এরূপক্ষেত্রে শ্রীল ব্যাসদেব নিম্বাদিত্যের গুরুভ্রাতা হইতেছেন। সাক্ষাৎ ব্যাসের সমকক্ষরূপে নিম্বার্কস্বামীকে স্বীকার করিয়া লওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত বা ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্গত, তাহা সাধারণ বিচারকগণই বুঝিতে পারিবেন। যুক্তির খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও নিম্বাদিত্যস্বামীকেই নারদের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু নিম্বার্কস্বামীকে তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না।

আদিত্য শব্দের অর্থ অর্ক। তজ্জন্য কেহ কেহ 'নিম্ব + আদিত্য' স্থলে 'নিম্ব + অর্ক' ব্যবহার করিয়া নিম্বাদিত্যকেই নিম্বার্ক বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রাচীন নিম্বাদিত্য ও আধুনিক নিম্বার্ক এক নহেন। রামচন্দ্র রঘুনাথ ছিলেন। যদি তাঁহাকে কেহ রঘুপতি বলেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কোনস্থলে নিম্বাদিত্যকে নিম্বার্ক বলিয়া কোন বৈষ্ণব-আচার্য্য আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন আপত্তির কথা না থাকিলেও শাস্ত্রীয় নিম্বাদিত্যকেই নিম্বাদিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। বর্ত্তমান নব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলে কেহ কেহ আধুনিক নিম্বার্ককেই প্রাচীন নিম্বাদিত্য বলিতে চাহেন। ইহা কিন্তু কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ বা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রাচীন আচার্য্য নিম্বাদিত্যস্বামীর কোন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার কোন সম্প্রদায়ও অদ্যাপি কোথাও দেখা যায় না। বিগত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র ২।১টী স্থানে বৈষয়িক কারণে কোন মঠাধীশ নিজকে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের মঠাধীশ বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাও নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত মহান্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিককুল-মুকুটমণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহোদয় ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া

সমস্ত ভারত পর্য্যটন করেন এবং তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ১৫০। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও অনুভব করেন নাই। কেবলমাত্র এইরূপ একটী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অবস্থিত ছিল, তাহার সন্ধান মাত্র তিনি পাইয়াছিলেন। আমরা পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া না মানিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি যে, প্রাচীন নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা-রূপে অবস্থিত ছিল মাত্র।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যে পারিজাতভাষ্য, তাহা নিম্বাদিত্য স্বামীর রচিত নহে। উহা শ্রীনিবাস আচার্য্য ও কেশব কাশ্মিরীকৃত ভাষ্য নিম্বার্কস্বামী বলিয়া পরিচিত। বরিশাল জিলার প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' নামক একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তাহার সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বিচার লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের অত্যন্ত বিরোধীতা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও কেশব-কাশ্মিরীকে নিম্বার্ক-স্বামীর শিষ্য বলিয়া একটী মত উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কেশব কাশ্মিরী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য উভয়েই নিম্বার্কের শিষ্য। কেশব কাশ্মিরী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী ও শাঙ্করমতবাদী প্রভৃতি বহু পণ্ডিতব্যক্তিকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে ষোড়শ (?) বর্ষীয় যুবক নিমাই-পণ্ডিতের (যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর) নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া লজ্জিত অন্তঃকরণে সরস্বতী দেবীর নিকট তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করেন। সরস্বতীদেবীর নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষতঃ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের বিচার শ্রবণ করেন। সেই বিচারে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ে তাহা প্রবর্ত্তন করেন। বৃদ্ধ বয়সে কেশবকাশ্মিরী বিচারে পরাস্ত হইয়া সরস্বতীদেবীর নির্দ্দেশে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষ-বহ্নি কিছুমাত্র নির্ব্বাপিত হয় নাই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর বিদ্বেষ-বহ্নি অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যায়। সেই বিদ্বেষ-প্রভাবে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও শিক্ষাগুরুস্বরূপ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া পারিজাতভাষ্যরূপে একখানি সংক্ষেপ বেদান্তভাষ্য রচনা করেন এবং ঐ ভাষ্যের প্রামাণিকতা স্থাপনের জন্য নিম্বার্কের ভাষ্য বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রচার করিতে চেষ্টিত হন। এই ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার উপর আচার্য্য শ্রীনিবাস ও কেশব কাশ্মিরী স্বয়ং স্ব স্ব নামে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাদ্বারা টীকা রচনা করেন। এই

টীকাদ্বয়ের উদ্দেশ্য এই যে, পারিজাত ভাষ্যখানি তাঁহাদের গুরুদেবের রচিত, কিন্তু তাঁহাদের রচিত নহে। কেশব কাশ্মিরীর আবির্ভাবকাল ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব কাল বিচার করিলে জানা যাইবে যে, উহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কেশব কাশ্মিরীর সাক্ষাৎকালে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। যে-হেতু সে সময়ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তখনও ভারতের ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে নাই। তজ্জন্যই কোন গোস্বামী-গ্রন্থে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। গোস্বামীবর্গের আবির্ভাব-সময়ে যদি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে জীবগোস্বামী কিম্বা রূপ, সনাতন প্রভৃতি অন্যান্য গোস্বামীবর্গ নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের উল্লেখ গোস্বামীগণের গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্বার্ক সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র কেশব কাশ্মিরীর প্ররোচনায় একটী নবীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় না।

জ্ঞান—(শিশুদের পক্ষে)

শিক্ষা জ্ঞানের উপায়। জ্ঞান সূর্য্য উদয় হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া সদসৎ বিচার-বুদ্ধি জন্মে। অর্থাৎ অসদ্বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সদ্বস্তু গ্রহণ করাই প্রকৃত জ্ঞানের কার্য্য। এই জ্ঞানের ন্যায় এমন পবিত্র জিনিষ আর কিছুই নাই।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" (গীতা ৪।৩৮)

ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। যাহারা ভগবানের গুণ নাই বলেন, তাহারা অজ্ঞানী। দয়া একটি প্রধান গুণ। ইহা ভগবানে পূর্ণরূপে আছে। ভগবানের এই দয়া সকলের উপর সমান। তিনি কাহাকে সুখে রাখেন বা কাহাকে যে দুঃখে ফেলেন, তাহা নহে। আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। সেই কর্ম্মফলকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয় —ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (গীতা ৪।৩৭)

মানুষ যতকিছু পাপকার্য্য করুক না কেন, সেই পাপ-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ "জ্ঞান"।

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।" (গীঃ ৪।৩৬)

এমন যে পবিত্র এবং কলুষনাশী জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অধিকারী কে?—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" (গীঃ ৪।৩৯)

যিনি শ্রদ্ধাবান্, ঈশ্বরপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, তিনিই এই জ্ঞানের অধিকারী; তিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃত শান্তি, কল্যাণ, আনন্দ, তৃপ্তি ও মুক্তির অধিকারী হইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন।

জ্ঞান দ্বিবিধ:—নিত্য ও অনিত্য। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব-বিশিষ্ট যে জ্ঞান, তাহাই নিত্য। ইহা ছাড়া আর যা কিছু সবই অনিত্য বা লৌকিক।

"আধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥" (গীঃ ১৩।১১)

কি করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, সেইরূপ জ্ঞানী অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নিকট যাইতে হইবে, এবং তাঁহার সেবা করিয়া নম্রতাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া উহা জানিতে হইবে। তোমার বিনয় নম্র ব্যবহার ও সেবা প্রবৃত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে তিনি তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহা ভাল কি মন্দ, প্রথমেই আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিচার-বুদ্ধিতে তাহা উদয় হয়; অবশ্য ইহা যাহাদের ঠিক আছে, ইহাকেই বলে বিবেক। এই বিবেক যদি পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সে আর খাঁটী নির্দ্দেশ দেয় না। তথাপি সেই বিশুদ্ধ বিবেককেই কেহ কেহ ভগবদ্বাক্য বলিয়া থাকেন—"Conscience is the voice of God." সেই শুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধিতে যিনি পরিচালিত, তিনি কখনও বিপথগামী হন না; তাহা না হইয়া লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুর

তাড়নে বিবেকবুদ্ধিকে ঠেলিয়া দিয়া যিনি যে কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হন, তিনি যে পথভ্রষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তরলমতি শিশুদের প্রথম জীবন হইতে যাহাতে ভাল-মন্দ বিচার-বুদ্ধি জাগে ও যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বিবেকের উদয় হয় এবং তাহার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ নিত্য ব্যবহার্য্য কুলো ও চালুনির কার্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে। কুলো যেমন ভুষি প্রভৃতি অসার বস্তু সব পরিত্যাগ করিয়া, সার বস্তু যে শস্য সেগুলি আপনার ভিতর রাখে, এবং চালুনি সার বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া অসার বস্তুগুলি নিজের ভিতর রাখে; সেইরূপ সংসারে কতকগুলি লোক আছে যাহারা সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী না হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয় এবং সদ্‌বস্তু পরিত্যাগ করে। পদ্যচ্ছলে এই নীতিগুলি বালকদিগকে দিয়া মুখস্থ করাইলে ভাল হয়।—

মন্দ ঠেলে ভাল রাখে সৎস্বভাবী হ'লে।
কুলো যেমন উড়ায় তুষ চালুকে রাখে কোলে॥
চালুনির কাজ দেখে মনে লাগে ভয়।
যত সব আবর্জ্জনা কোলে রেখে দেয়॥

বাল্যজীবনে যে সমস্ত ছড়া, কবিতা, গান, স্তোত্র আয়ত্ত করা যায়, শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে এবং তদনুসারে সুপথে চলিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়; সদ্‌গুণাবলী অভ্যাসে পরিণত করিতে পারিলে স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়।—"Habit is the second nature." তখন আর সঙ্গ-দোষে বিচলিত হইতে হয় না। যেমন :—

"দুধে জলে এক সঙ্গে রাখলে যায় মিশে।
দুধকে যদি মাখন কর, তখন জলে ভাসে॥"

চারাগাছে বেড়া না দিলে গরু, ছাগলে নষ্ট করে, পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয় তখন দশটা গরু, ছাগল বাঁধলেও কোন ক্ষতি হয় না। সম্মান ও সেবা, সদাচার, মিতাচার, মিতব্যয়ীতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, সত্যভাষণ, নিয়মানুবর্ত্তীতা, তুলসী সেবা, ভগবানে ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী যাহাতে ছাত্রসকল প্রথম জীবন হইতে আয়ত্ত করিতে শিখে তৎপ্রতি পিতামাতা, অভিভাবকগণ, শিক্ষকগণ, যাঁহাদের সাহচর্য্যে বালকগণ সব সময়টুকু কাটায়, তাঁহাদের প্রত্যেককেই সচেতন হইতে হইবে।

শ্রীকুমুদবান্ধব মাইতি দাস, প্রধান শিক্ষক
আমড়াতলা স্কুল, আসদতলা (মেদিনীপুর)

পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের পত্র *

তীর্থ মহারাজের অবৈধ একাধিপত্যের প্রতিবাদ ও প্রতিকার; দেওয়ানীকার্য্যবিধির ৯২ ধারার আয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
(মথুরা) ২৯।৪।৫৬

শ্রীশ্রীভাগবত-চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পূজনীয় মহারাজ! আপনার প্রেরিত উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া একটু ধৈর্য্য লাভ করিলাম। এবং শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর একটী শ্লোক ও শ্রীল প্রভুপাদের কথিত বাণী—একদিন এ অধমকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা সমস্তই মনে পড়িয়া যাওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহার মূল কারণ—আপনার উপদেশপূর্ণ পত্র; আপনি জয়যুক্ত হউন।

আপনার নির্ভীক ও গুরু-গম্ভীর প্রচার জয়যুক্ত হউক। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার দ্বারা তাঁহার মনোভীষ্ট অনেক কিছু প্রচার করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"অষ্ট-বজ্রের' ⁂ বৎসর। —অসৎসঙ্গ বর্জ্জনই এই বৎসরের প্রধানতম প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ইহা প্রচার করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। সত্যকথা বলিতে কি, ধর্ম্ম-জগতের দোষগুলি সাধারণের চক্ষে প্রচার করাই ত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কৃত্য; ইহা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। কোন-ক্রমে পরমুখাপেক্ষী হইয়া কোন কথা বলা বা চাপা দেওয়া প্রচারের

---

* শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক বর্ত্তমানে অসুস্থাবস্থায় মথুরা মঠে অবস্থান করিতেছেন।

⁂ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার অষ্টম বর্ষ চলিতেছে। তাহাই বজ্র-বর্ষ বলিয়া ইহার কৃত্য ইঙ্গিত করিতেছেন। —প্রকাশক

বৈশিষ্ট্য কি? সকল-ধর্ম্মের দোষগুলি প্রচারিত হওয়াই উচিত—শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও শাস্ত্র তাহা সর্ব্বত্র নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি এ বৎসর পরিক্রমার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে বক্তৃতাকালে তাহার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ সুখী হইলাম।

"মায়াপুরে দিও বাস" † —আপনার এই দৈববাণী খুব সম্ভব আপনার দ্বারাই সফল হইবে। বিপুল উৎসাহ থাকিলে ও চেষ্টা-যত্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরের ৮৷৷০ বিঘা জমি ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কি মনস্থ করিলেন, জানাইতে প্রার্থনা। আপনার আদেশ অনুযায়ী শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজের নিকট ৫ খানা ডেমি সহি করিয়া দিয়াছি, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

সরলতা ও কুটিলতার সামঞ্জস্য একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই আছে। উহার একটী গ্রহণ ও অপরটী ত্যাগ করিলে এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন-প্রকার ধর্ম্মপ্রচার বা যে-কোন প্রচার চলিতে পারে না। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ কেবল শেষোক্ত দোষের আশ্রয় লইয়া সকল গুরুভাইদের ফাঁকি দিবেন, আর তাঁহারা অবলীলাক্রমে তাহা সহ্য করিবেন, ইহার কোন অর্থ হয় না। শিষ্যবর্গ ইহার কোন প্রতিকার না করিলে, আমার মনে হয়, তাঁহারা শিষ্য-পদবাচ্য নহেন। ইহাতে জগতের ইতিহাসে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ থাকিবে ও মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হইবে। সমবেত-শক্তিতে সকল শিষ্য-বর্গের ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। শুনিলাম, সুচিন্তাশীল শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও অন্যান্য সকল সন্ন্যাসিগণ একত্রিত হইয়া (আপনি সহ) ৯২ ধারার কেস আনয়ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ দেশে ঐ মর্ম্মে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গোবর্দ্ধনে ননীগোপাল ব্রজবাসীকে

† শ্রীল কেশব মহারাজ রচিত তুলসী-আরতি কীর্ত্তনের ইহা একটী পদ। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

—প্রকাশক

পত্রে জানাইয়াছেন। গতকল্য যাদবানন্দ আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এই সংবাদ জানিলাম।

এই পত্রে আমার আদেশ-উপদেশ কিছু না বুঝিয়া, হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাস মাত্র জানাইলাম,—জানিবেন। আপনার শ্রীঅঙ্গের কুশল সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি। মধ্যে মধ্যে একখানি আশ্বাসপূর্ণ পত্রদ্বারা উৎসাহিত করিবেন—ইহাই প্রার্থনা। সুদাম আসিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার ব্যাধির সংবাদ শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজের পত্রে জ্ঞাত হইবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
—শ্রীনারসিংহ

"সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যা ডাক-পিয়ন দিয়ে যাওয়ামাত্র যখন হাতে তুলে নিয়েছি, তখনই আমার সর্ব্বদেহে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি ঠিক কর্‌তে না পেরে, আনমনা হ'য়ে পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছি, মনে হ'ল, পত্রিকার উপরকার ছবিখানা জীবন্ত মানুষের মত হাসছে। অবাক্ হয়ে তাঁ'র দিকে চেয়ে থাকাতে, তাঁর হাসির ঝলক মুখখানায় উথলে উঠে বল্‌তে লাগলো,—"ওরে আমি বিশ্বময়, বিশ্বের অণু-পরমাণুতে অবস্থান কর্‌ছি। তা' না হ'লে কি শ্রীপত্রিকাখানা সমাদরে হাতে তুলে নিয়েছিস্? আমি নিত্য, চেতনময়, পরমানন্দ-স্বরূপ। সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছি ব'লেই জগৎটাও তোদের মধুর ব'লে মনে হয়। তবে জাগতিক মাধুর্য্য কিন্তু তাঁ'র মাধুর্য্য নয়—সেটা একটা পৃথক্ জিনিস।"

প্রকৃতির অধীন, বিচার-বুদ্ধিহীন আমার মত জীব শুধু খেয়ালের বশেই প্রথম থেকে গৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক হ'য়েছে। ছাইচাপা আগুনের মত, জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, স্পর্শের সঙ্গেসঙ্গে যেমন তার দাহিকা শক্তি জীবের নিকট ব্যক্ত হয়, বুঝি গৌড়ীয়-পত্রিকাখানা ছুঁতে না ছুঁতে এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে, বার বার ছবির দিকে না তাকিয়ে থাক্‌তে পারি না। ভোলানাথকে ছুটতে হয়েছিল—সব কিছু ভুলে, মোহিনী মূর্ত্তির পিছনে। এবার আমায় পেয়ে বসেছে ছবিটাতে।

ছবিটার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি যা আর কোন সাধারণ ছবিতে দেখ্‌তে পাই নাই। তাই চণ্ডীদাসের কথায় বল্‌তে হয়,—শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের যে-পর্য্যন্ত পরশ পান নাই, সে-পর্য্যন্ত নয়ন-দুইটী খুলেন নাই। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সুখের তরঙ্গাঘাতে তবে নয়ন মেলে দেখতে পেরেছিলেন। এখন কি তাই গোরারূপে ছবির আকারে স্পর্শের দ্বারা আমার চির অন্ধ নয়নদুটী খুলে দিতে এসেছেন?

যিনি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক, আজ তাঁহাকে বিশ্বের দ্বারে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পার্‌ছি না। তাই ভাষার ভিত্তিতে জানাতে চাই,—যদিও মনে হয়, অন্তরের সব কথা আলোড়ন বিলোড়ন ক'রে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করি, তথাপি তাঁ'র দয়ায় যদি কিছু পরিবেশন কর্‌তে পারি, তার চেষ্টা কর্‌ছি। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাখানা বাণীর বাহকরূপে আমার মত ক্ষুদ্রজনের মনের মধ্যে এসে মনকে অস্থির ক'রে তুলেছে। বাক্যের দ্বারা বিপুল, বিরাট্, অসীম বস্তুর গুণ প্রকাশ্ করা জীবের ন্যায় সসীমের পক্ষে অসম্ভব বলেই, আত্ম-অনুভূতি জানাতে গিয়ে চণ্ডীদাস বলেছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে-জন, কেহ না দেখয়ে তাঁরে।
প্রেমের পিরীতি, যে-জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত॥"

যিনি বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদানের মূল কারণ-স্বরূপ, যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব ও বস্তুতে সমভাবে বিরাজমান, বিশ্ব-চরাচরে যাঁর প্রকাশিত রূপ এবং যিনি নিজে বিশ্বরূপধারী, তিনি—ভজনের পথে অগ্রসর হ'লে অনুগত ভক্তের হৃদয়ে অনুভূত হন। পার্থিব জীব নারী ও পুরুষ-আকারে স্বতন্ত্রতাবশে অভিন্ন-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের বিন্দুমাত্র অনুভূতি লাভ কর্‌তে পারে না। জড় বিজ্ঞানময় পুরুষ-সমষ্টির আধার-স্বরূপ পুরুষাভিমানী 'আয়ান' কখনও তাঁকে চিন্‌তে পারে নাই; জটিলতা-কুটিলতাময় সংসারের বিরাট আবর্ত্তনের মধ্য থেকে কিভাবে পথ করে নিয়ে সেই কৃষ্ণচরণে যেতে হয়, তা দেখিয়েছেন—সর্ব্বশক্তি-তত্ত্বের মূল আশ্রয়-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা।

যিনি স্বচ্ছতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধারা, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে নিত্য বর্ত্তমান, সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপন-কালে যাঁর অবস্থান, তাঁকেই আস্‌তে হয়েছিল ব্রজে যশোমতীর কোলে গোপালরূপে। আকাশে-বাতাসে, বিশ্বের প্রতি স্তরে তিনি অন্তর্যামি-

রূপে অবস্থান কর্‌ছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরসে তিনি নিত্য সেবিত হচ্ছেন। গর্গঋষি ধ্যানযোগে এই পরতত্ত্বকে 'কৃষ্ণ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ইনি অধোক্ষজ, সর্ব্বাকর্ষক—জগতের লোককে তিনি নিত্যকাল তাঁর দিকে আকর্ষণ কর্‌ছেন। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা—তাঁকে মাটিয়া বুদ্ধি নিয়ে পরংব্রহ্ম বলে বুঝে উঠ্‌তে পারি না। আজ তিনিই সাক্ষাৎ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে আমার সম্মুখে এই ছবির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করছেন।

ছবিটীর মুখখানা দেখলে মনে হয়,—বারে বারে দেখি। যেন কত সোহাগ মাখিয়ে বলতে চায়—"জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্‌বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।" তাঁর রহস্যময় রস-মাধুর্য্যের চমৎকারিতার উদ্দেশ পেতে হ'লে চাই—অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আসন। অন্তর-দৃষ্টিতে তা' দেখ্‌তে না শিখ্‌লে সেই পরমগুহ্যতত্ত্ব উপলব্ধি হবে না। নিজের চেষ্টায় সেই তত্ত্ব-বস্তুকে জানা যায় না। ছোট ছেলেকে যেমন মা-বাপ হাত ধরে শিখিয়ে দেন, সেইরূপ আচার্য্য বা সদ্‌গুরু জিজ্ঞাসু শিষ্যকে তাঁর হৃদয়ের সকল গুপ্তধন দিয়ে দেন। উপদেষ্টার আনুগত্য স্বীকার না করলে তত্ত্ববস্তু কখনই লাভ হয় না, তাই বৈষ্ণব মহাজনের উক্তি—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

সংসার-বিপণিতে কেনা-বেচা কর্‌তে হ'লে চাই সামর্থ্যের সঞ্চয়। যার যেরূপ সামর্থ্য, তার সেরূপ কেনা-বেচা। কিন্তু পরপারের কড়ি সঞ্চয় কর্‌তে হ'লে বলদেবের বল চাই—আগে নিজেকে বেচ্‌তে না পারলে কিছুতেই হাতে আসবে না সামর্থ্যের কড়ি। 'আমি', 'তুমি', 'আমার', 'তোমার' ইত্যাদি ভাবই সব সময়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পক্ষে বাধা দেয়। এই 'অহং মম' ভাব ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানই আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। এ-সংসারে এসে আমরা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি যে অনিত্য সম্বন্ধ পাতিয়ে বসেছি, এ বন্ধনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ভগবানের উপরই ঐ সমস্ত সম্বন্ধগুলি আরোপ কর্‌তে হবে। ভগবান্ আমাদের প্রভু, সখা, পুত্র, ভর্ত্তা ইত্যাদি হ'লে আমাদের অনিত্য বিচ্ছেদজনিত দুঃখ থাকবে না। তিনি সচ্চিদানন্দময়, তাই তাঁর ভজন কর্‌লে আমরাও নিত্যানন্দ নিত্যশান্তি লাভ কর্‌তে পার্‌ব। তা না হ'লে প'ড়ে থাক্‌তে হ'বে—যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

যে নরদেহ ত্রিলোক-বাঞ্ছিত, ঐশী শক্তির যোগ্যতম আধার, বিশ্বসৃষ্টির

অগ্রগতির চরম উপাদান ও সহায়ক, তাকেও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়।—অপরিণামদর্শিতার ধ্বংসরূপী কালক্রীড়ার ক্রীড়নক হ'তে হয়। রক্ত-মাংসের পিণ্ড এই দেহটাকে কোনপ্রকারে ভগবদ্ভজনে লাগাতে পারলে এর সফলতা। ভজনোপযোগী শরীর লাভ ক'রেও যদি আমরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা না করি, তা'হলে আমরা 'আত্মঘাতী' হয়ে পড়্ব। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—এগুলির প্রলোভন আমাদিগকে সব সময় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে ভক্তরাজ অম্বরীষ-মহারাজ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হবে। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকেই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত ক'রে বিশ্ববাসীর নিকট ভগবৎ-সেবাদর্শ স্থাপন করেছেন।

বিস্মৃতির অতলতলে ফেলে রাখা গর্ভের যাতনা—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভুলে যাই। আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্ন লাভ ক'রে সে দুঃখের কথা আর মনে থাকে না। আমার প্রাক্তন কর্ম্ম কেন আমাকে এখানে পাঠাইল, আমি কি কর্তে এলাম—এই চিন্তা আর হয় না। তখন জড়ানন্দে একেবারে মস্‌গুল। এ জগৎ থেকে যে আমাকে একদিন বিদায় নিতে হ'বে, তা ধারণা বা চিন্তার মধ্যেই আসে না। এখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু "যাবজ্জননং তাবন্মরণং"—এ ব্যবস্থা রোধ করবার ত কাহারও সামর্থ্য নাই!

আমরা শ্রেয়-পথ বাদ দিয়া প্রেয় বা অমঙ্গলজনক পথ অবলম্বন করেছি ব'লে মাতৃগর্ভজাত পরিস্থিতির কথা, শিশু অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে আশ্রয়থেকে আরম্ভ ক'রে বালকসঙ্গে খেলাধূলা, বিদ্যারম্ভ, অর্থোপার্জ্জন ও সংসার পাতিয়ে যে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে আছি, বার্দ্ধক্য-অবস্থায়ও এর কোন হদিস মেলে না ব'লেই আমাদের এই আত্মবিপর্য্যয়। এ দুর্দ্দশার হাত থেকে ভগবানই আমাদের উদ্ধার কর্তে পারেন। তাই ভগবান্ বাসুদেব মোহাচ্ছন্ন জীবকে অভয়বাণী শুনিয়েছেন,—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ (গীঃ ১২।৭)

জগদ্‌গুরু শ্রীশিব বাসুদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন,—

"অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বসুদেব'-শব্দের দ্বারা অভিহিত। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত; তিনিই আমাদের একমাত্র আরাধ্য। ভক্তিপূতচিত্তে আমরা সেই ভগবানকে প্রণাম করি।"

—শ্রীসুহাসচন্দ্র বসু
শ্যামনগর (২৪ পরগণা)

অশিষ্টাচার

যাঁহারা সাত্বত-স্মৃতির শাসন মানিয়া চলে না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ প্রেয়ঃপথের পথিক ; তাঁহারা মানসিক-বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের আচারে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাণীর সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাত্বত-শাস্ত্রকারগণকে একদেশদর্শী, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ এবং নিজদিগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—We think our fathers fool. Our wiser sons will no doubt think us so. বস্তুতঃ অশিষ্টাচারের গতি এই প্রকারই। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নিজেদের প্রতিভা দেখাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অজ্ঞ বলিতে দ্বিধাবোধ না করি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞ, মূর্খ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

একটী সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোনও স্ত্রীলোক তাহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতাকে সর্ব্বদা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিত। বৃদ্ধা একটী ভগ্ন পাথরের থালায় আহার করিত। আহারান্তে থালাটী তাহাকেই পুষ্করিণীতে লইয়া যাইয়া ধৌত করিতে হইত। একদিন পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় থালাটী হস্ত হইতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনর্গল ধারায় বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধার পৌত্রও বৃদ্ধাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বুড়ি তুই আমার যে ক্ষতি কর্‌লি এইরূপ ক্ষতি আর কেহ করে নাই। ভাঙ্গা পাথরখানা যে একেবারে চুর্‌মার কর্‌লি, আমার মা যখন বৃদ্ধা হইবে তখন আমি তাহাকে ভাত দিবার জন্য এইপ্রকার মূল্যবান্ ভাঙ্গা পাথর আর কোথায় পাইব ? এইবার বৃদ্ধার পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধাকে সে যেভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেইপ্রকার উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে শিষ্ট হইল—শ্বশ্রূমাতাকে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সন্তান-সন্ততিগণকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে কি ? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে। সর্ব্বশেষে ঠেকিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তাহাতেও যাহার চৈতন্যোদয় না হয়, সে ত পশুরও অধম।

সাত্বত-শাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পর্য্যন্ত আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে। অনেকে বলিবেন,—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত

হইয়াছে, ডাকবিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্গতি কোথায়? কিন্তু ঐগুলি কি সুগতির চরম লক্ষণ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? অধিকাংশ স্থলেই ত' কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছে না; ইহার কারণ কি? অপস্বার্থ আসিয়া বন্ধুতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইতেছে কেন? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, বোর্ডে বোর্ডে, গ্রামে গ্রামে, বিবাদ-বিসম্বাদ প্রজ্বলিত অবস্থায় কেন? জাতিতে জাতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন? এইসকল কি অশিষ্টতা নহে? শিক্ষার আগার যে-সকল স্থান, সে-সকল স্থান হইতেও ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃই অধিকতর দুর্ব্বিনীত হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপক মণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন? স্থির-চিত্তে নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, সাত্বত-স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য—পরমার্থশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিহীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ বলেন,—পরাধীনতাই এই অশিষ্টতা-বৃদ্ধির কারণ; কিন্তু পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায়?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আমাদের জন্য অহৈতুক-করুণাবশতঃ উপদেশবাণী সাত্বতশাস্ত্ররূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাহা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্কতার ফলস্বরূপ অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে বৈ কি? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন —তাঁহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না? পরমার্থ-জ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা শিক্ষামন্দিরে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রতিক্ষণ অনুভব করিয়াও কি "Back to God and back to Home" এর জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন না? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই শিক্ষাসার বরণ করিবেন না? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি? পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পত্তি নহে। মনঃপ্রাণে সরল হইয়া ভগবদ্ভজন—জীব-মাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্য আকর্ষণই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। সে-স্থানের আচার ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমার্থ-ভারত সর্ব্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে। পরমার্থ-ভারত জগতের গুরু; তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন। তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ; ইং ২৯।৫।৫৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ২৪শে আষাঢ় ১৩৬৩, ইং ৮ই জুলাই ১৯৫৬, রবিবার হইতে ১লা শ্রাবণ ১৩৬৩, ইং ১৭ই জুলাই ১৯৫৬, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২৪শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ **ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** পরে গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৫শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই, সোমবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৩। **২৬শে আষাঢ়,** ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে **২৮শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৪। **২৯শে আষাঢ়,** ১৩ই জুলাই, শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৫। **৩০শে আষাঢ়,** ১৪ই জুলাই, শনিবার হইতে **৩২শে আষাঢ়,** ১৬ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৬। **১লা শ্রাবণ,** ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



৮ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৩ বামন, ৪৭০ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৬৩ ; ইং ১৬।৭।৫৬ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কোটিকন্দর্প-সন্দর্প-বিধ্বংসন-
স্বীয়রূপামৃতাপ্লাবিতক্ষ্মাতল !
ভক্তলোকেক্ষণং সক্ষণং তর্ষয়ন্
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥১॥

যস্য সৌরভ্য-সৌলভ্যভাগ্-গোপিকা-
ভাগ্যলেশায় লক্ষ্যাপি তপ্তং তপঃ।
নিন্দিতেন্দীবরশ্রীক ! তস্মৈ মুহু-
র্গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥২॥

শিক্ষাকণ্ঠয়োর্যঃ স্বরস্তে সচেৎ
তাল-রাগাদিমান্ শ্রুত্যনুভ্রাজিতঃ।
কা সুধা ? ব্রহ্ম কিং ? কা নু বৈকুণ্ঠমুদ্ ?
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥৩॥

যৎ পদস্পর্শমাধুর্য্যমজ্জৎকুচা
দ্যাতাং যান্তি গোপ্যো রমাতোঽপ্যলম্।
যদ্ যশো দুন্দুভের্ঘোষণা সর্ব্বজিদ্
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥৪॥

যস্য গোপালবাস্বাদনে পাত্রতাং
প্রাপ্নুবন্দাদয়ো যান্তি নৈবান্যকে।
আদরং শীধুমেতেঽপি পিবন্তি নো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥৫॥

যস্য লীলামৃতং সর্ব্বথাকর্ষকং
ব্রহ্মসৌখ্যাদপি স্বাদু সর্ব্বে জগুঃ।
তৎপ্রমাণং স্বয়ং ব্যাসসূনুঃ শুকো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥৬॥

যৎষড়ৈশ্বর্য্যমপ্যার্য্যভক্তাত্মনি
ধ্যাতমুচ্চৈশ্চমৎকারমানন্দয়েৎ।
নাথ ! তস্মৈ রসাম্ভোধয়ে কোটিশো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥৭॥

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকং
যঃ পঠেন্নিত্যমুৎকণ্ঠিতস্ত্বৎপদোঃ।
প্রেমসেবাপ্তয়ে সোঽচিরান্মাধুরী-
সিন্ধুমজ্জন্মনা বাঞ্ছিতং বিন্দতাম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুমি ভক্তগণের নয়নানন্দ বিধানপূর্ব্বক কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প বিনাশন স্বীয় রূপামৃতে ধরাতল আপ্লাবিত করিতেছ; তোমাকে নমস্কার ॥১॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার সৌরভ্যসুখভাগিনী গোপীগণের কিঞ্চিন্মাত্র ভাগ্যলাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন, হে নীলকমল-শোভা-তিরস্কারি! তোমাকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার ॥২॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার বংশী বা কণ্ঠের তাল ও রাগাদিযুক্ত স্বর যদি কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে কি অমৃত, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি বৈকুণ্ঠ-সুখ এ সকলই ধিক্কৃত (বিফল) হইয়া থাকে; তোমাকে নমস্কার ॥৩॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমার শ্রীচরণ-যুগলের মাধুর্য্যে স্তনার্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী হইতেও পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, এবং তোমার যশঃ দুন্দুভির ঘোষণা সকলকেও জয় করিয়া থাকে; তোমাকে নমস্কার ॥৪॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ তোমার ভোজনাবশেষের কিঞ্চিন্মাত্র কণা আস্বাদনে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তদিতর জনসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্লভ, এবং এই ব্রহ্মাদিদেবগণও অধরসম্বন্ধি মধু পান করিতে পারেন না; তোমাকে নমস্কার ॥৫॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ভক্তগণ ব্রহ্মসুখ হইতেও তোমার লীলামৃত সম্পূর্ণরূপে চিত্তাকর্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বয়ং বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহার প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছেন; তোমাকে নমস্কার ॥৬॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সজ্জন-ভক্তগণের হৃদয়ে ধ্যাত হইয়া অতি অপূর্ব্ব আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে। হে প্রভো! রসসাগর স্বরূপে প্রসিদ্ধ সেই তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার ॥৭॥

যিনি ভবদীয় চরণযুগলের প্রেমসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া এই গোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি অবিলম্বে মাধুর্য্য-সিন্ধুতে নিমগ্নান্তঃকরণ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত প্রেমসেবাদিলাভ করিবেন ॥৮॥

সজ্জন—করুণা (২২)

সজ্জনে করুণা-গুণ নিত্য ও পূর্ণভাবে বিদ্যমান

পরদুঃখ ধ্বংস করিবার ইচ্ছাকে করুণা বলে। করুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিই করুণ। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের মধ্যে করুণা একটী গুণ। বৈষ্ণব-সজ্জন ব্যতীত এই গুণগুলি অন্যস্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে পূর্ণতা নাই ও নিত্যতার অভাব। সজ্জনে এই গুণটী সর্ব্বদা বিরাজমান ও পূর্ণভাবে অবস্থিত।

সজ্জন—আনন্দময়, তাঁহার কারুণ্য অসজ্জনের দুঃখভার-বিনাশক

"পর" বলিতে সজ্জন হইতে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সজ্জন নিত্য বলিয়া এবং আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সজ্জন নহেন, তাঁহারাই দুঃখভারক্লিষ্ট। সুতরাং সজ্জনের করুণা অসজ্জনের প্রতিই সর্ব্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেমরাহিত্য নিত্যবস্তুতে কখনই সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠ বস্তু কোন কালেই দুঃখ-পীড়িত না হওয়ায় তাহার দুঃখাপনোদন প্রবৃত্তি সজ্জনের নাই। আনন্দাভাব ধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তিহীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই দুঃখভার নামাইবার জন্য তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করেন। তথাপি তাঁহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনই কেবল তাঁহার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ।

সজ্জনের হরিকীর্ত্তনই অন্যের প্রতি আত্যন্তিক করুণা

অসজ্জন বলিতে মনোধর্ম্মজীবী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদীকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত দেহারামী জড়চিন্তাকুশল স্বার্থপর কর্ম্মফলানুসন্ধিৎসুকেও অসজ্জন বলা হয়। পূর্ব্বকথিত উভয় দলই অনিত্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সুতরাং নিত্য বা সৎ শব্দবাচ্য নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণ ত্যক্ত হইলেই যে বিষ্ণুভক্তি হইবে, এরূপ নহে। অন্যাভিলাষী বা মিছা ভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তিনি সজ্জন শব্দবাচ্য নহেন। সজ্জনগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর দুঃখ বিনাশ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট। বিষ্ণুভক্তি রাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং মায়ায় বদ্ধ হইয়াই বৈকুণ্ঠবিমুখ হইয়া দুঃখ-সমুদ্র, মায়াবাদ, কর্ম্মফলবাদ ও যথেচ্ছাচারিতার আবাহন করিয়া বসেন। সজ্জনগণ করুণ, সুতরাং তাঁহারা মিত্রবর্গের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। অসজ্জন সজ্জনের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও সজ্জনগণ কীর্ত্তনমুখে

তাঁহাদিগকে করুণা করিতে সর্ব্বদা রত। "সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ" শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে সজ্জনগণ অসতের হৃদয়গহ্বর-পুষ্ট অপরের অজ্ঞাত বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর আসক্তিরূপ দুঃখ হরিকীর্ত্তনদ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ হনন-কার্য্য তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক করুণার পরিচয়।

বৈষ্ণবের নিকট কৃপা-প্রার্থনাই মঙ্গলের একমাত্র হেতু

বৈষ্ণবের নিকট করুণাপ্রার্থী হইলেই তাহা তিনি অবশ্যই পাইবেন। করুণাপ্রার্থনাই তাহার মঙ্গলের হেতু। জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জনের নিকট করুণাপ্রার্থী হন না। অসজ্জন যে সকল করুণা প্রদর্শন করেন ঐগুলি প্রকৃত করুণা নহে, পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন তাণ্ডব নৃত্য। যে-কাল পর্য্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে প্রবৃত্ত না হয়, তৎকালাবধি নিষ্কপটতার সহিত ছলনার সমত্ব বোধ হয়।

চতুষ্টয়দোষযুক্ত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামীর সজ্জন-কৃপায় দিব্যজ্ঞান ও হরিসেবা-লাভ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গপিপাসাই দুঃখের আকর স্থান। দেহ ও মনকে অস্মিতার আধারদ্বয়জ্ঞানে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকল্পে কৃপণ-গণ, বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া স্ব স্ব ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় সম্বল করিয়া আপনাদিগকে অধার্ম্মিক অনর্থময় অসিদ্ধকাম ও বদ্ধজ্ঞানে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের ভিক্ষু হন। প্রয়োজন বিচারে পারঙ্গত হইলে অসজ্জন বুঝিতে পারেন যে, সজ্জনের করুণাই তাহার প্রয়োজন-বিচারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। বিষ্ণুর সেবাই দেহ ও মনের দুঃখ নিবৃত্তির মহৌষধ। উহাই সজ্জনের করুণা, দিব্যজ্ঞানদানই সজ্জনের করুণার প্রারম্ভ ও হরি-সেবনপ্রাপ্তিই তাহার করুণার পূর্ণ বিকাশ।

সজ্জন—মৈত্র (২৩)

সজ্জনের ত্রিবিধ অধিকার—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম

জগতের বন্ধুকে মিত্র ধর্ম্মপর বা মৈত্র বলে। সজ্জন প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত মিত্রতা বিশিষ্ট। সজ্জন ত্রিবিধ অধিকারে দৃষ্ট হন। যেখানে ভগবদ্ভক্তের সহিত ঔদাসীন্য অবস্থান করিয়া একমাত্র ভগবান্ পূজিত হন, তাহাই কনিষ্ঠা-ধিকার। যেখানে ভক্তের সহিত মিত্রতা বর্ত্তমান থাকে, সেস্থলে ভক্তকে

মধ্যমাধিকারী বলা হয়। মধ্যমাধিকারে বিদ্বেষী অভক্তকে বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, কিন্তু উন্নতাধিকারে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্ত বিবেক নাই, মধ্যমাধিকারে ভক্তাভক্ত বিচার আছে এবং উন্নতাধিকারে অভক্তকেও ভক্ত বলিয়া ধারণা হয়।

ত্রিবিধ অধিকারেই সজ্জন সমগ্র জগতের কল্যাণবিধাতা

সজ্জন কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্তের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের সহিত বিরোধ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারে অভক্তের সহিত বিরোধ না করিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন হইয়া মিত্রতাই করিয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারে মিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী ভক্তের মিত্রতার প্রতি সন্দেহ স্থাপন করেন কিন্তু বাস্তবিক মধ্যমাধিকারে অভক্তের প্রতি উপেক্ষাচরণ অভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবিশেষ। সুতরাং তাহাও প্রকৃত মিত্রতা। যেরূপ কোন অস্ত্রচিকিৎসক ব্রণ উদ্ঘাটিত করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনা করেন, সেরূপ ভক্ত অসদাচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাই করেন। জড়জ্ঞান-মত্ত স্মার্ত্তের বিহিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করিয়া ভক্তগণ সমাজের কল্যাণ বিধান করেন। সজ্জন সকল অধিকারেই সমগ্র জগতের একমাত্র কল্যাণবিধাতা তজ্জন্য সজ্জন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মৈত্র্য গুণ সম্ভবপর নহে।

সজ্জনের কৃপা ও উপেক্ষা একই তাৎপর্য্যপর; তিনিই জগদ্বন্ধু ও প্রকৃত মিত্র

শিক্ষক বালকের হিতের জন্য, সৎশিক্ষা প্রদানের জন্য যে তাড়না ভৎর্সনা করেন, তাহাতে বৈর-ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পরন্তু বৈরীভাব ছলনায় মিত্রতাই অন্তর্নিহিত থাকে। সজ্জনের হৃদয়ের ভাব সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই তিনি যে জগতের একমাত্র বন্ধু, এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু সজ্জনই জগতের একমাত্র সর্ব্বকাল বন্ধু। সজ্জনগণই জগদ্বন্ধু, আর তাৎকালিক মিত্রগণ নিত্যবন্ধু শব্দবাচ্য নহে। সজ্জনগণই জীবের প্রতি মিত্রতাবিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন। জীবের স্বরূপ লাভের জন্য যাহারা দেহ ও মনের বিরূপ বৃত্তি অপসারিত করেন, সেই সজ্জন গুরুগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন, উহাই মিত্রস্বভাবের চরমোৎকর্ষ।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

কৃষ্ণদাস্য

সৎসঙ্গে শ্রদ্ধাই মায়াজয়ের উপায়

বদ্ধ জীবসকল ত্রিগুণময়ী মায়াতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণদাস্য বিস্মরণ পূর্ব্বক অবিদ্যাময় সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতেছেন, ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণদাস্য যিনি স্বীকার করেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মায়াকে জয় করিতে ক্ষমবান হন। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের সৎসঙ্গে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আধ্যাত্মিক প্রভৃতি নানাবিধ কষ্ট জীব ভোগ করেন। শ্রীচরিতামৃতে—

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেমজন্মে তিহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীনাম সর্ব্বসাধনের সার এবং নাম ও নামী অভিন্ন

সাধুসঙ্গ লাভ হইলে জীব শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন, শ্রীনাম সর্ব্বসাধনের সার, সেই নামরস আস্বাদন করিবার জন্য আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিধান পীতাম্বর সদৃশ রাধাকান্তি আবরণে 'নামই উপায়, নামই উপেয়' এই শিক্ষা দিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল তাহা ব্যতীত আর কিছু করিবেন না।

অপরাধশূন্য নাম গ্রহণ হইতে প্রেমলাভ

নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রতিপালক, এই অনন্য ভাব আশ্রয় করিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বরূপ-ভ্রমরূপ অনর্থ দূর না হয়, সাধক ভজনের উপযোগী হইতে পারেন না। স্ব স্বরূপ বুঝিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় হয়। ক্রমে অভিধেয় রূপে ভজন করিতে করিতে প্রয়োজন প্রেমধন লাভ করিয়া প্রেমের মুখ্য অঙ্গ মধ্যে সমর্থ হন।

সদ্‌গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন

সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন এই তিন তত্ত্ব অবগত না হইলে প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি একান্ত কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার প্রয়াসী ভগবান্ তাঁহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করেন। গীতা—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ষড়রিপুর সদ্ব্যবহার

শুদ্ধ ভক্ত হইতে যাঁহাদের প্রয়াস, তাঁহারা মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে ভজন করিলে অল্পকালেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বের দুষ্টভাব কাম, ক্রোধ তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্ম কৃষ্ণসেবায়, ক্রোধ নামাপরাধীর উপর, লোভ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণলীলাগুণ আস্বাদনের জন্য, মোহ কৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যে, দম্ভ আমি যেরূপে পারি অখিল জগৎ একদিকে রাখিয়া সৎসঙ্গ লাভ করত কৃষ্ণভজন করিব—এইরূপ দৃঢ়তা হইয়া থাকে।

নামানন্দ সিন্ধুস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট খাতোদক

বস্তুতঃ কৃষ্ণভজন অপেক্ষা জীবের আর কিছুই সুখ নাই। কৃষ্ণনামানন্দ কত সুখকর তাহা নামাশ্রয়কারী সাধুজন বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন ব্রহ্মানন্দ তার তুলনায় খাতোদক সম। নিরপরাধে নাম লইলে সেই রসসিন্ধু আস্বাদন করিতে পারা যায়। নামরস সিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ অন্ধকূপ সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে নামভজন নামপরায়ণ সাধুসঙ্গ এই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

জগৎ-ব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুরমূরতী লীলা কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম মহৎ সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

প্রেমধন স্বপ্রকাশবস্তু, অপক্ক অবস্থায় উহা লাভে অধৈর্য্য ব্যভিচারিগণ—ইঁচড়েপাকা সহজিয়া

সর্ব্বসাধ্যসার শ্রীনাম নিরপরাধে করিলে প্রেমধন অবশ্যই লাভ হইবে। মহাপ্রভুর এবং তদ্‌ভক্ত মহাজনগণের বাক্য বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম। ভজনে একান্ত দৃঢ় হইয়া কিছুদিন ভজন না করিয়া প্রেমধন পাইবার আশায় অধৈর্য্য হইলে প্রেমলাভে নানা বিঘ্ন হইবার উপক্রম হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেরূপ করেন না। যে পর্য্যন্ত প্রেমধন স্বপ্রকাশ না হন, অভিধেয়রূপে ভজন সাধন করিয়া থাকেন। সাধনে পরিপক্কতা হইলে ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রেমধন লাভ হয়, এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পথিকের পাথেয়

ভকত কেশব বন্দো শ্রীগুরু-চরণ।
প্রকটিত এ ধরায় পতিত তারণ॥
তুমি যে গুণের সিন্ধু বাঞ্ছা-কল্প-তরু।
বুঝিতে না পারি' আমি সেবি মায়ামরু॥
অযোগ্যে দিয়েছ তুমি 'নাম'-চিন্তামণি।
তার মূল্য কভু আমি দিতে নাহি জানি॥
সদা মনে জাগে, তব পূজিব চরণ।
মায়ার সোহাগে তাহা ভুলি অনুক্ষণ॥
অগতির গতি তুমি নিরাশার আশা।
কি দিয়ে সুধাব আমি নাহি পাই ভাষা॥
জগতের গুরু তুমি হৃদয়ের ধন।
সদা চিন্তা রত থাক তারিতে অধম॥
আধি-ব্যাধি নাহি তব চিন্ময় শরীরে।
ত্রিতাপ বরণ কর লোকশিক্ষা তরে॥
কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ খুঁজি' মরি।
তোমার করুণা কণা কি করিয়া ধরি॥
লোক চক্ষে থাক যেন মায়িক ভুবনে।
কিন্তু তব অবস্থিতি নিত্য বৃন্দাবনে॥
ষড়-গোস্বামীর বাণী মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে।
সরস্বতী-ধারায় পশিল হৃদয়ে॥
সেই বাণী-বিগ্রহ আর তুমি ভিন্ন নহ।
সে-হেতু গোলোক-পতি সন্নিধানে রহ॥
তোমার গম্ভীর ভাব বুঝিতে না পারি।
তুমি সে জানালে প্রভু জানিবারে পারি॥

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে গিয়া।
মাধুর্য্য দানিলা লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিয়া॥
ভক্ত-সঙ্গে সে-ধাম যে করে পরিক্রমা।
লভিবে সুকৃতি নিত্যা ভকতি উত্তমা॥
সে সব গোস্বামী আর তুমিত অভিন্ন।
চলি তাই অনুসরি' তব পদ চিহ্ন॥
নবদ্বীপে দেবানন্দ মঠ সংস্থাপিলে।
গোরার ঔদার্য্য-লীলা অক্ষুণ্ণ রাখিলে॥
ধন্য তব প্রচার ধারা গৌড়ীয়গণের-রবি।
তব গুণ গাহিতে পারে এমন কে কবি?
কটু বাক্যের পীযূষ বর্ষণ করেছ যারে।
সেই ত সিদ্ধান্ত তব বুঝিবারে পারে॥
প্রাণে সেই ভাষা নাই তোমায় বর্ণিতে।
হৃদয়ে ভকতি নাই তোমায় তুষিতে॥
অকুলের কুল তুমি নিরাশার-আশা।
তোমার চরণ মম কেবল ভরসা॥
অধম বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে।
কেমনে লঙ্ঘিব আমি এ ভব-সাগরে॥
যত দুঃখ কষ্ট দাও পরীক্ষার তরে।
সহিতে সে শক্তি দাও অধম পামরে॥
রিপু রাজা ছুটে সদা উদ্দাম গতিতে।
কিরূপে ফিরাব তারে না পারি বুঝিতে॥
অস্থি-চর্ম্মময় দেহে সদা আত্মবুদ্ধি।
পবিত্র তোমার স্পর্শে নাহি হৈল শুদ্ধি॥
চাহিনা সে সুখ যাতে তোমা ভুলে যাই।
সেই দুঃখ দাও যাতে তব গুণ গাই॥
এমন আলো চাই না প্রভু, যে আলোতে অন্ধ হই।

সেই তিমির দাও হে প্রভু, যাতে তোমায় ডাক্‌তে পাই ॥
কোথা যাই কিবা করি ভাবি দিবানিশি।
অন্তরে দেখাও ভক্তি প্রজ্ঞানের শশী ॥
তুমি নিত্যানন্দ প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
আমার নিত্য কৃত্য যাহা সব জান তুমি ॥
এ অধমে কৃষ্ণ দিতে দুঃখ পাও বটে।
নরকে ঠেলিয়া দিলে কিবা তাতে ঘটে ॥
দীক্ষাকালে শিষ্য হয় বিক্রীত চরণে।
আমিত বিক্রীত নহি সাতন্ত্র্যের গুণে ॥
চক্ষু দাও এই অন্ধে তোমায় চিনিতে।
তুমি না জানালে, তোমা না পারি বুঝিতে ॥
পথিকের পাথেয় তুমি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন।
কি দিয়ে পূজিব তোমা ভাবি অনুক্ষণ ॥
এই মাত্র ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার।
সদা ভক্তি থাকে যেন হৃদয়ে আমার ॥

ভবদীয় দাসানুদাস
—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

গীতার বাণী

(১৫)

নবম অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভক্তি ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ের মধ্যে অনন্যচেতা ভগবৎ-স্মরণকারী ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ, একথা বর্ণন করিয়া সম্প্রতি নবম অধ্যায়ে নিজভক্তি-উদ্দীপ্তিকর পারমৈশ্বর্য্য এবং ভগবদ্ভক্তের মহোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। **এই অধ্যায়ের কথাগুলি গুহ্যতম কথা।** কেবল ভক্তিলক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমন্বিত কথাসকল পরম গোপনীয় কথা। ভগবন্মূর্ত্তি অস্বীকারকারী নিরাকারবাদী ব্যক্তিগণ অসূয়াযুক্ত; এজন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ নির্ম্মৎসর বলিয়া তাঁহারাই এই গুহ্যতম তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের অধিকারী। ইহা লাভ করিলে সংসারবন্ধনাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই বিদ্যা যাবতীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এবং গোপ্য বিষয়সকলের মধ্যেও অতি রহস্যযুক্ত। এই জ্ঞান বহুজন্মার্জ্জিত পাপাদি সমূলে নষ্ট করিয়া মানবকে পবিত্র করিয়া দেয়। পাপের কারণ রূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। আর এই জ্ঞানের বাক্যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি জন্মমরণরূপ অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ করিতে থাকে।

জ্ঞানের স্তুতি করিয়া এক্ষণে সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—

৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। এক্ষণে বলিতেছেন যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু কার্য্যভূত ঘটাদিতে কারণভূত মৃত্তিকার অবস্থানের ন্যায় তিনি কখনও ভূতসমূহে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা জগৎ ধৃত ও নিয়মিত রহিয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে যেমন আধার-আধেয় সম্বন্ধে বস্তু সকল ধৃত হয় তদ্রূপ নহে; তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত ক্রিয়া হইয়া থাকে। অসঙ্গ অদ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্ কখনই ভূতসমূহকে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ধারণ করেন না এতৎ প্রসঙ্গে এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বাক্য আলোচনা করিলে বিষয়টী ভালরূপে বুঝা যাইবে—ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মের ভয়ে বা শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,

সূর্য্য উদিত হইতেছে এবং অগ্নি, চন্দ্র ও পঞ্চম বস্তু মৃত্যুও ধাবিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে জগতের পালনাদি কার্য্যের জন্য শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বিভিন্ন আধিকারিক দেবতাগণকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং তাঁহার নিয়মন প্রভাবে সকলে যথাযোগ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আকাশে অবস্থিত বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনিও নির্লিপ্ত-ভাবে সর্ব্বগত। আকাশে বায়ুর অবস্থানের ন্যায় সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত। তাঁহারই সঙ্কল্পপ্রভাবে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবসান সময়ে স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীসকল প্রকৃতিতে গমন করে। আবার সৃষ্টির আদিতে ভূতসমূহকে তিনি পুনরায় সৃষ্টি করেন। তিনি নিজে অসঙ্গ ও নির্বিকার হইয়াও নিজ প্রকৃতিদ্বারে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন বলিয়া সেই সকল কর্ম্মের বন্ধন তাঁহার নাই; তিনি উদাসীনবৎ থাকিয়া অনাসক্তভাবে তত্তৎকার্য্য করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীমদ্ বেদান্ত সূত্রকার "বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) সূত্রে তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়ত্ব দোষের অভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতাক্রমে প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করেন। তিনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলে প্রকৃতি সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই। রাজা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই নিজ অমাত্যাদিদ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার পারিষদবর্গ তাহাতে অক্ষম। তদ্রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ও ইঙ্গিতেই প্রকৃতি কার্য্যকারিণী হইয়া থাকেন।

তাঁহার ভূতমহেশ্বর পরম ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'মানুষ' বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে সত্ত্বগুণযুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করেন। তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে নরাধম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব বোধ না থাকিলে স্মৃতিতে তাহার নিন্দা শুনা যায়—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্‌বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।

অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি ভৌতিক (পাঞ্চভৌতিক) মনে করে তাহাকে শ্রুতিস্মৃতিবিধানক্রমে সমস্তকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। তাহার মুখদর্শন করিলে সবস্ত্রে স্নান করা কর্ত্তব্য। তাদৃশ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়। যাগযজ্ঞ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম,

শাস্ত্রচর্চ্চা ও সদুপদেশ সকলই ব্যর্থ হয়। তাহারা কোনবস্তু প্রাপ্তির আশায় কোন কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, তাহারা শুভকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও বিফল হয়; তাহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলন করিলেও জ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবে অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং তাহাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ হয়। তাহারা আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলিয়াই পরমেশ্বরত্ব বোধ তাহাদের নাই। কিন্তু মহাত্মাগণ ভগবানে ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার দৈবীপ্রকৃতির আশ্রয়ে ভগবৎসেবা-পরায়ণ। তাঁহারা ভগবানের সেবায় দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন—দেশকালাদির নিয়মের অপেক্ষা না করিয়া নিরন্তর ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করেন—তাঁহারা শ্রীবিগ্রহসমীপে দণ্ডবৎ-পতিত হইয়া প্রণাম করেন—পরস্পর মিলিত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব-আলোচনায় যত্ন করেন এবং একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত সকলে অস্খলিতসঙ্কল্প সহকারে উপবাসাদিদ্বারা পালন করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্যসংযোগে সর্ব্বদা প্রযত্নশীল।

পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ ব্যতীত জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা বহুপ্রকার ভগবদুপাসক দৃষ্ট হয়। তাহারা অহংগ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসক নামে কথিত। আমি 'গোপাল দাস' না হইয়া আমিই 'গোপাল' অভিমান—অহং-গ্রহোপাসনার অন্তর্গত; তিনিই সূর্য্য বা তিনিই গণেশ—ইত্যাদি ধারণায় তাঁহার বিভূতিসকলের ভেদবিচারে উপাসনা প্রতীকোপাসনা, আর তিনিই সব ইত্যাদি ধারণায় তাঁহার বিভূতিসকলের উপাসনা বিশ্বরূপ উপাসনা। ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে তাদৃশ উপাসনাও মন্দরূপে পরিগণিত।

তাঁহার বিশ্বরূপ উপাসনা কিরূপ, তাহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—তিনিই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞ, তিনিই শ্রাদ্ধীয় অন্ন, তিনিই ঔষধ, তিনিই মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি এবং হোম। তিনিই বিশ্বের জনক, জননী, বিধাতা, পিতামহ; তিনিই জ্ঞাতব্য বস্তু, তিনিই পবিত্র ওঁকার, তিনিই বেদ। তিনিই জগতের গতি, পোষক, স্বামী, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, প্রলয়স্থান, কারণস্বরূপ ও অবিনাশী। তিনিই সূর্য্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্ররূপে বারি বর্ষণ করেন, তিনিই জীবন ও মৃত্যু, তিনিই স্থূল ও সূক্ষ্ম বা কার্য্যও কারণ।

ত্রিবেদসম্মত কর্ম্মপরায়ণগণ যজ্ঞদ্বারা তাঁহারই উপাসনা করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক দিব্যভোগ সকল উপভোগ করিয়া ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্য-ধামে আগমন করে এবং কর্ম্মমার্গের অনুসরণে বারবার যাতায়াত করে। কিন্তু যাঁহারা

অন্য দেব বা অন্যবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানেরই চিন্তাপরায়ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্যও কোন চিন্তার প্রয়োজন থাকে না ভগবান্ স্বয়ং তাদৃশ ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ভগবানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রাদিদেবতার ভক্ত, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবদিতর কোন এক দেবতার উপাসনা করেন তাঁহাদের উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হয়। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যজ্ঞাদির ভোক্তা ও ফলদাতা; অন্যদেবযাজকগণ এই তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় স্থানচ্যুত হইয়া পুনরাবর্ত্তন লাভ করেন। **ইন্দ্রাদিদেবতাকে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনাকারী তত্তৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। পিতৃগণের উপাসকগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূতপূজকগণ পুনরায় ভূত অর্থাৎ পার্থিব বস্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং সাক্ষাৎ ভগবদুপাসকগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।** ভক্তগণ ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা জলাদি যাহাই অর্পণ করুন, ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরহিততনু শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তের শ্রদ্ধায় অর্পিত দ্রব্যসকল ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব, যাহা করা যায়, ভোজন করা যায়, হোম করা হয় বা যাহা দান করা হয় সে-সমস্তই ভগবানকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে শুভাশুভ কর্ম্মফলহেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং ভগবানে কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বভূতে সম, তাঁহার দ্বেষের বা প্রীতির বিষয় না থাকিলেও ভক্তিপূর্ব্বক ভজনকারীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব আছে। শুকদেব গোস্বামীও কীর্ত্তন করিয়াছেন—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্"। আবার তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে ভগবানের স্বভাব কল্পতরুর ন্যায়। কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা পূরণ করে, নচেৎ করে না। ভগবানও তদ্রূপ। কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্ত এখানে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হয় না, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কল্পবৃক্ষের নিকট গমন করে। কল্পবৃক্ষ নিজ আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিয়া আশ্রিতের শত্রুগণকে সংহার করে না কিন্তু ভগবান্ আশ্রিতগণের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত হইয়া ভক্তবৈরীকে স্বহস্তে নিধন করেন। ইহাই ভক্তবাৎসল্যজনিত পক্ষপাতিত্ব, ইহাই দূষণস্বরূপ না হইয়া ভগবানের ভূষণস্বরূপ।

শুদ্ধভক্তের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া জুগুপ্সিতকর্ম্মা ভক্তের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদি কোন নিন্দিতকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য দেবতার ভজন না

করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিদ্বারা ভগবানেরই ভজন করেন তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মানিতে হইবে। নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশ মলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয় তাহা হইলে পরম শোভার সহিত বিরাজিত থাকেন; কারণ শশলাঞ্ছন হেতু চন্দ্র কখনই তিমির-পরাভবতা প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ শশককে অঙ্কে ধারণ করেন বলিয়া অন্ধকার নাশের অযোগ্যতা আসে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—স্বভক্তের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি আছে। সে ব্যক্তি দুরাচার হইলেও তাহার প্রতি আমার সে আসক্তি অপগত হয় না এবং আমি তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকি। যদি সে ব্যক্তি হঠাৎ পরদারাসক্ত, পরহিংসাপরায়ণ, পরদ্রব্যাপহরণতৎপর হইয়া ঘোর দুষ্কৃতিশালী হয়, অথচ মদ্ব্যতীত অন্যদেবতার ভজন না করে, মৎকামনা ব্যতীত রাজ্যসুখাদি কামনা না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু। এস্থলে 'মন্তব্য' বাক্যদ্বারা বিধিসূচিত হইতেছে। এতাদৃশ দৈবাদ্ দুরাচারগ্রস্থ ব্যক্তিকেও সাধুজ্ঞান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি বলা যায় তোমার ভজন করে এইজন্য সে ব্যক্তি অংশতঃ সাধু, কিন্তু পরদারপরায়ণতা প্রভৃতি কারণে অংশতঃ অসাধু। তদুত্তরে বলিতেছেন যে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাধু জ্ঞান করিতে হইবে। তাহার অসাধুত্ব কখনই দ্রষ্টব্য নহে। কেন না সে লোকশোভন অধ্যবসায় কৃতবান্। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাদৃশ অধর্ম্মাচারী ব্যক্তির সেবা ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর? কামক্রোধাদির দ্বারা বিমলিনচিত্ত ব্যক্তির নিবেদিত অন্নপানাদি তুমি কিরূপে ভোজন কর? উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে **সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়** এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার প্রয়োগ না করিয়া বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ হইয়াছে; এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে **অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমার ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া অনুতাপ প্রভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বারংবার অপনাকে মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক ও নিরতিশয় অধম জ্ঞান করিয়া সে পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। অথবা কিয়ৎকাল পরেই সে ধর্ম্মাত্মত্ব লাভ করিবে।** তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে তাহাতে বর্ত্তমান আছে, এই বিবেচনায় বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে।

যেমন মহৌষধ সেবন করিলে জ্বরদাহ বা বিষদাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না, অথচ দাহ খর্ব্বীকৃত হইতেছে দেখিয়া কেহ আর তাহা ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ পাপ-রূপ বিষাক্ত হৃদয়ে ভক্তি-মহৌষধি প্রবেশ করিলে সে পাপকে আর কেহ গণনায় আনিতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাহা শীঘ্র দূরীভূত হইবে। তখন সেই ভক্তের দুরাচারত্ব এবং কামক্রোধাদির প্রবলতাহেতু দুর্ব্যবহার সকল ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। অতএব তাদৃশ ভক্ত দুরাচার হইলেও সর্ব্বদাই কামক্রোধাদির উপশমরূপ শান্তি নিরতিশয় ভাবে লাভ করেন। কোন কোন গৃহস্থ ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্ত নিজ দুর্বৃত্ততা বহু চেষ্টা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহার কি দশা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। তাহার প্রাণনাশ হইলেও অধঃপাত কখনও ঘটে না। অতএব তুমি ঢক্কা-পটহাদি বাদন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নিশঃঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, বাসুদেবের ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না, কারণ তাহার দুরাচার নষ্ট হইয়া যাইবেই।

এস্থলে নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পাষাণ-রেখাবৎ জানিতে হইবে। যাহারা পাপযোনি-সম্ভূত অর্থাৎ অন্ত্যজ, তাহারা সহজেই দুরাচার হইলেও তাহারাও ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ও দীক্ষিত হইলে ভক্তি প্রভাবে দুর্জ্জাতিত্ব দূরীভূত হইয়া যোগীদুর্লভ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ বা রাজর্ষি ভক্তগণের যে ভক্তি প্রভাবে উত্তম গতি লাভ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর বক্তব্য নাই। অতএব অনিত্য ও দুঃখজনক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুরাচার পরিত্যাগ করত শ্রীভগবানের ভজন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী (৪)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

সমস্ত মহাজনগণই সম্ভ্রমের সহিত সর্ব্ববেদান্তসার এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিয়াছেন। মুনি-ঋষিবৃন্দও পরম-মঙ্গলদায়ক এই শ্রীমদ্ভাগবত আদরের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকপ্রমুখ ষষ্ঠি সহস্র ঋষি শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুর নিকট এই ভাগবতী সংহিতা (ভাঃ ১।৭।৮) শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গঙ্গাতটেও যখন মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব প্রায়োপবেশনকারী শ্রীপরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য এবং অন্যান্য মহর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দ সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সপ্তাহকাল একান্তমনে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেবের গুরু শ্রীব্যাসদেব ও পরমগুরু শ্রীনারদও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের লোভে তথায় উপস্থিত ছিলেন। এতাদৃশরূপে নিখিল মহর্ষিবৃন্দের সভায় এই শ্রীমদ্ভাগবত অকৈতব পরম ধর্ম্মের প্রতিপাদক অদ্বিতীয় গ্রন্থরাজরূপে সংপূজিত হইয়া আসিতেছেন; অধিক আর কি, যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন সপার্ষদ শ্রীহরিও তথায় শুভাগমন করিয়া থাকেন। যথা, স্কন্দপুরাণে—

যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥

প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবাদ্বারা জীবের যাবতীয় অভদ্র নষ্ট-প্রায় হইলে ভগবৎপাদপদ্মে নৈষ্ঠিকীভক্তি—ঐকান্তিকী একাগ্রতাময়ী বা নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। তখন শোক, মোহ ও ভয় দূর হইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ প্রেমভক্তির উদয়ে নিত্যানন্দস্বরূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করতলগত হয়। যথা—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ (ভাঃ ১।২।১৮)
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৭)

অতএব যাহারা বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এই ভগবৎ-কথাময় শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, ইহাদ্বারা

সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলও নষ্ট হইবে। যথা—

যস্ত্বত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।১৫)

যাহাদের শ্রীহরিকথাপরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি নাই তাহারা যে কোনও ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও তাহাদের নিত্যানন্দরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া উক্ত সবধর্ম্মই কেবল বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। যথা—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস নিখিল জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলবিধানের জন্য ভগবল্লীলাকথাময় কৃষ্ণতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা একমাত্র সদ্‌গুরুর আনুগত্যে শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করিতে করিতে জীবকুল ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মায়ার বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু অনুশীলনের অভাব হইতেই আজ জগতে এই ভীষণ অশান্তি দেখা যাইতেছে। বিমুখমোহিনী দৈবী মায়া জীবের সম্মুখে নানাবিধ সন্দেহ, সংশয় ও মতবাদ উপস্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে ভবসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিবার সৌভাগ্য হইলে জীবের যাবতীয় সন্দেহ সুমীমাংসিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথার বহুল প্রচার হইলে জগজ্জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হইবে। এজন্য অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচার্য্য-বিষয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের জন্যই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সর্ব্ববেদ ইতিহাস পুরাণাদির বিশুদ্ধ তাৎপর্য্যে ভূষিত হইয়া একমাত্র সিদ্ধান্ত-রত্নাকর-রূপে শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ সুহিতাবতার শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব।

পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন**—"শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক। তাহা নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের পরম প্রিয়বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মধর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই জানাইয়াছেন—**ভুক্তি-কামনা অপেক্ষা মুক্তি-কামনা সমধিক কৈতবময়ী**। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ পদবী কেহই একচুলও টলাইতে পারিবে না। **আমি সমগ্র জগতের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই পরম সত্যের**

মহিমা স্থাপন করিবার স্পর্দ্ধা রাখি। অন্যান্য পুরাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিশ্রসত্ত্বের কথা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ; তাহা গুণাতীত। কেননা, তাহাতে সত্ত্বনিধি নির্গুণ-বিষ্ণুর কথা এবং বিষ্ণুর পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা বর্ণিত আছে বলিয়া তাহা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ স্বয়ং ভগবদবতার।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোক-চরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং সন্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্॥
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥ (ভাঃ ১।৩।৪০-৪২)

শব্দব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত অপার সংসারসাগর উত্তরণের সেতুস্বরূপ। ইহা ভক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেরই হৃৎকর্ণরসায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অসমোর্দ্ধবস্তু শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ অসমোর্দ্ধ শাস্ত্র। এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা হয়, তাহার শীঘ্রই মুকুন্দপাদপদ্মে মতি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রয়েই জীব ভাগবত—মহাভাগবত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ। আর গৌণ আনুষঙ্গিক ফল—সংসারমুক্তি ও যাবতীয় ঐহিক, পারলৌকিক সুখ। শ্রীমদ্ভাগবত সেবাদ্বারা যে আশাতীত ফল লাভ হয়, তদ্রূপ অপূর্ব্ব ফল অন্যত্র সম্ভব নয়। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ (ভাঃ ১।১।২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—এই পরম সুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধিলক্ষণরূপ কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'প্র'শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। সেই পরম ধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধন-লক্ষণময়। পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম মাৎসর্য্য। তাদৃশ মাৎসর্য্যরহিত সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ এই ধর্ম্মের অধিকারী, এজন্য ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। এই-রূপে কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইল। আবার

ইহার জ্ঞাতব্য বিষয় বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। তাহা বৈশেষিক দার্শনিকগণের ন্যায় দ্রব্যগুণাদি-রূপ নহে। অথবা, 'বাস্তব' শব্দে—বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ; এই সমস্ত বস্তুই তাহা হইতে পৃথক্ নহে। জ্ঞাতব্য অর্থাৎ বিনা যত্নেই জানিতে পারা যায়। শুধু তাহা নহে, সেই বস্তু পরম সুখপ্রদ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশকারী। এই কথায় জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রণেতার প্রাধান্য জন্যও ইহার শ্রেষ্ঠতা। মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে ইহা সংক্ষেপে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত সাধনসমূহের দ্বারা কি হৃদয়ে ঈশ্বরকে সদ্য ধারণা করা যায়? তৎসমুদয় দ্বারা বহু বিলম্বে ঈশ্বরের কিঞ্চিন্মাত্র ধারণা হয়। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে ঈশ্বরকে অবরুদ্ধ করেন। এই কথার দ্বারা দেবতাকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে।

এখন প্রশ্ন,—তাহা হইলে সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন না কেন? তদুত্তর এই যে, ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহু পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য 'কৃতি' শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং এই ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই কাণ্ডত্রয়ের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হওয়ায় এই ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সকলেরই নিত্যকাল এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুক-মুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভাঃ ১।১।৩)

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলেন,—কেবল সর্ব্ব শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের ফলস্বরূপেও বিদ্যমান। অতএব সকলেরই পরম আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করা কর্ত্তব্য। সকল পুরুষার্থের উপায়-স্বরূপ বলিয়া বেদই কল্পবৃক্ষ। তাহার ফল এই ভাগবত। তাহা বৈকুণ্ঠে ছিল। নারদ তাহা আনিয়া শ্রীব্যাসকে প্রদান করেন, শ্রীব্যাস আবার তাহা শ্রীশুকের মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশুক-মুখ হইতে আবার তাহা অখণ্ডরূপেই শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব পরম্পরায় পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঊর্দ্ধলোক হইতে আগমনহেতু

কোনপ্রকার বিদীর্ণ হন নাই। ইহা অমৃতরস সংযুক্ত। জগতে শুকপক্ষীস্পৃষ্ট ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু হয় ইহা প্রসিদ্ধ। এস্থলে শুক অর্থে শুকঋষি। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এই শ্রুতি-বাক্যে অমৃতরূপ পরমানন্দই রস বলিয়া জানা যায়। অতএব হে রসজ্ঞগণ হে রস-বিশেষ—ভাবনাচতুরগণ, অতি দুর্ল্লভ বস্তু লাভ হইয়াছে। আপনারা এই ভাগবত নামক ফল মুহুর্মুহুঃ পান করুন। যদি বলেন, খোসা, আঁটি প্রভৃতি বাদ দিয়া ফল হইতেই পান করা যায়, ফলকে কিরূপে পান করা যায়? তদুত্তর এই যে, ভাগবত ফলটি রস-স্বরূপ। এইজন্য খোসা, আঁটি প্রভৃতি হেয় অংশ না থাকায় সমস্ত ফলটিই পান করুন। এস্থলে 'ফল' এই কথায় পান-কার্য্যের অসম্ভব, তাহাতে হেয় অংশ সমূহের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে, তাহা নিষেধ করিবার জন্য 'রস' শব্দ কথিত হইয়াছে। আবার 'রস' শব্দ বলাতেও গলিত রস পান করিবার যোগ্য নহে বলিয়া 'ফল' শব্দও কথিত হইয়াছে। মুক্তির পরেও ভাগবতামৃত পান পরিত্যাজ্য নহে। স্বর্গাদি সুখের ন্যায় মুক্তপুরুষগণ ইহাকে উপেক্ষা করেন না, পরন্তু অনন্তকাল ব্যাপিয়া সেবাই করিয়া থাকেন। এইজন্যই "বিষয়-গ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন"—কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থচক্রবর্ত্তিত্ব, অপূর্ব্ব রসময়ত্ব ও অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিয়া আমরা আজ পদ্মপুরাণের উক্তি অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি।—

স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্ত্যয়ং রসঃ।
অতঃ পিবন্তু সদ্ভাগ্যা মা মা মুঞ্চত কর্হিচিৎ॥ (পদ্মপুরাণ)

স্বর্গে, সত্যলোকে, কৈলাসে, এমন কি বৈকুণ্ঠেও এই শ্রীমদ্ভাগবতরস দুর্ল্লভ। অতএব হে ভাগ্যবান্ জনগণ! আপনারা এই সুদুর্ল্লভ রস পান করুন, কখন ত্যাগ করিবেন না, কখন ত্যাগ করিবেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পৌরাণিক উপাখ্যান

শ্রীনৃসিংহদেব ও প্রহ্লাদ (৫)

ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ একদিন শ্রীনৃসিংহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো! আপনার প্রতি কি করিয়া আমার অচলা ভক্তি হইল? তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন—হে প্রহ্লাদ! পূর্ব্বজন্মে তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।

তোমার নাম ছিল বসুদেব। তোমার পিতার নাম বসুশর্ম্মা ও মাতার নাম [illegible] সুশীলা। ইঁহারা অবন্তীনগরে বাস করিতেন। বসুশর্ম্মা বেদজ্ঞ ও সদাচারপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বেদাদি শাস্ত্রালোচনা ও হোমানুষ্ঠান করিতেন। তিনি অগ্নিষ্টোমাদি বহু যজ্ঞও করিয়াছিলেন। বসুশর্ম্মা যেমন মহাধার্ম্মিক ও নিষ্পাপ ছিলেন তৎপত্নী সুশীলাদেবীও নিরন্তর সদাচারের অনুষ্ঠান ও পতিভক্তিদ্বারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই বসুশর্ম্মার ঔরসে সুশীলার গর্ভে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চারিজন পুত্র বিদ্বান্ সদাচার পরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ তুমি লেখাপড়া না শিখিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। তুমি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সতত বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতে। একদিন সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ হয়। তজ্জন্য তুমি সেই দিন মনের দুঃখে আহার কর নাই। ভাগ্যচক্রে সেইদিন মদ্‌ব্রত (শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত) থাকায় তোমার উপবাসহেতু সেই ব্রত পালিত হয় এবং সেই দিন মনের উদ্বেগে তোমার রাত্রি জাগরণও হইয়াছিল। সেই বেশ্যাও তোমার সহিত কলহনিবন্ধন সেইদিন না খাইয়া রাত্রি জাগরণ করায় তাহারও দেহ পবিত্র হইল। এই প্রকারে তুমি অজ্ঞানে বহুপুণ্যপ্রদ মদ্‌ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। এই ব্রত করিবার জন্যই আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইয়াছে ও তুমি আমার প্রিয় হইয়াছ। এই ব্রত পালন করিয়াই দেবতাগণ অধুনা স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও আমার এই ব্রত পালন করিয়া ব্রতের প্রসাদে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন। শিবও ত্রিপুরাসুরকে বিনাশার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সেই অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু দেবতা, প্রাচীন ঋষিগণ ও ভাগ্যবান্ নৃপতিগণও এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং ঐ বেশ্যাও এই ব্রতের কৃপায় ত্রিভুবন সুখচারিণী ও মদীয় প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। অন্যান্য নারীগণও এই ভুবন বিখ্যাত ব্রত করিয়া তৎফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে। সেই বেশ্যা স্বর্গে অপ্সরা রূপে বহুবিধ ভোগ লাভ করিয়া পরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে প্রহ্লাদ! মদীয় এই ব্রত পালন করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না। এই ব্রতের প্রসাদে পুত্রহীনের ভক্তপুত্র লাভ হয়। দরিদ্র ধন লাভ করে, তেজস্কামী তেজঃ, রাজ্যেচ্ছু রাজ্য এবং আয়ুষ্কামী দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত নারীগণের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক, পুত্রপ্রদ, ধনধান্যপ্রদ, স্বামিহিতকর ও

সৌভাগ্যপ্রদ। এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে বৈধব্য যন্ত্রণা ও পুত্র-শোক পাইতে হয় না। এই ব্রত পালন দ্বারা কি নর কি নারী সকলেই প্রচুর বিষয়-সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও স্বর্গসুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব। ইহার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করার ক্ষমতা আমার বা শিবের নাই। বিধাতা আজীবন এই ব্রতমাহাত্ম্য চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে মহাপাপী দুরাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র হইতে পারে। যাহারা ভবভয়ে ভীত তাহাদের প্রত্যেকেরই মৎপ্রীত্যর্থ প্রতিবৎসর এই গোপনীয় ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই ব্রতের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হওয়ায় নরকে যাইতে হয়। হে প্রহ্লাদ! আমার কথা মিথ্যা মনে করিও না। কেবলমাত্র এই চতুর্দ্দশী ব্রত করিয়া ভাগ্যবান্ মানবগণ সহস্র একাদশী-ব্রত করার ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সকলেরই এই সর্ব্বপাপহর মদ্‌ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ভক্তিসহকারে এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এই গোপনীয় ব্রতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারীর যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ হয় এবং ব্রত-ফল লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কৃপণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎপরদিবস ভগবৎসেবা ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রহ্লাদ এই শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখ হইতে নিজের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত ও শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রতের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন।

(এই উপাখ্যানটী বৃহদ্-নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে।)

পক্ষীর দৃঢ়তা (৬)

সকল কার্য্যেই দৃঢ়তার প্রয়োজন। দৃঢ়তা না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য ভক্তীচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই দৃঢ়তা বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা থাকে সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য অবশ্যই থাকিবে। দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কাহারও উৎসাহ বা ধৈর্য্য স্থায়ী হয় না। আমি নিশ্চয়ই লাভবান হইব—এই দৃঢ়তা না থাকিলে কেহই ব্যবসায় উন্নতি করিতে পারে না। ভগবান্ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, আমি অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি ভগবানের কৃপা অবশ্যই হইবে—এইরূপ দৃঢ়তা যাহার আছে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবেন। যাহার দৃঢ়তা নাই তাহার ভক্তিতে তীব্রতা থাকিতে পারে না। এজন্য তাহার সিদ্ধিতে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। ঐকান্তিক বা অনন্য

ভক্তই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারেন। একনিষ্ঠ না হইলে দৃঢ়তা আসে না। যাহার হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে অন্তর্য্যামী শ্রীহরি তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গীতার ২।৪১ শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা একনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—"মম শ্রীগুরুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধনসাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তু-মশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যন্ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখধ্বাস্তু, সংসারোনশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ।"

আমার গুরুরূপদিষ্ট ভগবন্নাম ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই আমার একমাত্র সাধন, আমার একমাত্র সাধ্য, আমার একমাত্র জীবন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। এই গুর্ব্বাদেশই আমার কাম্য ইহাই আমার কার্য্য। এতদ্ব্যতীত আর আমার কোন কার্য্য বা অভিলাষ নাই। শ্রীগুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে গিয়া আমার সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, সংসার নষ্ট হউক বা না হউক—তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার কৃপোপদেশই জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায় আমার একমাত্র লক্ষ্য—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভক্তমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এরূপ দৃঢ়তা যাঁহার আছে সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইবেই। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অন্যত্রও ব্যবসায় বুদ্ধির অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সংক্ষেপে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—"যদ্ভবেৎ তদ্ভবতু ময়া তু যন্নিশ্চিতং তন্নিশ্চিতমেব॥" (ভাঃ ২।২।৩) নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও এইরূপ দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। যথা—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতার ৬।২৫ শ্লোকের টীকায় একটী পক্ষীর দৃঢ়তার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার। স চ সমুদ্রং শোষয়াম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণ একৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ বহুভিঃ পক্ষিভির্ব্বহুভির্যুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপ্যস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা শোষয়া-ম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকুল্যাৎ কৃপালুর্নারদো

গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস সমুদ্রস্বদীয় জ্ঞাতিদ্রোহেন ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন। ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদৌ। এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্ত্তমান-মুৎসাহবন্তমধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেব অনুগৃহ্লাতীতি নিশ্চেতব্যম্।"

কোন সময় এক পক্ষী সমুদ্রতীরে অণ্ড প্রসব করে। সমুদ্র-তরঙ্গদ্বারা সেই অণ্ডগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পক্ষী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমুদ্রকে শোষণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পক্ষী চঞ্চুরদ্বারা সমুদ্র হইতে পুনঃ পুনঃ জল বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধব বহু পক্ষী আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করিলেও সে কাহারও কথা না শুনিয়া অদম্য উৎসাহে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। দৈবক্রমে শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষীর ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, হে পক্ষী! তুমি এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইলে কেন? পক্ষীর পক্ষে সমুদ্র শোষণ করা কি সম্ভব? সুতরাং তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও। নারদের কথা শুনিয়াও পক্ষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে যে—আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রকে শোষণ করিব। এই জন্মে না পারিলেও জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সমুদ্রকে শোষণ করিব। এই বলিয়া সে উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিল। পক্ষীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া অন্তর্যামী ভগবান্ ও ভক্ত নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পক্ষীরাজ গরুড়কে তথায় প্রেরণ করিলেন। একটী অসহায় পক্ষীর প্রতি সমুদ্রের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া ভক্ত গরুড় নিজ পক্ষদ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র তাহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পক্ষীকে অণ্ড-গুলি প্রত্যর্পণ করিল। ভক্তিতে এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে সেইরূপ উৎসাহী সাধক ভক্তকে ভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুও স্বকৃত উপদেশামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

ভক্তি-সাধনে উৎসাহ, দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান, জড়াসক্তি ও অসৎসঙ্গত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার-অবলম্বন—এই ছয়টীর দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

কল্পনা ও বাস্তব

(কথিকা)

শূলপাণি রায়　　জমিদারীর আয়
বছরে হাজার ষোল,
বাবুজী চটিলে　　কেঁপে উঠে 'পিলে'
প্রতাপী নাই তার তুল।
তা'রই প্রজা এক　　লইয়াছে ভেক
নাম তার কৃষ্ণদাস,
করিলা আশ্রম　　করি' বহুশ্রম
জমিদার বাটীর পাশ।
শিষ্য কয়জন　　সেবা শুশ্রূষণ
ব্যয়ভার বহে নিতি,
নীরবে পালেন　　গুরু যা' বলেন
আশ্রমের যাহা রীতি।
বাবুর পুকুরে　　সদা স্নান করে
কৃষ্ণদাস মহামতি,
একদা নাহিতে　　এল আচম্বিতে
জমিদার বধূ সতী।
সারিয়া সিনান　　বস্ত্র পরিধান
করিতে লাগিলা নারী,
সহসা পবন　　করিল স্খলন
বক্ষ হইতে শাড়ী।
পুকুরের বুকে　　স্তিমিত চোকে
বাবাজী করয়ে ধ্যান,
কি জানি দেখিয়া　　উঠিতে, হাসিয়া
নারী ভাবে অপমান।

শুনি শূলপাণি এ বারতা খানি
চটিয়া হইল লাল,
"কোথা সে বাবাজী 'বদমাস পাজি'
তুলিব পিঠের খাল।"
হুকুম পাইয়া পেয়াদা বাঁধিয়া
আনিল কৃষ্ণদাসে,
যত খোসামুদে প্রজা পারিষদে
বিদ্রূপ করিয়া হাসে।
উপায় না হেরি' শিষ্য তাহারি
কহে "ক্ষম গুরুজীকে,"
ক্রোধে বাবু কহে "কে ওখানে ওহে
মার পাঁচ জুতো পাজিকে।"
কৃষ্ণদাসে মারে নাহি কেহ ধরে
দূরে রহে অজুহাতে,
তিরস্কার সহে বাবাজী নির্ভয়ে
সম সুখে বেদনাতে।
নিন্দা বা যশ বাবাজীর বশ
বুঝিলা বাবুজী মনে,
বিনয়ে কহিলা "কেন বা হাসিলা
কিবা দেখে কিবা শুনে?"
হেরি' অনুনয় কৃষ্ণদাস কয়
"বিশ্বাসের নহে কথা,
আমি যবে নাই ঘাটে দেখি নাই
নায় কোন নারী সেথা।
নাহিবার বেলা অন্তরে জাগিলা
রাধাকুণ্ডে জলকেলি,
সু-রসিক কালা ত্যজি' জল-খেলা
পলা'ল সবারে ফেলি।

সেই কুণ্ড তীরে উঠি বৃক্ষ চূড়ে
সখীজন দশা হেরে,
এদিকে প্যারীজী করি খোঁজাখুজি
হতাশ হইয়া পড়ে।
সহসা এক ডাল ভাঙ্গিয়া গোপাল
পতিত হইল জলে,
হেরি' এই লীলা হাসিয়া উঠিলা
কেলিরতা সখীদলে।
সেই মধুক্ষণে আমার বদনে
বিকাশ পাইল হাসি,
নাশি' কারো মান চাহে নাকো প্রাণ
মান দিতে ভালবাসি।"
শুনি শূলপাণি সুবিস্ময় মানি
লিখিল বৃন্দাবনে,
"বিনা ঝড় বাত শাখাসহ পাত
ভাঙ্গিল কি সেইক্ষণে ?"
অতীব সত্বর আসিল উত্তর
"ঝড় বাত হীন কাল
হেরিনু সকলে রাধাকুণ্ড জলে
ভাঙ্গিয়া পড়িল ডাল।"
কল্পনা বাস্তবে হ'ল মিল যবে
কহে বাবু কৃষ্ণদাসে,
"আমি অপরাধী গেল মোহ ব্যাধি
রাখ তব পদপাশে।"

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়-রসসিন্ধু (১)

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেব, শ্রীভগবান্ ও শ্রীবৈষ্ণব-চরণে অনন্তকোটী দণ্ডবৎ প্রণাম। প্রবন্ধটীর নাম গৌড়ীয়-রসসিন্ধু। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণ—'রস', এ যে সিন্ধু-সদৃশ অপ্রাকৃত রস; এ প্রাকৃত কাম, হেয় জড় রস নহে। —এ অপ্রাকৃত কাম উপাদেয়, এ যে চিন্ময় রসের সাগর, এ যে অনন্ত অপার পারাপার-রহিত। এ সীমা রহিত, এর তুলনা নাই। তাই এর নাম হচ্ছে "রসসিন্ধু"।

অপ্রাকৃত নায়ক ও নায়িকা

অপ্রাকৃত রসিক ভ্রমরই এ রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব রসিক, আর অবৈষ্ণব অরসিক, তুচ্ছ জড়রসে আকৃষ্ট; আর গৌড়ীয় শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব, শ্রীরূপের অসমোর্দ্ধ সেবা-সমুদ্ররসে নিমজ্জিত; এখানে গৌড়ীয়গণ চিল্লীলা-মিথুন নবযুবদ্বন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবায় আত্মহারা।—

"এ যমুনে সেই যমুনে প্রবাহিনী।
যাঁর বিশাল তটে, রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি॥"

মা যশোদার ধন নীলমণি—নন্দ-দুলাল "মদনমোহন"! তিনি কোন্ রূপের হাটে, নিজে বিক্রীত হন? —না সেই মদনমোহন-মনোমোহিনী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধারাণীর অপ্রাকৃত সেবা সৌন্দর্য্যের নিকটেই আত্মদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রূপানুগ, শ্রীরূপের অসমোর্দ্ধ সেবা-সৌন্দর্য্যের নিকট জগতে কোন তুলনা নাই। চিন্ময় আত্মার বৃত্তি হচ্ছে সেবা, আর অনাত্মার বৃত্তি হচ্ছে ভোগ।—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কাম ও প্রেমের পার্থক্য কি? কবি তুলসীদাসের বাণী—

যাঁহা কাম তাহা নাহি রাম—যাঁহা রাম তাহা নাহি কাম।
রবি ও রজনী দুনোনেহি রহে এক ঠাম॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—কাম অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল

ভাস্কর। কাম লৌহ-সদৃশ আর, প্রেম—হেম, অর্থাৎ সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল।

রসিক কে? রস কাহাকে বলে? এই শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাসমণ্ডলে কাহার প্রবেশের অধিকার? কুরূপের অর্থাৎ ভগবদ্‌সেবা বিহীন কুৎসিতের প্রবেশ নিষেধ; সুরূপের অর্থাৎ শ্রীরূপের গণই অধিকারী। কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—'তোমারই রূপে রূপসী হাম'। অতএব শ্রীরূপের কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। রস কাহাকে বলে? আদিরস, শৃঙ্গাররস, মধুররস একই কথা। অপ্রাকৃত কবিগণ এই সব রসের কথা রসগ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকটী সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতেন—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

অর্থাৎ—তামসিক ভূমিকা, রাজসিক ভূমিকা ও সাত্ত্বিক ভূমিকা অতিক্রম করিয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে এই রস আস্বাদন হয়। জড় ভূমিকা নিরাস করিয়া, চিন্ময়তত্ত্বে উজ্জ্বলরসের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"শূকর না চিনে রত্নহার।
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভের প্রথমে 'তত্ত্বসন্দর্ভ' ক্রমে ক্রমে 'ভগবৎ সন্দর্ভ', 'পরমাত্ম সন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও পরিশেষে, 'প্রীতি-সন্দর্ভে' এই উজ্জ্বল রসের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীরাধা-রস-সুধানিধিতে, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়ের নাটক-গীতিতে, শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীগীতগোবিন্দে, অপ্রাকৃত কবিগণ এইসব উজ্জ্বলরস বর্ণন করিয়াছেন। এইসব রস রসিক ভক্তগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন; অভক্ত অরসিকগণ চিরকালই এই রসে বঞ্চিত থাকিবেন।—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

পণ্ডিতের বিচার আছে, মূর্খের বিচার-শক্তি নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার নাই বলিয়া তাহারা অরসিক; এ উজ্জ্বল রস আস্বাদন করিতে অপারগ।

অপ্রাকৃত রসিকগণই এ রস অর্থাৎ উজ্জ্বল রস, মধুর রস, শৃঙ্গার রস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিতেন, শিশির মধ্যে ছিপি আঁটা মধু রহিয়াছে, মক্ষিকা উড়িয়া আসিয়া, শিশির উপর বসিয়া কি ভিতরের সযত্নে রক্ষিত মধু পান করিতে পারিবে?—কখনই না।—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রীতে যাঁর আরাধন॥"

এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের লীলায় প্রবেশে সাধারণের অধিকার নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

× × × ×

গৌরপ্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে।
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ॥
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে।
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

জড়বিষয়-পিপাসু, বিষয়-বিষ্ঠার কৃমি-কীট আমরা, অশুদ্ধ মলিনচিত্ত আমরা, কি প্রকারে সেই উজ্জ্বল রসের অধিকারী হইব? তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহ অধিকার যুগল বিলাসে॥
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে, নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী, বিনোদ ধরিছে পায়॥

শ্রীবৈষ্ণবগণ তার স্বরে এই সব সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিলেও আমার বধির কর্ণ, সে রসে বঞ্চিত! হায়! হায়!! শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর খেদ করিয়া সময়ে সময়ে বলিতেন,—"অন্ধস্য দীপম্ বধিরস্য গীতম্" অন্ধের নিকট দীপ এবং বধিরের নিকট কীর্ত্তন সবই বৃথা হইল। একটী লোকও আমার কথা শুনিল না, অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা লইয়া, উন্মত্ত হইয়া থাকিল। শূকরের নিকট যদি বিষ্ঠা এবং পরমান্ন রাখা যায়,

তবে পশুবুদ্ধিসম্পন্ন শূকর কোন্ রস গ্রহণ করিবে? তাহার স্বভাব অনুযায়ী বিষ্ঠাতেই তাহার রুচি ঐ কু-রসই সে গ্রহণ করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব জীবের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়াই শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ইত্যাদি" শ্রীহরিকীর্ত্তনেই জীবের চিত্ত-দর্পণের মার্জ্জন হইবে। তখন জীবের নির্ম্মল আত্মায় শ্রীহরিসেবাময় দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিবে!

একলা পুরুষ কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ গোপীবৃন্দ রামকৃষ্ণ সনে॥

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অখিল রসামৃত-সিন্ধুস্বরূপ! বেদে আছে—'রসো বৈ সঃ', সুতরাং তিনি দ্বাদশ রসের পূর্ণমূর্ত্ত বিগ্রহ। সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ, অতুল্যমধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ। এইসব লক্ষণ যাঁহাতে তিনিই—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

ইনি অপ্রাকৃত নায়ক শিরোমণি রাসেশ্বরী রাসোৎসববিলাসিনী শ্রীমতী রাধারাণীই শ্রেষ্ঠা নায়িকা। এই অপ্রাকৃত নায়ক ও নায়িকা অবলম্বন করিয়াই অপ্রাকৃত কবিগণ যে সমস্ত চিল্লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত অপ্রাকৃত "সাহিত্য"। তদ্ভিন্ন অন্য লেখনীকে সাহিত্য না বলিয়া রাহিত্য বলাই উচিত। যে সাহিত্যে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা নাই, তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না। শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়াই সাহিত্য নাম সার্থক হইয়াছে।

প্রাকৃত নায়ক ও নায়িকা

প্রাকৃত কবিগণ যে নায়ক ও নায়িকার বর্ণন করিয়াছেন, সেইসব জড়রসে, জড়রসিকগণই মুগ্ধ। অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ তুচ্ছ পরিবর্ত্তনশীল বা ধ্বংসশীল রসে আকৃষ্ট হন না। শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনসুখেই তাঁহাদের আনন্দ। চিজ্জগতে মিলন ও বিরহ অর্থাৎ সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ দুই রসই উৎকৃষ্ট। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগেরই পোষ্টাহেতু। "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" মাথুর বিরহ, তাহা উপাদেয় ও মধুর। অতএব প্রাকৃত কবিগণের যে নায়ক নায়িকার বর্ণনা তাহা অতি হেয় বিবেচনা করিয়াই অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ কখনই তাহা গ্রহণ করেন না। সুখস্বরূপ রস সকল জীবই আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু কু-রস ও সু-রস কখনই এক নহে। চিটাগুড়ের আস্বাদ ও মিছরির আস্বাদ সমান যে বলে সে

অজ্ঞ। শ্রীগীতা বলেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে, নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

জীব উৎকৃষ্ট মিছরির আস্বাদ পাইলে, অনায়াসে নিকৃষ্ট রস চিটাগুড়ের আস্বাদ ত্যাগ করে—ঐ তুচ্ছ রস আর ভাল লাগে না। যদি জগতে কাহাকেও দেখা যায়, তুচ্ছ জড়রসে প্রমত্ত, তবে জানিতে হইবে, তাহার প্রতি শ্রীগুরুদেবের কৃপা হয় নাই। শ্রীরূপের সেবা-সৌন্দর্য্যের আস্বাদ সে পায় নাই। জড় জগতের জীববৃন্দ প্রাকৃত কামে মত্ত হইয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণে, মহামায়ার মোহিনী মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া, চোখবান্ধা বলদের মত ঘুরিতেছে। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই সব পতিত জীবের উদ্ধারের আর আশা নাই। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

প্রাকৃত কামস্বরূপ সাক্ষাৎ মদনদেবের, সম্মোহন করিবার শক্তি যথেষ্টই আছে। তাহার মোহন, মাদন, সম্মোহন, উচ্চাটন, স্তম্ভন নামক এই পঞ্চবাণ অব্যর্থ—বড় বড় জ্ঞানী হোমড়া-চোমরা পণ্ডিতবর্গকেও মোহিত করিয়া থাকে। মহাযোগেশ্বর চন্দ্রমৌলী শঙ্করকে মুগ্ধ করিতে যাইয়া মদন হর-কোপানলে ভস্ম হইয়া যান। এজন্য তাহার একটি নাম অনঙ্গ; অঙ্গহীন হইয়াও বিশ্বজয় করিতে সমর্থ। এই মদন প্রাকৃত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মদন কামদেবের সহিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া, মদন-মোহনের অপূর্ব্ব রূপ ও শোভা দর্শন করিয়া, জোনাকি-পোকার সূর্য্যদর্শনের ন্যায় নিজেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আবার এই মদনমোহনই, যাঁহার রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তিনি মদন-মোহন-মনোমোহিনী, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। এই অপ্রাকৃত কামদেবের মহিমা প্রাকৃত মদনের জানিতে শক্তি নাই। —এস্থানে "শ্রীরাসমণ্ডলে" শ্রীরাধা-গোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া গোপীবৃন্দ ঘুরিতেছে। এই সকল দৃশ্য শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জীব-কল্যাণের জন্য প্রদর্শন করাইয়াছেন।—

এ যে অপ্রাকৃত কাম্　　ত্রিভঙ্গিম ঠাম
বঙ্কিম নয়নে চায়।
এরূপ দেখিলে,　　জড়-জগতের,
সকল রূপ তুচ্ছ হইয়া যায়॥

তাই কোন গোস্বামী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যদি জড় জগতের বন্ধুদের সহিত তোমার প্রীতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি কখনও কেশীতীর্থে যাইও না। সেখানে যাইলে, এই জড় জগতের বন্ধুবর্গের সহিত ঠাট্টা, তামসা, হাসি, খেলা ইত্যাদি সব বন্ধ হইয়া যাইবে।—

বন্ধু সঙ্গে তব যদি রঙ্গ পরিহাস।
তবে মোর কথা রাখ,　　যেওনাকো যেওনাকো
মথুরায় কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ॥
গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি',　　যথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দ হাস॥
সেরূপ নয়নে হেরে,　　কেহ ঘরে নাহি ফিরে।
সংসারি-জীবের ওগো হয় সর্ব্বনাশ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি—

কিবা চূড়া শিরে,　　কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণকমলে,　　অমিয় উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম॥

অন্য কবি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কিরূপ দেখিনু,　　মোহন মূরতি,
সকল রসের সার।
হেন মনে লয়,　　এ তিন ভুবনে,
উপমা নাহিক তার॥

তাই শ্রীল প্রভুপাদ—'মাংসদৃক্' না হইয়া, 'বেদদৃক্' হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। প্রাকৃত কবি বঙ্কিম বাবুর নায়ক ও নায়িকার উচ্ছ্বাস, 'জগৎ-সিংহ ও অয়েসার প্রেম', 'কুন্দনন্দিনীর প্রেম', লায়লা-মজনুর প্রেম, কবি

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের প্রেম'—'এণ্ডলি' আর শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম কি এক জাতীয় ?—কখনই নহে।

"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি॥
পীরিতি পীরিতি সকলে কহে
পীরিতি বুঝিল কে ?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে,
ব্রজগোপী হয় সে॥"

—ইহা বুঝিতে গিয়া, শ্রীমহাপ্রভু 'শ্রীরাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি অবলম্বন করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন।

যদি গৌর না হ'ত, কেমন হ'ত কেমনে রাখিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা,
জগতে জানাত কে॥

মহাপ্রভুর উক্তি ;—গৌরাঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।

ঠাকুর জগদানন্দ প্রেমবিবর্ত্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

পরস্ত্রী দর্শন, স্পর্শন সেবন
বুদ্ধি হৃদে আছে যার।
পীরিতি শিক্ষায়, জানিহ নিশ্চয়
নাহি তার অধিকার॥
চর্ম্ম সুখ যত, অনিত্য নিয়ত
নাহি নিত্য সংঘটন॥

রাজা যযাতির উক্তি—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে, ঘৃত যদিও জলের ন্যায় তরল, তথাপি অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া, আরও প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ভোগ বা কামনা, ভোগ উপভোগ দ্বারা প্রশমিত না হইয়া, লেলিহান অগ্নির মত, জ্বলিতে থাকে। কামনাকারীর শান্তি কোথায় ? রক্তবীজের একফোঁটা রক্ত পড়িলে, লক্ষ লক্ষ রক্তবীজের যেরূপ উদয় হয়, সেরূপ একটী বস্তু ভোগ করিলে পুনরায় শত-সহস্র ভোগ করিবার বাসনার উদয় হয়। তাই নানা শাস্ত্র এবং শ্রীভাগবতে জড় ভোগের পরিণাম বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন।—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ইহারা সকলেই ভোগী; ইহাদের কোন প্রকারেই শান্তি নাই। কেননা শান্তিময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে ইহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নাই বলিয়া এই দুঃখময় মহামায়ার দেবীধামের কারাগারে দণ্ডনীয় আসামী। অতএব দুষ্কৃতির ফলে যমরাজার নির্ম্মম শাস্তি পায়।—

(জড়) বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এই সব কাল॥
যোষিতের ভৃত্য ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উদর-উপস্থ-বশে কন্দর্পতৎপর॥

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই প্রকার প্রাকৃত শত রসদূষণীতে, প্রাকৃত জড় রস নিরশন করিয়া, শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তে, উজ্জ্বল চিদ্‌রসই স্থাপন করিয়াছেন।—"গৌড়ীয় রসসিন্ধুর" ইহাই তাৎপর্য্য॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমার** সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে **পথিমধ্যে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করা হইবে।** ব্রজমণ্ডল পরিক্রমান্তে দ্বারকাধাম পরিক্রমা সমাপন করা হইবে। **৩১শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর, বুধবার** পরিক্রমা যাত্রার-দিন ধার্য্য হইয়াছে। এই সম্পর্কে সমিতি রিজার্ভ গাড়ী করিয়া **মন্দার-পর্ব্বত (মধুসূদন), অযোধ্যাধাম, নৈমিষারণ্য** প্রভৃতি ও দ্বারকাভিমুখে **জয়পুর, পুষ্কর সাবিত্রী** প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিবেন। **বিস্তারিত বিবরণের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।**

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর

(কুঞ্জবাবু ওরফে তীর্থমহারাজের সম্বন্ধে)

বর্ত্তমান বর্ষে বৈশাখ সংখ্যার অর্থাৎ ৩য় সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১১৫ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীল পর্ব্বত মহারাজের প্রেরিত রসানন্দের প্রশ্ন"-শীর্ষক ১৭টী প্রশ্ন মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত প্রশ্নগুলি কুঞ্জবাবুকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যিনি তীর্থমহারাজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কুঞ্জবাবু ওরফে তীর্থমহারাজ বৈষ্ণবসমাজে কোন্ পর্য্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাহারই বিশ্লেষণ-স্বরূপ প্রশ্নকয়টী আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। প্রশ্নগুলি ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত কুয়ামারা নিবাসী শ্রীযুত রসানন্দদাস মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় উক্ত প্রশ্নগুলি মাননীয় শ্রীশ্রীল পর্ব্বত মহারাজের নিজেরই; কারণ প্রশ্নগুলি কুঞ্জবাবু ওঃ তীর্থমহারাজের বহু পূর্ব্বকার আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে। কুঞ্জবাবুর বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ প্রশ্নগুলি রসানন্দ প্রভুর পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য আমরা উহা শ্রীল পর্ব্বত মহারাজেরই প্রশ্ন বলিয়া ধরিয়া লইলাম। উক্ত প্রশ্ন সপ্তদশের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক ক্রিয়া-কলাপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; সেইগুলি রসানন্দ প্রভুর নিজস্ব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আজকাল শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রত্যেকের নিকটই কুঞ্জবাবুর আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ বিশেষ কটাক্ষের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অসৎ উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মাধিকরণে (আদালতে) ব্যক্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য তিনি অনেক ফন্দী-ফিকির অবলম্বন করিতেছেন। ইহাও লোকচক্ষে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত বৈষ্ণব-সাধারণ ইহার প্রতিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প। আমরা এই সম্বন্ধে বহু স্থান হইতে আবেদন নিবেদন পাইতেছি।

আমাদের দেশে একটী সাধারণ ন্যায় প্রচলিত আছে—সমস্ত কথার বাচনিক জবাব না দিয়া 'ক্রিয়া কেবলং উত্তরম্'। সুতরাং শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের প্রশ্নগুলির বাচনিক উত্তর না দিয়া 'ক্রিয়া কেবলং উত্তরম্' নীতি-ই অবলম্বিত হইতেছে। প্রশ্নকর্ত্তা শীঘ্রই এই ক্রিয়া অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ ইহার পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অর্থাৎ ৪র্থ সংখ্যায় ১৫১ পৃষ্ঠায় 'পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের পত্র'-শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিলে ইহার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অধিকন্তু প্রশ্নগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, উহার পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত উত্তর না দিলেও স্বয়ং প্রশ্নই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছে। পাঠকবর্গ প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া পড়িলেই উহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই পাইবেন। তথাপি প্রশ্নকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে আমরা তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।—

১ম প্রশ্ন যথা ঃ—

১। (ক) পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার শ্রীমঠসমূহ তাঁহা হইতে অভিন্ন কি না? (খ) সেই মঠ সমূহ চিন্ময় না জড়, বা কতক চিন্ময় কতক জড় কি? (গ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের সেবা করিলে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবা হইবে কি না? (ঘ) পুরীর পুরুষোত্তম মঠের সেবা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে, না পুরীর পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের সেবা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে?

১ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—

(ক) পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার মঠসমূহ তাঁহা হইতে অভিন্ন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহ চিন্ময়, সুতরাং দেহ-দেহী ভেদশূন্য চিন্ময় বস্তু। চিন্ময় বস্তুতে কোন প্রকার ভেদ না থাকিলেও প্রচুর পরিমাণে বৈশিষ্ট্য আছে। ভেদ বস্তুজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে কিন্তু বৈশিষ্ট্য উহার সুষ্ঠুতা সম্পন্ন করে। যে স্থলে বস্তুর বৈশিষ্ট্য হইতে ভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহাতে কখনও হেয়ত্ব আরোপিত হইতে পারে না। প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভেদই বৈশিষ্ট্যের জনক কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে বৈশিষ্ট্যই ভেদের জনক। উদাহরণ-স্বরূপে আমরা বলিতে পারি—চিনির পুতুলের সর্ব্বাঙ্গই মধুর হইলেও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, উপস্থ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই মধুর। উহার যে কোন অঙ্গই আস্বাদিত হউক না কেন, উহার স্বাদ একই প্রকার বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষুর সহিত নাসিকার পার্থক্য, কর্ণের সহিত হস্ত-পদাদির পার্থক্য বৈশিষ্ট্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং অভেদ। যে-স্থলে গুরুপাদপদ্মের শ্রীমূর্ত্তি অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া বিচারিত হয় সে-স্থলে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় বিচারই প্রস্ফুটিত। গুরুভোগী বা গুরুত্যাগী সম্প্রদায় এ সমস্ত বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণাময় লীলা বা কারুণ্যামৃত ধারা ৬৪ কলায় পরিপূর্ণ হইয়া সমগ্র পুণ্যভূমিকে দ্রবীভূত করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ হইতেই বারিধারা প্রবাহিত হয়, সুতরাং বারিধারা মেঘ হইতে অভিন্ন। বারিধারা অস্বীকৃত হইলে মেঘের অস্তিত্ব স্বীকারও উল্লঙ্ঘিত হয়। আমরা তজ্জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-সমূহকে তাঁহার করুণাধারা বলিয়াই বিচার করিয়া থাকি। কিরণকণাসমূহ বাদ দিয়া সূর্য্যের চিন্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার যে-প্রকার অসম্ভব, সে-প্রকার শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ ও মঠসমূহ বাদ দিলে শ্রীল প্রভুপাদকেই অস্বীকার করা হয়।

(খ) শ্রীল প্রভুপাদ যে প্রকার চিন্ময় বস্তু তাঁহার প্রকৃত শিষ্যবর্গ ও

মঠসমূহও চিন্ময় বস্তু। কস্তুক চিন্ময় বা কস্তুক জড় এরূপ কখনই নহে। অথবা চিৎ ও জড়ের সংমিশ্রিত কোন বস্তু তাহাও নহে। যে-হেতু তৈল ও জলের ন্যায় চিৎ ও জড় পৃথক্ অবস্থান করে। 'কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া অন্ধকার, যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।' সুতরাং একই বস্তুতে চিৎ-জড়ের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই বলিতেন—'চিৎ কখনও জড় হয় না বা জড় কখনও চিৎ হয় না।' যাহাদের এইপ্রকার বুদ্ধি তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের মঠ ও মিশনের অনধিকারী। শ্রীযুত কুঞ্জবাবু চিরদিনই শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে প্রাকৃত ও জড় বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তজ্জন্য কুঞ্জবাবুর মতানুবর্ত্তী সকলকেই গুরুভোগী বলিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

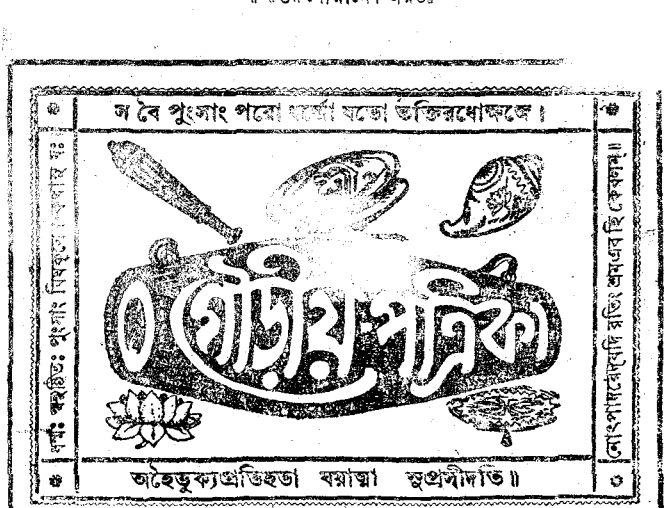
শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের তিরোভাব ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নানাবিধ জগন্মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা—এই **তিনটি অনুষ্ঠান** বিশেষ কল্যাণজনক। এতদুপলক্ষে দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার **অন্যূন** একসপ্তাহ, শ্রীশ্রীরথযাত্রায় একাদশ দিবস ও শ্রীশ্রীঊর্জ্জব্রতে মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, মহাপ্রসাদ সেবন এবং প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদির সুব্যবস্থা করিয়া সমিতি সাধারণের প্রতি অমন্দোদয়া দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদ্যনাবৃত ঐকান্তিকী শুদ্ধা ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহাতে রুচি উৎপন্ন ও অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই সমিতির এই প্রয়াস।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ২৪ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষাবলী আলোচনামুখে শ্রীযুত রাখালবাবু, পরানন্দপ্রভু প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব নানাবিধ অমূল্য উপদেশপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন এবৎসর এই একই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন ও **গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন** এবং অপরাহ্ণে বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস ২৫ আষাঢ় সোমবার **রথযাত্রা, ২৯ আষাঢ় হেরাপঞ্চমী** উৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৪ আষাঢ় হইতে ৩০ আষাঢ় প্রত্যহই পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আগামী ১লা শ্রাবণ মহাসমারোহে **পুনর্যাত্রার** অনুষ্ঠান ও সর্ব্বপ্রসাদ বিতরণ হইবে।

—(নিজস্ব সংবাদ)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৫ শ্রীধর, ৪৭০ গৌরাব্দ | বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৬৩ ; ইং ১৬।৮।৫৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীমদনগোপালো জয়তি

বনভুবি রবি-কন্যা স্বচ্ছ-কচ্ছালিপালি-
ধ্বনিযুত-বরতীর্থ-দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জে।
সকনক-মণিবেদী-মধ্যমধ্যাধিরূঢ়ঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥১॥

সুভগ-নবশিখণ্ড-ভ্রাজদুষ্ণীষ-হারা-
ঙ্গদ-বলয়-সমুদ্রা-ধ্বান-মঞ্জীর-রম্যঃ।
বসন-দ্যুষ্ণচর্চ্চা-মালিকোল্লাসিতাঙ্গঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥২॥

কটিকৃত-বরভঙ্গ-ন্যস্ত-ঋজ্বান্যজঙ্ঘঃ
করযুগ-ধৃতবংশীং ন্যস্ত বিম্বাধরাগ্রে।

সুমধুরমতি-তির্য্যগ্‌গ্রীবয়া বাদয়ংস্তাং
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৩॥

বিধিকৃত-বিধুসৃষ্টি-ব্যর্থতাকারি-বক্ত্র-
দ্যুতিলব-হৃত-রাধা-স্থূল-মানান্ধকারঃ।
স্মিত-লপিত-মধূল্যোন্মাদিতৈতদ্ধৃষীকঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৪॥

শরদুদিত-সরোজব্রাত-বিত্রাসি-নেত্রা-
ঞ্চল-কুটিল-কটাক্ষৈর্মন্দরোদ্দণ্ডচালৈঃ।
ঝটিতি মথিত-রাধা-স্বান্ত-দুগ্ধার্ণবান্তঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৫॥

কুটিল-চটুল-চিল্লীবল্লি-লাস্যেন লব্ধ-
প্রথিত-সকল-সাধ্বী-ধর্ম্মরত্ন-প্রসাদঃ।
তিলকবদলিকেন ধ্বস্ত-কামেষু চাপঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৬॥

শুকযুব-বরচঞ্চু-প্রাংশুনাসাংশুসিন্ধৌ
জনিত-কুলবধূটী-দৃষ্টিমৎস্যী-বিহারঃ।
স্মিতলব-যুত-রাধাজল্প-মন্ত্রোন্মদান্তঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৭॥

বিকসদধর-বন্ধূকান্তরুড্ডীয়-গন্ধৈঃ
পতিতমুপবিধর্ত্তুং রাধিকা-চিত্তভৃঙ্গম্।
দশন-রুচিগুণাগ্রে দত্ত-তৎসীধুচারঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৮॥

শ্রবণ-মদনকন্দ-প্রেক্ষণোড্ডীন-রাধা-
ধৃতি-বিভব-বিহঙ্গে ন্যস্ত-নেত্রান্ত-বাণঃ।
অলক-মধুপ-দত্ত-দ্যোত-মাধ্বীক-সত্রঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৯॥

পরিমল-রুচিপালী-শালি-গান্ধর্ব্বিকোদ্য-
স্মুখকমল-মধূলী-পানমত্ত-দ্বিরেফঃ।
মুকুরজয়ি-কপোলে মৃগ্য-তচ্চুম্ব-বিম্বঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১০॥

মকর-মুখ-সদৃক্ষ-স্বর্ণবর্ণাবতংস-
প্রচলন-হৃত-রাধ-সর্ব্বশারীর-ধর্ম্মঃ।
তদতিচল-দৃগন্ত-স্বস্থ-বংশে ধৃতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১১॥

হরিমণি-কৃতশঙ্খ-শ্লাঘিতোল্লঙ্ঘি-লেখা-
ত্রয়-রুচিবৃত-কণ্ঠস্যোপকণ্ঠে মণীন্দ্রম্।
দধদিহ পরিরব্ধুং রাধিকাং বিম্বিতাঙ্গ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১২॥

কুবলয়-কৃত-বক্ষস্তল্লমুচ্চং দধানঃ
শ্রম-বিলুলিত-রাধা-স্বাপনায়ৈব নব্যম্।
ভুজযুগমপি দিব্যং তৎপ্রকাণ্ডোপধানং
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৩॥

রুচির-জঠরপত্রে চিত্র-নাভী-তটোত্থ-
তনুরুহততি-নাম্নীং বল্লবীবৃন্দ-ভুক্ত্যৈ।
স্মর-নৃপতি-সমুদ্র-স্বাক্ষরালীং দধানঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৪॥

যুবতি-হৃদলসেভ-প্রৌঢ়বন্ধায় কাম-
স্থপতি-চিত-রসোরুস্তম্ভ-জৃম্ভাভিরামঃ।
মরকত-কটজৈত্র-স্ফুল্লজানু-প্রসন্নঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৫॥

প্রণয়-নবমধূনাং পানমাত্রৈকগত্যা
সকল-করণজীব্যং রাধিকা মত্তভৃঙ্গ্যাঃ।
অরুণ-চরণ-কঞ্জদ্বন্দ্বমুল্লাস্য পশ্যন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৬॥

অতুল-বিলসদঙ্গশ্রেণি-বিন্যাস-ভঙ্গ্যা
গ্লপিত-মদনকোটি-স্ফার-সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তিঃ।
বললব-হৃত-মত্তাপার-পারীন্দ্রদর্পঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৭॥

তরণি-দুহিতৃ-কচ্ছে স্বচ্ছ-পাথোদধামা
সমুদিত-নব-কামাভীর-রামাবলীনাম্।

তড়িদতি-রুচিবাহু-ধ্বংজদংসোহতিজৃম্ভন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥১৮॥

নব-তরুণিম-ভট্টাচার্য্য-বর্য্যেণ শাস্ত্রং
মনসিজ-মুনি-কৃপ্তং ন্যায়মধ্যাপিতাভিঃ।
নব-নব-যুবতীভির্বিভ্রদগ্রাহমস্মিন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥১৯॥

রতিমভি-রচয়ন্ত্যা রাধিকা-নর্ম্মকান্ত্যা
স্থগিত-বচনদর্পঃ স্কারিতান্য-প্রসঙ্গঃ।
খরমিতি ললিতাস্যে কিঞ্চিদঞ্চৎ-স্মিতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥২০॥

সবিধ-রমিত-রাধঃ সাগ্রজ-স্নিগ্ধরূপ-
প্রণয়-রুচির-চন্দ্রঃ কুঞ্জখেলা-বিতন্দ্রঃ।
রচিত-জন-চকোর-প্রেমপীযূষ-বর্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥২১॥

মদনবলিত-গোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুচ্চৈৎ দৈন্য-বন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়-রাগং সৌরি-ভাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎপাদ-কঞ্জানুরাগম্ ॥২২॥

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

বন-ভূমিতে রবি-তনয়া যমুনার সন্নিহিত তট-প্রদেশবর্ত্তী ভ্রমর-গুঞ্জিত উৎকৃষ্ট তীর্থ-রূপ 'দ্বাদশাদিত্য' নামক কুঞ্জে স্বর্ণমণ্ডিত মণিবেদীর উপরে যিনি অধ্যাসীন রহিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

সুন্দর ও নূতন ময়ূরপুচ্ছের সহিত দেদীপ্যমান উষ্ণীষ ও হার, অঙ্গদ, বলয়, সাঙ্করাঙ্গুরীয়ক ও শব্দায়মান নূপুর প্রভৃতি আভরণে যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং বদন, কুঙ্কুম লেপন ও পুষ্পমালায় যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

উত্তম কটিপ্রদেশে শ্রেষ্ঠ ভঙ্গীর নিমিত্ত যিনি বামজঙ্ঘায় দক্ষিণ জঙ্ঘা ন্যস্ত করিয়াছেন এবং যিনি কর-যুগলধৃত মুরলীকে অধর-বিম্বের অগ্রভাগে স্থাপন-

পূর্ব্বক বক্রগ্রীবায় সুমধুর স্বরে মুরলী-বাদনে রত, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদন-গোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

বিধি-নির্ম্মিত চন্দ্রের ধিক্কারকারী মুখমণ্ডলের কান্তিলেশ দ্বারা যিনি শ্রীরাধার স্থূলতর মানরূপ অন্ধকার হরণ করিতেছেন এবং সুমধুর হাস্যযুক্ত আলাপ-রূপ মধুদ্বারা যিনি শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়গণকে উন্মাদিত করিতেছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

শরৎকালে বিকসিত পদ্মসমূহেরও ভয়োৎপাদক অর্থাৎ তৎসদৃশ লোচন-যুগলে মন্দরগিরির উদ্দণ্ড সঞ্চালন-তুল্য কটাক্ষ দ্বারা যিনি শীঘ্র শ্রীরাধার অন্তঃকরণরূপ দুগ্ধ-সাগরকে আলোড়িত করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদন-গোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

যিনি কুটিল ও চঞ্চল ভ্রূলতার বিক্ষেপদ্বারা বিখ্যাত সাধ্বীগণের ধর্ম্মরত্ন-রূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার তিলকবিশিষ্ট ললাট দ্বারা কন্দর্পের ধনুর্ব্বাণও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

শুক-যুবকের উৎকৃষ্ট চঞ্চুপুটতুল্য যাঁহার উন্নত নাসিকা-কিরণরূপ সমুদ্র-মধ্যে অল্পবয়স্কা গোপবধূদিগের দৃষ্টিরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যসকল বিহার করিতেছে এবং শ্রীরাধার ঈষৎ হাস্যযুক্ত জল্পনা মন্ত্রদ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ উন্মত্ত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

স্বীয় বিকসিত অধররূপ বন্ধুজীব-পুষ্পের মধ্যে গন্ধলোভে উড্ডীন হইয়া আপতিত শ্রীরাধার চিত্তভৃঙ্গকে সমীপে ধারণ করিবার নিমিত্ত যিনি দন্ত-কান্তিরূপ মনোহর রজ্জুর অগ্রে ভ্রমরকে মধুরূপ ভক্ষণ সামগ্রী অর্পণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

শ্রবণরূপ মদন-কন্দের (মূলের) দর্শন-হেতু শ্রীরাধার ধৈর্য্য-সম্পত্তি-রূপ বিহঙ্গ উড্ডীন হইয়া সমাগত হইলে যিনি তাহার উপর নেত্রাঞ্চলরূপ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যিনি চূর্ণ কুন্তলরূপ ভ্রমরসমূহকে কান্তিরূপ মধু-বন অর্পণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥৯॥

জন-মনোহর গন্ধ ও কান্তিবিশিষ্ট শ্রীরাধার সমুদিত মুখকমলের মধুপানে যিনি উন্মত্ত ভ্রমর-স্বরূপ হইয়াছেন এবং যিনি দর্পণ-বিজয়ী স্বীয় কপোলে শ্রীরাধা মুখবিম্বের অন্বেষণ করিতেছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১০॥

মকরমুখ সদৃশ স্বর্ণরচিত কর্ণভূষণের সঞ্চালন দ্বারা যিনি শ্রীরাধার সমস্ত শারীরিক-ধর্ম্ম অপহরণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার চঞ্চল দৃগঞ্চলকে অতিশয় চঞ্চল করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয় হস্তে বংশীধারণ করিয়া তাহার উপরে দৃষ্টিদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১১॥

ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত শঙ্খের শ্লাঘা-উল্লঙ্ঘনকারী রেখাত্রয়ের কান্তি-সমাবৃত কণ্ঠসমীপে যিনি মণীন্দ্রে প্রতিবিম্বিতা শ্রীরাধাকে আকর্ষণের নিমিত্ত ঐ কৌস্তুভ-মণি ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১২॥

যিনি পরিশ্রান্তা শ্রীরাধার বিশ্রামের নিমিত্ত নীলোৎপল-সদৃশ বক্ষঃস্থলরূপ সমুন্নত নূতনশয্যা এবং দিব্য ভুজযুগ-রূপ প্রকাণ্ড উপধান ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৩॥

রাজা যেরূপ ব্রাহ্মণাদিকে ক্ষেত্রাদি চিরভোগের নিমিত্ত মোহরযুক্ত দানপত্র প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মণগণও তাহা গ্রহণ করিয়া নিরাপদে উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গোপীবৃন্দের ভোগের নিমিত্ত যিনি মনোহর উদরপত্রে নাভী-তটোত্থিত লোমাবলী নামক কন্দর্পরাজের মুদ্রাযুক্ত (মোহর-সমন্বিত) স্বাক্ষর-শ্রেণী ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

যুবতীগণের হৃদয়রূপ অলস হস্তীর সুদৃঢ় বন্ধনের নিমিত্ত কন্দর্প-শিল্পী-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সরস উরু-যুগলরূপ স্তম্ভদ্বয়ের কান্তিদ্বারা যিনি মনোহর এবং মরকত-মণি নির্ম্মিত গজগণ্ড যাহা অপেক্ষা হীন বোধ হইতেছে তাদৃশ জানুদ্বারা যিনি শোভমান, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৫॥

প্রণয়রূপ নব-মধু যাঁহার একমাত্র গতি অর্থাৎ প্রণয়-নবমধু পান করিবার নিমিত্ত যিনি ভ্রমণ করিয়া থাকেন এতাদৃশী শ্রীরাধা-রূপ উন্মত্ত ভ্রমরীর সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের জীবনোপায়-স্বরূপ স্বীয় আরক্ত পাদপদ্ম-যুগলের উল্লাস বর্দ্ধন করত যিনি শোভমান, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৬॥

যাঁহার অতুল বিলাসান্বিত অঙ্গশ্রেণির বিন্যাস-ভঙ্গীতে কোটি কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তি গ্লানিযুক্ত হইয়াছে এবং যিনি শক্তিলেশ দ্বারা মত্ত অথচ অপরিসীম বলসম্পন্ন সিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৭॥

রবিতনয়া যমুনার তীরভূমিতে যাঁহার কান্তি মেঘ-সদৃশ এবং অভিনব সমুদিত কামী গোপরমণীদিগের বিদ্যুদ্বিজয়ী ভুজোপরি যাঁহার স্কন্ধদেশ অতিশয় শোভমান

হইতেছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৮॥

অভিনব যৌবনরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাঁহাদিগকে কামমুনি-রচিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন, তাদৃশ নব নব যুবতীগণের সহিত যিনি এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রাগল্‌ভ্য বিচার করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥১৯॥

শ্রীরাধিকার অত্যুৎকৃষ্ট রতিকারিণী নর্ম্মকান্তি-কর্ত্তৃক বচন-দর্প খর্ব্বীকৃত হওয়ায় যিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন এবং যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ললিতার বদনে স্বল্প প্রকাশমান মধুরহাস্য-শোভিত নেত্র নিক্ষেপ করিতেছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥২০॥

যিনি নিকটে শ্রীরাধাকে ক্রীড়া করান এবং অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর সহিত বর্ত্তমান 'রূপ' গোস্বামীর প্রণয়-কুমুদের প্রকাশার্থ যিনি চন্দ্র-স্বরূপ, যিনি কুঞ্জ-ক্রীড়ায় নিরলস এবং যিনি জন-রূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥২১॥

যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি সমুদিত দৈন্যরূপ জলে অভিষিক্ত হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত দৈন্য-সহকারে মদনগোপালের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যপুত্র যমের অধিকার-যোগ্য বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করত প্রতিজন্মে শ্রীমদনগোপালের পাদপদ্মে অনুরক্ত হন।

সজ্জন—কবি (২৪)

কাব্য ও কবির সংজ্ঞা ; জড়কাব্য ও জড়কবি হইতে সজ্জনের পার্থক্য

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্য-রচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্য কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য রস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টি সাধন করে। প্রকৃতির অন্তর্গত রসসমূহ জড়কাব্যের উপাদান। তাহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়ক-নায়িকা আলম্বনরূপে জড়ের অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচালিত হইয়া অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির সংমিশ্রণে রসের উদ্ভাবনা

করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্য-নামের অযোগ্য। সজ্জন তাদৃশ কুকবি নহেন। তিনি অপ্রাকৃত রসজ্ঞ ও অপ্রাকৃত কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজে [illegible] নির্ম্মিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং তিনিও [illegible] নিত্য সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিক্ষম।

গ্রা[illegible]য্য—সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট

সজ্জন [illegible]র-স্বরূপ বলিয়াছেন :—

গ্রাম্য [illegible] দুঃখ।
'যদা-তদা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৭,১০২)

জড়কবি—অভাক্তিক, নাস্তিক ও মায়াবাদী

[illegible] মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপগোস্বামী যেরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এই,—

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলে জড়-নশ্বর-প্রাকৃতকায়॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান॥(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১১৮-১১৯)

শ্রীরূপ-গোস্বামীর অপ্রাকৃত কাব্যের প্রশংসা

আবার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর কাব্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দ-প্রদ তাহাও চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়,—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১।১০৫)
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
রায় কহে,—"তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার"॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১।১৬৭, ১৭২)
রায় কহে,—"রূপের কাব্য অমৃতের পুর।" (চৈঃ চঃ অঃ ১।১৮০)

* * *

রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-[illegible] অঃ ১।১৯২)

* * *

মধুর প্রসঙ্গ ইহাঁর কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৮)

জড় ও অপ্রাকৃতে নিত্যভেদ বর্ত্তমান ; গ্রাম্য-কবিগণ অপ্রাকৃত কবি ও কাব্যের অনাদরকারী

গ্রাম্য কবির কবিতার আস্বাদকগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে কবিত্বের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য কবিতাগুলি ও কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায় রামানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য-রত্নাকর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন যে শ্রীরূপের কাব্য ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, বহরমপুরের গ্রাম্যরস-রসিক জনৈক সাহিত্যিক বা চুঁচুড়ার শৈব সাহিত্যিক বা আজকালকার দিনের জড়রস-প্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সেই সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবরতা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিপ্রেমোন্মত্ত কবিগণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহিত সজ্জনের রুচিভেদ আছে। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের, অজ্ঞের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস-রসিকের সহিত ভগবদ্রসসেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

বিরিঞ্চি, বেদব্যাসাদি পরম-সজ্জনগণই মহাকবি এবং তদনুগ-জনগণই প্রকৃত কবি

সজ্জনেই কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ; তবে অভাবগ্রস্ত জড় কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হন। পরম-সজ্জন ভাগবত শ্রীহংসবাহন বিরিঞ্চি, বাল্মীকি ও শ্রীবেদব্যাস হরিরস বর্ণন করিয়া ও আস্বাদ করিয়া 'মহাকবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবি নামে অনেকেই খ্যাত। আজও বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম নাই। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব-কবিগুলিকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রিক্ত কবিতা-ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু, তাহা সাহিত্যিক ও কবি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য কবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

পরমার্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহারিক জগতের উন্নতি-সাধনই অসৎ-সমাজের অপচেষ্টা

অসৎ সমাজের মধ্যে এরূপ একটী রুচিও প্রবল আছে যে, হরিরস-মদিরা-

পানোন্মত্ত জনগণকে কবি না বলিয়া জড়মদিরা-মত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী নিরীশ্বর দুর্নীতি-পরায়ণগণকেও কবি বলা হউক। সজ্জন অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি সজ্জনগণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা গ্রাম্য কবিগণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জন-সমাজে প্রবেশের আশা নাই। অনিত্য প্রাকৃত নিরানন্দের ক্লেশ যে গ্রাম্যকবিকে আচ্ছন্ন করে, সে কখনই সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন নিত্য কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সহিত অন্যের তুলনা নাই।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণ-নাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক

কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকালে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া তিনি সকলকেই কৃষ্ণনাম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। "নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন"—ইহাই তাঁহার শ্রীমুখ-আজ্ঞা। নদীয়া বিহার কালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে নাম-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ আজ্ঞা করিলেন ;—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৯-১০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের শ্রীনাম প্রচার

প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে দুইজনে জীবের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন ; যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

আজ্ঞা পাই' দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন ॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬-১৭)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে ভক্তগণের প্রতি নামোপদেশ

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বদিন সকল ভক্তকেই শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণত হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে এই শেষ আজ্ঞা করিলেন,—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৫-২৮)

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাবলে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে অধিকার

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি, তাঁহার আজ্ঞা পালনে তাঁর তত চেষ্টা। জীবনটি কৃষ্ণনামময় করাই প্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্য বস্তু নাই। শ্রীমহাপ্রভুতে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কৃষ্ণনামে তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণ-নাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থানে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-নামোপদেশ

দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে এক কৃষ্ণনাম-বলে সকলকেই বৈষ্ণব করিলেন, যথা চরিতামৃতে,—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব গ্রাম॥
কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি' অবিরাম।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম॥
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১০১, ১১৭-১১৮)

কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে কূর্ম্ম নামা বৈদিক ব্রাহ্মণকে প্রভু আজ্ঞা করিলেন,—

"গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।"(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭,১২৯)

দ্বিজ বাসুদেবকে প্রভু কহিলেন,—চরিতামৃতে,—

"নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।" (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৭)

গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়কে প্রভু উপদেশ দিলেন,—

"—ইহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।" ইত্যাদি।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯১-১৯৩)

শ্রীতপন মিশ্রকে প্রভু বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ১৪।১৩৭,১৪৩)—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

জীবের স্বরূপোদ্বোধক শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণে পশু-পক্ষীরও মঙ্গল

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা-কালে মহাপ্রভু পশু-পক্ষী, স্থাবর-জঙ্গমকেও কৃষ্ণনামে পাগল করিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।২৯, ৪৪-৪৬)

ঐকান্তিকভাবে শ্রীনামাশ্রয়েই নামের তত্ত্বোপলব্ধি

কৃষ্ণনাম কি বস্তু, তাহা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলেই জানা যায়। "নিরন্তর নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অতিশয় মূর্খ

আমরা, তাই মহাপ্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণনাম দিয়াছেন। এখন প্রভুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামই বেদ-বেদান্তের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু ; শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনামের বৈশিষ্ট্য

কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—

প্রভু কহে,—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ, সদা,—এই মন্ত্রসার ॥
'কৃষ্ণমন্ত্র' হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭১-৭৪)
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯৫-৯৬)

জীবদুঃখ-দুঃখী মহাপ্রভুর আচারাপরায়ণ হইয়া শ্রীনাম-প্রেম-প্রচার

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কতদিনে আমরা নিরন্তর নাম করিতে সক্ষম হইব, এবং নামের ফল প্রেমধন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিব ? অপার কৃপাময় মহাপ্রভু আমাদিগকে স্বীয় সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়াছেন, আমাদের দুর্দ্দৈব-বশতঃ এমন নামে আমাদের রুচি হয় না। জীব উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়া মহাপ্রভু নিজে নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আচরণই আমাদিগের পালনীয়।—

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥"
"নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গা-ধারা প্রায় ॥

ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥"

নামাচার্য্যরূপে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ও শ্রীনাম বিতরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামতত্ত্বের আচার্য্য হইয়া অবতীর্ণ হন। আজীবন অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি জগতে নাম-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নাম-রসার্ণবে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া হরিদাস ঠাকুর পাগলের ন্যায় হাস্য-ক্রন্দন করিতে করিতে জগজ্জীবকে হরিনাম-ধন বিতরণ করিয়াছেন।—

"বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকে গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানামূর্ত্তি॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম নিষ্কপটভাবে নিরপরাধে গ্রহণেই সর্ব্বশুভোদয়

ভাবিয়া দেখিলে কৃষ্ণনাম অপেক্ষা সহজ সাধ্য বস্তু আর কিছুই নাই। যোগাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন গোলই নাই, কেবল সরলভাবে সযতনে কৃষ্ণনাম করা,—ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? তবে মুখে নাম-মাহাত্ম্যে গাঢ় বিশ্বাসের ভাব, জন-সমাজে নাম প্রচার, কিন্তু অন্তরে অরুচি বা অন্য প্রক্রিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকিলে কিরূপে সুফল উদয় হইবে? নিরপরাধে নাম করিলেই নামের ফল প্রেমধন লাভ হয়, কিন্তু তাহা না করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইবে? কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাহারা নিরপরাধী নহেন; অসৎসঙ্গজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাহাদের নামে রুচি হয় না, সে-কারণ নামের নিকট তাহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামাশ্রয় করাই শুভ লক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নাম আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই সর্ব্ব শুভ উদয় হইতে আরম্ভ হয়।

নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকার প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত আমাদের আর কোন ধনই নাই। কলি-জীব অতিশয় দরিদ্র জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামরত্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিতে পারি,—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা-গীতি

দয়া কর গুরুদেব পতিত পাবন।
তোমার কৃপাতে আমি বন্দি শ্রীচরণ ॥১॥
পতিত তারণ হেতু তব অবতার।
মম সম অপরাধী না পাইবে আর ॥২॥
জগতের মধ্যে আমি বড় অপরাধী।
তোমায় ভুলিয়া আজি হৈনু মায়াবাদী ॥৩॥
মায়াবাদ খণ্ডিতে তুমি কত শক্তি ধর।
দুর্ব্বুদ্ধি নাশিয়া মোরে করহ উদ্ধার ॥৪॥
জয় নিত্যানন্দ, জয় গুরুদেব তত্ত্ব।
জয় অদ্বৈত আচার্য্যাদি গুণের মহত্ত্ব ॥৫॥
মহাজনগণ পদে লইয়া শরণ।
সর্ব্বদা করি চরণে আত্ম-সমর্পণ ॥৬॥
দয়া কর মহাজন এ পতিত ছার।
তব পদে রাখ মোরে নাহি চাহি আর ॥৭॥
তুমি বিনা আর কেবা মায়া বিনাশিবে।
তোমার হুঙ্কারে মায়া ফাঁপরে পড়িবে ॥৮॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু জগত মাঝারে।
তোমার কৃপায় তাই পাপীগণ তরে ॥৯॥

তোমার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥১০॥
কৃপা করি' বৈষ্ণবগণ করহ করুণা।
অধম পতিত জেনে না করিহ ঘৃণা ॥১১॥
এই নিবেদন মোর সবার চরণে।
গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা থাকে যেন মনে ॥১২॥

—অবোধ মুকুন্দ (দাস ব্রহ্মচারী)

গীতার বাণী

(১৬)

১০ম অধ্যায়

সপ্তমাদি অধ্যায়ত্রয়ে সংক্ষেপে নিজ বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন; অধুনা তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেহই তাঁহার উৎপত্তি জানেন না; যেহেতু তিনিই সকলের আদি কারণ এবং সকলেরই উৎপত্তি তাঁহা হইতেই। কিন্তু তিনি জন্মরহিত ও অনাদি। বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যগ্রত্ব, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, যশ, অযশাদি প্রাণিগণের যাবতীয় ভাব তাঁহা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। সনকাদি ঋষিগণ, ভৃগু-আদি সপ্তর্ষি তাঁহার মানসভাব হইতেই উদ্ভূত। তাঁহাদিগেরই সন্তান-সন্ততি ও শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে সকল প্রাণী সঞ্জাত।

তিনিই বিধি-রুদ্রাদি সকলের উৎপত্তিস্থান, তাঁহা হইতেই,—তাঁহার নিয়মাধীনতায় সকলের সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। ভগবন্নিষ্ঠ সাধকগণ ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনাদ্বারা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন ও পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাদৃশ পরমেশ্বরের ভজনশীল—অবিরত ভগবচ্চিন্তনরত সাধুগণকে শ্রীভগবান্ তৎপ্রাপ্তির বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সেই বুদ্ধিসহকারে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে চরমে ভগবৎ সমীপে গমন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানালোক দ্বারা তাঁহার ভক্তদিগের

হৃদয়স্থিত মোহ বা অজ্ঞান নাশ করিয়া থাকেন। **গীতার এই ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকচতুষ্টয় "চতুঃশ্লোকী" বলিয়া কথিত।**

ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি, শক্তিমত্তা ও কৃপার কথা শ্রবণ করিয়া প্রেম-বিগলিত চিত্তে বিস্তৃতভাবে ভগবদ্‌বিভূতির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন, যে বিভূতির দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন। তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু গুণৈশ্বর্য্য, রূপ-লাবণ্য-সম্পৎ, শক্তিমান্ বা তেজস্বী সবই ভগবানের বিভূতিতে তত্তদ্‌গুণে মণ্ডিত হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে বলিতেছেন যে, তিনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত এবং তিনিই প্রাণীগণের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি করিয়া থাকেন। দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণুনামা আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রগণের মধ্যে স্নিগ্ধকিরণযুক্ত চন্দ্রমা, সামবেদের সুর-তাল-মানাদি-সংযোগহেতু শ্রেষ্ঠতা বলিয়া তিনি চারিবেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাসকলের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র, একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া মনই শ্রেষ্ঠ, এজন্য মন তাঁহার বিভূতি, প্রাণীসকলের চেতনা না থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া তিনিই চেতনা। একাদশরুদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠরুদ্র শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে তিনি কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে তিনি অনল, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, সেনাপতি-সকলের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে ধ্যানযজ্ঞ, স্থাবর-সমূহের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধ (অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত ও ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানী) গণের মধ্যে ভগবদবতার কপিলদেব, অশ্বসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজসকলের মধ্যে ঐরাবত, নরগণের মধ্যে নরাধিপতি, অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণমধ্যে কামধেনু, পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত কাম, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, বহুফণাবিশিষ্ট নাগসকলের মধ্যে তিনি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃলোকাধিপতি অর্য্যমা, দণ্ডধারণকারী সকলের মধ্যে যমরাজ, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারীর মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে সিংহ, পক্ষিসকলের মধ্যে গরুড়, বেগবানসকলের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথী রাম, মৎস্যসকলের মধ্যে মকর, স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে জাহ্নবী, সৃষ্ট পদার্থসকলের মধ্যে তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব না থাকিলে কোনটীই

সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা (যাহাদ্বারা আত্ম-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়), তর্ক ও বিচারস্থলে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা তিনটী কথার মধ্যে বাদই সত্যনির্ণয় করে বলিয়া তিনি বাদ, অক্ষরসকলের মধ্যে আদ্যক্ষর 'অ'কার, সমাসসকলের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস (দুই বা ততোধিক বাক্যসংযুক্ত সমাস, ইহাতে প্রত্যেকটী বাক্যেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া শ্রেষ্ঠ), আয়ুষ্কালরূপে তিনি অক্ষয় কাল। তিনি কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, উদ্ভূতদিগের তিনি অভ্যুদয়, নারীগণের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা (তত্তন্নাম্নী নারীগণ ধর্ম্মনামক প্রজাপতির পত্নীরূপে বিখ্যাতা), সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম (ভগবানের স্তুতিমূলক বলিয়া বৃহৎসামই শ্রেষ্ঠ), ছন্দসকলের মধ্যে বেদমাতা গায়ত্রী (গানকারীকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম গায়ত্রী এজন্যই শ্রেষ্ঠতা), দ্বাদশ মাসের অগ্রগণ্য বলিয়া তিনি অগ্রহায়ণ মাস (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাস-বিলাসাদির উপযোগী কাল, নাতিশীতোষ্ণত্ব-হেতু এবং বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হয় বলিয়া এই মাসের শ্রেষ্ঠত্ব) ষড়্ঋতুর মধ্যে বসন্ত (এই সময় ভগবানের দোল-লীলা হয় এবং বৃক্ষলতাদি নব নব পল্লব-কুসুমাদি-শোভিত হইয়া রমনীয় শোভা ধারণ করে)। শ্রেষ্ঠবস্তুর মধ্যে তাঁহার বিভূতির গণনা করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু দ্যূতক্রীড়াতেও তাঁহার বিভূতির অস্তিত্ব জানাইতেছেন। তিনি তেজস্বী সকলের তেজ, বিজয়িগণের জয়, ব্যবসায়ীদিগের উদ্যম ও সাত্ত্বিক-গণের সত্ত্ব, যাদবগণের মধ্যে তিনি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনি-সকলের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য (কবি অর্থে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী), তিনি দণ্ডকর্ত্তাদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, গোপনীয় সকলের মধ্যে মৌন, জ্ঞানবান্‌গণের জ্ঞান ও চরাচর সমস্ত ভূতের বীজস্বরূপ। তাঁহার অস্তিত্ব বিনা কোন বস্তুর অবস্থান সম্ভব হয় না। তাঁহার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই, এজন্য সংক্ষেপে বিভূতির বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্ ও বলশালী পদার্থমাত্রই তাঁহার শক্তি-অংশসম্ভূত। অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন কি, তিনি একাংশে সমগ্র জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

শ্রীগৌড়ীয়-রসসিন্ধু (২)

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে 'সরাগ বক্তা ও নিরাগ বক্তার' উল্লেখ করিয়াছেন; সরাগবক্তা নিজে আচরণ না করিয়া শুক-পাখীর ন্যায় বুলী উচ্চারণ করে। তাহার বাক্ বৈখরী 'ফুলঝুরী' 'তুবড়ী' বাজীর মত অনর্গল মুখ হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু অগ্নির তেজ তাহাতে থাকে না, জলের রেখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়—মনুষ্যের অন্তরে কোনও রেখাপাত করে না। কিন্তু নিরাগ বক্তা নিজে আচরণ করিয়া যাহা বলেন, তাহা পাষাণের রেখার মত জীবের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থাকে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব উভয়ের পার্থক্য জ্ঞাপনার্থ খেদের সহিত বলিলেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

সাধু তুলসীদাস তাঁহার দোহায় বলেন—

দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চুষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলেন,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অর্থাৎ প্রাকৃত রস ও অপ্রাকৃত রস কখনও এক নহে। অসৎ সঙ্গে বা যোষিৎসঙ্গে কখনও প্রকৃত 'রস' সিদ্ধ হয় না, উহা কাম। অপ্রাকৃত রসই প্রেম। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা ও অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম কখনও এক নহে, জানিতে হইবে। প্রাকৃত কবি কালিদাস "মেঘদূতে" যে বিরহী যক্ষের করুণ বিলাপ বর্ণন করিয়াছেন, সে বিরহ প্রাকৃত কামেরই উচ্ছ্বাস মাত্র। উহা জড়-জগতে আদরের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু চিজ্জগতে উহার কোন মূল্য নাই। প্রাকৃত কবিগণ প্রাকৃত নায়ক ও নায়িকার বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোনও রূপ ও গুণ প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে অপ্রাকৃত কবিগণ অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রূপ, গুণ ও লীলাদি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলাদি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ মনুষ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, কেহ বা ভগবানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ

—এইরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অশ্লীল নহে

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু তথাকথিত বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে অশ্লীল বলিয়া প্রচার করেন। তাহারা বলেন—"বরং শ্রীরাম-লীলা উত্তম; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যলীলায় উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের উপপতি হইয়া পরস্ত্রী-স্বরূপা ব্রজবালাগণের সঙ্গে রমণ করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণলীলা অশ্লীল।" এইসমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ কিন্তু উহা বিচার করেন না। শ্রীশুকদেবের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মুক্ত মহাপুরুষ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের লোকপাবনী-লীলা শ্রদ্ধার সহিত যিনি শ্রবণ করেন, তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত হৃদ্‌রোগ ও জড়, হেয় কামরোগ চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এবং এই হৃদ্‌রোগ নষ্ট হইয়া গেলে পর তাঁহার উন্নত উজ্জ্বল-লীলা সেই ভক্তের পক্ষে আস্বাদনীয় হয়। সাধারণলোক ইহা বুঝিতে পারে না। শ্রীশুকদেব গোস্বামী পাণ্ডববংশের উজ্জ্বল-রত্ন মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় মহাপুরুষকে গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রায়োপ-বেশনকালে অর্থাৎ অনাহারে অবস্থিত আর সপ্তদিবস পর্য্যন্ত তাঁহার পরমায়ু বর্ত্তমান এমন সময়ে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাহা কখনও অশ্লীল হইতে পারে না। যাঁহারা জড়-রসে মত্ত, ভাগবতে যাহাদিগকে 'দেহাত্মবাদী' বলিয়াছেন, যাহারা এই মরজগতে পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত, তাহারা কখনও এই দেবদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা তাহাদের কামতপ্ত হৃদয়ে যেন মনেও কখনও এই চিল্লীলা স্মরণ না করেন। অনধিকারী হইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম রাসলীলা আলোচনা করিলে তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। গোদাবরী-তীরে রায়রামানন্দ-সংবাদে মহাপ্রভু লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—

'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস?'

তদুত্তরে রায় বলিলেন,—

'শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাহাঁ নিত্যলীলা-রাস॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৪)

এখানে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি—জগন্নাথ, সকলেরই স্বামী এবং প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তম, তিনিই একমাত্র ভোক্তা। শ্রীগীতায় দেখা যায়—'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, কেননা তিনিই পরমেশ্বর। তিনি সকল

বিধিরই বিধি, তাঁহার উপর বিধি প্রয়োগ করিবার আর কাহারও ক্ষমতা বা অধিকার নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন,—

পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ-বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দিত; কৃষ্ণলীলা অশ্লীল হইলে লোক-পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং মহাযোগেশ্বর শিব এই রাসলীলায় পুষ্পবৃষ্টি করিতেন না। এবং পরম ভক্ত উদ্ধব মহারাজও এই মহাসিদ্ধা ব্রজগোপীগণের শ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করিতেন না। যে-লীলা ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, তাহা উপস্থিত মৃত্যু-সঙ্কট-সময়ে কখনও শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরম আনন্দসহকারে কীর্ত্তন করিতেন না। সুতরাং এ-লীলা কখনও হেয় বা নিকৃষ্ট নহে। আমার মত জড়বিদ্যায় পণ্ডিত, বিষ্ঠার কৃমি-কীটসদৃশ ঘৃণিত প্রাণী, কামকলুষিত হৃদ্‌রোগগ্রস্ত, প্রাকৃত বদ্ধ জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য লীলা পর্য্যন্ত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে হৃদয়স্থিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুসকল অচিরে বিনষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থিত তটস্থাশক্তিরূপ অসংখ্য জীব বর্ত্তমান। এই বদ্ধ জীবসকল শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের সেবা ভুলিয়া অনন্তকাল মায়া-দেবীর দাসত্ব করিতেছে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জানাইয়াছেন,—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮,১১৭)

অর্থাৎ জীব বহির্ম্মুখতা-দোষে নিজ পতি ভগবানকে ভুলিয়া অনাদি কর্ম্মফলে নাগরদোলার ন্যায় পুণ্যফলে কখনও স্বর্গে, পাপফলে কখনও নরকে, কখনও চৌরাশিলক্ষ যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিতেছে। নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব কিরূপে নিজকর্ম্মদোষে কখন প্রস্তর, কখন বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, দেব, দৈত্য, কখনও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে। জীব নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, যেমন যাত্রার দলে লোক মুখোস পরিয়া নানা আকৃতি প্রদর্শন করে, তদ্রূপ নিজকর্ম্মফলে কখন পুরুষ-দেহ, কখন স্ত্রীদেহ, ঐরূপ পশু, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ঐরূপ দেহকে আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি

ব্যাঘ্র, আমি ভল্লুক, আমি বিড়াল ইত্যাদি মিথ্যা অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে (১০।৮৪।১৩) এইরূপ বুদ্ধিকে দেহাত্মবুদ্ধি বলিয়াছেন। এইরূপ বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদিগকে "গোখর" আখ্যা দিয়াছেন। যথা—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

অর্থাৎ ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, রক্ত, কৃমি, কীট, মাংসাস্থি, কফ, পিত্ত, বাত, মল, মূত্র, শ্লেষ্মাপূরিত এই দেহপিণ্ডকেই যাহারা 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অভিমান করেন, তাহারা গোখর অর্থাৎ গরুর তৃণ-বহনকারী গর্দ্দভ।

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান, তাঁহার অনন্ত শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি প্রধান; তন্মধ্যে জীব তটস্থাশক্তি-পরিণত।—

একলা পুরুষ কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে।
জীববৃন্দ গোপীগণ রমে কৃষ্ণ-সনে॥

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ ও ভোক্তা; আর সকলে তাঁহার শক্তি অর্থাৎ ভোগ্যা। এক শক্তি আর এক শক্তিকে কখন ভোগ করিতে পারে না। এক পুরুষ অন্য পুরুষকে ভোগ করিতে পারে না। শক্তিমান পুরুষই তাঁহার সকল শক্তিকে ভোগ করিতে পারেন। জীবসকল মায়া-মোহিত হইয়া, স্বরূপ ভুলিয়া 'আমি পুরুষ'—এই অভিমানে অন্য স্ত্রীলোককে ভোগ করিতে চায়। অন্য স্ত্রীলোকগণও 'আমি স্ত্রী' এই অভিমানে অন্য পুরুষকে ভোগ করিতে চায়; এ-সমস্তই ভগবানের মায়াশক্তিরই প্রভাব। প্রকৃত-প্রস্তাবে কোনও জীব-পুরুষই ভোক্তা বা ভোগ্য নহে বা কোনও জীব-স্ত্রীই ভোগ্যা বা ভোক্ত্রী নহে।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ছোঁড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, শ্রীরাধানাথ॥

সুতরাং পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান পরিত্যাগ না করিলে কখন ব্রজ-ভাবের উদয় হইবে না। ব্রজভাব নিত্য সিদ্ধ—উহা সাধ্য নহে। তবে শুদ্ধচিত্তে উহা উদিত হয় মাত্র।—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৪)

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)

ইত্যাদি শ্রদ্ধাসহকারে সাধু ও গুরুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে জীবের নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপের পরিচয় হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

সদাচার (২)

শ্রীবিষ্ণুই জগদীশ্বর বলিয়া জগদ্বাসী আমরা সকলে তাঁহার সন্তান বা সেবক অর্থাৎ বৈষ্ণব। সুতরাং সকলেরই শ্রীবিষ্ণুসেবা অবশ্য করণীয় এবং ইহাই একমাত্র সদাচার। শ্রীহরিসেবার অনুকূল যাবতীয় কার্য্যই সদাচার, এবং হরি-ভক্তির প্রতিকূল যাবতীয় কার্য্যই বাস্তব মঙ্গলদায়ক নহে বলিয়া সদাচার-বিরুদ্ধ, অতএব অকরণীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেমন আর শাখা-প্রশাখায় জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না, প্রাণে আহার দিলে যেমন আর অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে আহার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিলে আর অন্য দেবতাদির পূজা করা আবশ্যক হয় না। যিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীহরিই সকলের মূল' এই জ্ঞানে সেই অখিল লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদ-পদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করেন তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল এবং আত্মীয়-স্বজনের কাহারও নিকট ঋণী থাকেন না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গলের আশা নাই। সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র-লাভ না হইলে মন্ত্রদেবতা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা ফলপ্রদ হয় না। হরিভজনের প্রথমেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় করা প্রয়োজন। তদনন্তর প্রীতির সহিত শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাসাধ্য পালন।

ভগবদ্ভক্তির (ভক্তের) অনুকূল গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জন, কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা

করিবেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানকে রক্ষক ও পালকরূপে বরণ, স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আনুগত্য ও দৈন্য—এই কয়েকটী ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তি-মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যহ আদরের সহিত সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীধামে, মন্দিরে বা শ্রীমঠে বাস ও শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদাচার।

শুদ্ধভক্তের পদধূলি, পদজল ও অধরামৃত গ্রহণ করিলে ভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাহা সাদরে সেবনীয়। প্রত্যহ সাধুগুরুর সাক্ষাৎ সঙ্গের সুযোগ না হইলে তাঁহাদের কৃপা নির্দ্দেশানুসারে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, নামে রুচি, সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

—এই আদর্শ আমাদের প্রত্যেকেরই গ্রহণীয়। শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, শ্রীহরি-নাম-মন্ত্রে সামান্য শব্দ-বুদ্ধি এবং শ্রীবিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমান-বুদ্ধি মহাপরাধ ও নরকপ্রাপক।

জীবের সুখ-দুঃখ যাহা কিছু আসুক, সবই ভগবৎ-কৃপা বলিয়া জানা প্রয়োজন। যদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যাহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন। সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়-স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন। ভগবান্ যাহাকে যখন যেখানে রাখেন তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার আমাদের মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা ও অসুবিধা দানের মালিক একমাত্র ভগবান্। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা তাহা নত-শিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" জাগতিক সুবিধা, অসুবিধা, সুখ, দুঃখ যাবতীয় অবস্থাকে মঙ্গলময়ের কৃপা জানিয়া হরিসেবাময় জীবন যাপন করা প্রয়োজন।

যাঁহারা ভগবানের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে প্রথমেই শ্রীবিগ্রহের জাগরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বদিনের নির্ম্মাল্য অপসারণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা অরুণোদয়কালে

সেই নির্ম্মাল্য শ্রীহরির বক্ষে শল্য-সদৃশ, প্রভাতে মহাশল্যবৎ এবং সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টার বেশী অতীত হইলে বজ্রপ্রহার সদৃশ হইয়া থাকে।

মুক্তকচ্ছে আচমন ও দেবাদির অর্চ্চন করিতে নাই। আদৌ গুরুপূজা, ততঃ গৌরপূজা, তদনন্তর রাধাকৃষ্ণ-পূজা করিতে হইবে; নতুবা পূজা নিষ্ফল হইবে। দ্বাদশীতে শ্রীবিগ্রহের স্নান ও তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। স্নান করিয়া পুষ্প আহরণ করিলে তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। এইজন্য স্নান করার পূর্ব্বেই ভগবৎসেবার্থ পুষ্পচয়ন সদাচার। কিন্তু ভগবৎ-সেবার্থ তুলসী-চয়ন স্নান করিয়াই করিতে হয়, নতুবা তাহা বিফল হয়। বিষ্ণুপূজা ব্যতীত রোগাদির জন্য তুলসী ব্যবহার করা অত্যন্ত অপরাধজনক। নানাবিধ অন্ন-পান ও উত্তম দ্রব্যাদি ভগবানকে অর্পণ করিবে। ভগবানকে ঘৃতহীন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করা উচিত নয়। কারণ ঘৃতহীন অন্ন আসুর-অন্ন বলিয়া অভিহিত হয়। সামর্থ্যাভাবে কেবল ঘৃতসমন্বিত পায়স ঠাকুরকে নিবেদন করিবে। লশুন, পলাণ্ডু, মসুর, দগ্ধঅন্ন, পর্য্যুষিত অন্ন, রক্ত-পুতিকা, মৎস্য, মাংস ও ছত্রাক ভগবানকে নিবেদন করিতে নাই, বা ঐসকল দ্রব্য কখনও আহার করিতে নাই। ভাগবানকে কাংস্য পাত্রে নারিকেলোদক অর্পণ নিষিদ্ধ। সামর্থ্য থাকিতে বেতন-ভোগী পাচকের পাচিত দ্রব্যদ্বারা ও বেতন-ভোগী দেবতাপূজকের দ্বারা বিষ্ণুপূজা করান কর্ত্তব্য নয়। তুলসী মালিকা ধারণ না করিয়া শ্রীবিষ্ণু-পূজা করিলে তাহা সুষ্ঠু ফলদায়ক হয় না। অনুপনীত ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করিবে না।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া অপরাধ। শ্রীতুলসী স্বয়ং আশ্রয়-জাতীয়া গোবিন্দ-প্রিয়া মাধব-তোষণী। তাঁহাদ্বারা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীহরিরই অর্চ্চন হইবে; আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের সেবা বা অর্চ্চন হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্। জগদ্গুরু শ্রীতুলসীও তাহাই। এজন্য আশ্রয়-বিগ্রহ বা শক্তি-তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীরাধাদেবীর শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া উচিত নয়। তবে তাঁহাদের শ্রীহস্তে তুলসী দেওয়া যাইতে পারে। শক্তিমত্তত্ত্ব বা ভোক্তা-ভগবানের শ্রীচরণেই তুলসী-প্রদান শাস্ত্র-বিধি। এইজন্য ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার-গণের শ্রীচরণে তুলসী প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীগদাধর বা শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি শক্তিতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে তুলসী প্রদান করেন না। অন্যান্য দেবদেবীর চরণেও তুলসী দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাঁহারা

সকলেই তত্ত্বতঃ বিষ্ণু-শক্তি।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীচরণামৃত পান ও মহাপ্রসাদ ভোজন নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে কার্ত্তিকমাসে আকাশপ্রদীপ দান ও গ্রীষ্মকালে তুলসীতে জলধারা প্রদান সদাচার। ভগবানের আরতি দর্শন করিলে দুঃখ, দারিদ্র্য ও পাপাদি নষ্ট হয় এবং সাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব নর-নারী সকলেরই **দণ্ডায়মান** হইয়া আরতি দর্শন করা কর্ত্তব্য। অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি-সমন্বিত দীপ-দ্বারা আরতি করিতে হয়। শ্রীচরণামৃত পান করিয়া আচমন করিতে নাই। ভগবানের উৎসবাদিতে নীচ জাতি স্পর্শ হইলে অস্পৃশ্যতা দোষ হয় না। শ্রীএকাদশী ও শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসরে উপবাসী থাকিয়া শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিবে। কদাপি অন্ন ভোজন করিবে না। একাদশ্যাদি হরিবাসরে ক্ষৌর কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। স্মার্ত্তোক্ত অশুদ্ধ একাদশী ও জন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামীমতে শুদ্ধ একাদশী প্রভৃতি হরিবাসর পালন করিতে হইবে। উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—এই অষ্ট মহাদ্বাদশী বিশেষভাবে পালনীয়া। এক বস্ত্রে ভগবৎ-পূজা ও আহার নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্র পরমপবিত্র ও ভগবানের প্রীতিকর। তাম্রপাত্রে ঘৃতব্যতীত দুগ্ধাদি গোরস বা মধু রাখিলে তাহা মদ্যতুল্য হয়। কিন্তু তাম্রপাত্রে ঘৃত-সংযোগে মধু ও দুগ্ধাদি দূষিত হয় না। গ্রহণের সময় ভগবৎ-সেবা ও মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বাধা নাই। জন্ম-মরণাদিতে বৈষ্ণবের অশৌচ নাই, সুতরাং সেই সময়ে শ্রীশ্রীভগবানের পূজা-অর্চ্চনাদি কোনও সেবা বন্ধ করিবে না।

গৃহে বা মঠে কোন ভক্ত আসিলে তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা বা সম্মান করা কর্ত্তব্য। শ্রীএকাদশী ও শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপবাস-দিনে কেহ আসিলে তাঁহাকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সদাচার-বিরুদ্ধ। শ্রীহরিনামের মালিকা বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখা কিংবা অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত রাখা অপরাধজনক। মহাপ্রসাদের সম্মুখে কলহ, প্রজল্প বা ক্রোধাদি প্রকাশ মহাপরাধ। মহাপ্রসাদের সহিত অমেধ্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভোজন অপরাধ। গঙ্গাতীরে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন বা গঙ্গাগর্ভে শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি পরিত্যাগ অপরাধ-জনক।

শাস্ত্র বলেন,—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, পরিক্রমা বা শ্রীহরির গমনকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করত তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গমন করা কর্ত্তব্য। নতুবা অধঃপতন বা ব্রহ্মরাক্ষসত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধু-গুরুকে দূর হইতে দেখিতে

পাইলে সেখানে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইবে। তাঁহারা কোথাও গমন করিলে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর অনুগমন করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্-বিগ্রহ ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করা কর্ত্তব্য। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে গৃহস্থ-পিতারও সেই পুত্রকে প্রণাম করা উচিত। নচেৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন; কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম করিবেন। ভগবানকে প্রণাম করিবার সময় 'হে ভগবন্! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন'—এই বলিয়া প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চাঙ্গ ও সাষ্টাঙ্গ ভেদে প্রণাম দ্বিবিধ। বাহুযুগল, জানুযুগল, মস্তক, বচন ও বুদ্ধি—এই পঞ্চাঙ্গদ্বারা প্রণতিই **পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম**। আর বাহুযুগল, চরণ-যুগল, জানুযুগল, বক্ষঃ, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বচন—এই অষ্টাঙ্গদ্বারা প্রণতিই **সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম**।

ভগবানের সম্মুখে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করা অপরাধ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে নিজের বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করাই বিধি। শ্রীবিগ্রহের শয়ন ও ভোজনকালে তাঁহাকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

সন্ধিং বীক্ষ্য হরিং চাগ্র্যং গুরুন্ স্বগুরুমেব চ।

*　　*　　*　　*　　সর্ব্বথা নমেৎ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকৃত টীকা—"সন্ধিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং। বীক্ষ্য আলোচ্য তদ্ব্যতিরিক্তকালে ইত্যর্থঃ।"

উচ্ছিষ্ট-হস্তে বা অশুচি অবস্থায় প্রণাম নিষিদ্ধ। একহস্তে প্রণাম করা অপরাধ। ভগবানের পৃষ্ঠদেশে, অতি নিকটে ও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রণাম ও জপ করিতে নাই। শ্রীমন্দিরে বা সভায় বহুভক্ত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কাহাকেও প্রণাম করা উচিত নয়। শ্রীহরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ভগবানকে বার-চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিলে সমস্ত তীর্থ-ভ্রমণ অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। শ্রীহরিকে ও শ্রীতুলসীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে নাই।

শুদ্ধ আসনে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া আচমনান্তে ইষ্টদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করত সংখ্যা রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে হইবে। একবস্ত্রে জপ করিতে নাই। বস্ত্রাধারে হরিনামের মালিকা রাখিয়া শ্রীহরিনাম ও সংখ্যা রাখিয়া প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ-সহকারে জপ্য। মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবেও উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তনীয়। জপকালে সুমেরু লঙ্ঘন নিষিদ্ধ এবং বামহস্তে মালা স্পর্শ করা

অনুচিত। তর্জ্জনীদ্বারা মালা স্পর্শ করিতে নাই। জপকালে মালা কম্পিত করা উচিত নয়। মালা বস্ত্রাধারে গুপ্ত রাখিয়া জপ করাই কর্ত্তব্য। প্রকাশ্য-ভাবে (মালিকা বাহিরে রাখিয়া) জপ করিলে সেই জপ ভূত, রাক্ষস, বেতাল, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সংখ্যা না রাখিয়া মন্ত্র জপ করিলে তাহা বিফল হয়। সুযোগ-সুবিধা থাকিলে তুলসী, গুরু, ভগবদ্বিগ্রহ বা ভক্তের সম্মুখে জপ করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"পুরশ্চরণ ব্যতীত শতবৎসর জপ করিলেও মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পুরশ্চরণদ্বারা সাধকের যাবতীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। এজন্য সিদ্ধিকামী সাধকমাত্রেরই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। পুরশ্চরণ না করিলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্রবিষয়ে বহু পরিশ্রম—সবই ব্যর্থ হয়। পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য বা শক্তি বলিয়া কথিত। নিবীর্য্যদেহী যেমন কোন কার্য্যে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পুরশ্চরণ-বিহীন মন্ত্রও শক্তিহীন বলিয়া তদ্দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। এইজন্যই জীবশিক্ষার্থ শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভু মন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে।
প্রভুরে মিলিয়া, গেলা আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সূজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৩-৫)

পুরশ্চরণ বহু ব্যয়সাধ্য, বহুশ্রম-সাধ্য ও বহু সময়-সাপেক্ষ বলিয়া শাস্ত্রোক্ত-নিয়মে পুরশ্চরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্য বুদ্ধিমান্ স্নিগ্ধ ভক্তগণ গুরুকে ঈশ্বর জানিয়া কায়-মনোবাক্যে প্রীতির সহিত শ্রীগুরুসেবা করিয়া থাকেন। কেবল শ্রীগুরু-কৃপাতেই পুরশ্চরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥(হঃ ভঃ বিঃ ১৭বিঃ১৩০)

শাস্ত্রানুসারে পুরশ্চরণ করিতে হইবে। অথবা শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া অকপট সেবাদ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধানপূর্ব্বক

ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিবে। কিন্তু যাহারা পুরশ্চরণও করিবে না কিংবা শ্রীগুরুসেবাও করিবে না, তাহাদের সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেব সমস্ত কার্য্যের মূল। এইজন্য প্রত্যহ শ্রীগুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পুরশ্চরণ না করিয়াও মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কেবল-শ্রীগুরু-প্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ।"

শাস্ত্র আরও বলেন,—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদিচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৭বিঃ ৩০)

যাঁহার ভগবান্, গুরু ও মন্ত্রে অচলা ভক্তি থাকে, তিনি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। যদি কেহ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তিনি মন্ত্র ও গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিবেন। এই তিনটী অপ্রাকৃত বস্তুতে কখনও ভেদবুদ্ধি করিবেন না।

গুরুকৃপাই দুস্ত্যাজ্য অনর্থের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। কেবল অকপট গুরুসেবা দ্বারাই জীবের অনায়াসে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। গুরুসেবাদ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেইরূপ সন্তুষ্ট হন না। ভগবজ্ জ্ঞান-প্রদাতা গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য কেহ নাই। এইজন্য গুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ১৪০)

শ্রীগুরুসেবাই সর্ব্বোত্তমোত্তম ধর্ম্ম। এই গুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র ধর্ম্ম আর কিছু নাই।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে (২৩৭ অনুচ্ছেদ) জানাইয়াছেন,—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্, যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥
প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

জ্ঞান-প্রদাৎ গুরোরধিকো সেব্যো নাস্তি। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি। **ইজ্যা** গৃহস্থধর্ম্মঃ, **প্রজাতি** প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং, তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে তাভ্যাং; তথা **তপসা** বনস্থধর্ম্মেণ; **উপশমেন** যতিধর্ম্মেণ বা। অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, **যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া**।"

মন্ত্র ও গুরু একই বস্তু। আর যিনি গুরু, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরি। সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, হরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—**"প্রথমে শ্রীগুরুপূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি হইবে। নতুবা পূজা নিষ্ফল হইবে।"** ভগবান্ আরও বলিতেছেন—"আমি গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।" ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহ নাই। অতএব তাঁহার সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই। 'ইজ্যা' অর্থাৎ গৃহস্থ-ধর্ম্ম, 'প্রজাতি' প্রকৃষ্টজন্ম অর্থাৎ উপনয়ন, ইহাদ্বারা ব্রহ্মচারিধর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ 'তপ' অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, 'উপশম' অর্থাৎ যতি-ধর্ম্ম। পরমেশ্বর আমি গুরুসেবাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ঐসকল কোন কিছুর দ্বারা সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

———

দীন সেবকের কাতর প্রার্থনা

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের ঝুলন পর্ব্বোলক্ষে)

অপূর্ব্ব ঝোলনা, করিয়া রচনা,
ঝুলিছেন শ্যাম-রায়।
রতনে মণ্ডিতা, বৃষভানু-সুতা,
শ্যাম-বামে শোভা পায়॥
অপরূপ শোভা, মুনি-মনোলোভা
ঝোলনে শ্রীকৃষ্ণ-রাই।
বন-ফুল-হারে, শ্যাম শোভা করে,
কিবা বলিহারি যাই।
শ্যাম-তনুবর, রূপের আকর,
অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত।
সুরাসুর-নর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,—
যুগল-চরণ অর্চ্চিত॥
রাধিকা-রমণ, শ্যাম নবঘন,
রাই স্থির সৌদামিনী।
ঝুলনে মিলন, হেরি' সখীগণ,
হরষে মাতিল অমনি॥
কেহবা চামর, ব্যজন-তৎপর,
কেহবা নাচিছে রঙ্গে।
হাঁসিয়া লুটায়, ঘনশ্যাম-রায়,
শ্রীমতী লইয়া সঙ্গে॥
কৌস্তুভ-রতন, শোভে অনুপম,
নীলাকাশে যথা ভানু।
চরণ-সরোজে, নূপুর বিরাজে,
পীতবাস ধরে কানু॥
পঞ্চদীপ ধরি', ললিতা-সুন্দরী,
করয়ে যুগল-আরতি।
চম্পকের দাম, সুবাস-সুঠাম,
পদে দিল ফুল-মালতী॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা, বীণা-মধুস্বরা,
বাজাইছে সখীগণে।
মধুর পঞ্চমে, পরশি' মরমে,
গাহে পুলকিত মনে॥
গাহে শুক-সারী, আপনা পাসরি',
নিকুঞ্জ কানন-মাঝে।
ময়ূর-ময়ূরী, শিখণ্ড বিসারি',
মৃদু মৃদু তালে নাচে॥
শাখী-শাখা-পরে, কোকিল কুহরে,
আনন্দে হৈয়া মগন।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি', নাচিছে কুররী,
হ'য়ে আত্ম-বিস্মরণ॥
হরষে মগন, শ্রাঙণের ঘন,
হাসিছে চপলা ক্ষণে।
সুরভী মাখিয়া, পবন আসিয়া,
নাচাইছে শাখীগণে॥
বেণু-রব শুনি' যমুনা উজানি'
উল্লাসে নাচিয়া যায়।
গিরি-গোবর্দ্ধন, কাঁপে ঘন ঘন,
বাসনা নাচিতে চায়॥

মালতী-চামেলী, মল্লী-যূঁই বেলি, রতন-আসনে বসিল দু'জনে,
সুবাস ছড়ায় ফুটি'। সখীগণ জয় গায়॥
ভ্রমর-ভ্রমরী, গুণ-গুণ করি', ভোগ অগণন, আনি' সখীগণ,
পান করে মধু লুটি'॥ নিবেদিল রাই-কিশোরে।
অতি-দূর বনে, পশু-পাখীগণে, ভোগ-অবশেষ, করিয়া বিশেষ,
যে' যেথা আছিল শুতিয়া। ধরিল সকলে শিরে॥
বেণু-আকর্ষণে, নিকুঞ্জ কাননে, হে শ্যাম-সুন্দর! পীতবাস-ধর,
উপনীত হ'ল ছুটিয়া॥ করুণা বিতরি' দীনে।
ঝোলনা হইতে, নামি' হর্ষচিতে, ক্ষমি' অপরাধ, পূর্ণ কর সাধ,
রাই-সনে শ্যামরায়। দেহ স্থান ও চরণে॥

এ-দীনগোপাল রায়, নিবেদিছে তব পায়,
কবে দিবে সেবা-অধিকার।
তোমার চরণ সেবা, বিনে অন্য আছে কিবা,
এ-জগতে সার কাম্য আর?

—সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত দুইজন সেবক শ্রীল জীব-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণের নাম—

১। শ্রী শ্রীহরি ব্রহ্মচারী (মধ্য)
২। ভক্ত মণীন্দ্রনাথ (আদ্য)

উপনিষদের উপাখ্যান

জাবালা ও সত্যকাম (৬)

'জাবালা' নামক এক বিধবার 'সত্যকাম' নামে এক পুত্র ছিল। একদিন বালক সত্যকাম মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মাতঃ! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার কি গোত্র?"

জাবালা তাহাকে বলিল,—"হে পুত্র! তোমার কোন্ গোত্র, তাহা আমি জানি না। আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু লোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তোমাকে লাভ করিয়াছি। সুতরাং তোমার কি গোত্র, তাহা আমার জানা নাই। আমার নাম—জাবালা, তোমার নাম—সত্যকাম। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলে তুমি তাঁহার নিকট 'সত্যকাম-জাবাল' বলিয়া পরিচয় দিও।"

সত্যকাম ঋষি হারিদ্রুমত-গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাহার গুরুগৃহে বাসের সঙ্কল্প জানাইল। গৌতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সৌম্য! তুমি কোন্ গোত্রীয়?" তদুত্তরে বালক সত্যকাম বলিল,—"হে ভগবন্! আমি কোন্ গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থায় পরিচারিকারূপে বহুর পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। আমার মাতার নাম—জাবালা এবং আমার নাম—সত্যকাম।"

গৌতম-ঋষি বালকের এইরূপ নিষ্কপটতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"অব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ সরল ও সত্যকথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ্ কাষ্ঠ লইয়া আইস। আমি তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে কখনও বিচলিত হইও না।"

অনন্তর ঋষি-গৌতম সত্যকামকে উপনয়ন প্রদান করিয়া তাহার উপর বিশেষ সেবা-ভার অর্পণ করিলেন। ঋষি তাঁহার গোশালা হইতে ৪০০ শত দুর্ব্বল ও কৃশ গো বাহির করিয়া সত্যকামকে তাহাদিগের অনুগমন করিতে বলিলেন। গাভীগুলিকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"ইহারা সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।"

এইরূপে বহুবর্ষ প্রবাসের পর তাহার ঐকান্তিক সেবা-যত্নে গাভীগুলি সহস্র-সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একদিন একটী বৃষ সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল,—"হে

সৌম্য! আমাদের সহস্র-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে; এখন তুমি আমাদিগকে আচার্য্য-গৃহে লইয়া চল।" পবনদেব ঐ বৃষের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া সত্যকামকে বলিলেন,—"পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিক্‌ই ব্রহ্মের চতুষ্কল প্রথম পাদ বিভূতি। যিনি ইঁহাকে 'প্রকাশবান্'রূপে উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুর পর উজ্জ্বল-লোকসমূহ জয় করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, অগ্নি তাঁহার নিকট দ্বিতীয় পাদ বর্ণন করিবেন।" পরদিন সত্যকাম গো-সমূহকে লইয়া গুরুগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে যে-স্থানে সন্ধ্যা হইল, তথায় গোসমূহকে রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। অগ্নি তখন সত্যকামকে 'অনন্তবান্' নামক ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ বিভূতির কথা উপদেশ করিলেন এবং হংসরূপী সূর্য্য ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বিভূতি তাঁহার নিকট বর্ণন করিবেন বলিয়া জানাইলেন।

পরদিবস তথা হইতে সত্যকাম গাভীসকলকে লইয়া পুনরায় আচার্য্য-গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন এবং যথায় সন্ধ্যা হইল, সেখানে গাভীগুলিকে রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করত তাহার পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন। হংস সত্যকামের নিকট উড়িয়া আসিয়া 'জ্যোতিষ্মান্' নামক ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ বিভূতির বিষয় উপদেশ করিলেন এবং 'মদ্‌গু' নামক জলচর পক্ষীর রূপধারণ করিয়া প্রাণদেবতা তাঁহার নিকট চতুর্থপাদ বিভূতি বর্ণন করিবেন, জানাইলেন। সত্যকাম পরদিন পুনরায় গুরুগৃহাভিমুখে গমন করিয়া যে-স্থানে সন্ধ্যা হইল, তথায় অগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিলেন। তখন 'মদ্‌গু'রূপে প্রাণদেবতা তাঁহাকে 'আয়তনবান্' নামক ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থপাদ বিভূতি উপদেশ করিলেন।

এইরূপে সত্যকাম দেববৃন্দের সহায়তায় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হইলেন। ঋষি সত্যকামকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, নিষ্কপট সেবা-ফলে সত্যকাম ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন ও তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে। গৌতম সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে সৌম্য! তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ; কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?" সত্যকাম বলিলেন,—"মনুষ্য ভিন্ন অন্যে" আমাকে ইহা উপদেশ করিয়াছেন। তথাপি হে ভগবন্! আমার সিদ্ধিলাভের জন্য আপনিই কৃপাপূর্ব্বক আমার অভীষ্ট বিষয়ে পুনরায় উপদেশ দান করিয়া কৃতার্থ করুন। কারণ আমার শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, "আচার্য্যের উপদিষ্ট বিদ্যাই পরম-কল্যাণকর ও সিদ্ধিপ্রদা হয়।"

সত্যকাম আচার্য্যের উপদেশই ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়া

ঋষি-গৌতম তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত বিদ্যাই প্রদান করিলেন। কালক্রমে সত্যকামও আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উপকোশলাদি শিষ্যগণ দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সত্যকাম অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্ত্তন করাইলেন, কিন্তু উপকোশলকে সমাবর্ত্তন করাইলেন না। কারণ তিনি উপকোশলকে প্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত গুরুসেবক জানিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্ম-বিদ্যার সকল গুহ্যতম রহস্যই উদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বারংবার তাহাকে পরীক্ষাও করিলেন। অবশেষে সত্যকাম তাঁহাকে আত্মবিদ্যা প্রদান ও লোক-সমূহের উপদেশ করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—"যেরূপ পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হন না। অর্চ্চিরাদি মার্গ বা দেবপথই ব্রহ্ম-প্রাপক। এইপথে গমন করিলে আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না।"

উপরিবর্ণিত উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত শিক্ষগুলি লাভ করা যায় :—

১। শ্রুতি বলিতেছেন,—সরলতা বা নিষ্কপটতাই 'ব্রাহ্মণতা'। জগতের লোক যাহাকে অত্যন্ত হীন ও নিন্দনীয় মনে করে, সত্যকাম আচার্য্যের নিকট সেই হীনকুলের পরিচয় দিতেও কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এস্থলে তাহার স্বাভাবিক সত্যবাদিতা ও সরলতা প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষি-গৌতম বালকের ব্রাহ্মণ-লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করত গুরু-সেবায় ও বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সুলভ গুণসমূহের দ্বারা সর্ব্বত্রই আদৃত ও পূজিত। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে অমোঘ-উদ্ধারলীলা-প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম-পবিত্র-স্থান অপবিত্র কৈলা॥"

২। শাস্ত্র বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমাচারে অবস্থান ব্যতীত শ্রীভগবানকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগীতা বলেন,—ভগবৎ-প্রণীত এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অস্বীকারকারী সকলেই আসুর-শ্রেণীভুক্ত। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব জাগতিক বিচারে যতই শ্রেষ্ঠস্থান ও যোগ্যতা অর্জ্জন করুন না কেন, পরিণামে তাহা কখনও আত্যন্তিক মঙ্গললাভে সহায়তা

করে না। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, অর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য,—এই কয়টী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারিবর্ণের সৃষ্টি। শ্রীভগবান্ হইতেই এই চারি বর্ণাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং ইহা অস্বীকার করিলে ভগবানকে অবজ্ঞা করা হয় ও অধঃপতন ঘটে। সত্যযুগে 'হংস'-নামে কেবল একটী মাত্র বর্ণ ছিল। পরে ত্রেতাযুগে ত্রয়ী বেদের সহিত এই বর্ণাদির সৃষ্টি হয়। চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল শৌক্র-বর্ণদ্বারা হয় না।

শৌক্রবিচারে বর্ণ নিরূপণ করিতে গেলে তাহা সুষ্ঠু হইতে পারে না। যেহেতু চারি-বর্ণেরই জন্ম-কর্ম্ম-মৃত্যু একই প্রকার। জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্মাদি কোনটীই 'ব্রাহ্মণ'-শব্দবাচ্য নহে। পরন্তু রাগ-দ্বেষাদিশূন্য দম্ভাহঙ্কার-বর্জ্জিত, শম-দমাদিবিশিষ্ট আত্মবিৎ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। তাই অবরকুল হইতেও উত্তম বর্ণ লাভ করিয়াছেন এইরূপ বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে। ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণ-গুণ লক্ষ্য করা যায়, তবে তাহাকে তত্তৎ বর্ণে নিরূপণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" (৭।১১।৩৫) শ্লোকে বৃত্ত বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শম-দমাদি গুণ-লক্ষণদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা—শাস্ত্রীয় সুবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অশৌক্র-ব্রাহ্মণে শম-দমাদি গুণ পরিদৃষ্ট হইলে, তাহাকে জাতি-সামান্যে দর্শন না করিয়া লক্ষণদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে—ইহা শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ কিরূপে স্ব-স্ব স্বভাব দ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীপার্ব্বতীদেবী জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুকে প্রশ্ন করায় তিনি স্বভাব বা লক্ষণ অনুসারে বর্ণ নিরূপণের ব্যবস্থা প্রদান করেন।

মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধ প্রসঙ্গে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি আচারপরায়ণ, সত্য ও ধর্ম্মে অবস্থিত হয়, তাহাকে 'ব্রাহ্মণ'—সংজ্ঞায়ই অভিহিত করিবে, কারণ 'সচ্চরিত্রতাই' ব্রাহ্মণ হইবার একমাত্র কারণ। হিংসা, লোভ, সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, দ্বিজাতির অভক্ষ্য সকল দ্রব্য-ভোজনে আগ্রহশীল, অশুচি, বৈদিক-ধর্ম্ম-ত্যাগী দ্বিজগণ 'শূদ্র' বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মৎস্য-মাংস-ভোজনে লোলুপ বিপ্র 'নিষাদ-ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন—"মৎস্য-মাংসে সদা লুব্ধ বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে।" যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না

জানিয়া কেবল ব্রাহ্মণ-সংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন, শাস্ত্র তাহাকে 'পশু-বিপ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে বিপ্র শূদ্রগণের পাচক, হরিনাম বিক্রয়ী, বিদ্যা-বিক্রয়ী, তাহাকে বিষহীন সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার যজন-যাজনাদিদ্বারা গৃহস্থের কোন মঙ্গল হয় না। তাহাদের দ্বারা কোনরূপ পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেও তাহা সুষ্ঠু ফলপ্রসূ হইবে না।—ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই কে বড়, কে ছোট—এইরূপ বিচার করিয়া থাকে। ভক্তকবি তুলসীদাসজী বলিতেছেন,—হরিভজন না করিলে ইহারা সকলেই চামার। চামারের যেমন চামড়ার দিকে নজর, ইহাদেরও তদ্রূপ। আবার হরিভজন করিলে ইহারাই আবার একজাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবকোই করত বিচার্।
তুলসী কহে,—হরি না ভজে ত চারো 'চামার'॥
হরি ভজে ত চারো জাত মিলকর্ এক বরণ্ হো জায়।
অষ্ট-ধাতুমে পরশ লাগাওয়ে এক মূল্‌সে বিকায়॥"

নিখিল শাস্ত্রের সার নিষ্কর্ষ এই যে, যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিহিত হইবেন, আর ব্রাহ্মণ-স্বভাব বা লক্ষণ না থাকিলে তিনি 'শূদ্র'-পদবাচ্য।

৩। সত্যকামের আদর্শ গুরুসেবা নিষ্কপট ভজনপিপাসু সাধকের সর্ব্বদাই অনুসরণীয়। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু-সেবায় মনোনিবেশ করা সম্ভবপর হয় না। 'গুরুদেবের আমি' এবং 'সমস্তই শ্রীগুরুদেবের সেবোপকরণ'—এই বুদ্ধি হইলে তাঁহার সম্পর্কিত প্রত্যেকটী বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আপন-ভাব ও টান বা আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। সত্যকামের সেরূপ বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি গুরুদেবের বৈভব বিস্তারে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহ ছাড়িয়া 'হরিভজন করিতে মঠে আসিয়াছি' বলিয়া যাহারা অপর সেবাচিন্তা বাদ দিয়া কেবল অনর্থ-যুক্তাবস্থায় শ্রীনাম-গ্রহণের ছলনা করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, সত্যকাম সেরূপ মতানু-সরণ করেন নাই। তাই তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া চারিশত গো-গাভীকে এক-সহস্রে পূর্ণ করিয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। নিষ্কপট গুরুসেবার ফলে তিনি ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। "হরিভক্তি আছে

যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর।" তাই আচার্য্য গৌতমের অভিপ্রায়ানুসারে দেবতাগণ তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। 'নিজ চেষ্টা বা যোগ্যতার দ্বারা সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি', 'কাহারও নিকট হইতে আর উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই' এইরূপ বিচার প্রায়ই সাধক জীবকে অধঃপাতিত করায়। কিন্তু সত্যকাম গুরুকৃপাবলে 'গুরূপদিষ্ট মন্ত্রই সত্বর সিদ্ধিপ্রদ হয়' উপলব্ধি করিয়া পুনরায় শ্রীগুরূপদিষ্ট তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-নির্দ্দেশাদি গ্রহণই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, অভাবপক্ষে শাস্ত্ররূপী সাধুসঙ্গ বিহিত হইয়াছে।

৪। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব তুষ্ট হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং নিখিল বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। গুরুদেবের মনোভীষ্ট পালন করাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র উপায়। যে সৎশিষ্য শ্রীগুরুতে চির-প্রণত, জগতে তাঁহার অলভ্য কিছুই নাই। সরল, নিষ্কপট গুরুসেবকই আচার-প্রচারের দ্বারা বিশ্ববাসীর কল্যাণ বিধানে সমর্থ। তিনিই 'পরমহংস আচার্য্য' হইয়া গুরুদেবের বাণী ও মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হন। তুরীয় আশ্রমাধিকার বা আশ্রমাতীত অধিকার জনমত বা গণভোটের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না। উহা সাধন-সাপেক্ষ ও নিত্য-সত্য। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য; তাই গুরু-শিষ্য-পরম্পরা বা আম্নায়-ধারা নিত্যা। উভয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই, বরং অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, রবিবার হইতে ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে অগণিত নর-নারী শ্রীনীলাচল-নাথের এই জগদ্বিখ্যাত রথোৎসব উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হন ও রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন লাভ করিয়া পুণ্যাদি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শ ও তাঁহার চিন্ময় রথ ও রথ-রজ্জু স্পর্শ করিয়া তাঁহারা বহু পুণ্য অর্জ্জন করিলেন মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। ভগবৎ-কৃপা-প্রভাবে

সেবোন্মুখ হইলে জীব উহা লাভ করিতে পারেন। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে আরও পাওয়া যায়,—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের দর্শন সম্ভব নয়। প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা আমরা ভগবানকে দেখিতে গেলে মাটিয়াবুদ্ধি আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে ভগবদ্দর্শনের ফললাভ হয় না; অধিকন্তু নামাপরাধ, সেবাপরাধ, ধামাপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র। তাই শাস্ত্র কর্ণের দ্বারা অর্থাৎ শ্রৌত-পন্থায় ভগবদ্দর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

"তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।" অর্থাৎ সাধুসঙ্গে তীর্থস্থান দর্শন-স্পর্শন করিলে তাহাতে বাস্তব চরম কল্যাণ লাভ হয়। সাধুগণই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ এবং তীর্থের মহিমাদি তাঁহারাই সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। তাই সাধু-গুরুর নির্দ্দেশানুসারে তীর্থ-মাহাত্ম্য, অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-মাহাত্ম্য, তীর্থ দর্শনের অধিকার ইত্যাদি বিষয় প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়া উহাতে অগ্রসর হইলে কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কল্যাণকামী জন-সাধারণকে উপরিউক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি দিবার জন্য কৃপা-পরবশ হইয়া প্রতিবৎসরই এই রথোৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন। এবৎসরও ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে শ্রদ্ধালু জনসাধারণ, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থ-ভক্তগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ২৫শে আষাঢ় ও ১লা শ্রাবণ শ্রীশ্রীরথযাত্রা, ও পুনর্যাত্রা দিবসে 'রথারূঢ় শ্রীবামনদেবে'র দর্শন পাইয়া সকলেই পারমার্থিক কল্যাণ অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, দীর্ঘ দশদিবসব্যাপী ধারাবাহিক-ভাবে শ্রীহরিকথা শ্রবণের ব্যবস্থা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন এই মহোৎসবকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন।

১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার—পুনর্যাত্রা-দিবসে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐদিন অগণিত নর-নারী, আহূত, অনাহূত সর্ব্বসাধারণকে শ্রীভগবানের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সমিতির জগন্মঙ্গলকর এইসকল অনুষ্ঠানে যাঁহারা আকুণ্ঠভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীদ্বারকা-ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার

প্রারম্ভিক নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)

পশ্চিমবঙ্গ—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৩

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীশ্রীদ্বারকা-ধাম** ও **শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল** পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন। আগামী ৩১শে আশ্বিন ১৩৬৩, ইং ১৭।১০।৫৬, বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ গাড়ীতে সকলে যাত্রা করিবেন। রেলভাড়া ও প্রসাদাদিসহ প্রত্যেকের ভিক্ষা ৩৫০৲ ধার্য্য হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫০৲ অগ্রিম আগামী ১৫ই হইতে ২১শে আশ্বিন মধ্যে উক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া বা ডাকযোগে পাঠাইয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ব্যতীত যাইবার পথে **মন্দারপর্ব্বত** (শ্রীশ্রীমধুসূদন), **অযোধ্যা**, নৈমিষারণ্য, **হরিদ্বার**, ঋষিকেশ, **কুরুক্ষেত্র**, হস্তিনাপুর (শ্রীযুধিষ্ঠিরের কেল্লা প্রভৃতি), দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শনেরও আয়োজন হইতেছে। ইহাতে অন্ততঃ ৩৫ দিন সময় লাগিবে। পরিক্রমণেচ্ছু ভক্তগণের পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার জন্য এই পত্র প্রকাশিত হইল। বিস্তারিত ও সঠিক বিবরণ পরে পত্রদ্বারা ও শ্রীপত্রিকা-মারফতে জানিতে পারিবেন।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



৮ম বর্ষ | বাসুদেব, ২৬ হৃষীকেশ, ৪৭০ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৩ ; ইং ১৬।৯।৫৬ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীঅনুরাগ-বল্লী

[শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতা]

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! যুগপৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি ॥১॥

কিমাত্মনা? যত্র ন দেহকোট্যো
দেহেন কিং? যত্র ন বক্ত্রকোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং? যত্র ন কোটিজিহ্বাঃ
কিং জিহ্বয়া? যত্র ন নামকোট্যঃ ॥২॥

আত্মাঽস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী
দেহস্তু নাথাস্তু সহস্রবক্ত্রম্।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষজিহ্বং
গৃহ্লাতু জিহ্বা তব নামকোটীম্ ॥৩॥

যদা যদা মাধব! যত্র যত্র
গায়ন্তি যে যে তব নামলীলাঃ।
তত্রৈব কর্ণাযুতধার্য্যমাণা-
স্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥৪॥

কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষ-
কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুবানি নিত্যং
তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥৫॥

কর্ণাযুতস্যেক্ষণকোটিরস্যা
হৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্যাৎ।
শ্রুত্বৈব দৃষ্ট্বা তব রূপসিন্ধু-
মালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো! ধয়ানি ॥৬॥

মেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণ-
নাসারসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদঘ্না।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপুর-
মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসানুভূত্যৈ ॥৭॥

ত্বৎপার্শ্বগত্যৈ পদকোটিরস্তু
সেবাঃ বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধিকোটি-
রেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ ॥৮॥

———

শ্রীঅনুরাগ-বল্লীর বঙ্গানুবাদ

হে ভগবন্! কৃপাবলম্বন-পূর্ব্বক আমাকে যুগপৎ অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ এবং সেই প্রতিদেহে অর্ব্বুদ বদন ও সেই অর্ব্বুদ মুখে অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনা প্রদান করুন। হে প্রভো! অপর প্রার্থনা এই যে, আপনার অর্ব্বুদ গুণরাশি, মদীয় অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনায় নৃত্য করুক ॥১॥

হে প্রভো! যে দেহে কোটিসংখ্যক দেহ অবিদ্যমান, তাদৃশ দেহে প্রয়োজন কি? যে দেহে কোটি সংখ্যক বদন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক? যে বদনে কোটি রসনার অভাব, এতাদৃশ আননে কি ফল হইবে? এবং যে জিহ্বায় তোমার "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম-কোটি বিরাজ না করে, সেই জিহ্বা দ্বারা প্রয়োজন কি? অতএব প্রার্থনা এই যে, কোটি দেহে কোটি মুখ, কোটি মুখে কোটি জিহ্বা, কোটি জিহ্বায় কোটি নাম কীর্ত্তন করুক ॥২॥

হে নাথ! অপর প্রার্থনা এই যে, আমার আত্মা সর্ব্বদা শত শত দেহবর্ত্তী হইয়া বিদ্যমান থাকুক। দেহে সহস্রবক্ত্র হউক। মদীয় বদন লক্ষ সংখ্যক রসনান্বিত হইয়া অবিরত বিরাজ করুক এবং রসনা আপনার নামসমূহ গ্রহণ করুক ॥৩॥

হে রাধানাথ! বিশেষ প্রার্থনা এই, যে-যে ভক্তগণ যে-যে সময়ে আপনার শ্রীবিগ্রহ-সমীপে বা যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়া স্বদীয় নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানে আমি অযুত সংখ্যক কর্ণে আপনার সেই লীলা-সুধা ধারণ করিয়া নিরন্তর পান করিব ॥৪॥

যে-সময়ে অযুত কর্ণে আপনার নাম ও লীলা-সুধা পান করিব, সেইক্ষণে অযুত সংখ্যক কর্ণের লক্ষ কোটি রসনা হউক, যেহেতু অযুত কর্ণে আপনার লীলা শ্রবণ এবং লক্ষকোটি রসনা দ্বারা লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইব ॥৫॥

অযুত কর্ণের কোটি নয়ন, কোটি নয়নের কোটি হৃদয়, কোটি হৃদয়ের অর্ব্বুদ-সংখ্যক রসনা হউক। হে প্রভো! সেই অযুতকর্ণে আপনার রূপ-সাগরের মহিমা শ্রবণ ও কোটিনেত্রে দর্শন, কোটি হৃদয়ে আলিঙ্গন এবং অর্ব্বুদ রসনায় তাহার মাধুর্য্য পান করিব ॥৬॥

হে প্রভো! আপনার দেহ-সৌন্দর্য্যানুভবের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নয়ন হউক এবং আপনার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ অর্ব্বুদ কর্ণ, আর শ্রীবিগ্রহের সৌরভ-সমূহ গ্রহণের জন্য নাসিকা, মাধুর্য্য-রসানুভূতির নিমিত্ত রসনা এবং

আপনার আলিঙ্গন-রস উপলব্ধির নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥৭॥

হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান করুন, আপনার সমীপে গমনার্থ আমার কোটিপদ, আপনার আরাধনা করিবার জন্য আমার কোটিহস্ত, এবং আপনার সেবা-শিক্ষণার্থ আমার কোটি বুদ্ধি হউক ॥৮॥

সজ্জন—দক্ষ (২৫)

কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণমুক্ত সজ্জনের হরিসেবাময় সকল কার্য্যেই দক্ষতা

বিষয়-বিরক্ত সজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে কর্ম্মারম্ভ করেন না, তথাপি হরিসেবার সকল কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে দক্ষতা আছে। সৎকর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ নিজ ভোগ-পরায়ণ দক্ষতা না দেখাইয়াও সজ্জন তদপেক্ষা দক্ষ। মায়াবাদী ব্রহ্মবিচারে যে-সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইতে সজ্জন দক্ষ। সজ্জন অন্যাভিলাষী নহেন, কর্ম্মী নহেন বা জ্ঞানী নহেন। তিনি অন্যাভিলাষমুক্ত হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন।

সজ্জন কৃষ্ণ-জ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত ও কৃষ্ণ-ভক্তিতে দক্ষ

কু-কর্ম্মবীরের ন্যায় অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় না দেওয়ায় অথবা পুণ্যময় কর্ম্ম-বীরের ন্যায় অবৈষ্ণবগণের উপকারে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করায় তাঁহাকে কখনও অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। তিনি নিজ কর্ম্মফলভোগপর কার্য্যের আবাহন না করিয়া অথবা বিষয়ে একেবারে নিমগ্ন না হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্য সহিত কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হন, তাহাকেই অবৈষ্ণবগণ নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ বলেন। তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বদা সেবনোৎসুক। কৃষ্ণভক্তিতে দক্ষতা না থাকিলে তিনি কখনই কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচনে দক্ষ হইতেন না। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞান সজ্জনকে তাঁহার দক্ষতা নিবন্ধন পরাভূত করিতে পারে না।

কৃষ্ণসেবা-তৎপর সজ্জন সর্ব্বদাই অপ্রাকৃতগুণে অলঙ্কৃত

সজ্জন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল। জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও পাপপুণ্য তাঁহাকে বাধ্য করিতে অসমর্থ। তিনি কর্ম্মবীরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর এবং জড়ীয় কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম-নৈপুণ্যে উদাসীন। এই সকলই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয়। সজ্জন তৌর্য্যত্রিকের সেবা করেন না; অথচ তিনি হরিসেবা

করিতে গিয়া তৌর্য্যত্রিকে পরম কুশল। তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বে সাধারণ কবিগণ পরাহত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে জড়পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ। জগতের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বন্মণ্ডলীর জড়বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রচুর। কিন্তু দক্ষ সজ্জন তাহা হইতে বিরত এবং তিনি সংযমিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

অজ্ঞ ও বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা ও উপেক্ষাই সজ্জনের দক্ষতার পরিচায়ক

সজ্জনগণ নিজ দক্ষতার কথা জগৎকে জানান না বলিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে পায় না। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে দ্রষ্টার ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে তিনি সজ্জনের দক্ষতার পক্ষপাতী হন। অসৎকার্য্যে সজ্জনের প্রবৃত্তি নাই, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার দক্ষতা তাঁহার আছে। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী অসদ্ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন। তাদৃশ উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় দক্ষতা জগতের আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করেন।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের হরিভক্তি-প্রচারে দক্ষতা প্রদর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ শ্রীহরিভক্তি প্রচারকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে জানিবার আর বাকী নাই। বিদ্বেষী মায়াবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন ও সাংসারিক জীবগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা ধ্বংস করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি গোস্বামিগণ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার ফলেই আজ ভারতবর্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার ন্যূনাধিক দুই কোটী লোক দেখা যাইতেছে।

বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্ম-সংরক্ষণ-কার্য্যে ভগবৎপ্রেরিত মহাজনগণের দক্ষতা

এই দুই কোটী লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও দক্ষ তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ তাঁহারাই শুদ্ধভক্তি-পথের আদর করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীব-মাত্রকেই বৈষ্ণব জানেন। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় শ্রীজীবপাদের নাম, কাব্য-রচনায় শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ গোস্বামিগণের কথা, অসামান্য বিনয় প্রদর্শন কার্য্যে ও ভগবদ্ভক্তের সাহায্যকল্পে শ্রীপ্রতাপরুদ্রাদির নাম, শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গীতিগুলি এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণ-কার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমিত চেষ্টা বৈষ্ণব-দক্ষতার পরিচায়ক।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধন

সুকৃতি-প্রভাবে জীবের সাধুসঙ্গে স্পৃহা ও কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্তি

জীব স্বীয় ভোগ-বাঞ্ছাবশতঃ ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া সুখাশায় এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া না পড়ে, ততদিন কোনক্রমেই তাহাদের ভগবদুন্মুখতা উদয় হয় না। বহু সুকৃতির ফল-স্বরূপ ভগবৎকৃপা-ক্রমেই জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবতই সাধু-সঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ চরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় করত ভজন-শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

ভগবৎকৃপা-লাভের জন্যই সাধনের প্রয়োজন

নিতান্ত মায়ামুগ্ধ অবস্থা হইতে ভগবৎকৃপা লাভের যোগ্য হইবার জন্য জীবের সাধন কার্য্যটি অপরিহার্য্য জ্ঞানে স্বীকার করিতে হয়। "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়,"—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-উক্তি। অল্প পরিমাণে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াও যাহারা সাধন কার্য্যে অলসতা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ কৃপা পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন, তাহাদিগের জন্মটি বৃথা অতিবাহিত হয়, কোন ফলই হয় না। কৃষ্ণ-কৃপাময়, জীবের প্রতি অপার কৃপা বিস্তার করিয়া শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আবার প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া সকল জীবকে শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া ঈশ্বরোন্মুখ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে তাঁহার কৃপার সীমা নাই। ইহাতেও যাহারা ঈশ্বর-সাধনে উন্মুখ না হন, তাহাদিগের মঙ্গল লাভের আশা বৃথা।

সাধনের তারতম্যানুসারে সিদ্ধিতে ফলভেদ

নিতান্ত স্বতন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছা করিলেই জীবকে দর্শন দিতে পারেন, কিন্তু যাহার হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ নাই যে অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবানকে লাভ করে, তাহার ঈশ্বর লাভের তৃষ্ণা তৃষ্ণা নহে, তাহা তৃষ্ণাভাস মাত্র। তাহার ঈশ্বর দর্শন ঘটিলেও সে তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবে না। অতি তুচ্ছ সংসার-সুখের আশায় বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিবে। সাধন ব্যাপারটি আর কিছুই নহে, কেবল ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় তিনি সেইরূপ কৃষ্ণ

কৃপা লাভ করেন, তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থাকিতে পারেন না। সাধন কার্য্যটি বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদরপূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।

সাধন কাহাকে বলে ?

সাধন কি ? শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধনম্।"

জীব স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস, ভগবৎপ্রেম জীবের নিত্যসিদ্ধ-ধর্ম্ম। জীবের বদ্ধাবস্থায় সেই নিত্যসিদ্ধ ভাব-বিষয় প্রেমাকারে লক্ষিত হয়। যে উপায়ে সেই প্রেম-বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাহাই সাধন। নানারূপ সাধন-অঙ্গ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে সমস্ত সাধনাঙ্গগুলি চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নবধা বিভক্ত হইয়াছে। সকল সাধনের সার—হরিনাম; বিশেষতঃ কলিযুগে।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন; অন্য সাধনাঙ্গগুলি ইহার সহায়ক মাত্র

পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম সাধন-শ্রেষ্ঠ কি জানিতে চাহিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠসাধন বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, যথা চরিতামৃতে,—

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৪১)

শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীপ্রভু বাক্য,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)

এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায় স্বরূপে গৃহীত হয়। যদিও "এক অঙ্গ সাধে কেহ, সাধে বহু অঙ্গ" প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, হরিনাম ছাড়িয়া যে-কোন অঙ্গ আশ্রয় করিলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়। হরিনামকে সাধন শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে

নামাশ্রয় করত নামের সাধকরূপে অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রের স্পষ্ট আজ্ঞা এই :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৬)

শ্রীনামই একাধারে সাধ্য ও সাধন

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা অকপটে একান্তভাবে হরিনামাশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিকালে তাঁহারা নামকেই সাধ্য-স্বরূপে প্রাপ্ত হন, যেহেতু নামই সাধ্য, নামই সাধন ; নাম ও নামী অভেদ।

শ্রীনাম-সাধন-ব্যাপারে সাধকের প্রতি উপদেশ

শ্রীনাম-সাধন ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধন ইন্দ্রিয়-দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি দৃঢ় ও কর্ম্মপটু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার দ্বারা দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রাখিলে সাধন-কার্য্য সুন্দররূপে করা যায়। পক্ষান্তরে শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া দেহের প্রতি অত্যাচার করিলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া পড়ে, এবং সাধনের পরিবর্ত্তে অবশেষে সাধকের জীবনটী হারাইতে হয়। এ বিষয়ে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গীঃ ৬।১৬-১৭)

অর্থ এই যে, অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনক্রমেই সাধনকার্য্যে সক্ষম হয় না। দেহের অসুস্থতা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা না জন্মে এরূপভাবে যুক্ত আহার-বিহার, সর্ব্বকর্ম্মে যুক্তচেষ্টা এবং যুক্তনিদ্রা ও জাগরণ স্বীকার করিলে সাধন কার্য্যটি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদুঃখ নাশ করে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্তরেন্দ্রিয়-রূপ মনকে স্বরূপভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ-রূপ অনর্থচতুষ্টয় হইতে রক্ষা করত শ্রীনামের স্মরণ মননে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে অতিভোজন, অতিনিদ্রা, বিষয়-প্রয়াস প্রভৃতি ভজন-প্রতিকূল অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তন-রূপ সাধনে অবিরত রত করিতে হইবে। ইহাই সাধকের কৌশল।

ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জনে দৃঢ়তাই সাধনের মূল

ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়। আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টি স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব—এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টি ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধুসঙ্গই সাধকের সর্ব্বপ্রধান সহায়

সাধু—সাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায়। বদ্ধজীবের হৃদয়টি অনর্থের এত বশীভূত যে, বহু চেষ্টা করিয়াও অনর্থ বিড়ম্বনা ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ থাকিলে অনর্থগুলি কোন বলই প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—

কিবা বা করিতে পারে,　　কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধুসঙ্গ সাধনকার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)

নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ ও শ্রীনামের কৃপা-প্রার্থনা

নামপরায়ণ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নাম করিতে পারিলে সর্ব্বাপরাধ দূরীভূত হইয়া অতি শীঘ্রই নামতত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদিগের প্রার্থনা এই,—যেন আমরা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নিরন্তর নাম করিতে করিতে অতি শীঘ্রই নাম-রস লাভ করিতে পারি। শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত আমরা আর কিছুই প্রার্থনা করি না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গীতার বাণী

(১৭)

১১শ অধ্যায়

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখে তাঁহার বিভূতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে শ্রীভগবানের তাদৃশ বিভূতিপূর্ণ রূপ দর্শনের অভিপ্রায় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ অর্জ্জুনের সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি প্রকৃতি-অন্তর্যামী সহস্রশিরস্ক মহাবিষ্ণুর রূপ প্রদর্শনমুখে সেই রূপেরই কালাত্মকত্ব জানাইলেন। সেই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জানাইয়াছিলেন যে, যে-চক্ষু নিরন্তর শ্রীভগবানের মাধুর্য্য দর্শনে অভ্যস্ত, তাদৃশ চক্ষুদ্বারা ঐশ্বর্য্যপর বিশ্বরূপ দর্শন অসম্ভব এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ঐপ্রকার গৌরবময় রূপ দর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাদৃশ রূপের মনোহারিত্ব আস্বাদনের উপযোগী মন প্রদান করেন নাই। অর্জ্জুন ভগবানের মুখ্য পারিষদ এবং নরাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত চক্ষু নাই, তথাপি যে চক্ষু নিরন্তর নরলীলাকারী কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনে রুচিবিশিষ্ট, তাদৃশ চক্ষুতে বিশ্বরূপ দর্শন রুচিকর হয় না।—সতত শর্করা আস্বাদনকারী রসনায় খণ্ডগুড় আস্বাদনে অরুচির ন্যায় অরুচিকর বুঝিতে হইবে।

ভক্তবর অর্জ্জুন ভগবানের অসংখ্য বদন, নেত্রবিশিষ্ট বহুবিধ আশ্চর্য্যের আধার, দিব্য অলঙ্কার, মাল্য-বস্ত্রাদি পরিশোভিত, দিব্যাস্ত্রসকলের ধারণকারী ভয়ঙ্কর, সর্ব্বব্যাপী, সহস্র-সূর্য্যের প্রভা একত্র সম্মিলিত হইলে যে-প্রকার তেজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শনে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন, যে ভগবানের তাদৃশ বিরাট দেহে আদিত্যাদি দেবগণকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীসকলকে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, ঋষিগণকে এবং বহু বাহু-উদর-নেত্রাদিবিশিষ্ট দেবতাকে অনন্তরূপে দেখিতেছেন, তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত দর্শনের যোগ্যতা নাই। তাঁহার কিরীট-গদা-চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অনল এবং সূর্য্যপ্রভা-তুল্য অপরিসীম স্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে অক্ষর-ব্রহ্ম, বিশ্বের পরমাশ্রয়, সনাতন-ধর্ম্মের রক্ষক, আদি-মধ্যান্ত-বিহীন, অনন্ত ভুজযুক্ত, চন্দ্র-সূর্য্যনয়ন, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট বিশ্ব সন্তপ্ত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানসকল ও দিক্‌সকল তাঁহা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং তাদৃশ রূপদর্শনে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত। দেবগণ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ

করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্তব করিতেছেন, মহর্ষিগণ স্বস্তি-উচ্চারণের দ্বারা মনোহর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষসকল, দৈত্যসমূহ এবং সিদ্ধসকল বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার তাদৃশ বহু বদন, চক্ষু, উদর, দংষ্ট্রা আদি বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রূপদর্শনে লোকসকল এবং অর্জ্জুনও অত্যন্ত ভীত ; আর আকাশস্পর্শী, বিবিধবর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখ, প্রজ্জ্বলিত বিস্তীর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট তাঁহাকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের অন্তর ব্যথিত, অধৈর্য্য ও অশান্ত হওয়ায় তিনি শান্তির প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতেছেন যে, কৌরবপক্ষীয় দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাদিসহ তাঁহার পক্ষীয় মুখ্য যোদ্ধাসকল কালরূপী তাঁহার বদনে প্রবেশ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা তাঁহার ভীষণ দন্তমধ্যে সংলগ্ন হইয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইতেছে। নদীসকল যেমন অবশগতিতে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় তদ্রূপ সমস্ত বীরগণ ভগবানের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে, তিনি প্রদীপ্ত বদনের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করিতে করিতে শোণিতসিক্ত ওষ্ঠ লেহন করিতেছেন। তাঁহার প্রখর জ্যোতি তেজপুঞ্জ সমস্ত লোককে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। অর্জ্জুন তাদৃশ রুদ্রমূর্ত্তির পরিচয় ও তাঁহার কার্য্যের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ জানাইলেন যে, তিনিই কালরূপে লোকসকলকে সংহার করিয়া থাকেন। অর্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত আর কেহই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জীবিত থাকিবেন না। তিনিই অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের সংহার পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। অর্জ্জুন কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়া বিপক্ষ দলকে বিনাশপূর্ব্বক যশঃ লাভ করিবেন।

অর্জ্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কম্পান্বিতকলেবরে গদ্গদবাক্যে বলিয়াছিলেন—ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জগৎ অতুল আনন্দ লাভ করে এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়—রাক্ষসগণ ভয়ে পলায়ন করে, আর সিদ্ধগণ ভক্তিভাবে নমস্কার করেন। তাঁহাকে নমস্কার না করিবেন কেন? তিনি যে দেবতাগণের দেবতা, জগতের আশ্রয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও পরম গুরু, আদি কারণ এবং ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ তাঁহারই প্রকাশ মাত্র। তিনিই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, বিশ্বের পরমাশ্রয়, তিনিই বেত্তা, বেদ্য, পরমধাম ও অনন্তরূপ। তিনিই বায়ু, যম, অগ্নি, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতার জনক। এই বলিয়া সর্ব্বদিকে মুখাদিবিশিষ্ট তাঁহাকে অর্জ্জুন সর্ব্বদিকেই প্রণাম করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার ঈদৃশী মহিমা অর্জ্জুনের অসাবধানতাহেতু কৃষ্ণ, যাদব, সখা প্রভৃতি বাক্য সম্বোধন জন্য, অথবা

শয়ন, ক্রীড়া, ভোজন বা উপবেশনাদি-কালে পরিহাস-বাক্যের দ্বারা ভগবানের অসৎকার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন ভগবানের অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে বিস্মিত, আনন্দিত ও অস্থির-চিত্ত হইয়া তাঁহার নিত্য দর্শনীয় রূপ দর্শনের প্রার্থনা করেন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি আত্মযোগ-প্রভাবে যে বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া বা কঠোর তপস্যাদ্বারা তাদৃশ রূপ দর্শনে কাহারও সামর্থ্য হয় না। তৎপরে বিশ্বরূপ দর্শনে শঙ্কিত অর্জ্জুনকে নিজ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শান্তরূপ প্রদর্শন করেন। অর্জ্জুন নরাকৃতি শ্যামরূপ দর্শন করিয়া স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার কথা জানাইলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই শ্যামসুন্দর রূপ সুদুর্দ্দর্শ, দেবতাগণও নিত্য দর্শন বাঞ্ছা করেন; কিন্তু দর্শনলাভে অসমর্থ। বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞাদিদ্বারা তাদৃশ রূপ দর্শন হয় না—যাহা অর্জ্জুন নিত্যই দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই তাদৃশ রূপ দর্শন করিতে বা জানিতে অথবা তাদৃশ অনন্তরূপবান্ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য হইয়া থাকে।

এস্থলে কোন কোন ভাষ্যকার 'সুদুর্দ্দর্শ'-শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বিশ্বরূপকে উদ্দেশ করেন, কিন্তু বিচার-যুক্তিতে তাহা সম্ভব হয় না। কারণ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে উক্তি পূর্ব্বেই ('ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ' ১১।৪৮ শ্লোকে) হইয়াছে। অধুনা বিশ্বরূপ যে নরাকৃতি চতুর্ভুজ কৃষ্ণরূপেরই অধীন এবং তিনি নিজ আত্মযোগ-প্রভাবে উহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহাই জানাইয়া দেন। কৃষ্ণরূপ যদি বিশ্বরূপাপেক্ষা নিকৃষ্ট বা তদধীন হইতেন, তবে কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে উহা প্রদর্শন অসম্ভব হইত।

ভাগবত-সন্দর্ভকার শ্রীমজ্জীবগোস্বামী-চরণ এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বর্ণন করিয়াছেন, কাহারও মতে বিশ্বরূপই পরম স্বরূপ। তাহা ভ্রম। কারণ, 'অসদ্ব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি ২।১।১৭ বেদান্ত-সূত্রানুসারে শাস্ত্রের উপসংহার বাক্যই উপক্রমবাক্যের অর্থ নির্ণয় করে বলিয়া এবং উপক্রম-উপসংহার বাক্যদ্বারা নির্ণীত অর্থ সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্যহেতু, 'মন্মনা' ইত্যাদি শ্লোকের বক্তা অর্জ্জুনের সখারূপে বিরাজমান নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ। বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অধীন। এজন্যই তিনি ইচ্ছামাত্র উহা দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিশ্বরূপের অধীন হইলে তিনি ইচ্ছামাত্র ঐ রূপ দেখাইতে পারিতেন না।

বিশেষতঃ শ্রীগীতার ঐ অধ্যায়েই বলা হইয়াছে, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার 'নিজ'-রূপ প্রদর্শন করিলেন। এস্থলে নরাকার চতুর্ভুজ রূপেরই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু, উক্ত বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। সুতরাং পরমভক্ত অর্জ্জুনের সেইরূপ অভীষ্ট নহে, তদীয় স্বকীয় স্বরূপই তাঁহার অভীষ্ট। বিশ্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"যাহা কখনও দেখি নাই, তোমার এমন রূপ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে আমার মন অভিভূত হইয়াছে।" এই বাক্যে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের অনভিরুচি প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন বলিয়া যাহারা বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য অধিক বলে, তাহাদের সেই বাক্য কাক-কোলাহলের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণের নরাকার বিগ্রহই প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর এবং ভগবদ্ভক্তি-বিশেষ-সমন্বিত দৃষ্টিবিশেষদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মবস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কেহই প্রাকৃত নয়ন দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। যে অর্জ্জুন নিজ সখারূপে সেই সর্ব্বপরতত্ত্ব-বস্তুকে নিত্য দর্শন করেন, নিশ্চয়ই তিনি অপ্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তবে বিশ্বরূপ-দর্শন-সময়ে তাঁহার দিব্যচক্ষু এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সেই চক্ষু প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যাহা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই—নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের যে স্বাভাবিকী দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শনের উপযোগিণী দৃষ্টি ভিন্না; শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি আবরণ করিয়া শেষোক্ত দৃষ্টি দান করিয়াছেন, এইজন্য দিব্যদৃষ্টি দানের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি-বিশিষ্টগণ যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ নহেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতে ব্যক্ত আছে,--তুমি যেরূপ দর্শন করিলে তাহার দর্শন অতি দুর্লভ। দেবগণও এইরূপ দর্শন করিবার জন্য সতত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আবার পরে বলিয়াছেন যে, যেরূপ (নরাকৃতি পরব্রহ্ম) ভক্তি-দ্বারা সহজে দর্শন করা যায়।

কাহারও সন্দেহ হইতে পারে—"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং" ইত্যাদি বাক্য বিশ্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্জ্জুনের বাক্য —হে সৌম্য, হে জনার্দ্দন, অধুনা তোমার এই মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া সংবৃত্ত, সুস্থচিত্ত ও স্বভাবস্থ হইয়াছি। বিশ্বরূপদর্শন প্রকরণ হইতে সুদুর্দ্দর্শ ইত্যাদি বাক্য অর্জ্জুনের উক্ত উক্তিদ্বারা ব্যবহিত আছে। সুতরাং নরাকৃতি পরব্রহ্ম

সম্বন্ধেই সুদুর্দ্দর্শ ইত্যাদি বাক্য। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাদৃশ নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপ প্রাপ্তির উপায়,—ভগবৎ-কর্ম্ম অর্থাৎ মন্দির-মার্জ্জন, পুষ্প-চয়ন, পুষ্প-কানন, তুলসী-কাননাদি রচনা, পূজনাদি কর্ম্ম, ভগবদ-বিষয়ক শাস্ত্রাদি আলোচনা, ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানিয়া শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠান, বহির্ম্মুখ সঙ্গবর্জ্জিত, বৈরিভাবশূন্য হওয়া ইত্যাদি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"আমার প্রভু" জগদ্‌গুরু

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী।
জয় বৃন্দাবন-ধাম, যত গোপ-নারী॥
ললিতা-বিশাখা জয়, অষ্ট মুখ্যা সখী।
রাধা-কৃষ্ণ-বিলাসের সেবাসুখে সুখী॥
জয় ভক্তিদেবী, জয় তুলসী মহারাণী।
জয় মোর প্রভু—যিঁহ কৃষ্ণধনে ধনী॥
জয় গৌড়েশ্বর-সম আচার্য্য-ভাস্কর।
তব পাদপদ্মে ভক্তি রহু নিরন্তর॥
জয় জয় প্রভু মোর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
এ প্রপঞ্চে প্রকটিত নাশিতে অজ্ঞান॥
জয় বেদান্ত সমিতি, জয় যত ভক্তগণ।
প্রভুর সুখেতে তাঁ'রা আনন্দিত হন॥
জয় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, জয় বৃহৎ-মৃদঙ্গ।
জয় শ্রীভাগবত-পত্রিকা, জয় পাঠকের বৃন্দ॥
জয় বামন, ত্রিবিক্রম, জয় নারায়ণ।
জয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, মঠবাসিগণ॥
তাঁ'দের চরণে করি কোটী কোটী নতি।
শ্রীসেবা করিয়া তাঁ'রা করে তব প্রীতি॥

আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি' পেয়েছি তোমায়।
সুকৃতিহীনে ঘৃণা না কর আমায়॥
আরাধিব বলিয়া আমি এসেছি হেথায়।
মায়ার বৈভব দেখি' ভুলিনু তোমায়॥
কোটী তীর্থ-স্নান হয় হেরিলে তোমায়।
স্পর্শিলে তোমার চরণ সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
প্রতিবর্ষ পরিক্রমার অভিনয় ক'রে।
তীর্থগণে পূত কর পাপীগণ তরে॥
কর্ম্মে লভে দ্যুলোক, ভূলোক, ব্রহ্মলোক।
তোমার কৃপায় পায় অপ্রাকৃত লোক॥
জড় মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা ছাড়িব যে কবে।
তুমি বিনা সহায় কেহ নাহি এই ভবে॥
করুণার সিন্ধু তুমি সদা নিত্যানন্দ।
তোমারে ভুলিয়া আমি হৈনু চির-অন্ধ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তুমি, বলদেব-তত্ত্ব।
বুঝিতে না পারি আমি তোমার মহত্ত্ব॥
ত্রিতাপ হইতে মুক্তি দিতে তুমি পার।
কুসিদ্ধান্ত নিবারিতে কত শক্তি ধর॥
প্রেয়ের প্রশ্রয় তুমি না দাও কখন।
আচরি' প্রচার কর, তুমি—মহাজন॥
জড়েন্দ্রিয়গণে যবে বলিদান দিব।
সেইদিন প্রেমানন্দে নামামৃত পিব॥
বাণী-বিগ্রহ সরস্বতী পরবিদ্যা-ভূপ।
কায়ায় পৃথক্ মাত্র একই স্বরূপ॥
একঠাঁই বসি' পার জগৎ তারিতে।
হেন শক্তি কার আছে এই অবনীতে॥

ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ যার থাকে অনুক্ষণ।
ব্রহ্মচর্য্য, তব সেবা না হয় কখন॥
মুঞি তব দাস মানি প্রতিষ্ঠার তরে।
বণিক্ বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে॥
যারে করিয়াছ কৃপা তোমায় সে জানে।
অন্যে জানি—বলিলেহ কভু নাহি জানে॥
আমি তব নিত্যদাস এই আছে মনে।
দাসত্বে নিযুক্ত কর আপনার জেনে॥
জন্মে জন্মে করিয়াছি যত অপরাধ।
সকল শোধন কর এই মোর সাধ॥
করিয়াছি অপরাধ তোমার সকাশে।
সকল ক্ষমিয়া লহ শ্রীচরণ-পাশে॥
এই মাত্র কৃপা চাই তোমার চরণে।
তব গুণ গাহি যেন এ তিন ভুবনে॥

—সেবকাধম শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

সদাচার (১)*

শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিষয় নিজ জীবনে আচরণ করার নামই আচার। ভগবদ্ভক্ত-সাধুর আচারই সদাচার। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। কখনও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে না। যাহা করিলে ভগবান্ স্মৃতিপথে উদিত হন তাহাই জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি বা আচার। আর যে কার্য্যের দ্বারা ভগবদ্বিস্মৃতি হয় তাহাই নিষিদ্ধ বা অনাচার। শাস্ত্রে যত প্রকার বিধি ও নিষেধ আছে, সে-সমস্তই হরিস্মৃতিরূপ মূল বিধি ও হরিবিস্মৃতিরূপ মূল নিষেধের কিঙ্কর বা অধীন।

সাধুসঙ্গদ্বারাই ভগবানে মতি বা ভগবৎস্মৃতি হয়। এইজন্য সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য আচার। আর অসৎসঙ্গদ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ হয় বলিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগও জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য বা সদাচার। শাস্ত্র বলেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৪)

অত্যল্পক্ষণও ভক্তসঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত জাগতিক ঐশ্বর্য্য দূরের কথা, স্বর্গ বা মোক্ষেরও কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

---

* ভ্রমবশতঃ 'সদাচার'-প্রবন্ধের (৩) প্রবন্ধ (২) সংখ্যা নিরূপিত হইয়া গত ৫ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান (১) নং প্রবন্ধের পর (২) নং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে। যদিও প্রত্যেকটি প্রবন্ধই স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তথাপি ইহা প্রকাশকের ত্রুটী সন্দেহ নাই। আমরা লেখক ও পাঠকবর্গের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

—সম্পাদক

ইহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, —"সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ ত্যাগও ব্যতিরেকরূপে বৈষ্ণব আচার। অসৎ দুই প্রকার,—স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি একপ্রকার অসাধু এবং কৃষ্ণের অভক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুই প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।"

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩০)

স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।

উক্ত শ্লোকের টীকায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন —"যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গত্যাগে ভূয়ানেব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। যতো যোষিৎসঙ্গে লজ্জা স্ত্রীয়া প্রতিষ্ঠা চ বাধিকাস্তি তৎসঙ্গিসঙ্গে তু প্রায়স্তেঽপি ন বাধিকে। পরঞ্চ যোষিৎসঙ্গী যথা তৎকথাভিস্তস্যামাসঞ্জয়তি লজ্জাভয়াদিকমপি ত্যাজয়তি ন তথা যোষিদপি।"

বিশেষভাবে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গত্যাগে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ে লোকলজ্জা স্ত্রীয় প্রতিষ্ঠা-হানির ভয় প্রভৃতি বাধা আছে। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-বিষয়ে প্রায় ঐ সব বাধা নাই। এইজন্য তদ্দ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ হয়। স্ত্রী-সঙ্গী ব্যক্তি কথার দ্বারা লজ্জা ও প্রতিষ্ঠা-হানির ভয় প্রভৃতি ত্যাগ করাইয়া জীবকে স্ত্রীসঙ্গে আকৃষ্ট করিয়া সর্ব্বনাশ করে। শাস্ত্র আরও বলেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৩)

স্ত্রীসঙ্গী শোচ্য, অশান্ত, মূঢ়, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অসাধু। তাহার সঙ্গফলে মানবের সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয়।

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসম্॥ (কাত্যায়ন সংহিতা)

অগ্নি-প্রজ্বলিত পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ থাকারূপ ক্লেশ বরং সহ্য করা উচিত কিন্তু কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ-জনের অধঃপাতকর সঙ্গ কখনই করিবে না।

শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগ ধর্ম্ম। সুতরাং শ্রীনাম সংকীর্ত্তন যে কলিযুগ-

বাসী জীবমাত্রেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ জীবের নিত্য আচরণীয় বিষয়। সুতরাং এই আচারের অভাবে যেখানে সেখানে অনাচার বা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই উক্ত সদাচার পালনে যত্ন করা বিশেষ প্রয়োজন।

ধর্ম্মই সদাচার আর অধর্ম্মই অনাচার। অধোক্ষজ-ভগবানে ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তিরূপ পরমধর্ম্ম—সদাচার অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্ম বা আচার না থাকিলে অধর্ম্ম বা অনাচার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া জীবকে বিপন্ন করিবেই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ (ভাঃ ২।১।৫)

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিতেছেন,—হে ভরতবংশাবতংস! যিনি অভয় ইচ্ছা করেন অর্থাৎ নিত্যানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত পরমমঙ্গল লাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

শাস্ত্র বলেন,—আচারহীন ব্যক্তির কি ইহলোকে, কি পরলোকে কুত্রাপি সুখ নাই। যাহারা সদাচার পালন করে না, তাহাদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা নিস্ফল হয়। চারিবেদ সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিয়াও আচারহীন ব্যক্তি উহাদ্বারা পবিত্র হইতে পারে না। যেরূপ নরকপালস্থ অথবা কুক্কুরচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রস্থ বারি বা দুগ্ধ দূষিত হয়, সেইরূপ সদাচার-বর্জ্জিত ব্যক্তির তীর্থ-ভ্রমণ, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। অনাচারী ব্যক্তিকে যমরাজ দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন। যিনি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি অবশ্যই সদাচার পালন করিবেন। তীর্থসমূহও আচারবান্ সাধুগণের সমাগম কামনা করিয়া থাকেন। আচারই ধর্ম্মের মূল। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইতে পারে না। আচার হইতে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, আচার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করে, আচার হইতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং আচার দারিদ্র্য ও অপমৃত্যু নাশ করে। আচার ইহলোকে মানবের ধর্ম্মার্থ-কামপ্রদ হয় এবং পরলোকে নিত্যানন্দ প্রদান করে।

প্রকৃত হরিভজনই আচার। আচারবান ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত বা আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তিনিই নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যত্নশীল। আগে আচার, পরে প্রচার। এইজন্য আচার্য্যই প্রচারক। বিদ্বানই বিদ্যাদান করিতে

সমর্থ। আচারবান্‌ই প্রচারের অধিকারী। আচারবান্‌ই জীবন্ত আর আচার-হীন ব্যক্তি শব-সদৃশ। আচারই প্রচারের প্রাণ। আচরণের মধ্যে গুরুকৃপা-শক্তি বা চিদ্‌বল আছে, দুঃখীকে সুখী করিবার, ভীতকে নির্ভীক করিবার, দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে নিশ্চিন্ত করিবার এবং বিমুখকে উন্মুখ করিবার শক্তি আচার-বানেরই আছে। আচারবান্ ভজনশীল ব্যক্তি চিদ্‌বলে বলীয়ান্। আর আচারহীন ভজনেচ্ছু দুর্ব্বল। নির্ধন যেরূপ কাহাকেও ধন দিতে পারে না, মূর্খ যেমন কাহাকেও বিদ্যা দান করিতে পারে না, সেইরূপ আচারহীন বা ভজনহীন ব্যক্তি কাহাকেও ভজনবল বা সেবা-প্রাণতা দিতে পারে না। যিনি আচারবান্ সাধু, তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত বসিয়া থাকিলেও সেই সাধুর হৃদয় হইতে ভক্তিশক্তি সেই নিষ্কপট শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে স্বতঃই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আচারবানের আচরণই জীবকে ভক্তিপথে লইয়া যায়। তিনি অধিক কথা না বলিলেও তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ভজনময় ব্যক্তিত্বই নিষ্কপট সরল আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আর তিনি যদি দয়া করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে ত কথাই নাই। যে ব্যক্তি আচরণশীল নহেন, তিনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী, রূপবান্, লেখক, বক্তা বা প্রচারক হইলেও পারমার্থিকগণের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। নিষ্কপট মঙ্গলেচ্ছু সজ্জনগণ আচারবান্ ভক্তের আচারে ও প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজনে তৎপর হন। আচরণের শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগামিনী, তেজ-স্বিনী, চিত্তাকর্ষিণী, অন্ধকার-নাশিনী ও আলোকদায়িনী। যাঁহার আচরণ আছে, তাঁহার হৃদয় গুরুদেবের বলে বলীয়ান্—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় নিত্য উদ্ভাসিত। আচরণশীলের হৃদয়ে দম্ভ নাই, তাঁহার হৃদয় গুরু-কৃপাভিষিক্ত ও দৈন্য-ভূষিত। আচারবান্ ভক্ত শরণাগত, কৃপাভিখারী ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-কৃষ্ণদাস্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত।

আচারবান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই আচারবান্ হইয়া প্রচার করিবার সৌভাগ্য হয়। নতুবা আচারহীন প্রচারক বা বক্তা সাজিয়া কেবল তুচ্ছ প্রতিষ্ঠাই লাভ হয় মাত্র। জগতে প্রচারক, গায়ক, লেখক বা বক্তার অভাব নাই। কিন্তু আচার-বান্ ব্যক্তি সুদুর্লভ। আচারহীন সরাগ বক্তা গায়ক, লেখক, সাহিত্যিক, প্রচারক ও কবি প্রভৃতিরূপে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। আচারবান্ নীরাগ বক্তা স্বয়ং

আচরণপূর্ব্বক প্রচার করেন বলিয়া তিনি স্ব-পরমঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ। তাই গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২০৩ অনুচ্ছেদ) শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্নসংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥

ধর্ম্ম-বক্তা দ্বিবিধ—(১) সরাগ ও (২) নীরাগ। সরাগ বক্তা লোভী ও কামী; তাঁহার কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বয়ং আচরণ করিয়া উপদিষ্ট-বিষয়ের সত্যতা ও ফল প্রত্যক্ষ করেন না। এজন্য তাঁহার কথাগুলি প্রাণহীন উক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তোতাপাখীর ন্যায় কেবল মুখস্থ বুলির দ্বারা নিজের ও পরের মঙ্গল করা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশার্থই হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও নিজে আচারবান্ হইয়া অর্থাৎ হরিভজনের দ্বারা নিজ জীবন সার্থক করিয়া পরোপকার করিতে অর্থাৎ অপরকে হরিভজনে উন্মুখ করিতে উপদেশ করিয়াছেন—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুর উক্তিতেও আমরা পাই—

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

———

বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'। তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহ-বাহিনী, পাপদমনী-রূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; ষড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভাবিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী; —এইসকল আকার-বিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা দুর্গ-বিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দের অর্থ কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ। কর্ম্মচক্রই তথায় দণ্ড। বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা বা কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব-চিৎকণ স্বরূপ। তাহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ হইলেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। বিক্ষিপ্ত

হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চ-ভূত ও পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিবদ্ধ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটি লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—এই ভাগবত বচনেই জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক এই জড়-জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া ভগবল্লীলার সহায়কারিণী-রূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমানা। সেই যোগমায়ার ছায়া বা অংশই এই মহামায়া ত্রিভুবন-পূজিতা দুর্গা। ইনি শ্রীহরির বহিরঙ্গাশক্তি। ইনি শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া প্রভৃতি নামে কথিতা। দুর্গা ভগবদ্বিমুখ-জনগণকে মোহিত করিয়া এই দুঃখপরিপূর্ণ-জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"বিষ্ণুমায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।" যাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে ভগবানের ভজনা করেন, শ্রীদুর্গাদেবী তাঁহাদিগকে এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি দেন। নতুবা কামী পূজকগণকে ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ অনিত্যসুখ দিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইনি নিত্যকাল ভগবদধীনা। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মায়াকে জয় করা অসম্ভব। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—আমারই শক্তি এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতি-ক্রমণীয়া; তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই ভজন করেন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

শ্রীদুর্গাদেবীর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতু মাহাত্ম্যে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে "ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত হইয়া মহিষাসুর যখন দেবগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; তখন দেবগণের সহিত

ব্রহ্মা হরিহরের নিকট গমন করিয়া দেবগণের দুর্দ্দশার কথা নিবেদনপূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া হরিহর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার কোপজ্বলিত শ্রীমুখ হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সকল দেবের দেহ হইতেও তেজ নির্গত হইল। সেই ভিন্ন ভিন্ন তেজ সমস্ত একত্র হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শম্ভুর বদন-নিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। দেবগণ স্ব-স্ব আয়ুধ হইতে শূলাদি তাঁহাকে দান করিলেন। দেবীর অট্টহাস্যে ও ভৈরব নাদে সকল জগৎ চঞ্চল হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব মুনি সকলে অসুর হইতে ত্রাণ-নিমিত্ত সেই সিংহবাহিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী সমস্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া মহিষাসুরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক সংগ্রামের পর কোপাবিষ্টা দেবী পাদদ্বারা মহিষাসুরের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদারণ করিলেন ও মহা-অসি-প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দেবতাগণ সানন্দে দেবীকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন।" এই স্তব-পূজা কেবল কামনা-সিদ্ধির জন্য—দেবীর সহায়তা পাইবার জন্য; ইহাতে পারমার্থিক কোন কথা নাই। নিষ্কিঞ্চন-ভগবৎ-পরায়ণ সজ্জনগণ এরূপ পূজাদিতে সময়ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত না হইয়া ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র-বংশে-সমুদ্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট 'সুরথ'-রাজা ও স্বজন-পরিত্যক্ত 'সমাধি'-নামক বৈশ্যের সময় হইতে দুর্গাপূজা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা 'সুরথ' দেবীর আরাধনা করিয়া পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী 'সমাধি'-নামক বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

শরৎকালে এই দুর্গাপূজা অকাল পূজা বা বোধন বলিয়া খ্যাত। কারণ দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্রমাস, যে সময় বাসন্তী পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন,- "শরৎ-কাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত কাল বলিয়া রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন।" এরূপ ইতিহাস শ্রীরামচরিত্রের পরম প্রামাণিক-গ্রন্থ বাল্মীকি-কৃত মূল-রামায়ণে নাই। অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত 'কালিকা'-নামক উপপুরাণে ও শাক্ত কীর্ত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত রামায়ণে ঐ ইতিহাস বঙ্গদেশেই প্রচলিত।

বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণ

১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে প্রচার করেন। রাজা কংস-নারায়ণ সম্রাট আকবরের সময় বাঙ্গালাদেশের সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বারেন্দ্র-সমাজের ব্রাহ্মণদিগের নেতা হইয়া, সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। এজন্য তিনি বাঙ্গালাদেশে একজন বিশেষ সমাজপতি বলিয়া পরিগণিত হন। একদা তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচার করিতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত-গোষ্ঠীর শ্রীরমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন,—"বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটী যজ্ঞ 'মহাযজ্ঞ' নামে কথিত। 'বিশ্বজিৎ' ও 'রাজসূয়' যজ্ঞ করিতে সার্ব্বভৌম রাজারাই যথার্থ অধিকারী; 'অশ্বমেধ' ও 'গোমেধ' যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। এই যজ্ঞ-চতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বকালে রাজা 'সুরথ' আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাজার এই শরৎকালেই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে স্বর্গাদিফল লাভ করিবেন।" সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার এই মতে সম্মতি প্রদান করেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালাদেশে অকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই শ্রীরমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত; কোনওরূপ প্রমাণিক শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৷৷০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

পারের ডাক

(ভবের) বাঁধন খোলার ডাক পড়েছে দীন-দরদীর মঠে।
বহু জনমের ভোগের বাঁধন যাবে এবার টুটে ॥
বাঁধা হয়ে ঘুরছি সদাই গৃহ-মেধের দামে।
নাই অবসর সদাই কাতর পায়ে মাথার ঘামে ॥

(কেবল) ভোগের আশায় পেতে সংসার নেশায় ভরপূর।
দারা-পুত্র-বিত্ত-বৈভব সংগ্রহে আতুর ॥

(মন) সারাজীবন পাত করিলি (হেথায়) ভাবি' নিজের বাড়ী।
বুঝলি না ত কেন এত করছ বাড়াবাড়ি ॥

(যত) আগন্তুকে আপন ভাবি' রচলি সুখের বাসা।

(তুমি) চিরদিন কি করবে রে ভোগ! কতই কর আশা !!
কামের বাঁধন গলায় ঠেসে প্রাণ বেরিয়ে যায়।
তবুও ভোগের আশ মিটে না (সদাই) করছ হায় হায় ॥
কিন্তু কি মন! ভাব তুমি (হেথায়) থাকবে চিরকাল ?

(তব) অলক্ষ্যেতে শাণায় অস্ত্র দুরন্ত সেই কাল ॥
সুখের স্বপন ভাঙ্গবে তোমার দিয়ে মাথায় বাড়ি।
টুটবে তোমার রঙ্গীন নেশা (তখন) গুটাবে পাততাড়ি ॥

(মন) ভাঙ্গল না ভুল, পেলিনা কূল (রৈলি) মাঝ দরিয়ায় ভাসি'।

(সদাই) হা-হুতাশে জীবন গেল দগ্ধ দিবানিশি ॥

(তাই) দূরথেকে এই দশা দেখে (মোদের) দয়াল কেশব-মহারাজ।
গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত অতি মর্ত্ত্য কাজ,—
ঘর-পাগলা আপন-ভোলা বদ্ধ জীবের তরে।
ধামের সেবায় লাগায় প্রভু, পরিক্রমা করে ॥
প্রতি বছর কৃপা করি' ডাকি' বিশ্ব-জনে।
কে যাবি আয় আমার সাথে বৃন্দাবন-ধামে ॥

(প্রভু)　গৌর-বিনোদ-বাণীর সেবায় মগ্ন সদা থাকি'।
জগৎ জনের দুঃখ হেরি করুণ দু'টী আঁখি ॥

(এবার)　ঘুচাবে তোর মায়ার বাঁধন থাকবে না আর ভয়।
শুনাবে গৌর-কৃষ্ণ-লীলা গোসাঞী দয়াময় ॥

শমনের ভয় দূর করিবে কৃষ্ণনাম-গানে।
তাপিতেরে শান্তি দিবে ধামের সেবা-দানে ॥

গৌর-ব্রজ-ক্ষেত্রধামে আকর্ষিয়া সবে।

(সাধু)　সেবা সুযোগ দান করিল (যাহা) দুর্লভ এই ভবে ॥

বন-ভ্রমণ সাধু-সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তনে।

(মন)　তীর্থ-দর্শনে পাবে ফল—কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে ॥
তাই বলি মন! হেলায় রতন হারায়োনা আর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবায় থাক অনিবার ॥

(দয়াল)　গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি'।
গৌরহরির চরণ স্মর দৃঢ় চিত্ত করি' ॥

(মন)　কপটতা পরিহরি' সরল করি' মন।
সাধু-জনার দাস্য করি' ভ্রম ব্রজ-বন ॥

দুর্ল্লভ জনম সফল হবে পূরবে মনস্কাম।
অন্তিমেতে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ॥

অধমের এই নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥

সেবা-সুযোগ দান করিয়া কর নিজ দাস।
মায়ার বাঁধন টুটুক মোর পূরুক অভিলাষ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী—
—শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী, (ভক্তিশাস্ত্রী)

———

শ্রীভরত-রাজার উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে এই দেশের নাম 'অজনাভবর্ষ' ছিল। মহর্ষি ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম 'ভরত', তাঁহার নামানুসারেই এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। এই ভরত রাজা মহাভাগবত ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক বিধায়, প্রজাবর্গও ধার্ম্মিক এবং হরিভক্ত ছিলেন। ইঁহার রাজ্যে প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে কাল-যাপন করিতেন।

এই মহাতেজস্বী ভরত রাজার যৌবন কালেই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া তাঁহার রাজ্য-সুখ বিষময় বোধ হইল; সে-কারণ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, পুত্র, পরিজন সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া গণ্ডকী-তীরস্থ 'শালগ্রাম' ক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই স্থানে তপোবনে 'সিদ্ধ-ঋষি পুলহ' ও অন্যান্য মহাত্মগণ বাস করিয়া বাসুদেবের ভজনা করিতেন। রাজা ভরত ঋষিবরের নিকট হইতে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, ত্রিস্রোতা নদীর মধ্যস্থ একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডে বসিয়া একাগ্র-মনে আরাধ্যদেবের চিন্তা করিতেন। এইরূপ নিবিষ্টমনে তপস্যাচরণ করিবার সময় বাহ্য-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। তিনি নিকটে একটি পর্ণকুটিরে রাত্রি-বাস করিতেন। প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রত্যহ ঐ শিলাখণ্ডে বসিয়া ধ্যান করিতেন। কাননস্থ ফলমূল আহরণ করিয়া কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়া নিজ সাধনে রত থাকিতেন।

দৈবের কি বিচিত্র গতি! একদিন নয়ন-মুদ্রিত ভরত মুনি ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় ভীষণ সিংহ-গর্জ্জনে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মোচন করিয়া দেখিলেন,—একটি আসন্ন-প্রসবা মৃগী, সিংহ-ভয়ে ভীতা হইয়া তাহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ-লাভ ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত যেই নদী পার হইবার জন্য লম্ফ দিল, অমনি তাহার গর্ভস্থ সন্তান জলে পড়িয়া গেল এবং হরিণী অপর পারে পড়িয়া আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হরিণ-শিশুটি জলের স্রোতে ভাসিতে থাকিলে ভরতমুনি তাহার নিকট উপনীত হইলেন এবং হস্তদ্বারা সেই মৃগশিশুটিকে তুলিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আহা! এই নবজাত শিশুটির মাতা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে; এখন অসহায়-শিশুটিকে যদি আমি রক্ষা না করি, তবে ইহাকে আর কে রক্ষা করিবে? এই চিন্তা করিয়া তিনি শিশুটিকে লইয়া

[redacted]টীরে গমন করিলেন। সে দিবস তাঁহার ধ্যান আর হইল না। ঐ হরিণ-শিশুটিকে একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, নিকটস্থ গ্রামে কিছু দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া ঐ অসহায় শাবকটির প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এখন আর পূর্ব্বের মত ভরতমুনির ধ্যান হয় না; পাছে কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া হরিণ-শিশুটির প্রাণ-নাশ করে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঐ হরিণ-শিশুটি বড় হইলে, রাজর্ষি ভরতের মমতা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্নেহে শিশুটির গায়ে হাত বুলাইয়া দেন এবং শিশুটিও তাঁহার গা চাটিতে থাকে, ইহাতে তাঁহার ধ্যান, ধারণা সবই কমিয়া যাইতে লাগিল।

হরিণ-শিশুটির প্রতি ভরত-মুনির মায়া অধিক হইতে অধিকতর হইয়া উঠিল। তাঁহার আর ধ্যান-ধারণা ভাল হয় না, সর্ব্বদাই হরিণ-শিশুর চিন্তা। শিশুটি এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অস্ফুট শব্দে ভরতের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়।

চিরকাল কিছু সমান যায় না! কোথায় ভরত মুনি শিলাখণ্ডে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিবেন,—না, হরিণ-শিশুর চিন্তায় তাহার আর সেই ধ্যান হয় না,—তিনি এখন মনে মনে ভাবেন—আহা! আজ উহার ভাল আহার হয় নাই, আমি দূর দেশ হইতে ভাল তৃণ আনিয়া উহাকে আহার করাইব!

ঐ মৃগশিশুর পোষণ, তোষণ, লালন-পালনে অভিনিবেশবশতঃ তিনি আত্ম-কল্যাণ-চিন্তায় উদাসীন হইয়া পড়িলেন এবং মৃগশিশুর আসক্তিতে পড়িয়া ভগবদারাধনা হইতে চ্যুত হইলেন। এইরূপে দুরন্ত কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। মৃত্যু-সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যেন, সেই মৃগশিশু তাঁহার নিজ পুত্রের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে।

গীতায় "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—'মৃত্যুকালে যাহার ভাবনা যেরূপ, তাহার গতিও তদ্রূপ।' ভরত-রাজা মৃত্যু-সময়ে হরিণ চিন্তা করিয়া পরজন্মে হরিণ-দেহ লাভ করিলেন। তিনি এই হরিণ-জন্মে পুণ্যবশতঃ জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা সমস্তই মনে ছিল। কিন্তু পশুজন্ম-বশতঃ কোন কথা বলিতে পারিতেন না। পূর্ব্বজন্মে মৃগাসক্তিরূপ হরিবিমুখতার কথা স্মরণ করিয়া বারম্বার তাহার অনুতাপ হইত। এই প্রকারে মৃগত্বপ্রাপ্ত সেই ভরতের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি স্বীয় মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে তাঁহার গুরুবর্গ তপস্যা করিতেছিলেন, সেই

পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে যাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অবিরাম নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুনিগণ অন্তর্যামী; তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন—দেখ, রাজার কি দশা! হরিণ শিশুর মায়ায় এখন হরিণ জন্ম লাভ হইয়াছে!'

কিছুকাল গত হইলে, ঐ হরিণ-দেহধারী ভরত অর্দ্ধগঙ্গাজলে তনু ত্যাগ করিয়া পরজন্মে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ব্রাহ্মণ সদাচারী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নয়টি পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে এই একটি মাত্র পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মণ ইহার নাম রাখিলেন 'ভরত'। দিব্যকান্তিযুক্ত রাজপুত্রের ন্যায় ভরতের এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু ভরতের জাতিস্মরতা নিবন্ধন পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ ছিল; সেজন্য এজন্মে তিনি মায়ার সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনদ্বারা মনোমধ্যে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিয়া আপনাকে বাহ্যে সকলের নিকট তিনি মূক ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইঁহার পিতা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—'হায়! আমার এমন সুন্দর পুত্র বোবা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।' এই কারণে তিনি "জড়-ভরত" নামে আখ্যাত হইলেন। পিতা সপ্তমবর্ষ বয়সে পুত্রকে উপনয়ন দিলেন। পুত্রের কর্ণে বেদমন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণের আচারাদি শিক্ষা দিলেন। কিন্তু দেখিলেন, সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিলেন—বৎস! তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার সদাচার-সম্পন্ন হওয়া দরকার। মলমূত্র পরিত্যাগের পর শৌচ আচমনাদি করিবে। কিন্তু হায়! হায়! পুত্র সেইরূপ কার্য্য করিতেন বটে, কিছু অগ্রে জলশৌচ করিয়া পরে পুরীষাদি ত্যাগ করিতেন।

সে যাহা হউক, কাল কাহারও অপেক্ষা করে না; কিছু দিবস পরে ঐ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তখন সহমরণের প্রথা ছিল; ভরতের জননী সহমৃতা হইবার সময় সপত্নীর হস্তে ভরতকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—'আমি ত' চলিলাম, তুমি এই পুত্রটিকে সযত্নে লালন পালন করিবে, এটি হাবা ও বোবা; সুতরাং কোন কার্য্যের ভার ইহাকে দিবে না।' এই বলিয়া তিনি শ্মশানে পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ পিতামাতার অন্তর্ধানের পর ভরতকে জড়মতি স্থির করিয়া ভরতের শিক্ষাদি-বিষয়ে পিতার যে মহদাগ্রহ ছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। নীচপ্রকৃতি মনুষ্যগণও ভরতকে উন্মত্ত, জড়, বধির বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকিলে ভরতও তদ্রূপ আচরণ করিতেন।

তিনি শুভাশুভ-কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত অনুভবানন্দের সহিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মানাপমানাদি দ্বন্দ্বজনিত দেহাভিমান ছিল না। যখন তিনি পরের নিকট হইতে কর্ম্ম-মূল্যস্বরূপে আহার মাত্র পাইবার অপেক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া ধান্যক্ষেত্রে কর্দ্দমাদি-নিক্ষেপ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনিও তাহাই করিতেন। কিন্তু কিরূপে কর্দ্দম প্রক্ষেপ করিলে ক্ষেত্র সম, বিষম, নিম্ন অথবা উন্নত হইবে—ইহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তণ্ডুল-কণা, খইল, ভূষি, কীটদষ্ট মাষ বা পাকস্থালী-সংলগ্ন দগ্ধ-অন্ন প্রভৃতি আহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যাহাকিছু প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন।

একদিন ভরত কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্রের উপর একটি মঞ্চে আরূঢ় হইয়া একটি বৃহৎ যষ্টিহস্তে ক্ষেত্র পাহারা দিতেছিলেন। এক দস্যুদলপতি নিজ পুত্র-কামনায় একটি পুরুষ-পশু বলি দিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার পশুটী পলাইয়া যাওয়ায় সে ঐরূপ সুলক্ষণযুক্ত বলি খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এজন্য সুদক্ষ কয়টি চর নিযুক্ত করিল। মঞ্চের উপরিস্থিত ভরতকে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। একজন সঙ্গীকে বলিল, ভাই! চণ্ডীমাই আজ মহা সুযোগ মিলাইয়া দিয়াছেন, দস্যুরাজকে এই সুন্দর রাজপুত্রটিকে লইয়া উপহার দেই। এই যুক্তি করিয়া ভরতের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দস্যু-রাজের নিকট উপস্থিত করিল। ভরতকে পাইয়া দস্যুরাজ আনন্দে 'জয় মা কালী' বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। আজ অমাবস্যা কি সুন্দর তিথি! অদ্য রাত্রেই ভদ্রকালীর নিকট বলি দিব, এজন্য দেবীমন্দিরের সম্মুখস্থ যূপকাষ্ঠে তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিল। দেবী পূজার আয়োজন হইল, পুরোহিত রক্ত-চন্দন কপালে প্রলেপ দিয়া লোহিতবর্ণ করিলেন। জবাপুষ্প, বিল্বপত্র, মদ্য, নৈবেদ্যাদির বহু আয়োজন করিল।

মহানিশীথে দেবীর পূজা আরম্ভ হইল। দস্যু বালকগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পূজা অন্তে একটি বৃহৎ খড়্গ উত্তোলন করিয়া যেমন পুরোহিত ভরতকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, দেবীর আর সহ্য হইল না, অমনি তিনি প্রতিমা হইতে নির্গত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্যে প্রথমেই দস্যুরাজ, এবং পরে পুরোহিত ও অন্যান্য দস্যুগণের শিরশ্ছেদ করিলেন। দস্যুগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত-পদ ভূতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ডাকিনী, যোগিনী, শাঁখিনী

রাকিনী প্রভৃতি দেবীর সহচরীগণ দস্যুদলের ছিন্ন মস্তক লইয়া ভাঁটা খেলিতে লাগিল। গ্রাম উজাড় হইয়া গেল। রক্তগঙ্গা বহিতে লাগিল। ভূত, প্রেত সব রক্ত চুষিয়া খাইতে খাইতে আনন্দে হিঃ হিঃ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই পলাইয়া গেল। দেবী ভরতকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রতিমা অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইলেন। অদ্যাপিও এই ভদ্রাকালী বরাভয়-প্রদায়িনী হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে বিরাজিতা আছেন।

মহর্ষি ভরত এই মায়ার সংসারে আর অধিক দিন অবস্থান করিলেন না। তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া দূরদেশে গমন করিলেন। ভরত এখন স্বচ্ছন্দ-মনে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন। সেই দেশের 'রহুগণ' রাজা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য দোলায় আরোহণ করিয়া কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে একটি বাহকের শিরঃপীড়া হেতু দোলা টলিতেছিল, ফলে রাজা মস্তকে আঘাত পাইয়া বাহকদিগের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। একটি বাহক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—মহারাজ! একটি বাহকের অসুস্থতার জন্য এইরূপ হইয়াছে। মহারাজ হুকুম করিলেন, এ রাজ্যের সমস্তই আমার প্রজা। অতএব সম্মুখে যাহাকে দেখ, ধরিয়া লইয়া দোলাবহনে নিযুক্ত করিয়া দাও। রাজার হুকুম পাইয়া নিকটে 'ভরতকে' দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দোলার বহনে নিযুক্ত করিয়া দিল। যাইতে যাইতে পথে পিপীলিকা বিম্বা অন্যান্য প্রাণী যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় এজন্য ভরত লম্ফ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তজ্জন্য পুনরায় রাজা রহুগণের মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিল; তিনি পুনরায় তিরস্কার করায় একটি বাহক বলিল—হুজুর! নূতন বাহকটীর জন্যই এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

মহারাজ পুনরায় সাবধান করিয়া দিলেন, কিন্তু পুনরায় ঐরূপ দোলা টলিয়া যাওয়ায়, রাজার মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইল। তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভরতকে বাক্যবাণরূপ কশাঘাত করিলেন। তখন মহাত্মা ভরত ঐ নির্ব্বোধ রাজাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য, আজন্ম মূকের অভিনয় করিয়াও তিনি অদ্য রাজাকে উদ্দেশ্য করিয়া তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ (ভাঃ ৫।১২।১২)

হে রাজন্! দোলায় আরোহণ করিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা লাভের জন্য কপিলাশ্রমে যাইবার এইরূপ প্রণালী নহে; তৃণাদপি সুনীচ হইয়া উপায়ন হস্তে করযোড়ে যাইতে হয়। তুমি হেট্‌মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদেই তপস্যা কর, কিম্বা ফলমূল ভক্ষণ বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া একপদেই কঠোর তপস্যা কর, কিম্বা গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তপস্যা কর; কিম্বা শীতকালে জলের মধ্যে থাকিয়া ধ্যানাদি কর অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের আরাধনা কর, কিছুতেই কিছু হইবে না; যে-পর্য্যন্ত তোমার অহঙ্কারী 'রাজমস্তক' পরম-হংস নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণের ধূলিতে অভিষিক্ত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; ইহা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান পাইবারও আর কোন পন্থাই নাই। মহর্ষি ভরতের এই বাক্য শুনিয়া রাজার চৈতন্যের উদয় হইল—তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া, ভরতের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি করিলেন এবং দৈন্যভরে কাঁদিতে কাঁদিতে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'হে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ! আমি আপনার চরণে অপরাধী, আমাকে নিজগুণে আপনি ক্ষমা করুন। রাজার এই কাতর বচনে ভরতের দয়ার উদয় হইল, তিনি রাজাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া পূর্ব্বের মতই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

পরমভাগবত ভরত স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তরদিকে গমন করিলেন। সংসারের বিচিত্রগতি এবং অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে তিনি দিব্যধামে গমন করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

গত ১৩ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, বুধবার—চুঁচুড়া-নগরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত ও পালিত হইয়াছে। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। সকাল ৬টা হইতে রাত্র ১১৷৷০ টা পর্য্যন্ত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" নামক প্রাচীন গ্রন্থ পাঠমুখে পারায়ণ চলিতে থাকে।

দ্বিপ্রহরে ও মধ্যরাত্রিতে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজার্চ্চনা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে জন্মলীলা পাঠ করা হয়। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সকলেই দিবারাত্র উপবাসী

থাকিয়া এই মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করেন। সুখের বিষয় এই যে, এতদঞ্চলের গৃহস্থগণও এইবার উপবাসী থাকিয়া সারাদিন পাঠ-কীর্ত্তন ও জন্মলীলা শ্রবণান্তর এই ব্রত পালনে বিশেষ নিষ্ঠা ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৪ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে মহোৎসবে সমাগত আহূত, অনাহূত ন্যূনাধিক দুইশত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

চুঁচুড়ার পুলিশ লাইনের বিরাট সভামণ্ডপেও শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে আহূত হইয়া সন্ধ্যার পর সমিতির সেবকগণ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করেন। জনসাধারণের ক্রমশঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মে কিছু আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমাদের নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতেছে। তবে এইসকল অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে শাস্ত্রানুমোদিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আজকাল সর্ব্বত্রই ভেজাল বা পাঁচমিশালী মতবাদ অধিক পরিমাণে জন-সমাজে আদৃত হইতেছে। 'এক কলস গো-দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গো-মূত্র স্পর্শের' ন্যায় ব্রত-পর্ব্বাদি পালনে 'গোঁজামিল' প্রবেশ করিলে উহাতে প্রকৃত ফল-লাভেরও আশা থাকে না। বৈষ্ণব-ব্রতাদি-পালনেও আজকাল স্মার্ত্তবাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করিলে "জন্মাষ্টমী" বৈষ্ণবগণেরই একটি প্রধান ব্রত। ইহাতে স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। তথাপি স্মার্ত্ত-ধূরন্ধরগণ তাঁহাদের মতানুসারে এইসকল বৈষ্ণব-ব্রতাদিতেও অনধিকার চর্চ্চায় ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। দেবল-ব্রাহ্মণগণ যেরূপ শিষ্য যজমান-ঘর রক্ষার নিমিত্ত, মধ্যরাত্রে অষ্টমীপূজা বিহিত হইলেও উহার পূর্ব্ব হইতেই পূজা আরম্ভ করিয়া দেবীর অকালবোধনদ্বারা সবংশে বিনাশের আয়োজন করেন, তদ্রূপ মধ্যরাত্রিতে অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে পূজার্চ্চনাদির পরিবর্ত্তে সন্ধ্যার পরই জন্মাষ্টমীর পূজা সমাপনান্তে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিজেরা মহা-অন্যায় কার্য্যে নিমজ্জিত হন এবং সরল যজমানদিগকে তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের ফলভোগ করান্। অগ্নিপুরাণাদিতে সপ্তমী-বিদ্ধাষ্টমী-ব্রত-পালন যে অবৈষ্ণবপর বিচার ও উহা দৈবীমায়া-কৃত—ইহা জানিয়াও তাঁহারা স্ব-পর-মঙ্গলে উদাসীন হইয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াও অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন ও কোনও প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না। তবে আমরা জানি,—পঞ্চোপাসকীয় 'কৃষ্ণ' ও বৈষ্ণব-গণের 'কৃষ্ণ' এক নহেন—'ছায়া-কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নহেন। —নিজস্ব সংবাদ

নিম্বার্কীদের বিক্ষোভ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ) ১৪৫ পৃষ্ঠায় "শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহে" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখা মথুরা-সহরস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে "শ্রীভাগবত-পত্রিকা" নামক আর একখানি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যার (আষাঢ়) ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রবন্ধ হিন্দী-ভাষায় অনূদিত হইয়া "শ্রীনিম্বাদিত্য ঔর নিম্বার্ক এক ব্যক্তি নহী হ্যায়" এইরূপ শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি উক্ত হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকা পাঠ করিয়া বিশেষ বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া শ্রীভাগবত-পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধের বিরুদ্ধে একটি সভা আহ্বান করেন। তাহাতে একটী সাব্ কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত সভা আহ্বান-কারীর মধ্যে শ্রীযুত ব্রজবিহারী শরণ নামক জনৈক সভ্য শ্রীভাগবত-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট বিশেষ বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ২৩।৮।৫৬ তাংএ এক রেজিষ্ট্রিকৃত পত্রে লিখিয়া জানান যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের মোকর্দ্দমা অথবা দেওয়ানী আদালতে ন্যূনপক্ষে ১০,০০০৲ টাকার ক্ষতিপূরণের মোকর্দ্দমা অথবা উভয় আদালতেই অভিযোগ আনয়ন করিবেন; পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ২৭।৮।৫৬ তাংএ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উহার উত্তরে জানাইয়াছেন, তিনি দেওয়ানী, ফৌজদারী কোনপ্রকার আইন ভঙ্গ করেন নাই এবং তজ্জন্য তিনি দোষীও নহেন; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজ দায়িত্বে যে-কোন প্রকার মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। ঐ পত্রখানিও পরে মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুত ব্রজবিহারী শরণের পত্র :—

GAUTAM RISHI—BARAHGHAT,
Vrindaban, 23rd August,'56.

To,

SRI TRIDANDISWAMI SRIMAT BHAKTI VEDANT
NARAYAN MAHARAJ,
Editor and Publisher of 'BHAGBAT PATRIKA',
Sri Keshabji Gouriya Mtah, Mathura.

Dear Sir,

The followers of 'Sri Nimbark Vaishnava Sampradaya' of India are seriously offended at the publication in your monthly journal "BHAGBAT PATRIKA" in its printed

copy of Ashar, Smbat 2013 on pages 326 ond 327 thereof under the heading "Sri Nimbaditya Ayur Nimbark Ek Byakti Nahi Haya" (শ্রীনিম্বাদিত্য ঔর নিম্বার্ক এক ব্যক্তি নহী হ্যায়) of an article in Hindi language and character by you and upon your sole responsibility.

The said article which is expressive of your deep-rooted personal malice is absolutely without any foundation whatsoever and has simply been written and published by you to lower in the estimation of the Hindu Public of the country, the ancient renowned "Nimbark Vaishnav Sampradaya" of the country and its eminent Acharyas. Your statement about Shri Keshab Kashmiri Ji and Srinibash Ji as contained therein are not only false but entirely malicious.

Your said article has caused immense damage to the reputation of the said Sampradaya and has seriously wounded the feelings of its numerous followers and the value of such damages, though inestimable, has been, for the purpose of contemplated legal proceedings, valued at Rs. 10,000/-.

Under the circumstances, I am directed to call upon you which I hereby do, to forthwith take immediate requisits steps to delete the said article from the said copy and other copies thereof and to tender unqualified apology for your said wrongful action and make good the damages suffered therefor.

If you neglect or fail to comply with my said requisitions within seven days from the date hereof, the said Association shall take legal proceedings against you, civil or criminal, or both, as they may be advised, without any further reference.

Yours faithfully,
Sd/- Brajbihari Saran,
Convenor,
Sub-Committee.

স্বামী ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের উত্তর ঃ—

SREE KESHABJI GAUDIYA MATH,
KANSTILLA, MATHURA.
Dated 27th August 1956.

To,

Sree Brijbihari Saran,
Gautam Rishi, Barahghat,
Vrindaban (Mathura).

Dear Sir,

Very sorry to let you know that a letter dated 23. 8. 56 (posted on 24. 8. 56) under a registered cover, addressed to Sree Tridandi Swami Srimat Bhakti Vedant Narayan Maharaj, designating him as "Editor & Publisher –Bhagabat Patrika" is received under protest.

The addressee is not in any way guilty of or liable for any of the charges - criminal or civil—and does not admit any content of the letter as you have alleged.

If you are wrongly, improperly and illegally willing to enter into any litigation, you are at liberty to do so at your own risk.

Yours truly,
Sd/- Swami B. V. Narayan.

আমরা কাহারও অন্তঃকরণে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করি না। তবে সত্যকথা গোপন রাখিলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তজ্জন্য আমরা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের হিতসাধনের জন্য নির্ভীকভাবে সাম্প্রদায়িক সত্য কথা প্রকাশ করিয়া থাকি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"প্রাণীমাত্রে কায়-মনো-বাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" আমরা এই ব্রত সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকি। তবে সত্যের আদর করিতে গেলে মিথ্যার প্রতি স্বভাবতঃই অনাদর আসিয়া পড়ে; তাহার দ্বারা আমরা মহাপ্রভুর শিক্ষার বিন্দুমাত্রও অনাদর করিতেছি না। আশা করি, আমাদের প্রবন্ধ পাঠে সত্য-পিপাসু কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইবে যে, প্রাচীন নিম্বাদিত্য ও আধুনিক নিম্বার্ক একব্যক্তি নহেন। ব্যবহারিক হিসাবে নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য একই বলিয়া কেহ লিখিলেও আধুনিক নিম্বার্ক প্রাচীন নিম্বার্কের (?) সহিত এক নহেন। আমরা এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ক্রমশঃ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থই আধুনিক এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাহার কোন

অস্তিত্ব ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামীবর্গের গ্রন্থসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আধুনিক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থের ভাব, ভাষা, চিন্তাস্রোত প্রভৃতি বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিলেই সুস্পষ্টভাবে উহা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা ইহা পত্রিকায় ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া দেখাইব।

পরলোকে কর্ম্মবীর রায়সাহেব মুনীন্দ্রনাথ সাধু

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১৯শে ভাদ্র ১৩৬৩, ইং ৪ঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শেষরাত্র ৪॥০ ঘটিকার সময় হুগলী জেলার জনপ্রিয় কর্ম্মবীর সাধু-কুলতিলক মাননীয় রায়-সাহেব মুনীন্দ্রনাথ সাধু মহাশয় অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দেহত্যাগ করা মাত্রই হুগলী-চুঁচুড়া সহরের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ-বেগে এই দুঃসংবাদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদিক্ হইতে দলে দলে তাঁহার সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাঁহার শেষকার্য্য সমাধা করিবার জন্য তাঁহার নিজ বিরাট্ বাস-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন। মাননীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মৃতদেহে মাল্য প্রদান করিবার পর শব-দেহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় "বালিকা-বাণী-মন্দির" বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বিবিধ মাল্য-ভূষিত হইয়া তাঁহার আত্মীয় পরিবারবর্গের নিজ নিজ গৃহে শেষ সম্মান জ্ঞাপিত হইলে পর গঙ্গার ঘাটে (শীলের ঘাটে) শাস্ত্রসম্মত যথাবিধি কার্য্য সমাপনান্তে অগ্নি সন্নিবিষ্ট করা হয়। দারুণ সর্ব্বভুক্ অতি অল্প সময় মধ্যেই লোকপ্রিয় সাধু-কুল-তিলককে লোক-চক্ষের অন্তরালে লইয়া গেল।

মুনীন্দ্র বাবুর ৫ জন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ সাধু উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষালাভার্থ বিলাত গিয়াছেন। তিনি ব্যতীত শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ, শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুত প্রণবকুমার ও শ্রীযুত ব্রতীন্দ্রকুমার সাধু ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহাদের পিতৃদেবের অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপন করেন। মুনীন্দ্র বাবুর পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত। আমরা তাঁহাদিগের শোকার্ত্ত হৃদয়ে সমবেদনা জানাইয়া নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পিতার আদর্শে জীবিত থাকিয়া সর্ব্বজন-প্রিয় হইতে পারেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী, কন্যাদ্বয় ও পুত্রবধূগণ যেন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন এবং যথারীতি পরিবারবর্গকে সযত্নে রক্ষা করেন।

মুনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য

কর্ম্মবীর মুনীন্দ্রনাথ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী গন্ধবণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বনামধন্য ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন্ জজ্ পরলোকগত রাজেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা। মুনীন্দ্রনাথ যৌবনে পূর্ত্ত-কার্য্যে শিক্ষালাভ করিবার পর সরকারী

পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরকারী কার্য্যকুশলতা ও জনপ্রিয়তা দর্শন করিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "রায়-সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি হুগলী ফৌজদারী আদালতের একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে প্রচুর কৃতিত্বের সহিত সুবিচার করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। তিনি হুগলী-জেলা হিন্দুমহাসভার সভাপতি এবং হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর একজন বিশিষ্ট কমিশনার ছিলেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় (বালিকা-বাণী-মন্দির—হাই স্কুল) তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই কীর্ত্তি চুঁচুড়া-সহরে নারীশিক্ষা-প্রচারক্ষেত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

মুনীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও উদার জীবনের কথাও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধর্ম্মজীবন-যাপনের উন্নততম বিচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া চুঁচুড়া-সহরে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহার যোগ্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত মাননীয় নগেন্দ্রনাথ সাধু, বি. এল. উকিল, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান মহোদয়ই তাঁহার এই কার্য্যে দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের ঐকান্তিক সহানুভূতিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি চুঁচুড়ায় "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। এই সাধু-পরিবার উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই আজ পর্য্যন্ত বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন। সাধু মুনীন্দ্রনাথ প্রকৃতই সাধু ছিলেন। বহু অর্থের মালিক হইয়াও তিনি সর্ব্বসাধারণের সকলপ্রকার হিতের নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গোপনে বহু লোককে সাহায্য করিতেন। এমন কি, তাঁহার মতবিরুদ্ধ কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তিনি অম্লান-বদনে আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা তাঁহার বিয়োগে বন্ধুহীন মনে করিতেছি।

অন্বয় ও অনুবাদ সহ

"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব সংস্করণ।
হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।
বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীদ্বারকা-ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

পশ্চিমবঙ্গ—৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৩

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীশ্রীদ্বারকা-ধাম ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার** আয়োজন করিয়াছেন। তজ্জন্য আগামী **৩১শে আশ্বিন ১৩৬৩, ইং ১৭।১০।৫৬, বুধবার হাওড়া ষ্টেশনের ১১নং প্লাটফর্ম্ম হইতে বেলা ১ টার সময় রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা করা হইবে।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকেই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি।

প্রকাশ থাকে যে, শ্রীশ্রীদ্বারকা-ধাম ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ব্যতীত পথিমধ্যে **মন্দারপর্ব্বত** (শ্রীমধুসূদন), **গয়া, কাশী, অযোধ্যা,** নৈমিষারণ্য, **হরিদ্বার,** হৃষীকেশ, **কুরুক্ষেত্র,** হস্তিনাপুর (শ্রীযুধিষ্ঠিরের কেল্লা প্রভৃতি, দিল্লী), **মথুরা, বৃন্দাবন,** মধুবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, কাম্যবন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ, গোকুল, **জয়পুর, পুষ্কর, সাবিত্রী, গোমতি-দ্বারকা,** বেট-দ্বারকা, গোপীতলাও প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করা হইবে। অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে পত্র দিবেন। ইতি—নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

১। **ঊর্জ্জব্রত,** পরিক্রমা ও তীর্থাদি-দর্শনে ন্যূনাধিক **৩৫ দিন সময় লাগিবে।**

২। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে যাতায়াত **ট্রেনভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **৩৫০৲ টাকা** ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

৩। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, জামা, চাদর সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যকবোধে ১টি ঘটী ও ১টি বাটী লইবেন।

৪। যাত্রিগণকে **২১শে আশ্বিনের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে **১৫০৲ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া রসিদ লইতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০৲ দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৩১শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর, বুধবার—**বেলা ১০টা হইতে ১২ টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনের ১১নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥ | নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৮ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২৭ পদ্মনাভ, ৪৭০ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৬৩ ; ইং ১৭।১০।৫৬ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাং
সখী-প্রণয়-সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাম্ ॥১॥
কারুণ্যামৃত-বীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া ।
লাবণ্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥২॥
হ্রী-পট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘৃস্ণাঞ্চিতাং ।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥৩॥
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা ।
উন্মাদো জাড্যমিত্যৈতে রত্নৈর্নবভিরুজ্জ্বলৈঃ ॥৪॥
কণ্ঠালঙ্কৃতি-সংশ্লিষ্টাং গুণালী-পুষ্প-মালিনীং ।
ধীরাধীরাত্ত-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥৫॥

প্রচ্ছন্ন-মান-ধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনাম-যশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাম্ ॥৬॥
রাগ-তাম্বূল-রক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাং।
নর্ম্ম-ভাষিত নিঃস্যন্দ-স্মিত-কর্পূর-বাসিতাম্ ॥৭॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥৮॥
প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলী-বন্ধ-গুপ্তকৃত-স্তনাং।
সপত্নী-বক্ত্র-হৃচ্ছোষি-যশঃশ্রীকচ্ছপী-রবাম্ ॥৯॥
মধ্যতাত্ন-সখী-স্কন্ধ-লীলা-ন্যস্ত-করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যাম-স্মরামোদ-মধুলী পরিবেশিকাম্ ॥১০॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্ব-দাস্যামৃত-সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥১১॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হা হা মুঞ্চেনং নৈব তাদৃশম্ ॥১২॥
প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা-কৃপা-হেতুং পঠংস্তদাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩॥

শ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজের বাঙ্গানুবাদ

১। মহাভাব-স্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তারত্ন-দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অতি পবিত্র হইয়াছে এবং সখীগণের প্রণয়-রূপ কুঙ্কুমাদি দ্বারা যিনি সুন্দর কান্তিবিশিষ্টা হইয়াছেন,

২। পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতা-রূপ অমৃত-তরঙ্গ, মধ্যাহ্ন-তারুণ্য অর্থাৎ যৌবন-রূপ অমৃত-ধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তি-রূপ অমৃতের বন্যা দ্বারা যে রাধিকা স্নান করত ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত করিতেছেন,

৩। লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র দ্বারাই যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্য্য-রূপ কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত, এবং শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তূরী দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে,

৪-৫। কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ-ভাব, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা—এই নয়টী উত্তম রত্ন দ্বারা যিনি অলঙ্কার রচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন, এবং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণসমূহই যাঁহার পুষ্পমালা-স্বরূপ এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ সদ্গন্ধকেই যিনি কর্পূরাদিরূপে ব্যবহার করিতেছেন,

৬। প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার সম্বদ্ধ কেশপাশ, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ,

৭। অনুরাগ-রূপ তাম্বূল-রক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল, উপহাস-বাক্য বলাই যাঁহার হেতু, তাদৃশ মধুর-হাস্য-রূপ কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন,

৮। সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তি-স্বরূপ অন্তঃপুর-মধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান হইয়া বিপ্রলম্ভরূপ চঞ্চল তরল অর্থাৎ হার-মধ্যস্থিত মণি দ্বারা শোভা পাইতেছেন,

৯। সপ্রণয় ক্রোধ-সম্ভূত রক্তিমা-রূপ কাঁচুলী দ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম বদন ও হৃদয়ের শোষণকারিণী যশঃশ্রী যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী অর্থাৎ বীণা-রব হইয়াছে,

১০। মধ্যতা অর্থাৎ যৌবন-রূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলা-রূপ কর-পদ্ম অর্পণ করিয়াছেন, ও যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্তা, এবং যিনি শৃঙ্গাররস দ্বারা কন্দর্প-মত্ততা-রূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন,

১১। আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতি-পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক এই সুদুঃখিত ব্যক্তিকে স্বকীয়-দাস্য-রূপ অমৃত দান করিয়া জীবিত করুন।

১২। হে গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন আপনি এই আশ্রিত দুষ্ট জনকে ত্যাগ করিবেন না।

১৩। যিনি শ্রীরাধার কৃপার হেতুস্বরূপ এই "প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ" নামক স্তবরাজ পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধিকার দাস্য লাভে সমর্থ হন।

———

সজ্জন—মৌনী (২৬)

মুনিবৃত্তি-বিশিষ্ট-সজ্জনই মৌনী

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি অনাত্ম দেহ ও মনের অভাব-অপূর্ণতা-জনিত নিরানন্দ নহেন, জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়তর্পণে উদ্‌গ্রীব নহেন, যিনি দ্বৈতবস্তুতে অভিনিবিষ্ট, তাহা হইতে ভীত এবং বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ নহেন, সেই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই মুনি-শব্দবাচ্য। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থজীবনে নানাপ্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধবিশিষ্ট হন, জড় সুখের জন্য তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জড়দুঃখ পরিহারে ব্যস্ত থাকেন। এই আবিল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে জীব যখন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে। যে পলিতাস্য গৃহস্থ অপত্যের অপত্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করত হরিভজনোদ্দেশে বনে গমন করেন, তাঁহার বৃত্তিই মুনি-বৃত্তি। মুনিবৃত্তি-বিশিষ্ট-জনই মৌনী।

দেহ-মনোধর্ম্মী, মায়াবাদী ও কর্ম্মফলভোগী অসৎ-শব্দবাচ্য

অনিত্য পরিচয়-বিশিষ্ট জীব অসজ্জন অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিচয়ে কেবল-মাত্র পরিচিত জীব অসৎ, যেহেতু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাধিদ্বয়। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই সৎশব্দবাচ্য নহেন। এজন্যই সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য-বর শ্রীরামানুজস্বামী নিজ সম্প্রদায়কে সৎ-সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। মায়া-বাদী বা কর্ম্মফলভোগী অসচ্ছব্দবাচ্য, যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবদ্ধ। বৈষ্ণব নিত্যস্বরূপের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জন-শব্দবাচ্য।

সজ্জন—অব্যক্ত-বাগ্‌বেগজয়ী ও সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন-রত

সজ্জন বাহ্যজগতের বিক্রান্তি-সমূহ হইতে সুদূরে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-নিরত। বাহ্য জগতের উচ্চধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উচ্চ-ধ্বনিগণের সহিত যোগদান করেন না। তিনি নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বা রবরহিত হইয়া বাহ্য উপাধিদ্বারা আপনাকে ভোক্তা অভিমান করেন না। হরিনামের উচ্চরবসমূহ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করে না। প্রজল্প তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু অবৈষ্ণব বাহ্যে মৌনব্রত হইয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌনী হইতে পারেন না।

অব্যক্ত বাগ্‌বেগে সজ্জনকে কখনই অভিভূত করিয়া কপট মৌনী করে না, পক্ষান্তরে হরিধ্বনিতে দশদিক্ প্রপূরিত করিলেও তিনি মৌনীরাজ। কল্যাণ-কল্পতরুর এই গীতটী মৌনিগণের আদর্শ হউক,—

"বৈষ্ণব-চরিত্র,　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ,　　না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥"

নির্ব্বিষয়ী সজ্জনের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে-সকল কথা হরিসেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ বাক্য-সমূহই প্রজল্প। ভগবদ্ভক্ত সেবাতাৎপর্য্যময়, সুতরাং বাহ্যিক যাবতীয় কথায় তিনি মৌন। ইতর-রাগের আকর্ষণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় না। আত্মারাম মুনিগণ জড়ীয় গ্রন্থশূন্য হইয়া ভগবানের নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষগণের জড়াকর্ষণে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা জড়ের অভি-নিবেশরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবাপর তৌর্য্যত্রিক আবাহন করেন বলিয়া তাঁহার মৌনধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির অনুকূল শাস্ত্রালোচনার নিষেধ, তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে। সজ্জন মৌনী হইলেও বৈদিকী ও লৌকিকী যাবতীয় ক্রিয়াসমূহকে হরিসেবার অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন।

হরিসেবা-প্রবৃত্তি ও কৃষ্ণৈকশরণতাই সজ্জনের মুখ্যগুণ

হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গেলে সজ্জনের মুনিধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির হরিসেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরেই অধিষ্ঠিত। অবৈষ্ণবে তাৎকালিক গুণ দেখা গেলেও সেই গুণগুলি স্থায়ী নহে। অচ্যুতাত্মতা বা কৃষ্ণৈকশরণতা ছাড়িয়া অন্যান্য গুণের নিত্য অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণগুলি নিত্য, সেখানে অবৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই এবং যে-স্থলে হরিসেবার অভাব, তথায় গুণগুলির পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সজ্জনের গুণ ও গুণী-সজ্জন—এই দুইটী অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু সজ্জনতা ও তাৎকালিক গুণের ক্ষণিক অধিষ্ঠান—একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে। সজ্জনেই প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনিত্ব আছে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজভুক্ত ; অন্যে নহে

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, এই সমাজের দ্বারা জন-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে,—"যে বা মানে, যে না মানে সব তাঁর দাস।" শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন। **জীব মাত্রেই** কৃষ্ণদাস। তন্মধ্যে কতকগুলি লোক অপরাধ-পীড়িত হইয়া কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য এই গৌরাঙ্গ-সমাজকে উপেক্ষণ করিবেন। সমাজও সুতরাং তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া আর কি করিবেন ? যে-সকল লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা সকলেই একমনে এই সমাজে যোগ দিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি ? গৌরাঙ্গ প্রভুতে বিশ্বাস করাও তিন প্রকার। কতকগুলি লোক তাঁহাকে **পরমেশ্বর** বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম **ভক্ত** বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে **উত্তম লোকদিগের মধ্যে একজন** বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনপ্রকার লোকই গৌরাঙ্গের প্রতি আদর করেন, অতএব তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গ-সমাজভুক্ত হইতে পারেন।

গৌর-বিশ্বাসী তিন শ্রেণীকেই সমাজভুক্ত করা আবশ্যক

যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত। তাঁহারা গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-গণভুক্ত। ইহাঁদের মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে, কেন না, কেহ কেহ গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহাকে ভজনের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তথাপি সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তোত্তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাও অন্য সম্প্রদায়ের উপাসক হইলেও, গৌর-প্রেম-প্রচারে সময়ে সময়ে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ-সমাজের উন্নতি-সাধনে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাধারণ ভক্ত ও স্বদেশীয় সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই সমাজের অঙ্গ-বিশেষ। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই সমাজে না লইলে গৌরাঙ্গ-

সমাজ জগতে কোন সামাজিক উপকার সাধনে ক্ষমবান হইতে পারিবেন না। গৌরাঙ্গ-সমাজে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যে-সকল মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর্শ বলিয়া মানেন, সেই সকলকে লইয়া গৌরাঙ্গ-সমাজ গঠিত হইবে।

গৌরাঙ্গ-সমাজে আহূত সভ্য ও কাশীর প্রকাশানন্দের বিরাট সভা

এখন একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। এ প্রকার গৌরাঙ্গ-সমাজ গৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কি না? আমরা ভক্তি-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলার সময়েই তিনি এরূপ সমাজের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ! আপনাদের কি মনে পড়ে যে, বারাণসী-ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে একটী বিরাট সভা হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সেই সভার সংঘটন করেন, তিনিও একজন পার্ষদ ভক্ত-বিশেষ। কাশীর সমস্ত শাঙ্কর সন্ন্যাসী ও পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিশেষ অনুনয়পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুকে সকলের প্রতি কৃপা করিবার মানসে সেই সমাজটী স্বীকার করত নিজের কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সেই ঐশ্বর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আমাদের হৃদয়নাথকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। সেই বিরাট সভায় প্রভু শুদ্ধ স্বভক্তি প্রচার করিয়া সকলের পূজিত হন। সন্ন্যাসীগণ গলদশ্রু হইয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। সেই সভায় সর্ব্বপ্রকার লোকের আগমন হইয়াছিল। পরমহংস সন্ন্যাসীগণ, কর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ-নিচয়, বহু বহু বিষয়ী লোক, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এবং পরম শুদ্ধভক্ত সনাতন গোস্বামী, চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া সকলেই সেই সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যথা চরিতামৃতে ;—

আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন,—বসিয়াছেন সন্ন্যাসীরগণে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসীরগণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥

যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥

ঠাকুরের গৌরাঙ্গ-সমাজ স্থাপন ও সমাজের প্রচার-সাফল্য

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি যে, প্রভুর ইচ্ছামতে সেই আদি গৌরাঙ্গ-সমাজ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রভবনে বসিয়াছিল। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে বর্ত্তমান 'গৌরাঙ্গ সমাজে'ও সেইরূপ ফল হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা তদীয় মাহাত্ম্য অনুশীলন করিতে করিতে অবিলম্বে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবেন। আবার যাঁহারা একবারে গৌরাঙ্গ মানেন না, তাঁহারাও সভায় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক মিষ্ট কথা শুনিতে শুনিতে নরম হইয়া পড়িবেন। শুদ্ধ তাহা নয়, বরং **কিছুদিনের মধ্যে অন্য সম্প্রদায় মল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌর-ভক্ত হইবেন।** কবিরাজ গোস্বামী এ কথাটী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যথা ;—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবমধ্যে উত্তম-বৈষ্ণব সামাজিক নহেন

শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব সামাজিক নন। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া গৌরাঙ্গ-সমাজে থাকিলে সমাজের বড় হিত হয়। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎ সম্বন্ধ দেখিয়া আর আত্ম-পর ভেদ করেন না। সর্ব্বভূতকে ভগবত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আর শত্রু, মিত্র, বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব ভেদ-বিচার হইতে রহিত হন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে থাকিলেও তিনি ভক্ত-গোষ্ঠী-প্রিয় এবং ভক্তি-প্রচার-অনুরক্ত ; যথা শ্রীসনাতন গোস্বামী-বাক্য ,—

অবতার কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচার।
সে নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥

আচার, প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

মধ্যম-বৈষ্ণবের গৌরাঙ্গ-সমাজে কৃত্য

মধ্যম-বৈষ্ণবগণ উত্তম-বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবের উপকারক। সুতরাং উত্তম ভক্ত ও মধ্যম ভক্তগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভজন-বিভাগের যোগ্য। ইহাঁরা কার্য্য-বিভাগে সময়ে সময়ে থাকিলেও কার্য্য-প্রিয় কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণের ন্যায় কার্য্যক্ষম হন না। তথাপি তাঁহারা কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবের সহায়রূপে সকল কার্য্যই করেন, ভজন-বিভাগের বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রায় নির্জ্জন-ভজন ও ইষ্ট-গোষ্ঠীতে আনন্দ লাভ করেন। ইষ্টগোষ্ঠী দুই প্রকার, আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা শ্রীভাগবতাদি-পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব ও রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারী-ভেদে প্রদান করেন।

গৌরাঙ্গ-সমাজের অন্য নাম ইষ্টগোষ্ঠী বা বৈষ্ণব-সমাজ

যেমত সাধারণ গৌরাঙ্গ-সমাজ বারাণসীতে প্রকট লীলায় সংস্থাপিত, সেই-রূপ ইষ্টগোষ্ঠী পদ্ধতিও সেইকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবগণও কোনপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। প্রভুর সময় ঐরূপ 'ইষ্ট-গোষ্ঠীকে'ও 'গৌরাঙ্গ-সমাজ' বা 'বৈষ্ণব-সমাজ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রভু সিদ্ধবকুলে (পুরীধামে) সমস্ত পার্ষদবর্গকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন এবং সেই সময় শ্রীরূপকে কহিলেন,—

প্রভু কহে,—কহ কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥

ইষ্টগোষ্ঠী শব্দের তাৎপর্য্য ও 'কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী

শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্ট-গোষ্ঠী হয় না। 'ইষ্ট'-শব্দে 'অভিলষিত' বিষয়। 'গোষ্ঠী'-শব্দে 'সভা'। এই দুই শব্দে মিলিত হইয়া **শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধু-দিগের সভাকে 'ইষ্টগোষ্ঠী' বলিয়া নাম-করণ করা হয়।** শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলন-রূপ ইষ্ট-গোষ্ঠীতে দুই চারি জন ব্যতীত এক স্থানে অধিক পাওয়া যায় না। **তিনজন বৈষ্ণবেও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে পারে,** তাহাও চরিতামৃতে লিখিত আছে—

প্রভু আসি' প্রতি দিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥

দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে 'কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী' বলে, যথা চরিতামৃতে ;—

দুই জন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল॥

গৌরাঙ্গ-সমাজের সর্ব্বব্যাপকত্ব

তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে 'বৈষ্ণব-সমাজ' বা বৈষ্ণবদিগের 'ইষ্টগোষ্ঠী'। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে 'কৃষ্ণ-কথা-গোষ্ঠী'। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির 'নির্জ্জন-ভজন'। এই সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের অন্তর্গত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ বিশ্বব্যাপী জৈবধর্ম্মের ক্রিয়া-বিকাশ।

কলিকাতায় গৌরাঙ্গ-সমাজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালকগণের প্রতি উপদেশ

এই গৌরাঙ্গ-সমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এই সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নতি যাহাতে হয়, তাহা সকল সহৃদয় ব্যক্তির করা উচিত। **স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটী দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।** এই সমাজের নেতা মহোদয়দিগকে আমরা করযোড়ে নিবেদন করি, যেন তাঁহারা আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখেন। উক্ত তিনটী দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন বিধিগুলি পালন করিতে পারিলে এ সমাজের ততই উন্নতি সাধন হইবে। **একতাই সমাজের জীবন। নূতন মত বা মতভেদের দ্বারা একতা নষ্ট হইলে সমাজেরও জীবন নষ্ট হইবে।** আমরা গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি কখনই অসূয়া বা বিদ্বেষ করিব না। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥

এক শুদ্ধ, নিত্য বস্তু, অখণ্ড, অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন, সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনঃ সবার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাঁহার হিংসা হয়॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

বৈষ্ণব-সমাজের সভ্যগণের আচার নিরূপণ ও সভায় রসকীর্ত্তন ও রসব্যাখ্যা নিষিদ্ধ এবং ভাড়াটীয়া কীর্ত্তন শ্রবণ অপরাধ-জনক

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য মহোদয়গণ এই ভাবে কার্য্য করিলে অবশ্যই সভার উন্নতি সাধন হইবে। (তাঁহাদের) ক'একটী প্রাচীন বিধি পালন করা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ-সভার সাধারণ অধিবেশনে পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও নাম-সংকীর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু **রসকীর্ত্তন বা রসব্যাখ্যা করিতে গেলে অপরাধ হইবে।** রস ব্যাখ্যা বা রস-কীর্ত্তন কেবল ইষ্টগোষ্ঠীতে হইতে পারিবে। এ-বিষয়ের একটী বিধি হওয়া আবশ্যক। শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিধিটী লক্ষিত হয়,—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস আস্বাদন॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়। ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না। নাম-কীর্ত্তন-স্থলে কীর্ত্তনের মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। তদ্বিষয়েও একটী কার্য্য নির্দ্ধারিত করা চাই। সভ্যগণ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনের অধিক ফল হয়। **অর্থ দিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণে কোন অংশে অপরাধ ও কোন অংশে নিষ্ফলতা উপস্থিত হয়।**

প্রচারকগণের প্রতি সতর্কবাণী

গৌরাঙ্গ-সভার প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্র কলি-জীবের প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে-সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারকেরা সেইসকল উপদেশ অনুসারে বক্তৃতা

করিবেন ও অন্য জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রচার কার্য্যটী 'ভজন-বিভাগের' সভ্যগণের প্রতি ভারার্পণ করিলে ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই গৌর-শিক্ষা প্রচারক হইতে পারে না। অল্পবয়স্ক কৃত-বিদ্য কতকগুলি মহাত্মা যদি ভজন-বিভাগের ইষ্টগোষ্ঠীতে বসিয়া সরলভাবে গৌরশিক্ষা আলোচনা করেন, তবে অতি শীঘ্রই প্রচারকের কার্য্যে পটু হইবেন। (১) যাঁহাদের নাম-নামীতে অভেদ জ্ঞান নাই এবং (২) সেই অভেদ তত্ত্বকে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস নাই, তাঁহারা গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারক হইলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। এ-কথাটী বড়ই গুরুতর। (৩) শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নাম-রস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। (৪) প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। (৫) নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরমহংস

বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী গোবিন্দসুন্দর নাম।
সদা গুণগ্রাহী নবদ্বীপে রহি' ভজে গৌর-গুণধাম॥
জল-দুগ্ধ হ'তে শুধুই দুগ্ধ হংস করয়ে পান।
"পরমহংস" যে অলীক সংসারে সত্যরে দেয় মান॥
অনিত্য অবিদ্যা মায়ার লীলায় অদোশদরশী যে।
গুণী-শিরোমণি মহাভাগবত পরমহংস সে॥
এ হেন সুজন গোবিন্দসুন্দর বারতা শুনিলা কাণে।
যোষিৎ-সঙ্গী বৈষ্ণব এক লজ্জিত অপমানে॥
ক্ষণিকের মোহে সেই উদাসীন নারীতে করিয়া রতি।
বৈষ্ণব-সমাজে হইলা পতিত নিন্দিত ঘৃণিত অতি॥

বৈষ্ণব-সেবার　　করি' আয়োজন　　পরমহংস একদিন।
আমন্ত্রিলা সর্ব্ব　　ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-　　সহ সে পতিত দীন॥
সমবেত জন　　কু-কর্ম্মীরে হেরি'　　কুঞ্চিত করে নাসা।
কেহ বলে,—'ধিক্　　লজ্জা নাহিক　　হেথা অনুচিত আসা'॥
পতিতের সনে　　পংক্তি-ভোজনে　　আপত্তি করিলা সবে।
কু-কর্ম্ম করিয়া　　পতিত যে-জন　　হীন সে জানয়ে ভবে॥
করযোড় করি'　　কাতর বচনে　　কহে সে পরমহংস।
'হীন যারে কহ　　ক্ষমা তারে কর　　সে যে ব্রহ্মণ্য-বংশ॥
মহৎ জনের　　ক্ষণিকের ভুলে　　কি যে লাঞ্ছনা ঘটে।
ঘৃণা অপমান　　কত না তাঁদের　　কত না নিন্দা রটে॥
মাদৃশ জনে　　দয়া-পরবশে　　জানাইতে উপদেশ।
এই সে মহান্　　স্বেচ্ছায় বরিল　　শত অপমান ক্লেশ॥
ক্ষণিকের ভুলে　　হেন যদি হয়　　সদা করি আমি ভুল।
সর্ব্বজন হ'তে　　আমি অপরাধী　　কেহ নহে মোর তুল॥
ইহারে ত্যজিতে　　অভিলাষ যদি　　মোরেও করুন্ ত্যাগ।
ইহারও প্রাপ্য　　মোর প্রতি যত　　আপনাদের অনুরাগ'॥
লজ্জিত হইয়া　　সকল বৈষ্ণব　　পতিতে গ্রহণ করি'।
এক পংক্তিতে　　করিল ভোজন　　পরমহংস-বাণী ধরি'॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

কার্ত্তিক-ব্রত

অনেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতে কষ্টবোধ করেন। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু সাধকগণ বিশেষ যত্ন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা কঠিন হয়। শ্রীনামের দ্বারাই যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, তখন দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-ব্রতাদি গ্রহণ করিয়া কষ্ট-স্বীকারের আবশ্যকতা কি?—এইরূপ বিচার করিয়া সহজিয়া বা মিছাভক্তের দল চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন না ও দীক্ষাদি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। এই বিচার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া থাকেন। চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ঊর্জ্জাদরঃ'

কথার উল্লেখ থাকায় অনেকে চাতুর্ম্মাস্যের আবশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র কার্ত্তিক-ব্রতেরই ভক্ত্যঙ্গত্ব স্বীকার করেন। ইহা পরম্পরাগত গোস্বামীবর্গের বিচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সহজিয়াগণ 'তাম্বুল-মঞ্জরী' সাজিয়া প্রত্যহ পান খাইয়া থাকেন, 'বিলাস-মঞ্জরী' সাজিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণ করেন, "কেশবধৃত-মীনশরীর" বিচার-অনুসারে নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপে মীন-মহোৎসবাদি করিয়া বিবিধ কু-বিচার ও অসদাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয়, যাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আজকাল চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম পালন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। এইজন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ চাতুর্ম্মাস্য-কালে অনেক মঠ-মন্দিরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন। বৈষ্ণবতার নামে আচার-ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিলে ভাবী বৈষ্ণবগণ আদর্শ-বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত বিধি-নিষেধ তাঁহার ধারার অনুকূলে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক।

কার্ত্তিক-ব্রতও নিকটবর্ত্তী হইল। এই ব্রত সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই। ইহা স্মার্ত্ত, অদ্বৈতবাদী যে কোন ধর্ম্মপিপাসুই যত্ন-সহকারে পালন করেন। কেবল উচ্ছৃঙ্খল অপসম্প্রদায়, সঙ্ঘ-মিশনাদি এই ব্রতের কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের বিচারাদির মধ্যে সর্ব্বদাই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে।

কার্ত্তিক-ব্রত পালনে স্থূলতঃ তিনটী বিধি লক্ষ্য করা যায়। (১) সৌর-কার্ত্তিকমাস অর্থাৎ ১লা কার্ত্তিক হইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত, অথবা (২) আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমীর পর একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত, অথবা (৩) লক্ষ্মীপূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া হৈমন্তিক রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত। তবে মঠবাসী ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণপক্ষে এবং তাঁহাদের অনুগত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থীগণের পক্ষে শেষোক্ত পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত উদ্‌যাপনই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সন্ন্যাসিবর্গকে ও তদাদর্শে তাঁহাদের অনুগত জনগণকে পূর্ণিমা-তিথিতেই ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতে হয়। ক্ষৌরকার্য্যের দ্বারা নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে। একাদশীপক্ষে ব্রত আরম্ভ করিলে প্রথম পূর্ণিমা-ক্ষৌর ব্রতভঙ্গের মধ্যে গণ্য হইবে। সুতরাং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীগণের পক্ষে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত-পালনই মঙ্গলজনক। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কার্ত্তিকব্রত পালনের বিধি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীর ১০ম

খণ্ড, ৭ম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩০৫ বঙ্গাব্দের (১৮৯৮ অক্টোবর) সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রমাণস্বরূপে সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ শ্রীল ঠাকুরের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিয়মিতভাবে ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

"কার্ত্তিক-ব্রত

কার্ত্তিক-ব্রত পালন বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।—

"আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানিহ তস্যাম্ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥"

এই বচনানুসারে প্রতি বৎসরে বিজয়া দশমীর পর দিবস যে একাদশী হয়, সেই দিবস হইতে ব্রতারম্ভ। আর উত্থান একাদশীতে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইবে। এই এক মাসের মধ্যে যে ব্রত পালন করা হয়, তাহার নাম 'নিয়ম-সেবা'। নিয়ম-সেবার বিধি এই, সেই মাসের প্রতি দিবসে রাত্রের শেষ যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতঃস্নান করিয়া দামোদরার্চ্চন করিবে। রাত্রে ঘৃত দীপ বা তিল-তৈলের দীপ ভগবন্মন্দিরে, তুলসী-তলে এবং আকাশে প্রজ্জ্বলিত করিবে। কার্ত্তিক মাসে নিরামিষ্য এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংসপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদ সেবনান্তে বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। এইপ্রকার বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত মাস যাপন করত উত্থান একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ও কৃষ্ণ-কথায় রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতে শুচি হইয়া হরি-কীর্ত্তনান্তে আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদ সেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে।"

গীতার বাণী

(১৮)

১২শ অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম অধ্যায় হইতে ভক্তিযোগের কথা আরম্ভ হওয়ায় এবং একাদশ অধ্যায়ে ভক্তির প্রাধান্যের কথা অবগত হওয়ায়, ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন এক্ষণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক ও শুদ্ধভক্তের মধ্যে প্রাধান্য কাহার—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাঁহারা শ্রীশ্যামসুন্দরে চিত্ত

সন্নিবিষ্ট করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হইয়া কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা উপাসক। কিন্তু যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধালু না হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাহারা তাদৃশ উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও ভগবৎস্বরূপকে প্রাপ্ত না হইয়া দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ দেহাভিমানী জীব আজন্ম দেহকেই আত্মবোধ করিয়া আসিতেছে, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে সহসা অণুচৈতন্য-স্বরূপ অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম ব্রহ্মের বোধ হওয়া কঠিন। তাহাতে প্রত্যাহার, মনন, নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপারসকল দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; সুতরাং ক্লেশজনক। কিন্তু যাঁহারা সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎপর হইয়া অনন্যযোগে তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকল যাজন করিতে থাকেন,—একনিষ্ঠচিত্তে তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারই উপাসনা করেন, পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকে মৃত্যুযুক্ত সাগরবৎ দুস্তর সংসার হইতে অতিশীঘ্র উদ্ধার করিয়া থাকেন। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমি আমার ভক্তগণকে গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া অবিরোধে পরমস্থানে লইয়া যাই। তাহাদিগকে অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিতে হয় না। এই মার্গের কথা ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

অতএব শ্রীভগবানে চিত্ত স্থির করিলে—তাঁহাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলে দেহান্তে তাঁহারই নিকট বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে।

যদিও তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবেশ করা কঠিন, তথাপি অভ্যাসযোগে তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করাই কর্ত্তব্য। শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গে ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রমে তাদৃশ অভ্যাস ঘটিয়া থাকে। অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে ভগবৎ-কর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যাহা কিছু করা যায়, সে-সকলই ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে—ভগবৎ-সেবার্থ পুষ্পাদি আহরণ, পূজন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাতে ধীরে ধীরে চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে না পারিলে সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করা বিধেয়। প্রথম ষট্‌কে এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা অবশ্যই ভগবৎ-কর্ম্ম-পরায়ণতা

অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং দুষ্কর। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা মনুষ্যমাত্রেরই অতি দুষ্কর। তদপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠান সহজ ও সুকর। সর্ব্বপ্রকার সাধনাপেক্ষা অনাসক্ত ফলাভিসন্ধি-রহিত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠতম। তাহাই ব্যতিরেক-ভাবে জানাইতেছেন। অভ্যাস-যোগাপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। বিচার-বিবেক-বলে হৃদয়মধ্যে ভগবত্তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া তাঁহাতে চিত্তাবিষ্ট করাই জ্ঞান। জ্ঞান প্রপক্ক হইলে ধ্যান সম্ভব হয়। ধ্যেয়বস্তুর সম্যক্ স্ফুরণ ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা না থাকা অবস্থাই ধ্যানাবস্থা। তাদৃশ ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ বলিবার তাৎপর্য্য—ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্মীসকল কার্য্য-কারণাদির অনুসন্ধান না করিয়া—বা কর্ম্মের পরিণামচিন্তা না করিয়া ভোগা-সক্তিও পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাহাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে ধ্যানাদি সর্ব্বসাধন সহজ হইয়া যায়। অতএব নিতান্ত বিচারবোধশূন্য প্রাণীসকল কর্ম্মফলাভিসন্ধি বিসর্জ্জন করিতে পারিলে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; কিন্তু এতাদৃশ ফলাভিসন্ধিরহিত ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা জীবের পক্ষে সহজ নহে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার উপাসকগণেরই একান্ত প্রয়োজনীয় গুণসকল কীর্ত্তন করিতেছেন, যাহা না হইলে কোনপ্রকার উপাসনাই সম্ভব হয় না। যথা—কোন প্রাণীর বিদ্বেষ না করা, সকলের প্রতি মিত্র ভাব, প্রাণীসকলের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত করুণ হৃদয়, দেহ-গৃহ-আত্মীয়াদিতে আমি-আমার ভাবশূন্য, সুখদুঃখে সমভাব, সহিষ্ণু, লাভে অলাভে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, গুরূপদেশের অনুসরণ-কারী, বিজিত ইন্দ্রিয়, ভগবৎ-সেবায় দৃঢ়সঙ্কল্প এবং চিত্ত ও বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ; এইরূপ হইলে তিনি ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী উদ্বেগ পায় না বা যিনি কোন লোক হইতে উদ্বেগ পান না—যাহার সুখে আনন্দ নাই—তাড়নাদিতে ক্রোধ নাই—বিপদে ভয় নাই, ভীতিতে চিত্তের উদ্বেগ নাই—এতাদৃশ ভক্তই শ্রীহরির প্রিয়। যিনি কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না—সর্ব্বদা বাহ্যাভ্যন্তর শুচি-সম্পন্ন, কার্য্যে আলস্য-রহিত, শত্রু-মিত্র পক্ষপাতশূন্য, ব্যথাশূন্য এবং শাস্ত্রোদ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারিক কর্ম্মাদির আরম্ভে চেষ্টাশূন্য, তিনিও ভগবৎপ্রিয়। যিনি ধন-জনাদি লাভে আনন্দিত বা অলাভে দুঃখিত হন না, অথবা তজ্জন্য বিদ্বেষ করেন না—কোন বস্তুর বিনাশে শোক বা কোন বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না—পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করেন, তিনিও ভগবৎপ্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, মান-অপমানে

তুল্যবোধ, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে সমভাব, সঙ্গত্যাগী, নিন্দাস্তুতিতে সমচিত্ত, বৃথালাপ বর্জ্জনকারী, যে-কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট, বসতিস্থান-শূন্য, নিশ্চলমতি ও ভক্তিযুক্ত, তাঁহারাই ভগবানের প্রিয়; আর যাঁহারা ভগবৎকথিত ধর্ম্মসকলের যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করেন এবং সতত ভগবচ্চরণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ভগবৎ-পরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের অতীব প্রিয়। এবম্প্রকারে শ্রীহরিভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সদাচার (২)

ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার। এই ভক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও **৬৪ প্রকার ভক্তি** শাস্ত্রে প্রধান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রথমেই সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিবেন, সাধু-গুরুর নিকট ভাগবতধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা পালন করিতে যত্নপর হইবেন, কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভের জন্য ভোগাদিত্যাগ, শ্রীধামে বাস, একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসরের যথাশক্তি সম্মান, ভগবৎ-বিভূতিরূপা ধাত্রী, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের ও গো-ব্রাহ্মণাদির সমাদর, ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার না করা, অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা, প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকা, ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা-শ্রবণ না করা, বরং তৎশ্রবণে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা, কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ, দ্বাদশঅঙ্গে তিলক ধারণ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীধাম ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা, ভগবৎপূজা, হরিনাম সংকীর্ত্তন, ত্রিসন্ধ্যা আচমন-পূর্ব্বক জপ, ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ, ভগবৎ-পাদপদ্মে দৈন্যার্ত্তিজ্ঞাপন, শ্রীচরণামৃত গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আরতি ও উৎসবাদি দর্শন, ভগবৎ-কৃপার প্রতীক্ষা, শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি, নিজপ্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য নিরন্তর চেষ্টা, শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবা, সাধ্যানুসারে ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব করা, (চাতুর্ম্মাস্যের) বিশেষভাবে কার্ত্তিকমাসের সমাদর, শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা, রসিক-ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ

আস্বাদন, নিজের অভীষ্টানুরূপ স্নিগ্ধ ও কৃপালু-চিত্ত শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি ভক্তি-সদাচার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই যথাসাধ্য পালনীয়।

দশনামাপরাধ, যথা—শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারকারী সাধুর নিন্দা, শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে ভেদবুদ্ধি করা অর্থাৎ শিবকে ভগবদ্ভক্তবুদ্ধি না করিয়া পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি করা, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধিরূপ অবজ্ঞা, বেদ ও বেদানুগ-শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতিজ্ঞান, নামবলে পাপবুদ্ধি, অন্য শুভ-কর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করা, শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোপদেশ, শ্রীনামকে কল্পিত মনে করা এবং শ্রীনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অপ্রীতি। এই দশপ্রকার নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাও সদাচার।

সেবাপরাধ, যথা—পদে পাদুকা গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীদোলপূর্ণিমা প্রভৃতিতে উৎসব না করা, ভগবান্ ও ভক্তের নিকট গিয়া প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্টলিপ্ত-দেহে বা অশৌচ-অবস্থায় ভগবৎ-প্রণাম, এক হস্তে প্রণাম বা হস্তে মালিকা ও গ্রন্থাদি লইয়া প্রণাম, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অন্যের প্রদক্ষিণ, ভগবানের অগ্রে—পাদপ্রসারণ, হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন-পূর্ব্বক উপবেশন, শয়ন, ভোজন, মিথ্যা কথন, উচ্চ-ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, কলহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ, পর-নিন্দা, পরস্তুতি, সামর্থ্য থাকিতেও অল্প-উপচারে পূজা, অর্থ-সামর্থ্য থাকিতেও অল্প-ব্যয়ে উৎসবাদি করা, অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, সময়োপযোগী উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভগবানকে সমর্পণ না করা, **আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবানকে অর্পণ করা**, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ দিয়া উপবেশন, **শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শ্রীগুরু-দেব ব্যতীত অন্যকে প্রণাম**, অন্য দেবতার নিন্দা, বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ, বিধিলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীবিগ্রহ-পূজা, বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, পূজাকালে মৌনভঙ্গ, গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান, অযোগ্য পুষ্পে পূজন, দন্তধাবন না করিয়া পূজা, স্ত্রী-সম্ভোগান্তে স্নান না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ; দীপস্পর্শ, শবস্পর্শ এবং অধৌত বা মলিন বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পূজা, ক্রোধ করিয়া পূজা; মৃতদর্শন, শ্মশানে গমন, গঞ্জিকা পান, অহিফেন সেবন ও তৈল মর্দ্দন করিয়া হরিসেবা করা; ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। আসুরিক কালে ভগবৎ-পূজা, ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা, স্নানকালে বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শ, তির্য্যক-পুণ্ড্রধারণ, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। **অবৈষ্ণবের**

পাক করা অন্ন ভগবানকে নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজা, **গুরু-পূজা না করিয়া ভগবৎ-পূজা,** ভগবানের নামে শপথাদি করণ।—এই সমস্ত সেবাপরাধগুলি বর্জ্জন করা সদাচার।

তীব্র গন্ধযুক্ত পুষ্প অথবা গন্ধরহিত পুষ্প ভগবৎ-পাদপদ্মে নিবেদন করিতে নাই। পদ্ম, তুলসী, বক ও বকুল পুষ্প ব্যতীত অন্য পর্য্যুষিত বা শুষ্ক পুষ্পদ্বারা পূজা হয় না। ধুস্তর, ভেরেণ্ডা, অপরাজিতা, শিরীষপুষ্প ও অর্কপুষ্পদ্বারা বিষ্ণু-পূজা হয় না। শুষ্ক, দলিত, পর্য্যুষিত, ভূপতিত, ছিদ্রান্বিত, কীটযুক্ত, উগ্র-গন্ধযুক্ত, যে পুষ্প হস্তে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে এবং **যাহা সলিলে মগ্ন করত ধৌত করা হইয়াছে** সেই সমস্ত পুষ্প অর্চ্চন বিষয়ে বর্জ্জন করিবে। অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট, অপ্রোক্ষিত, আঘ্রাত ও অধোবসনে স্থাপিত পুষ্প বর্জ্জনীয়।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই নাম করিতে করিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে পাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হস্ত-পদ প্রক্ষালন করত দন্ত-ধাবনাদি করিবে। অনন্তর রাত্রিধৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য শুদ্ধ-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীগুরু-কৃষ্ণকে স্মরণ করত মন্ত্র-জপাদি করিবে। তদনন্তর নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। প্রত্যেক কার্য্য ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া করিতে হইবে। যাবতীয় কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্য করা কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সেবাতেও ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্য থাকিবে: "ভজনস্য ভগবৎসুখে তাৎপর্য্যং ন তু স্ব-সুখে" (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ)। ভগবৎ-সেবায় কায়-শাঠ্য, বাক্য-শাঠ্য, অর্থ-শাঠ্য, বুদ্ধি-শাঠ্য, বিদ্যা-শাঠ্য প্রভৃতি ভগবৎ-কৃপালাভের প্রধান অন্তরায় বা ভীষণ ভক্তিবাধক। এজন্য ঐসব শঠতা বর্জ্জন করা সদাচার। দীন সরল চিত্ত ব্যক্তিকে ভগবান্ কৃপা করেন; কিন্তু কুটিলচিত্ত ব্যক্তি বিজ্ঞ হইলেও কৃপা পায় না। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জন-মাত্রেরই দম্ভ পরিহারপূর্ব্বক দীন, সরল, অকুটিল বা নিষ্কপট হওয়া কর্ত্তব্য।

হৃদয়েই ভগবান্ আছেন। তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে সতত রক্ষা করিতেছেন—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমি ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রেরিত বা নিয়োজিত হইয়াই উৎসবাদি যাবতীয় ভগবৎ-সুখবিধানপর কার্য্য করিতেছি। ভগবান্ আমাকে যাহা যাহা করান বা যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, শরণাগত আমি তাঁহার আদেশে তাহাই করিয়া থাকি। আমি ভগবানের আদেশে তাঁহার প্রীতি-বিধানার্থ যাবতীয় কার্য্য করিতেছি। ভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেভাবে চালিত করিতেছেন আমি সেই ভাবেই চলিতেছি,

যেহেতু আমি তাঁহার একান্ত শরণাগত—এইরূপ চিন্তা বা অনুভূতি রাখিয়া ভগবৎসেবায় তৎপর হইতে হইবে। ইহা মৌখিক হইলে চলিবে না। আন্তরিকতা পূর্ণ হওয়া চাই। জগতের সকলই ভগবৎ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, রক্ষিত ও পালিত হইতেছে—হৃদয়ে এই চিন্তা রাখিয়া 'অহং করোমি' এই অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কিং করোমি' এই শরণাগত কিঙ্কর অভিমানে তোমার কৈঙ্কর্য্য করিবার আমার সৌভাগ্য হউক। হে ভগবন্! আমি যেন নিজ-কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া তোমার সেবকাভিমানে তোমার সুখের জন্য সব কার্য্য করিতে পারি—দৈন্যাতির সহিত ভগবৎপাদপদ্মে এইরূপ নিবেদন করিয়া সেবাময় জীবন-যাপন করা সদাচার।

শুক্ল (নিষ্পাপ) বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির খাওয়া-পরার চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ যে বিশ্বম্ভর ভগবান্ সমস্ত জগৎকে পালন করিতেছেন, তিনি কি নিজাশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবেন না? ভগবান্ তদাশ্রিত ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। শাস্ত্র বলেন,—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানপেক্ষতে॥

স্নেহ ও প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও শিষ্য হইতে হইবে না বা কাহাকে শিষ্য করিতে হইবে না। একবৎসর ভালভাবে পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্বীকার্য্য। নতুবা অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে। **আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে লইয়া যাইবার সামর্থ্য যে-গুরুর নাই, তাদৃশ গুরু হইতে দূরে থাকিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।** ইহাই সদাচার।

শ্রীগুরুগোবিন্দের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ও সুখে ভগবদ্ভজন করিতে হইবে। নামাচার্য্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ও শ্রীহরিনামে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে। শ্রীগুরু-নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রীনাম-নিষ্ঠা থাকা সম্ভব নয়। শিক্ষকের প্রতি যাহার নিষ্ঠা নাই, তাহার কি শিক্ষকের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা থাকা সম্ভব? **গুরুই ভক্তি-জগতের মূল বা ভিত্তি।** সেই ভিত্তি **দৃঢ় না হইলে সাধন কার্য্যকরী হয় না। গুরুকৃপা বিনা ভক্তি অসম্ভব। এইজন্য গুরুদেবতাত্মা হইয়া হরিভজন করাই শাস্ত্রবিধি। গুরু-শুশ্রূষাই সর্ব্ব-ধর্ম্মোত্তমোত্তম। "গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্"** (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)।

শ্রীগুরুদেবের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিতে হইবে না। ইহা মহাপরাধ। "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া"। শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিতে হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' 'শ্রীশ্রীল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক প্রণতির সহিত তাঁহার নাম উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের শয্যা, পাদুকা, আসন, বসন, ছায়া প্রভৃতি কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবে। তৎসন্নিধানে কদাচ পাদ-প্রসারণ করিবে না। গুরুসমীপে জৃম্ভণ, হাস্য, উচ্চৈস্বরে বাক্যপ্রয়োগাদি নিষিদ্ধ। **গুরুদেবের সম্মুখে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও প্রণামাদি করা উচিত নয়।** তাঁহার সম্মুখে পাণ্ডিত্য বা প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না। যেখানে গুরু-দর্শন হইবে, সেইখানেই ভূতলে প্রণত হইবে। শ্রীগুরুদেবের গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। **শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিবে না। গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবল পাপ নহে, আত্মার অধঃপাতকর অপরাধ।** শ্রীরামচন্দ্র পুরীর ন্যায় গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন,—"শিষ্য হইয়া গুরুকে উপদেশে, ভয় নাহি করে"। সাধু-গুরুর কথার প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ানুবাদ করিতে হইবে। তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

যথাসাধ্য শুচি হইয়া হরিসেবার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীহরিনামকে সাক্ষাৎ জগদীশ্বর, নিত্যারাধ্য, নিত্যোপাস্য ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জানিতে হইবে। শ্রীনামকেই জীবন করিতে হইবে। জীবন যাহাতে হরিনাময় হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। "কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ পালনে যত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শরণাগতি, গৌড়ীয়-পত্রিকা ও অন্যান্য নিত্যমঙ্গলকর শাস্ত্রসমূহ সাধু-গুরুর নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নিজাভীষ্ট শ্রীগুরুদেব, শ্রীগোবিন্দ, মহামন্ত্র শ্রীনাম, শাস্ত্র ও ভক্ত প্রভৃতি নিত্যবস্তুতে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে হইবে। অনিত্য বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি বা প্রীতি বন্ধনের কারণ। আর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতি—মঙ্গলের বা ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

বিষ্ণু-মায়া

(ভব-চক্র)

বিষ্ণু-মায়া কি প্রকার?—তাহা চণ্ডী, গীতা, পুরাণ এবং বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে জীব-মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশ করা যাইতেছে। মায়া কি বস্তু এবং তাহার স্বরূপ কি?—এ-বিষয়ে বদ্ধজীব-মাত্রই অনভিজ্ঞ। 'মায়া' অর্থে যাহা নিত্য এবং সত্য বস্তু নহে। তাহাকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান—তাহা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান-স্বরূপ অবস্তু ও অবিদ্যা হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি বাঞ্ছার উৎপত্তি। কাম—তমঃ এবং অন্ধকার; উহাই মায়া; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

ইহজগতে অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধামে কামের প্রতীক মদন ও রতি। মদনের পঞ্চবাণ, তাহার প্রভাবেই ত্রিজগৎ মোহিত। মদন, মাদন, মোহন, স্তম্ভন ও উচাটন, ইহাদের অব্যর্থ শক্তি। এই কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া জগতের জীব-সমূহ দাম বন্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় চক্রাকারে ঘুরিতেছে। শ্রীভগবানের বিস্মরণহেতু জীব এই বিষ্ণুমায়া হইতে জনম-মরণ-মালা গলায় পরিয়া জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছে। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—,

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

হে অর্জ্জুন! আমার এই সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া দেববৃন্দগণেরও মোহকারক, সামান্য বদ্ধ মনুষ্যের ত দূরের কথা। লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা ও পরমযোগেশ্বর শিব পর্য্যন্তও বিষ্ণুর মোহিনী মায়ায় মোহিত হন; অন্যের কা কথা। যেমন একটী স্ফটীক নির্ম্মল কাচ জবা-পুষ্প-সন্নিকর্ষে লালবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কাঁচটী লালবর্ণ নহে; জবাফুলের লাল-রং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার হইলেও পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান। সেইরূপ ঐ কাচের নিকট শ্বেত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ নিকটস্থ হইলে ঐ কাচটী তদ্রূপ আকার ধারণ করিবে। মনে করুন লালবর্ণ হইতেছে রজোগুণ, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণ, কালবর্ণ তমোগুণ। এই তিনটী গুণই মায়ার-স্বরূপ। জীবাত্মা

শুদ্ধ কাচের ন্যায় নির্ম্মল হইলেও মায়ার রাজসিক, সাত্ত্বিক এবং তামসিক-গুণে বদ্ধ হইবার যোগ্য। কেননা জীবাত্মা স্বতন্ত্র; তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সে যদি ঐ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া মায়ার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চবিষয় ভোগ করিতে কর্ত্তা সাজিয়া বসে, তখন মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীবকে এই জড়-জগতে আকর্ষণ করিয়া চৌরাশীলক্ষ-যোনি ভ্রমণ করায়।

তমোগুণ ঘোর, জীবকে তাহার স্বরূপ জানিতে দেয় না। রজোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ জীবকে নিত্যধামের পথ প্রদর্শন করিতে সাহায্য করে। জীব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণ-ভূমিকায় বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশ করে। তখন সে বুঝিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণই অভিধেয়, শ্রীকৃষ্ণই প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় জীব-বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে। উহাই জীবাত্মার নিত্য বাসস্থান শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। শ্রীরায় রামানন্দ-শিক্ষায় দেখিতে পাই—

"সর্ব্বত্যাগ করি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়ার জীব-বিমোহিনী শক্তি অলৌকিকী। ইহা কদাচ জীব-বুদ্ধির-গোচর হয় না। এ-বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা আছে,—

এক ব্রাহ্মণ বিশেষ দরিদ্র; তাঁহার একটী মাত্র পুত্র, তাহার নাম শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য। পিতা, মাতা অতীব কষ্টে এই দরিদ্রের মধ্যেও তাঁহাদের পুত্রকে অতি স্নেহে লালন-পালন করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ বড় করিয়া তুলিলেন। কোনদিন অনাহার, কোনদিন অর্দ্ধাশন করিয়া পুত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা দিলেন। পুত্রটী মেধাবী থাকায় অতি অল্পকালের মধ্যেই গ্রাজুয়েট হইয়া (বি, সি, এস্) ডেপুটী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পুত্রটী হাকিম হওয়ায় পিতা-মাতার আর আনন্দের সীমা নাই। ক্রমে পুত্রের যৌবন-দশায় একটী ধনীর কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ দিলেন। বধূটী শ্বশ্রূ-আলয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহারই করিতেন; কিন্তু কালক্রমে কলিদোষে তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। পরের ঘরের মেয়ে, তাই এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তিনি শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা করে না। অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়া পড়িলেন।

কালক্রমে তাহার দুই-একটী পুত্র-কন্যা জন্মিলে যাহা কিছু করিতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। পুত্রটী অত্যন্ত স্ত্রৈণ থাকায় পিতার প্রতি বধূর এই নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহিণী দেখিলেন,—বধূর সঙ্গে যোগ না দিলে আরও বিপদ হইবে, সুতরাং তিনি বধূর সহিত যোগ দিয়া স্বামীকে আর আদর-যত্ন করেন না। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে আর্ত্তনাদ করিয়া বলেন,—হায় ভগবান্! আমি যে পুত্রকে লালন-পালন করিয়া বড় করিলাম, তাহার এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার আর সহ্য হয় না। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর কি করিবেন, এইরূপ মনের দুঃখেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার পুত্রটী বধূর কু-পরামর্শে পিতাকে বাহিরের একটি ভাঙ্গা ঘরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। তাহার গৃহিণী কোনদিন অর্দ্ধদগ্ধ অন্ন অতি ঘৃণার সহিত দিয়া যাইতেন। কোনদিন বা বৃদ্ধের উপবাসও যাইত।

এমতাবস্থায় বৃদ্ধের পুরাতন বন্ধু শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভগ্ন-গৃহে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বৃদ্ধ তাঁহার দুঃখের কথা বর্ণন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার পকেট হইতে ১০ দশটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হাতে দিলেন এবং যাইবার সময় বন্ধুকে এক পরামর্শ দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, তাহার পরামর্শ-মত কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহার আর কোন দুঃখ হইবে না। পরদিন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ বন্ধুর পরামর্শমত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একটী শিলাখণ্ডের উপর ঐ স্বর্ণ-মোহরগুলি টংটং শব্দে বাজাইতে লাগিলেন। বাটীর চতুরা ঝিটি ঘাটে বাসন মাজিতে যাইতেছিল। গমন-সময়ে ঐ মোহরের শব্দ শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল,—বাবুর পিতা অগণিত মোহর বাজাইয়া ঝুলিতে রাখিতেছেন। ঝিটি তৎক্ষণাৎ অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বধূমাতাকে এই গোপনীয় সংবাদ প্রদান করিল। পুত্রবধূ স্বচক্ষে দেখিয়া এই ঘটনা বিশ্বাস করিল। সে তাহার স্বামীকে চুপি চুপি যাইয়া বলিল, ওগো শুনেছ! একটি গুপ্ত-সংবাদ, শ্বশুর মহাশয়ের অনেক গুপ্ত মোহর আছে। খুবসম্ভব তিনি একটি কলসীতে করিয়া ঐগুলি মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। ঐ অর্থ কাহাকে দিয়া যান, তাহার ঠিক নাই। এখন হইতে তাঁহাকে আর অযত্ন করিলে চলিবে না। বাবুও পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। স্বর্ণ-মোহরের মধুর ঝঙ্কারে সকলেরই চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সেই হইতে ডেপুটী বাবু ও তাহার স্ত্রীর ইচ্ছায় বৃদ্ধের আহারাদির বিশেষ

যত্ন হইতে লাগিল। বৃদ্ধের সহধর্ম্মিণীও এখন হইতে বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, আমি ছেলেপেলে লইয়া ব্যস্ত থাকায় এতদিন তোমার কোন সেবা করিতে পারি নাই। এই বলিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এখন হইতে বৃদ্ধের আর কোন কষ্ট নাই। সময়মত দাদখানি চালের সু-সিদ্ধ অন্ন। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—সবই পাইতে লাগিলেন। দুইবেলা ভাল ভাল খাবার। বৃদ্ধের এখন আর কোনই অভাব নাই।

অন্য আর এক দিবস তাঁহার সেই পুরাতন বন্ধুটী দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কি হে বন্ধু! এখন তোমার কিরূপ অবস্থা? তখন বৃদ্ধ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, 'বন্ধু, তুমি কি আশ্চর্য্য পরামর্শ দিয়াছ! এখন আমার আর কোনই কষ্ট নাই।' হহা বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বন্ধুটি শুনিয়া সন্তোষ-লাভ করিয়া মোহরসমেত তাঁহার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কয়েকবৎসর পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। তখন বৃদ্ধের পুত্রটি কোদাল দিয়া বৃদ্ধের ঘরটী তন্ন তন্ন করিয়া মাটী খুঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মোহরের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একেই বলে—"মায়ার খেলা।" এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াই জীব ভব-সাগরে নিমগ্ন হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনা

'ব্রজনাথ' শিষ্য এক মনে কি চিন্তিল।
ব্রহ্মে জানিবারে তার ইচ্ছা উপজিল॥
এত চিন্তি গেলা সে শ্রীমঠ-অঙ্গনে।
তথা বকুল-বৃক্ষ-তলে বসে আনমনে॥
হেনকালে স্বামিজীর সাক্ষাৎ পাইয়া।
ভজন-কুটীরে গেলা হরষিত হৈয়া॥
কুন্দ-কানন ঘেরা মনোরম স্থানে।
স্বামীজীর পদ-রজ লৈয়া পূত মনে॥

পুছিলা তাঁহারে এবে "ব্রহ্ম কিবা তত্ত্ব ?
বিশ্বে শিখাইল গৌর তাঁহার মহত্ত্ব ?"—
"উপনিষদে কহে ব্রহ্ম চিন্তাতীত তত্ত্ব।
শ্রীহরির 'অঙ্গ-কান্তি' গৌরাঙ্গ কথিত ॥"
স্বামীজী কহেন তারে—"হরিই ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ তিনি কহেন পুরাণ ॥
চিন্ময় বিগ্রহের 'শ্রী' 'কান্তি'-নামে খ্যাতি।
গুণগুলি অঙ্গরূপে তাঁতে অবস্থিতি ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ যদি জানিতে বাসনা।
হরির অচিন্ত্য গুণ কর আলোচনা ॥
নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে ব্রহ্ম কভু সিদ্ধ নয়।
চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরে অঙ্গ-কান্তি কয় ॥
জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম যশঃ হতে বিস্তৃত।
অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধযুক্ত শ্রীবিগ্রহ-আশ্রিত ॥"
ব্রজনাথ কহে,—"বেদের মাঝে যায় দেখা।
'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ' কেনে লেখা ??
—এই বাক্যে শ্রীহরিকে কহে চরম তত্ত্ব।
'কে সেই হরি', প্রভো ! জিজ্ঞাসে এই ভৃত্য ॥
স্বামীজী কহেন—"সেই হরি 'রাধাকৃষ্ণ'।
চিল্লীলা-মিথুন-তনু—চিদ্ ঘনানন্দ ॥
শক্তি-সমন্বিত হরি শক্তিশূন্য নহে।
সেইহেতু রাধাকৃষ্ণ হরিকেই কহে ॥
'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'-সিদ্ধান্ত।
'চিল্লীলা-মিথুন-তনু' শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ॥
তাঁর অঙ্গ-কান্তি মাত্র ব্রহ্ম—শক্তি-শূন্য।
নির্ব্বিশেষ নিরাকার হয় জ্ঞান-পূর্ণ ॥

ভক্তিহীন ব্রহ্মজ্ঞানে আছে কি বা ফল।
হরিসেবা কৈলে মিলে জ্ঞান সুনির্ম্মল॥"
—এতেক কহিয়া বাণী দিলা উপদেশ।
শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব আদি-মধ্য-শেষ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এই তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

উপরোক্ত উদ্ধৃত পয়ার হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব এবং শ্রীগোপীনাথ এবং তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সেব্য ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের মূল আশ্রয়—মদনমোহন কৃষ্ণানুভবই—সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই—অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ-কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই—প্রয়োজন।

যদিও এই সমস্তই অতি পুরাতন তত্ত্ব ও পুরাতন কথা, তাহা হইলেও আমাদের পাঠকবর্গের অনেকের হয়ত জানিতে আনন্দ হইবে যে, কি করিয়া কখন এবং কাঁহার দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণ বৃন্দাবনে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়গণকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বলিতে কাহাকে বুঝায়?

'গৌড়ীয়' শব্দে 'গৌড়'-দেশীয়। ভারতবর্ষে পঞ্চ 'গৌড়' নামক ৫টী দেশ আছে, যথা—সারস্বত, কান্যকুব্জ, মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গদেশকেও গৌড়দেশ বলে; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর 'গৌড়' আখ্যা ছিল। উহাই পূর্ব্বে 'ব্রহ্মপুর', 'গৌড়পুর' এবং 'শ্রীমায়াপুর'-নামে প্রসিদ্ধ। উৎকল দেশীয় ভক্তগণকে "ওড়িয়া-ভক্ত" এবং দ্রাবিড় দেশীয় ভক্তগণকে যেমন "দ্রাবিড়ী-ভক্ত" বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয়গণও "গৌড়ীয়-ভক্ত" বলিয়া সংজ্ঞিত হন। সাম্প্রদায়িক চারি বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের সকলেই দ্রাবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণান্ধ্র প্রদেশে মহাভূত পুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার বিমান-গিরি সমীপে 'পাজকা ক্ষেত্রে', শ্রীনিম্বাদিত্য

দক্ষিণাপথের পুঞ্জেরপত্তন (?) গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্ব-মতস্থ তত্ত্ববাদী-শাখার আশ্রিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'দ্রাবিড়ীয়' বলিয়াই খ্যাত। তজ্জন্যই গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'গৌড়ীয়' আখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম 'গৌড়পূর্ণানন্দ'। সেইজন্যও মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ 'মাধ্ব-গৌড়ীয়' শব্দে সংজ্ঞিত হইবার দ্বিতীয় কারণ।

বিগ্রহ প্রকটের পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল—এই তিনটী ভারতবর্ষের হিন্দু-গণের বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই তিনটী তীর্থই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের পদরজ দ্বারা বিশেষভাবে অভিষিক্ত হইয়াছিল বলিয়াই আজও তাহারা তীর্থরাজ বলিয়া জগতে বিদিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্বের সময় বৃন্দাবনের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মোগল রাজত্বের সময় ইহা "মমিনাবাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।) সেই সময়কার দলিলাদিতে বৃন্দাবনের নাম "মমিনাবাদ" বলিয়াই উল্লেখিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা অভিনয় করিবার কিছুকাল পরে শ্রীবৃন্দাবনে 'ব্রজেন্দ্রনন্দনকে' খোঁজ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সময় বৃন্দাবন বন-জঙ্গলেই পরিপূর্ণ ছিল এবং মানুষের আবাস বড় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন তিনি শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি ষড়গোস্বামী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তগণে শক্তি-সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনতীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহাদি প্রকট করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। যে-সময় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে আসেন, সেই সময় প্রায় সমস্ত বৃন্দাবনই তুলসী-বৃক্ষের বন ছিল; তুলসীকে ঊর্দ্দু ভাষায় 'মমিনা' বলে এবং তুলসীর অপর নাম 'বৃন্দা'; সেইজন্যই শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের সময় হইতে 'মমিনাবাদ' আবার 'বৃন্দাবন' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহসেবা-প্রতিষ্ঠা

সুধী শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ বৃন্দাবনে গিয়া তথায় শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্রে দেখিয়াছেন, 'শ্রীবিগ্রহ', শ্রীগোবিন্দ-ব্রজেন্দ্রকুমার সদা 'যোগপীঠে' অবস্থিতি করেন, কিন্তু সেই 'যোগপীঠই' বা কোথায়, শ্রীগোবিন্দ-

দেবই বা কোথায়? কি করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা যায় এবং কি ভাবেই বা নিজ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন; সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে করিতে একদা অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে এবং অশ্রুপূর্ণ-লোচনে যমুনার পবিত্র তটোপরি বসিয়া গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ এক দিব্য কিশোরমূর্ত্তি ব্রজবাসী গোপকুমার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে স্বামিন্! আপনাকে এমন বিমনা ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন"? শ্রীরূপ গোস্বামী স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বালকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার মধুর সম্ভাষণে এবং কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং নিষ্কপটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই পুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিলেন, —'এজন্য আপনি কেন চিন্তা করেন, আমার সঙ্গে আসুন'—ইহা বলিয়া তাঁহাকে একটী স্থানে লইয়া গেলেন এবং তথায় যাইয়া পুনরায় বলিলেন— 'স্বামিন্! এক পরমাসুন্দরী সুরভি গাভী প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে এইস্থানে সমুপস্থিত হইয়া দুগ্ধ দিয়া যায়। স্বামিন্! মনে ইহা বিচার করিয়া যাহা উচিত হয় করুন, আমি চলিলাম'।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার কথা শুনিয়া ও অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি ধীর স্বভাব, অতএব ক্ষণকাল পরে ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিলেন; তথাপি লৌকিক চেষ্টার অনুকরণে ব্রজবাসিগণের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন যে,—এইস্থানে 'শ্রীগোবিন্দদেব' আছেন। ব্রজবাসিগণ এই কথা শুনিয়া প্রেমে বিগলিত-চিত্তে বালক ও বৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি বলিতে লাগিলেন, এতদিনে জানিলাম এই 'যোগপীঠ'।

এমন সময় শ্রীবলরামের আদেশ—দৈববাণী হইল 'যোগপীঠের মধ্যস্থিত কোটি মদন-মোহন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কর'; এবং তাঁহারই আদেশ অনুসারে আবার যত্নের সহিত সেই স্থান সংরুদ্ধ হইল। এইভাবে জগতে জীবের মঙ্গল-বিধানার্থ শ্রীগোবিন্দদেব প্রকটিত হইলেন।

"শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥

মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ-দর্শন ॥
তিলার্দ্ধেক লোক ভীড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হইতে আইসে কেহ লখিতে নারয় ॥
গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু-ঠাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ-সহিতে।
পত্রী পড়ি' আনন্দে না পারে স্থির হৈতে ॥' (ভক্তিরত্নাকর)

আমরা এই লীলার অভিনয় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে 'গোপাল' প্রকটকালেও দেখিতে পাইয়াছি।

শ্রীমদনমোহনের-সেবা-প্রকট

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উৎকট বৈরাগ্যের কথা আশা করি সকলেই অবগত আছেন। তিনি কখনও শুখা-রুটী, কখনও একমুষ্টি ছোলা-ভাজা চিবাইয়া, নামানন্দে মত্ত হইয়া দিন কাটাইতেন এবং কখনও একস্থানে অধিক দিন বাস করিতেন না, পাছে ঐ-স্থানের প্রতি মমতা জন্মে। তিনি সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে 'শ্রীমহাবনে' বাস করিতেন। শ্রীসনাতন মহাবনে বাস করিবার সময় মাঝে মাঝে 'শ্রীমদনমোহনকে' বালকদের সহিত যমুনাপুলিনে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেন এবং আনন্দে বিভোর হইতেন এবং পলকহীন দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। সনাতনের প্রেমাধীন মদনমোহন একদিন স্বপ্নে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন,—"হে সনাতন! তোমার কুটীরে যাইতে আমার বড়ই ইচ্ছা করিতেছে, কারণ এই মহাবনে থাকিতে আমার ভাল লাগিতেছে না।" এই কথা বলিয়াই প্রভু অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীসনাতন প্রভুর ভঙ্গিমা সব জানেন। তিনি প্রাতঃকালে তাঁহার পর্ণকুটীরে 'মদনমোহন' বিগ্রহ দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রচুরভাবে 'শ্রীবিগ্রহের' সেবা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সনাতন গোস্বামী মনে মনে খুবই দুঃখিত ছিলেন যে, মহারাজকুমার মদনমোহন মাত্র শুষ্ক রুটী খান এবং পর্ণকুটীরে বাস করেন। শ্রীমদনমোহন শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং 'কৃষ্ণদাস কপূর' নামক মুলতান দেশীয় কোনও ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ এবং ভক্তিপরায়ণ বণিকের হৃদয়ে প্রেরণা

প্রদান করিলেন। সেই বণিক্ পণ্যবাহী নৌকা করিয়া যমুনা দিয়া পণ্যসহ ব্যবসা-স্থলে যাইতেছিলেন। তিনি ভগবৎ প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং অতি কাতর ক্রন্দনে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া, অত্যন্ত আর্ত্তি সহকারে শ্রীসনাতন গোস্বামীর কি সেবা করিতে পারেন, বারংবার নিবেদন করিতে লাগিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার আর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রীমদনমোহনের চরণতলে সমর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতেই শ্রীমদনমোহনের পরমসুন্দর নানা-রত্নে খচিত শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল এবং মদনমোহনকেও নানা রত্নাভরণে ও বহুমূল্য বিচিত্র পোষাকের দ্বারা মণ্ডিত করিলেন। মদনমোহন এই সমস্ত গ্রহণ করিবেন—এই চিন্তা করিয়া বণিক্ অপার আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। মদনমোহনের রূপ দেখিয়া ব্রজবাসিগণ ধৈর্য্য হারাইলেন এবং পরমানন্দে মদনমোহনের রূপ-গুণ-কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। ঐ মন্দির এখন পুরাতন মনদমোহনের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং দ্বাদশ আদিত্য-টীলার পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীগোপীনাথের সেবা-প্রতিষ্ঠা

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাঁহার দ্বারা কি কার্য্য সাধন করিবেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন—অন্যে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? ভক্তগণ সেই সব কার্য্য দেখিয়া পরে তাহা অবধারণ করিতেন। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমধুপণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের পরম-মর্ম্মী ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া অদ্ভুত চেষ্টা করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ব্রজেন্দ্র-কুমার শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের প্রেমাধীন ছিলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য তিনি নিজেই উভয়কে দর্শন দান করিলেন।

শ্রীযমুনার উপকটস্থ মনোহারী 'বংশীবটতটে' দয়ার সাগর গোপীনাথ প্রকটিত হইলেন।—

"শ্রীমদনমোহন দেখিয়া কৃষ্ণদাস।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি'।
শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা অধিকারী॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
মধুপণ্ডিতে তাঁর স্নেহ অতিশয়॥

ওহে শ্রীনিবাস ! গোপীনাথের দর্শনে।
কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥
হরয়ে সবার মন অঙ্গের ছটায়।
করিতে দর্শন লক্ষ-লক্ষ লোক ধায় ॥
শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর।
যে শুনে বারেক তা'র তাপ যায় দূর ॥ (ভক্তিরত্নাকর)

এইভাবে গৌড়ীয় ভক্তগণদ্বারা তাঁহাদের সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন-দেবতা ব্রজে প্রকটিত ও সেবিত হইয়াছিলেন। যদিও মোগল রাজত্বের সময়ই শ্রীবৃন্দাবনে এই শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বংশেরই ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে এই তিন বিগ্রহকেই বৃন্দাবন হইতে রাজস্থানে হিন্দু-রাজত্বে শুভ-বিজয় করিতে হইয়াছিল এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্তও 'শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ' জয়পুররাজ্যে বিরাজমান আছেন। জয়পুর রাজ্যের পরম আত্মীয় করৌলি-রাজ শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীবিগ্রহের রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেবা পাইবার প্রার্থনা করায়, জয়পুর-রাজ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং তদবধি শ্রীমদনমোহন করৌলি-রাজ্যেই সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই তিন বিগ্রহই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্বারাই সেবিত হইতেছেন।

—শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক (আসাম)

অন্তরায়

জীবের প্রতিটী কর্ম্ম—শান্তি, সুখ ও আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সাধনেরই অবলম্বন। সাধুর সাধন-ভজনে, সংসারীর সংসার-সেবায়, অসাধুর অসাধু-বৃত্তিতে ঐ একই শান্তি-সুখান্বেষণের উদ্দেশ্য সঙ্গোপিত। লক্ষ্য এক হইলেও পন্থার তারতম্যে ফলেরও তফাৎ। আত্ম-বঞ্চনার পথ হইতে যে-কাল পর্য্যন্ত নিজকে অপসারিত না করা যায়, সে-কাল পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায় থেকেই যাবে। যে পথ দিয়া প্রশান্তির ভূমিকায় পৌঁছান যায়, সে পথে না গিয়া ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডিতে থাকিয়া অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-বস্তুতে আসক্ত হইলে শান্তি কখনও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে শান্তি পাইতে গিয়া কেবল শান্তির অন্তরায়ই উপস্থিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই স্বাভাবিক স্ফুরণ উপস্থিত হইবে। বৈরাগ্যলাভের জন্য অন্যপথের প্রয়োজন নাই। তাই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥"

বৈরাগ্য বা ত্যাগের অভিনয় না করিয়া, ভগবানকে ভালবাসা যে জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম, তাহার অনুশীলন করা প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা শাস্ত্রাদিতে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে-পর্য্যন্ত জীব তাহার স্বীয় স্বরূপ জানিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত জীবের সেই সম্পদ লাভের অন্তরায় থাকিয়াই যাইবে। তজ্জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়॥"

আত্মমঙ্গলের পথে নিজের হিত বুঝিতে হইলে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয় চাই। এবং তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ ও আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ সঃ মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (গীঃ ১৯।১০-৩)

হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর, আমার প্রতি তুমি প্রীতিযুক্ত, এজন্য তোমার মঙ্গল-কামনায় ইহা বলিতেছি। দেবগণ ও মহর্ষিগণও আমার নানা বিভূতি ও তৎসহ আবির্ভাব-তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত নহেন। তাঁহাদের জ্ঞানের পূর্ব্ব হইতেই আমার লীলা, তাই ইহা তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচর। যিনি আমাকে জন্মহীন, আদি এবং মহান্ ঈশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, তিনি সমুদয় অন্তরায় হইতে মুক্ত হইবেন এবং আমাকে জানিতে পারিবেন।

এই বিশ্বের সমস্তই শ্রীভগবানের লীলার উপকরণ ও প্রকাশ। সমস্ত চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, যাঁহারা জীবনের এক মুহূর্ত্তও নষ্ট না করিয়া পরস্পর মিলিতভাবে তাঁহার শ্রীনাম-গুণাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের আর অন্তরায় থাকে না। গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাক্য—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ", "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণাঃ" শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৫০-৫১)

শ্রীহরি সকলের কারণ, জীবগণের আত্মা এবং স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার পাদমূলই জীবের একমাত্র আশ্রয়-স্থল এবং ইহাতেই জীবের সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। যিনি জানেন, শ্রীহরিই জীবের প্রিয়তম আত্মা এবং ভগবদ্ভজনে ভয়ের লেশমাত্র নাই, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, তিনিই গুরু এবং তিনিই হরি হইতে অভিন্ন; তিনি সকলপ্রকার অন্তরায়-শূন্য। ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত স্থির করা, তাঁহার ভজন-বিষয়ে আগ্রহ—ইহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

তাহারে সে বলি 'কর্ম্ম', 'ধর্ম্ম', 'সদাচার'।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে,—সম্মত সবার ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২য় অঃ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিলে তত্রস্থ প্রজাগণ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥ (ভাঃ ১।১১।৬)

হে ভগবন্, তুমি আমাদের পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু; তুমিই আমাদের "সদ্‌গুরু" পরম দেবতা। তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমার অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ভগবান্ অন্যত্র "সদ্‌গুরু" বা আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৭।২৫)

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়। মানুষ-বুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি অসূয়া বা অবজ্ঞা—জীবের পক্ষে ভজন-রাজ্যে মহদন্তরায়।

দেবর্ষি শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতীক দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে সাধারণ মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাহাদের সকল ক্রিয়া হস্তি-স্নানের ন্যায় বিফল হয়। তাহাদের ভজনে বিঘ্ন বা অন্তরায় ঘটে।

পঞ্চভূত ও পঞ্চরসের সংমিশ্রণে ধাতুত্রয়বিশিষ্ট চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌ময় স্থূল-শরীর এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারময় সূক্ষ্ম-দেহে 'অহং'-বুদ্ধিই প্রধান অন্তরায়। সৃষ্টির ক্রম-বিকাশের চরম নরদেহে স্বরূপের বোধের অভাব, এবং আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি পশু-ভাবের প্রাবল্যই আত্মমঙ্গল-লাভে অগ্রসরের পথ অবরোধ করিয়া আছে। ভালবাসার বিবর্ত্তবাদের দর্শনের মূলে মানুষের মধ্যে আসুর-প্রকৃতিই পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বিরোধ সংঘটনপূর্ব্বক দুরতিক্রমনীয়া মায়া-প্রকৃতিতে আবদ্ধতার কারণও মূল অন্তরায়। কি রাজা, কি দরিদ্র, সকলেই এজগতে একই পথের পথিক্। জীবের মধ্যে যে আসুর-প্রকৃতি বিরাজমান, তাহার ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তরায় দূর হইবে না। মনোময় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে গা' ভাসাইয়া দিলে প্রকৃত বস্তু সম্বন্ধীয় অভিধেয়-প্রয়োজন-দর্শনের বিমুখতাই আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রকৃত সাধু-গুরুবর্গের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা-বৃত্তির দ্বারা স্বরূপ-দর্শনের প্রেরণা আসে; উক্ত বিমুখতা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তাই আমরা সর্প-দংশনরূপ বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি; যাহা সদ্ধর্ম্মের উদয়ের কারণ—সাধু-গুরুবর্গের চরণে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা সেই দৃঢ়মতির অভাবই শ্রেয়লাভের একমাত্র অন্তরায়; সাধু-গুরুর সান্নিধ্যে থাকিলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে মানবকে পরম-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দে পরমানন্দ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—"সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ।" যথার্থ ভক্তিতে অন্তরে কোন কামনাই থাকে না। ভক্তির উদয়ে স্বভাবতই কামনা নিরোধ হইয়া যাইবে। যাঁহার সেবায় সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, তাঁহার নিকট কামনা করা নিরর্থক। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াই তৃপ্ত। ভগবানের সাক্ষাৎ জীবন্ত-বিগ্রহ সদ্‌গুরুকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধন হইল—শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার প্রীতি-

ভাজন হওয়া। যন্ত্রীর নিকট যন্ত্রের ন্যায় আত্মসমর্পণের মন্ত্র নিজকে শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিতে না পারিলে সব কিছু চেষ্টা বৃথা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মমঙ্গলের পথের অন্তরায়-স্বরূপ নারদকে উপদেশ দিতে গিয়া স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্।" অর্থাৎ হরি-গুরুকৃপা-লাভের অধিকারী যিনি হইবেন, তাঁহার হৃদয়ে অন্যকোন কামনা-বাসনা থাকিলে চলিবে না। ভক্ত-সাধক বা সেবকের প্রধান লক্ষণই হইল—"তৎ-সুখসুখীত্ব"। ইষ্ট, গুরু বা ভগবানের সুখে সুখী হওয়াই সাধকের একমাত্র প্রধান লক্ষণ।

অস্মিতার লয় না হইলে ভক্তিপথের অধিকারী হওয়া যায় না—অন্তরায় থাকিয়াই যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, নিজকে ঈশ্বরত্বাভিমান—একটী প্রবল অন্তরায়। ঐরূপ 'সোঽহং'-অভিমানের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে অহংতা-মমতারূপী আসুরিক প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় এবং অন্তরায় কখনই ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না।

—শ্রীসুহাসচন্দ্র বসু (শ্যামনগর)

"ন'দে ভেসে যায়"

কোন প্রেমিক মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন ঐতিহ্য আলোচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন,—"শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়।" কেহ কেহ বলেন,—"শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে এলো বান।" বর্ত্তমান প্রবল বর্ষণে নদীয়া-নবদ্বীপ, শ্রীধামমায়াপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী ষোল-ক্রোশ ব্যবধান যেরূপভাবে প্লাবিত হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও উক্ত মহাজন-কথিত বাক্যটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-বন্যাকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীধাম-মায়াপুর ও নবদ্বীপের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া উক্ত বাক্যটী স্মরণ-পথে আসিতেছে। কে বলিতে পারে, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বন্যাই নবদ্বীপ-সহরকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিতে তাহা প্রেম-বন্যা বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল? মহাভাগবত-গণের দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধারণ বিষয়ী লোকের দর্শন-ছায়া একপ্রকার নহে। যাঁহারা সর্ব্বদাই মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় বিভোর, তাঁহাদের হৃদয়ে অমঙ্গলের ছায়াপাত কখনও হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া জানেন।

তাই তাঁহারা সাধারণ বন্যাকে প্রেম-বন্যারূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টির অন্য কারণও আমরা বৈষ্ণবদর্শন-বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি।

গঙ্গাদেবী বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। তজ্জন্য গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুপাদপ্রসূতা চেতনময়ী প্রেম-স্বরূপা বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্তুতি করিয়া থাকেন। এই গঙ্গা কৃষ্ণ-পাদোদ্ভূতা বলিয়াই কৃষ্ণভক্ত শিব তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। পতিতপাবনী গঙ্গা বর্ত্তমান বর্ষে মায়াদেবীর আগমনের পূর্ব্বেই নবদ্বীপ ধামকে প্লাবিত করিলেন। এই প্লাবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কে বুঝিবে? প্রেমময়ী গঙ্গার বন্যায় 'ন'দে ভেসে যায়' বাক্যের পুনরাবৃত্তি আমরা এই বৎসর ভীষণভাবে লক্ষ্য করিতেছি। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা তাঁহার প্রকোপ লক্ষ্য করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কখনও অমঙ্গলজনক হইতে পারে না।

বৈষ্ণবগণের চরিত্রের মধ্যে আমরা দুইটী বিষয় সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকি। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।" বৈষ্ণব-চরিত্র বজ্র অপেক্ষাও কঠিন এবং নব প্রস্ফুটিত পুষ্প অপেক্ষাও কোমল। এই উভয় বৃত্তিই আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহার ক্রিয়া, ফল বা পরিণতি একই। বৈষ্ণবের আবির্ভাব যে-প্রকার জগতের মঙ্গলকর, তিরোভাবও সেইপ্রকার শুভদায়ক, যদিও আমরা আবির্ভাবে আনন্দ প্রকাশ করি, এবং তিরোভাবে বিরহিত-চিত্তে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকি। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ এই দুইটী অবস্থাকেই সম-পর্য্যায়ে গণ্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা নবদ্বীপের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও ভগবদিচ্ছায় ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল ফলোদয় হইবে—এইরূপ আশা করি।

আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী নবদ্বীপের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখপ্রদ। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসের (১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৩) প্রথম হইতেই পার্থিব আকাশ-বাতাসের অবস্থা ক্রমশঃ ঘনীভূত দুর্যোগে পরিণত হইতেছিল। তখন হইতেই নবদ্বীপ মণ্ডলের অধিবাসীগণ প্রচুর তৎপরতার সহিত আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হইলেও বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দৈব-দুর্ব্বিপাক ক্রমশই সমস্ত স্থান অতি অল্পসময়ের মধ্যেই অনুমান ৮।১০ ফুট জলে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিল। দ্রব্যাদি সংরক্ষণের সময়-সুযোগ অধিকাংশ লোকেরই হয় নাই। বন্যার প্রবল স্রোতে গৃহপালিত গো-মহিষাদি পশুসকল

ভাসিতে লাগিল। এমন কি, বহু নর-নারী বন্যার কবলে জীবন রক্ষা না পারিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্রোতের বেগ অত্যধিক থাকায় নৌকা চলাচলেরও সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কালনা অতিক্রম করিবার পর রেল-লাইনের উভয় দিকে তাকাইলে বন্যার ভয়াবহ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। রেলপথের দুই ধারেই নর-নারীর মৃতদেহ দেখা গিয়াছে। শব দাহ করিবার স্থানও পর্য্যন্ত জলনিমগ্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিও জলমগ্ন হইয়াছে। সরকারী জলযান ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন চলাচল একরূপ বন্ধ। হাট-বাজার সমস্তই বন্ধ, দোকানপাট অধিকাংশই গভীর জলমগ্ন। নবদ্বীপের দৃশ্য আটলান্টিক মহাসাগরের ন্যায় পারাপার রহিত ও অসীমতায় পরিণত হইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে অট্টালিকার শিরোদেশ, বৃক্ষশ্রেণীর অগ্রভাগ প্রবল বন্যার অসীমতা-ধর্ম্ম ভঙ্গ করিতেছে। কোন কোন স্থলে হস্তীপৃষ্ঠের ন্যায় সামান্য মৃত্তিকাস্তূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহাও জন-সমষ্টিতে পরিপূর্ণ। সরকার বাহাদুর ব্যোমযানে (এরোপ্লেন) করিয়া আকাশ হইতে চাউল, চিড়া, পাউডার দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যথাসাধ্য নিক্ষেপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সরকারের এইরূপ সাহায্য না পাইলে এই বিপদ হইতে সাধারণের নিষ্কৃতি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমরা সরকার বাহাদুরকে তাঁহার ধনকোষ ও খাদ্য-ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। রাজ-সাহায্য ব্যতীত এই শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে অন্য কেহ মুক্তি দিতে পারিবে না। আমরা একটি প্রাচীন ন্যায় এস্থলে উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছি।—

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন কিঞ্চিৎ ক্ষিতিপেন কিঞ্চিৎ, শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ ॥"

আইয়াপুরে বিরাট্ সভা

(২৫শে ভাদ্র হইতে ২৭শে ভাদ্র)

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আইয়াপুর একটী ছোট গ্রাম। কাটোয়া হইতে আমেদপুর ছোট লাইনে রামজীবন ষ্টেশন হইয়া ৫ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই গ্রামে '**শ্রীগৌরগোপাল-আশ্রম**' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌরগোপালের মন্দির অতি প্রাচীন। গ্রামবাসী কোন কোন লোকের ধারণা

—ইহা বিগত ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের সেবাইত **শ্রীপরানন্দ গোস্বামী** শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও ললিতা-সপ্তমী উৎসব উপলক্ষে ২৫শে ভাদ্র, ১৩৬৩, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, সোমবার হইতে ২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার পর্য্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী এক বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **পরমহংস-স্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-সহ উক্ত সেবাইত মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ও গ্রামবাসীগণের আগ্রহে তথায় শুভ-বিজয় করেন। তথাকার অধিবাসীগণ আচার্য্যদেবকে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে আশ্রমে লইয়া যান। সভাপতি মহারাজের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই বহু দূর দূর স্থানে প্রচারিত হওয়ায় সেখানে শ্রদ্ধালু বহু লোকের সমাগম হয়।

প্রত্যহ মঙ্গলারতি, উষঃ কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ, আরতি-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং অপরাহ্ণে প্রথমদিন 'ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা, ২য় দিবস 'সনাতন ধর্ম্ম' ও ৩য় দিবস 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে সভাপতি-মহারাজ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর প্রত্যহ সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর ১ম দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ গৌরলীলা প্রদর্শনমুখে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। ৩য় দিবস তিনি সন্ধ্যারতি-অন্তে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে নিকটস্থ ৮।১০ মাইল দূর হইতে বহু নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সভায় এইরূপ বিপুল লোক সমাগম এতদঞ্চলে পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। আমরা শ্রীপরানন্দ গোস্বামী ও গ্রামের অধিবাসী সকলকে এই সত্যানুরাগের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব

বিগত ২রা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ-দিন প্রত্যূষে মঙ্গলারতির পর উষঃকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকা হইতে শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী আলোচনা করা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সমারোহের সহিত পূজার্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আহূত সভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাখালদাস অধিকারী মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক চরিতাবলী আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন হয়।

—নিজস্ব-সংবাদ



৮ম বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৮ দামোদর, ৪৭০ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৩ ; ইং ১৬।১১।৫৬ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডায় নমঃ

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

স্ব-দয়িত-গিরিকচ্ছে গব্য-দানার্থমুচ্চৈঃ
কপট-কলহ-কেলিং কুর্ব্বতোর্নব্যযূনোঃ।
নিজজন-কৃতদর্পৈঃ ফুল্লতো রীক্ষকেঽস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥১॥

নিভৃতমজনি যস্মাদ্দান-নির্ব্বৃত্তিরস্মিন্
তত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াম্।
রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥২॥

অভিনব-মধুগন্ধোন্মত্ত-রোলম্বসংঘ-
ধ্বনি-ললিত-সরোজব্রাত-সৌরভ্য-শীতে।
নব-মধুর-খগালী-ক্ষ্বেলি-সঞ্চার-কম্রে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৩॥

হিম-কুসুম-সুবাস-স্ফার-পানীয়পূরে
রস-পরিলসদালী-শালিনোর্ব্যযূনোঃ।
অতুল-সলিল-খেলা-লব্ধ-সৌভাগ্য-ফুল্লে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৪॥

দর-বিকসিত-পুষ্পৈর্বাসিতান্তর্দিগন্তা
খগ-মধুপ-নিনাদৈর্মোদিত-প্রাণিজাতাঃ।
পরিত উপরি যস্য ক্ষ্মারুহা ভান্তি তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৫॥

নিজ-নিজ-নবকুঞ্জে গুঞ্জি-রোলম্ব-পুঞ্জে
প্রণয়ি-নব-সখীভিঃ সংপ্রবেশ্য প্রিয়ৌ তৌ।
নিরুপম-নবরঙ্গস্তন্যতে যত্র তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৬॥

স্ফটিক-সমমতুচ্ছং যস্য পানীয়মচ্ছং
খগ-নর-পশু-গোভিঃ সংপিবন্তীভিরুচ্চৈঃ।
নিজ-নিজ-গুণবৃদ্ধির্লভ্যতে দ্রাগমুষ্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ।৭॥

সুরভি-মধুর-শীতং যৎ পয়ঃ প্রত্যহং তাঃ
সখিগণ-পরিবীতো ব্যাহরন্ পায়য়ন্ গাঃ।
স্বয়মথ পিবতি শ্রীগোপচন্দ্রোঽপি তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৮॥

পঠতি সুমতিরেতদ্দান-নির্ব্বর্ত্তনাখ্যং
প্রথিত-মহিম-কুণ্ডস্যাষ্টকং যো যতাত্মা।
স চ নিয়ত-নিবাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে
কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দান-লীলাম্ ॥৯॥

———

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

নিজ-প্রিয় গোবর্দ্ধন-গিরির নিকটস্থ প্রদেশে গব্য-দানের নিমিত্ত যাঁহারা প্রচুর কপট-কেলিতে কলহ করিতেছেন এবং নিজজনের দর্পহেতু যাঁহারা আনন্দিত, এতাদৃশ ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাহার দর্শনীয় হইতেছেন, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ড তীরে আমাদের বাস হউক ॥১॥

নির্জ্জন-স্থানে দান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া দান-সভাতে যে কুণ্ড "দাননির্ব্বর্ত্তন"—এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অরসিক ব্যক্তির নিকট অপ্রকাশিত ও বৃন্দাবনবাসী রসিক-জনের একমাত্র বেদ্য, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥২॥

অভিনব মধু-গন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-সমূহের গুঞ্জন-ধ্বনিদ্বারা যাহাতে মনোহর পদ্ম-সমূহ সৌরভ্য ও শীতল এবং যাহা নূতন মনোজ্ঞ পক্ষিশ্রেণীর কূজন-ক্রীড়া দ্বারা মনোহর, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড-তীরে আমাদের বাস হউক ॥৩॥

যাহার জলসমূহ হিমবৎ শীতল ও পুষ্প-গন্ধযুক্ত এবং শৃঙ্গার-রস দ্বারা শোভমান সখীযুক্ত নব্য-যুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল সলিল-ক্রীড়া-লব্ধ সৌভাগ্যে যে অতিশয় প্রফুল্ল, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥৪॥

ঈষৎ বিকসিত পুষ্পসমূহে যে বৃক্ষরাজি দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, এবং যাহাদিগের শাখাস্থিত খগ ও মধুপের নিনাদে প্রাণীসকল হৃষ্ট হইতেছে, তাদৃশ তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণী যে সরোবরের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, সেই দান-নির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥৫॥

যে কুণ্ডে প্রণয়িনী-নব-সখীগণ নিজ নিজ ভ্রমর-গুঞ্জিত নবকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়া নিরুপম নবরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥৬॥

খগ, নর, পশু ও গো-সকল যাহার স্ফটিক-তুল্য নির্ম্মল ও মনোজ্ঞ জল সমধিক পান করিয়া শীঘ্র নিজ নিজ গুণে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥৭॥

গোপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কথোপকথন করিতে করিতে যাহার সুগন্ধ, সুমধুর ও শীতল জল প্রত্যহ প্রসিদ্ধ গো-সকলকে পান করাইয়া আপনিও পান করেন, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥৮॥

যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুবিখ্যাত মাহাত্ম্যশালী কুণ্ডের এই "দান-নির্বর্ত্তন"-নামক অষ্টক পাঠ করেন, তিনি উক্ত কুণ্ড-তীরে সুষ্ঠুভাবে নিয়ত বাস লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা দর্শনের অধিকারী হন ॥৯॥

আমার প্রভুর কথা

বিষয়ী-কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হওয়ার অযোগ্য

আমি একটি বদ্ধজীব ; সুতরাং নানা প্রকারে অভাবগ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্লভ বিষয় লাভ করিলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎ-চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম ; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে আদর্শ-জ্ঞান

এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তম-দ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী-রূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে (শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে) দেখাইয়া দেন।** প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম ; কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ-বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন। আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম।

শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস এবং তাঁহার বিরহ-তিথি ও জীবনী আলোচনার সূচনা

আমার প্রভু ইহজগতে 'শ্রীগৌরকিশোর দাস' নামে পরিচিত ছিলেন।

বিগত বর্ষের **চাতুর্ম্মাস্যাবসানে** উত্থান একাদশী দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান-সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল কথা আমি শুনিয়াছি, সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয়-সুহৃদ্ গৌরহরির পরম-প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটি কথা আমি লিখিতেছি। এই মহামহোদয়ের যে সকল কথা আমার অজ্ঞাত, তাহা অপরের জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুর বাক্য ও আচরণ আলোচনায় মঙ্গলোদয়

সাধুগণের 'বাক্য' ও 'অনুষ্ঠান' হইতে আমাদের ন্যায় অভাব-বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসারে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু-হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের জন্ম, কুল ও গৃহস্থ-জীবন

আমি শুনিয়াছি, তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে **অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত** হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। পিতৃদত্ত নাম **বংশীদাস**। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহত্যাগ ও বিভিন্ন ধামে অবস্থিতি

তিনি গৃহস্থ-জীবনে **অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন**। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। বেশ গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বর্ষকাল শ্রীব্রজমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্যে-মধ্যে তিনি উত্তর-ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়-মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজীর সহিত, কালনায় শ্রীভগবান-দাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজ-মণ্ডলের সকল-মহাত্মার সহিত তাঁহার

বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয়-চেষ্টা তিনি কোন-দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

শ্রীবাবাজী মহারাজের ব্রজ হইতে নবদ্বীপে আগমন

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান-কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। **১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি।** ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর-কেহ কোন-দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য আদর্শ

তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয়-স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যা-চরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন—ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

শ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনের কয়েকটী দৃষ্টান্ত

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থি-মালা, উন্মুক্ত-কৌপীন নগ্নভাব, কারণ-রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনে-কানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর-সমীচীন, বালক-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ

তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা-কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্ব্যলীকতাই যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল-লক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবা-ফলে **তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন**। তাঁহার বিভূতি-বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয়, যাহা বিভূতি-লাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিষ্কিঞ্চনতা, অমানী-মানদত্ব ও ঔদাসীন্য

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোনদিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন,—আমার বিরাগ-ভাজন বা প্রীতিভাজন **জগতে কেহই** নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী ছলধর্ম্ম-পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক **কিছু না** বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই; আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তি-বিরোধী কপটী-গণ গৃহীত হইলে তাঁহাদের **অপ্রাকৃত** ভাগবত-ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হইত।

শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিরপেক্ষতা ও একতাৎপর্য্যময় জীবন

'নিরপেক্ষ' শব্দ বলিতে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশবশতঃ সাপেক্ষ-ভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে

আমরা দেখিতে পাই যে, উপরিউক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

শ্রীল বাবাজী-মহারাজের নিজ আচরিত কয়েকটী আখ্যায়িকা :—

পূর্ব্বে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি, নিম্নে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা পত্রস্থ করিতেছি :—

প্রাকৃত বুদ্ধিতে নবদ্বীপে জমি-খরিদ্দারকে শিক্ষা দান

১। একটী নবীন কৌপীনধারী, বাবাজী-মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ভূম্যধিকারিণী রাণী × × র ইষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম অপ্রাকৃত, সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারীগণ কি-প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালু-কণার মূল্যের তুল্য হয় না; সুতরাং কোন জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে, নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে? নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল, যাহাতে সে ভজন-মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে? শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক, অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোকে তাহাকে 'সহজিয়া' বলে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান

২। এক সময় বঙ্গদেশের অতি প্রধান জনৈক ভূম্যধিকারী নিজ ভক্তিবলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রোপম প্রাসাদে ভক্ত-গোষ্ঠীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য-কাতর প্রার্থনায় আর্দ্রচিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী গাঙ্গ-সৈকতে তৃণাবরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক মাধুকরী দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ-ভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য-সমূহ গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন।

যদ্যপি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজী মহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন,

তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ফল হইবে যে, কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ-ভজন, বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণব-রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিণত হইবেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-ভূমিপতি যদ্যপি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে কোন কালে তিনি তাহার বন্ধুর প্রণয়চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদ্যপি বৈষ্ণব বন্ধু রাজা তাঁহার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরিভজনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন্।

পরস্ত্রীগামী কুলিয়ার বাবাজীদের শিক্ষার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহস্থ-বেশ গ্রহণ

৩। কুলিয়া নবদ্বীপ-প্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীনধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালা পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি চাদর কোচাইয়া পরিধান করত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে, আমরা চৈতন্যের বেশ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্ত্রী-গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃষলী-পতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী-মহাশয়ের এরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ে বিশেষ ফল প্রসব করে।

জাতি-গোস্বামীর ভাগবত-পাঠের তাৎপর্য্য—'টাকা-টাকা', ভক্তি নহে

৪। কোন সময় একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি-সন্তানের অর্থ-গৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্য সংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার ভক্তি-প্রচার-কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ-গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, গোস্বামি-সন্তান মহাশয় গোস্বামী-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই "টাকা, টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চীৎকার

করিয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সত্য ধর্ম্মের আবরণ মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

বাবাজী-মহারাজের পায়খানায় প্রবেশ এবং বিষয়কে বিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান ও জগৎকে শিক্ষা প্রদান

৫। অনেকে ভগদ্ভক্তি-ধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোক-চক্ষে দেখাইয়া নিজ-নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন। গোস্বামী-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেই 'বিষয়-চেষ্টা'কে 'বিষ্ঠার'-সহ তুলনা করা হইয়াছে—দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষ-ত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, নিজ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব-সজ্জায় বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।

অর্থ ও বস্ত্রের প্রতি বিরক্তি

৬। অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব, বাবাজী মহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানাস্থানে রাখিয়াও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, বাবাজী মহাশয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান বস্ত্র পাইলে দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের অকিঞ্চনকরতা জানাইয়া দিতেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

আধুনিক বাদ

সংবাদপত্রে আলোচিত জনৈক জ্ঞানীর আত্মম্ভরিতার প্রতিবাদ

কোন এক সাম্প্রদায়িক সাময়িক পত্র পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-বত্মে ভ্রমণশীল জনৈক পথিক সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া 'উপাদেয়'-গ্রহণে যোগ্যতা-লাভের পূর্ব্বেই শ্রীধর্ম্ম-সম্বন্ধে নবীন ব্যবস্থা করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের সমুদয় দর্শন-শাস্ত্র ও বেদান্তালোচনা

এবং আচার্য্যের অনুগমন ধর্ম্ম একত্রিত হইয়াও জ্ঞানালোচনা সত্ত্বেও (তিনি) ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতা আশ্রয় করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানালোচনা দ্বারা আত্মম্ভরিতা-রূপ ধর্ম্মপুষ্ট না করাই ভাল।

বৈষ্ণবগণ সুনীচ, সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইলেও জ্ঞানী বা আধুনিক-বাদের প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য

লেখকের চিহ্নিত কুকর্ম্মকারীগণ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম; যেহেতু অনন্ত-জ্ঞানসিন্ধু পতিতপাবন শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রই তাঁহাদের আত্মম্ভরিতা শিক্ষা করার প্রতিপক্ষে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। সজ্জনতোষণীর পবিত্র কলেবরকে এইপ্রকার প্রলপিত ও কলুষিত কথার অবতারণা করিয়া আপ্লুত করা অনুচিত হইলেও ভ্রান্ত আধুনিকবাদী শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ে অকারণ ক্লেশ দিয়া শুদ্ধভক্তি কণ্টকিত না করেন, এজন্যও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

প্রতিবাদীর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আক্রমণসূচক উক্তি

লেখকের পঙ্‌ক্তি কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্মভাব কখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং আপনাকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। প্রেমের প্রবল বন্যায় যখন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভাসিয়া গিয়াছিল', তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আবার জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা আছে তাহা না বুঝিলেও সে-ক্ষেত্রে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পারিতেন জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রেম দুর্গতির কি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃই বলিতেন, জ্ঞানকে উপেক্ষা করা কি কুকর্ম্মই হইয়াছিল।"

প্রতিবাদী লেখকের ন্যায় জ্ঞানীর স্বভাব

লেখক জ্ঞানমার্গীর সেবক। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত অন্যকথা ভাল লাগে না। বিশুদ্ধ প্রেমকেও জ্ঞান-কঙ্করদ্বারা মিশ্রিত না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। রুচি এমনই পদার্থ যে, পরমজ্ঞান-লভ্য প্রীতিকেও তিনি জ্ঞানের সহিত সাম্য করিতে প্রয়াস পান। যাহা হউক, এস্থলে অল্প কথায় সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ জানাইয়া দেওয়া উচিত।

ভক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধ ও পার্থক্য

শক্তিমান ও শক্তি সম্বন্ধ-জ্ঞানই পরজ্ঞান; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান অপর-জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া নাই। এখানেই জ্ঞানের শেষ সীমা। জ্ঞানবাদী আর অধিকদূর যাইবার অধিকারী নহেন। যাঁহার অনন্ত শক্তির একটি মাত্র শক্তি লইয়া জ্ঞানবাদীগণ অহঙ্কার-শৈলের পরমোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছেন, সেই পরমোচ্চ বিন্দু লাভ করিবামাত্রই লব্ধজ্ঞান হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি করত লব্ধ-পরব্রহ্ম-জ্ঞানকে খদ্যোত-ময়ূখ জ্ঞান করিয়া প্রেম-কণা পাইবার জন্য উন্মত্ত হন; তখনও যদি জ্ঞানবাদী তাঁহার সহিত আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করাইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবাদী সম্বন্ধ-জ্ঞানেই আবদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রয়োজন-সিদ্ধি নহে। শ্রীধর্ম্মের প্রবেশিকা-পরীক্ষাই জ্ঞানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া।

জ্ঞানের চরম ফল কর্ম্মক্ষয় ও সম্বন্ধ-জ্ঞান পর্য্যন্ত

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মগর্ত্তে পতিত থাকেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ-বাসনা প্রবল থাকে। যখন তিনি কর্ম্ম-চক্রে ক্লান্ত হন, তখনই কর্ম্মের বিরামই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইয়া পড়ে। তিনি যে উপাদানে গঠিত, তাহার অনুশীলনই বাড়িয়া যায়। কর্ম্ম-আবরণ উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানময় জীব জ্ঞানের চক্রে পড়িয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত দুর্দ্দম কর্ম্ম-চক্র হইতে মুক্তি নাই। **জ্ঞানের চরম ফল কর্ম্মের বিনাশ। কর্ম্ম-রাহিত্য জ্ঞানের গৌণ লভ্য বিষয়। জ্ঞানানুশীলন চরমে সম্বন্ধ-জ্ঞান করাইয়া নিরস্ত হয়।** এতদূর্দ্ধে জ্ঞানের চলৎশক্তির আর অধিক গতি নাই।

জ্ঞান উপায়মাত্র, উপেয় নহে; কিন্তু প্রেমভক্তি উপায় ও উপেয়, এমনকি জ্ঞান প্রেমের অন্তর্ভুক্ত

জ্ঞান কিছু প্রাপ্যবস্তু নহে। ইহার সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হয়। জ্ঞান কেবল উপায় মাত্র, ইহা উপেয় নহে। জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়াই যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; তবে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। জীবের স্বরূপ জ্ঞানময়, এজন্য জ্ঞান একটী মুখ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু জ্ঞান মুখ্য পদার্থ হইলেও উদ্দিষ্ট প্রাপ্য পদার্থ নহে—উদ্দেশ্য জ্ঞান নহে, ইহা অপর বস্তু; ইহাই ভক্তি বা প্রেম। ভক্তি বা প্রেম উপায় হইলেও তাহাই

উপেয়। উপায়জ্ঞানের সাহায্যে উপেয় বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী জীব কখনই আর জ্ঞান আলোচনা করিবেন না, তাঁহার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই। সে-হেতু আমার লক্ষমুদ্রা আছে বলিলেই 'দুইকড়া', 'চারিকড়া' আছে বলিবার আবশ্যক নাই—উহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। তবে জ্ঞানবাদীর সম্পত্তি সর্ব্বশুদ্ধ এককড়া, তিনি উহার অধিক গণনা করিতে শিখেন নাই। সুতরাং লক্ষপতির সম্পত্তির পরিমাণ করিতে সক্ষম না হইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কুবাক্য বলিয়া ফেলেন।

ক্ষুধার আলোচনারূপ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরূপ ভক্ষণের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা অনেক শ্রেষ্ঠ

জ্ঞানানুশীলন পরিপক্ক হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা লাভই প্রেমানুশীলন। শিশু জ্ঞানবাদী নিজজ্ঞান-কাচকেই অধিক মূল্যবান জ্ঞান করত প্রেম-চিন্তামণিকেও সমজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অভিজ্ঞ ভক্তগণ জানিয়াছেন যে, ক্ষুধা-বশযোগ্য মানবের সুখাদ্য ভোজন দ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষুন্নিবারণ ব্যাপারে যদি অনধিকারী জ্ঞানবাদী আসিয়া বলেন যে, ক্ষুধাটা কি কেবল তাহার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। আস্বাদন না করিয়া কেবল আলোচনা করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত আলোচনা ভোজন-প্রবৃত্তি হইতে ন্যূন থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই 'ব্রহ্মজ্ঞান' 'সম্বন্ধজ্ঞান' প্রভৃতি কথায় সময়-ক্ষেপ ভাল লাগে। জ্ঞানানুশীলনই বা আলোচনাই যদি কেবল ধর্ম্ম হয় ও আলোচনায় তাঁহাদের অভাষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। **স্থপতিগণের উদ্দেশ্য** প্রাসাদ প্রস্তুতি-করণ এবং রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্য উহাতে অবস্থিতি করণ। **মদকের উদ্দেশ্য** মিষ্টান্ন রন্ধন করা এবং ক্ষুধিতের উদ্দেশ্য উহার আস্বাদন করা। জ্ঞানবাদী ও ভক্তের যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-সেবককে ভক্তের সহিত সমীকরণ প্রয়াস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করি।

বুভুক্ষু ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবেই; কিন্তু মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর বিষময় শিক্ষা গ্রহণ করিবে না

ভক্ত বুভুক্ষু তিনি যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, তাঁহার অভীষ্ট খাদ্য সম্বন্ধে প্রয়োজন-মত জ্ঞান-সংগ্রহ অবশ্যই করিয়াছেন এবং ভোজন-কালে 'হরিদাস মদক' বা 'রামদাস মদকের' পূর্ব্বপুরুষ জাতিতে 'নরসুন্দর' ছিল ও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মদকত্বে পরিণমিত হইয়াছে, এই প্রকার বাক্-বিতণ্ডা

ভোজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না! ভোজনের পূর্ব্বে তিনি এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে মহাজনগণ ঐ খাদ্য লাভ করিয়া অভীষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মায়াবাদ-বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করেন নাই। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, কপিলের প্রকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি শিশু-প্রমাদকারী বিষময় লড্ডু তাঁহাদের গৃহীতব্য বিষয় নহে। আত্মজ্ঞান আত্মানুভূতি শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধ জ্ঞান তাঁহাদের আস্বাদনীয় পদার্থের চমৎকারিতা সাধন করে। অমৃতময় ও বিষময় খাদ্যের ভেদীকরণে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কত ছানা, কত মিষ্ট ও কি প্রকারে, কাহার দ্বারা, কিরূপভাবে প্রস্তুত হইল, তাহাতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই—একথা বলিয়া অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অপগণ্ড জ্ঞানবাদীরই শোভা পায়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; সুতরাং জ্ঞানীগণকেও অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিতে সক্ষম, কিন্তু তাহা অমঙ্গলজনক-বিধায় ভক্তিশিক্ষা দেন

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানবাদীকে তাঁহার বিষময় লড্ডু আমূল প্রস্তুতকরণপ্রণালী ও তদাস্বাদনে আত্ম-বিনাশ উপদেশ করিবার ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবাদী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। জ্ঞানবাদীর উপকারের জন্য আচার্য্যবর শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; উহা পাঠ করিয়া নতশীর্ষে গ্রহণ করাই জ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গল। ক্ষুদ্দহনই জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টা, তাহাই যদি অগ্রাহ্য হইল তাহা হইলে, ধর্ম্ম আর কি হইল?

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তি যিনি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনিই পরম-জ্ঞানের অভীষ্ট ফললাভ করিলেন। জ্ঞানময় জীবের যে-কোন উপায়দ্বারা উপেয় ভক্তি লাভ করাই উদ্দেশ্য। উপেয় নির্দ্দিষ্ট হইলে পুনরায় উপেয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিকৃতমস্তিষ্কের ন্যায় জ্ঞান-মল মৃক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি জ্ঞানের সাহায্যে এখনও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভক্তি উদয় হয় নাই বলিতে হইবে।

ভক্তির সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করা হয় মাত্র ; কিন্তু ভক্তি উহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে যে প্রাপ্তি হয়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে তাহাকে ভক্তি বা প্রেম-কণা সংজ্ঞা দেওয়া তাহার প্রশংসামাত্র। শ্রীপাদ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতদ্ ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া, মুচি হইয়া পাদুকা প্রস্তুত করিয়া, যদি ভক্তির উপাদেয়তা জ্ঞান না হয়, ভোজন-সুখ উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, ও পাদুকার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যপাক করিয়া এবং চর্ম্মকার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসান করাই, জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। চর্ম্মকারবৃত্তির আমূল বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই, কি পাদুকাধারীর অভীষ্ট লাভ হইবে, না পাদুকা পরিধান করিলে অভীষ্ট পাওয়া যাইবে? ভক্তের জ্ঞানালোচনের আবশ্যক কি? ঐ প্রকার বাল-চাপল্যের দিনে ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি তো নিজের পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া তাহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া ছাড়িয়াছেন। তবে কেন আবার তাঁহাকে বৎস্যের দলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছ।

জ্ঞানবাদী, হাক্সলী, চার্ব্বাক, ডারউইন প্রভৃতি জ্ঞানপন্থীগণ পরস্পর নিন্দাকারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন

জ্ঞানবাদীই সংস্কার, কুসংস্কার প্রভৃতি অবস্থার দাস। লব্ধ-জ্ঞান হইলে সুসংস্কার বা কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তখন আর পুনরায় জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানবাদীর নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মনোগত ভাবের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহারাই পরস্পর একজন অপরকে কু-সংস্কারে আবদ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবেন। হাক্সলি চার্ব্বাক, ডারবিন প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানবাদী আধুনিক বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীকে কুসংস্কারাপন্ন হেয় জ্ঞান করিবেন ও নানা আবর্জ্জনা-কূপে বদ্ধ মনে করেন। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উন্নতিশীল জ্ঞানবাদী তোমার আবর্জ্জনাগুলি জ্ঞানাতীত ভক্তের পূত কলেবরে নিষিক্ত করিবার কেন প্রয়াস পাও, জানি না। তোমার আবর্জ্জনার পূতি গন্ধে দিক্ সকল আপূরিত করিবার প্রয়াসই অজ্ঞান অনুশীলনের পরিচয় মাত্র। যেহেতু তোমার জ্ঞান লব্ধ হয় নাই। যদি তোমার

জ্ঞানানুশীলন দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তোমারই মতে কোন এক কুসংস্কারের আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছ। তোমার আবর্জ্জনা পরিষ্কারের আর উপায় নাই। তোমার দ্বিহৃদয় বাক্যে নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইতেছে। সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা থাকে না। কাল-জ্ঞানের জন্য ঘটিকা দেখিয়া জানিতে পারিলে, মধ্যরাত্র হইয়াছে। জ্ঞাত বিষয় পুনরায় জানিতে যাওয়া কি বিকৃত চিত্তের পরিচয় নহে?

নকল বৈষ্ণব-সাধুকে আসল সাধু মনে করিয়া সাধুর নিন্দা যুক্তিযুক্ত নহে

জ্ঞানের লভ্য, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে যদি ভক্তি বা প্রেম স্বীকৃত হইল, তবে আর তাহাকে কি নিমিত্ত মলযুক্ত করিবার প্রয়াস হয়? যাত্রাদলের বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত নায়ককে বৈষ্ণব অভিধান করা কতটা জ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞানবাদীই তাহা বলিতে পারেন। যাত্রাদলের জ্ঞানবাদী বা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া পরিচিত হইলে যাত্রাওয়ালার অন্য সময়ের ব্যবহার বা তাহাতে জ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়াই জ্ঞানবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই বা কিপ্রকার প্রবৃত্তির পরিচয়, বুঝা যায় না। জ্ঞানবাদী সাজিয়া অজ্ঞানবাদকে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিবামাত্রই যে অন্ধ-বিশ্বাস-বশে তাঁহাকে লব্ধ-জ্ঞান ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ তো যথার্থ জ্ঞানবাদী স্বীকার করিবেন না। যে-সকল দুর্নীতি-পরায়ণ স্বার্থপর নীচচেতা ব্যক্তিগণ পরমপবিত্র ধর্ম্মের অন্তরালে বকের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও লব্ধজ্ঞান মহাপুরুষ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নহে।

ভক্তিধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মায়াবাদ প্রবেশ করাই মল-প্রবেশ এবং তাহার ফলেই অপধর্ম্মের সৃষ্টি

জ্ঞানবাদের অধীনেও যে এইপ্রকার নীচ-হৃদয়গণ আশ্রয় লাভ করেন নাই বা করিবেন না, এরূপ কে আশ্বাস দিতে পারে? এই শ্রেণীর লোকের জন্য মহাজনগণ অদূরদর্শী জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির নিকট উপহসিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। **প্রেমধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মল প্রবিষ্ট হইয়াই, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তিদেবীকে আহত করিয়া নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে প্রবেশ করাইয়া কপট ভক্ত সাজিয়াই ভক্তিতেও মায়াবাদ-বিষ আরোপণ করিবার প্রয়াসও অনেকবার**

হইয়াছে। এই নবীন জ্ঞানবাদীর চেষ্টা নূতন নহে। ভক্তিকে জ্ঞানাধীন করিতে গিয়াই নিজ অপরিণামদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য কম হইয়াছে; তাহাতেই বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ অপধর্ম্ম-সকলও পবিত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া অর্ব্বাচীনগণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নাম ত্যাগ করিয়াও আজকাল কতকগুলি ঐ প্রকার জ্ঞানীভক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদমূলে ভক্তি প্রচার করিয়া মূর্খদিগকে হিতাহিত বোধ-রহিত করিতেছে। এইপ্রকার সম্প্রদায়েরও আজকাল বড়ই প্রতিপত্তি দেখা যায়।

ভক্তিমধ্যে জ্ঞান প্রবেশ করায় আউল, বাউল প্রভৃতি অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে

যাত্রারদলের বৈষ্ণব বা জ্ঞানীর স্বগত চরিত্র হইতেই তত্তদ্ধর্ম্মের আচার্য্যগণের অদূরদর্শিতার আরোপ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্বার্থপরের মুখেই শোভা পায়। জ্ঞান-কঙ্কর ভক্তি-ক্ষীর-নবনীতের মধ্যে নাই বলিয়াই যে উহা পচিয়া যাইবে, এই ভয়ে কেবল জ্ঞান-কঙ্কর আস্বাদন করিতে হইবে, এরূপ নহে। বিশুদ্ধ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাহাই সেবন করাই কর্ত্তব্য; জ্ঞান-কঙ্করে মিশ্রিত করিলেই ক্ষীর বা নবনীত নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এই নবীন প্রস্তাবকের কুমত সমর্থন করিয়া সনাতন জৈবধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বাউলিয়া, কর্ত্তাভজা, নবগোরা, থিয়োসফি, নবযুগীয় ব্রাহ্ম, তান্ত্রিক, বৈদিক নামধারী সুবিধাবাদী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। ভক্তি জগতে লোপ পাইবে। জ্ঞানবাদীগণ যতই পোষাক পরিয়া ভক্তের নিকট মনোগত ভাব অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করুন্ না কেন;—তাঁহার হৃদয়ে মায়াবাদ-বীজ ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেই করিবে।

মায়াবাদ ও জ্ঞানবাদই সকল দোষের আকর

এইজন্যই কলিপাবন অকৃত্রিম দয়াধার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগই একমাত্র ভক্তি বৃদ্ধির উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই জ্ঞানী-দলে কোথাও মায়াবাদ সুপ্ত অবস্থায়, কোথাও মূর্ত্তিমান্ হলাহলময়। অভক্ত মায়াবাদীগণ বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত হইলেও ব্রহ্মবিরোধী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পবিত্র-ভাস্কর-স্বরূপ প্রেমকে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খদ্যোতময়ূখে অধিক আলোকিত করিবার প্রয়াসই কুকর্ম্ম। কুকর্ম্মটা অপরিণামদর্শী জ্ঞানবাদীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অনুগ্রহ কম হইলেই সাধারণেই ভক্তির বিশুদ্ধতা অধিক উপলব্ধি করিবে। জ্ঞানকে বাড়াইয়া ভক্ত হইতে গেলেই এই প্রকার কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞানবাদীর হেতুতে দোষ অর্থাৎ মলের দ্বারা মলশোধন

'কাকতালীয়'-যোগে যেরূপ কাকেরই কার্য্যকারিতা আরোপ করা হয়, জ্ঞানবাদীর হেতু নির্ণয় প্রস্তাবও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ভক্তির সহ জ্ঞানের মিশ্রতায় নির্ম্মলভক্তি কদর্য্যীকৃত হইল; দোষ ক্ষালনের জন্য উপায় হইল, জ্ঞান অধিক পরিমাণে ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাতে ঐ দোষ থাকিবে না। এসিড দ্বারা কোন অঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইল, তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থাপিত হইল যে, সর্ব্বাঙ্গ এসিড দ্বারা পূর্ব্বে বিকৃত হইলে, আর এ দোষ সম্ভব হইত না। জ্ঞানবাদী, যে দুর্গতি তুমি দেখিতেছ, তাহা জ্ঞানকঙ্কররহিত নির্ম্মল ভক্তির জন্য নহে, তাহা ভক্তির অভাব জন্য। ভগবানে ভক্তি থাকিলে অথবা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে কখনই তোমার ভক্তসংজ্ঞিত অভক্তগণের মধ্যে এইরূপ বিকৃতি হইত না।

মায়াবাদরূপ জ্ঞানই ভক্তিকে দূষিত করে

ভক্তির অভাব সৃষ্টি করিবার প্রধান উপকরণই অজ্ঞান, যাহাকে তোমরা জ্ঞান আখ্যা দাও। উপযোগিতা হইলেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানের অনুশীলন করিতেছ উহাই অজ্ঞান; যেহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে আর তুমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে তাহাকে জ্ঞান বলিতে পার না। জ্ঞানানুশীলন-রহিত না হইলে ভক্তি বা প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান বলিয়া যে ভক্তি-বিনাশক বস্তুর ভক্তির সহ সম্মিলনের আয়োজন করিতেছ, উহার সাহায্য গ্রহণ করিলেই উপধর্ম্ম বা অভক্তি-ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে। কে কুকর্ম্ম করিল, তোমার যন্ত্রদ্বারাই বুঝিয়া লও।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীনারদের অভিমানে লোক-শিক্ষা

লক্ষ্মীকে একদা কহে নারায়ণ "দুরত্যয়া মোর মায়া,
অভিমানহীন প্রপন্ন জনের মাড়াতে না পারে ছায়া।"
নারায়ণ-পাশে ছিলা উপবিষ্ট সে-কালে নারদ ভক্ত,
কহিলা "মায়ার নাহি ধারি ধার আমি তব মায়া-মুক্ত।"

দেব নারায়ণ অভিমানযুক্ত নারদের বাণী শুনে',
কহিলা "দেবর্ষি, সাথী হও মোর সংসার পর্য্যটনে।"
ভ্রমিবারে দোঁহে মর্ত্ত্য ভূমিতে গভীর অরণ্যে পশি',
"বড় পিপাসা জল আন", বলি' হরি রহিলেন বসি'।
দেবর্ষি নারদ ভ্রমে বনভূমে ইতি উতি জল তরে,
সহসা হেরিলা নদী-তটে এক রূপসী ক্রন্দন করে।
অপূর্ব্ব বসনে কুসুম ভূষণে ভুবন-মোহিনী নারী,
কহিলা নারদ, "কেন কাঁদ ওগো বল কি করিতে পারি ?"
নারী কহে,—"ওগো আমি বনদেবী যৌবন সন্ধিক্ষণে,
বরানন লভি' না লভিনু বর কাঁদি তাই এ-নির্জ্জনে।"
"বল বল নারি' ! নারদ কহিলা 'কে তোমার যোগ্য হয় ?"
"ধন্য হ'ব মুঁই যদি কোন ঋষি দাসী মোরে করি' লয়।"
নারীর এ বাণী শুনিয়া সে মুনি কহিলা—"দেবর্ষি আমি,
বরণ করিয়া লইতে পার কি গন্ধর্ব্ব-বিধানে স্বামী ?"
শুভ সে লগনে হ'ল পরিণয় পর্ণ কুটিরে বাস,
সাধক-শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ হইলা নারীর দাস।
পাঁচটি বছরে পাঁচটি প্রসূন কুটির করিল আলো,
ঘরণীর লাগি' ঘরে আনে ঋষি যেথা পায় যাহা ভালো।
এ কাজ সে কাজ করে সারাদিন অবসর নাহি মিলে,
হরির মায়ায় হরি লাগি' হায় বারি নিতে গেল ভুলে।
একদা সে বনে বন্যা জাগিল ডুবিল পাতার ঘর,
শিশু-কোলে নারী কাঁদিয়া উঠিল অন্তরে পাইয়া ডর।
কাহারে বাঁচায়ে বাঁচিবেন নিজে নারদ ব্যাকুল-চিত্ত,
একদিনে তিনি হারাতে বসিলা পাঁচ বছরের বিত্ত।
পুত্র পরিবার ভূষণ সম্পুট সকলে রক্ষিতে হায়,
বিষ্ণুমায়া-(বন্যা) সলিলে ভাসিলা ঋষি আজি অসহায়।
ডুবিল তাহার প্রিয় ছেলেমেয়ে রূপসী প্রেয়সী দারা,
"হা প্রভো ! মোর একি হ'ল !" বলি' নারদ সম্বিৎহারা।

ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গ আঘাতে চড়ায় ঠেকিল দেহ,
ঊষাতে সংজ্ঞা লভিয়া বুঝিলা পাশে ব'সে যেন কেহ।
চক্ষু মেলিয়া হেরিলা শিয়রে উপবিষ্ট তাঁর হরি,
কহিলা "প্লাবনে গেল সব মোর বল প্রভো কিবা করি"।
কহিলেন হরি,— "পিপাসাতে মরি দিলে না বিন্দু জল,
বন-মাঝে তাই বন্যা জাগিল লভিলে তাহার ফল।
নিখিলে বরেণ্য সুর-মান্য তুমি অনুপম তব জ্ঞান,
আমার মহিমা ভাল বুঝ ভাবি' হ'ল তব অভিমান।
কি ছিল, কি নাই কার লাগি' কাঁদ কিসের শোচনা আজ ?
যা' ছিল তোমার এখনো তা' আছে খুঁজে দেখ মোর মাঝ।
আমিই তোমার ছেলে মেয়ে আদি ঘরণী, পাতার ঘর,
আমি—ত্রিভুবন, বন্যা প্লাবন শান্তি, অভয় ও ডর।
রাজে মোর মাঝে অনন্ত ভুবন ভুবনেতে অবস্থান,
মায়ার শাসনে খণ্ডন করি অভিমানীর অভিমান।"
চরণে পড়িয়া কাঁদিয়া নারদ কহে—"ক্ষম অপরাধ,"
করুণা পরশে টুটিল ঋষির দেহ-মনের অবসাদ।

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি-কবিভূষণ

গীতার বাণী

(১৯)

১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদ্য ষট্‌কে নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধ্য জীবাত্মজ্ঞান ও মধ্য ষট্‌কে ভক্তি উপদেশ করিয়া অন্ত্যষট্‌কে প্রকৃতি, পুরুষ, তৎসংযোগ-হেতু জগৎ ও ঈশ্বর এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির স্বরূপ বিচার জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,— প্রকৃতির উপাদানে গঠিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের নাম 'ক্ষেত্র'; আর যিনি সেই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব অবগত হইলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। দেহটী

ভোক্তা জীবের ভোগায়তন বলিয়া তাহার নাম ক্ষেত্র; জীব নিজ নিজ শরীরকেই ভোগ-মোক্ষ-সাধনের ক্ষেত্র বলিয়া জানে, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সকলের ভরণ-পোষণ ও নিয়মন কার্য্য করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষেত্রেরই জ্ঞাতা। তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ বহুপ্রকারে বর্ণন করিয়াছেন এবং বেদ ও বেদান্তে পৃথক্ পৃথক্ বিচার দ্বারা হেতু সহকারে তাহা গীত হইয়াছে।

এক্ষণে তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন,—আকাশাদি পঞ্চভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র—এই ২৪টী প্রাকৃত তত্ত্বই ক্ষেত্র। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ পঞ্চভূতের পরিণামরূপ স্থূলদেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার লিঙ্গদেহ ব্যাপার ও ধৃতি—এই সকল ক্ষেত্রের বিকার। আর অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, অপমান-সহিষ্ণুতা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ (জল-মাটি ব্যবহার দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা আভ্যন্তর শৌচ), সদ্বস্তুে একনিষ্ঠারূপ স্থৈর্য্য, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার রূপ মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপরসাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, দেহাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগরূপ অনহঙ্কার, অনুক্ষণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদির দোষদর্শন, দেহ-গৃহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে উদাসীনতা, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনস্থানে অবস্থান, দুর্জ্জনাকীর্ণস্থানে অরতি, নিত্য অধ্যাত্ম-জ্ঞান আলোচনা বা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞানের স্বরূপ জানিতে হইবে। এ-সকল ব্যতীত যাহা 'জ্ঞান' বলিয়া পরিচিত, তাহা 'অজ্ঞান'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। অন্য উনিশটী ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা উদয় করে।

জ্ঞেয় বস্তু অনাদি ও ভগবদধীন, তাহা সৎ-অসৎ (কার্য্য-কারণ) উভয়ের অতীত জীবস্বরূপ 'ব্রহ্ম' পদবাচ্য—তাহার তত্ত্ব অবগত হইলে ভগবদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ লাভ হয়। **গীতায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ জীব ও মহৎ-তত্ত্বে ব্যবহৃত হইয়াছে।** তৎপরে পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন,—কিরণসমূহ যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের প্রভাবস্বরূপ পরমাত্ম-তত্ত্ব কিরণকণসদৃশ অইচিদংশ জীবের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু, শির, মুখাদি-সংযুক্ত-স্বরূপে সকল বস্তুকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান। সেই বৃহত্তত্ত্ব সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, স্বয়ং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, অনাসক্ত,

সর্ব্বভরণ-পোষণকর্ত্তা, প্রাকৃত গুণরহিত অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ'-শব্দবাচ্য ষড়্‌গুণের আস্বাদক। সেই তত্ত্ব সর্ব্বভূতের অন্তর-বাহিরে বিরাজিত, তাঁহা হইতেই সমস্ত চর ও অচর জগৎ; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়, এবং দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব। কিন্তু ভক্তের নিকট সুবিজ্ঞেয় ও নিকটস্থরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিরাজিত বলিয়া বিভক্তরূপে বোধ হইলেও অবিভক্ত স্বরূপ। তিনিই সমস্ত ভূতের ভর্ত্তা, জন্মদাতা ও সংহারকর্ত্তা। তিনি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক এবং প্রাকৃত অষ্টম আবরণ তমের অতীত অব্যক্তস্বরূপ; তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য স্বরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এই জ্ঞান-জ্ঞেয়াদির তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণ নিরুপাধিক প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। অভক্তগণ অযথা জ্ঞানাশ্রয়ে যথার্থ জ্ঞানের স্বরূপ লাভে বঞ্চিত হয়। কারণ শরণাগত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। একথা শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়ই অনাদি; জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতেই তাহারা আছে। চিন্ময় অখণ্ড কাল হইতেই তাহাদের জন্ম, কিন্তু জীবের বিকার (দেহেন্দ্রিয়াদি) ও গুণসকল (সুখ-দুঃখাদি) প্রকৃতি হইতে জাত। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের হেতু প্রকৃতি হইলেও জীব স্বয়ং সুখ-দুঃখাদি ভোগের হেতু। জীব স্বেচ্ছায় প্রকৃতিবশ হইয়া সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করত প্রকৃতিজাত বিষয়সকল ভোগ করে। পরমাত্মা জীবাত্মার নিকট অবস্থান করিয়া উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই প্রকৃতি-পুরুষ ও পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই মহেশ্বর-তত্ত্বকে কেহ কেহ ধ্যান দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ ভক্তগণ চিদাশ্রয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। সাংখ্য-যোগীসকল চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে জীব ও ষড়বিংশতিতম-তত্ত্বরূপে পরমাত্ম-জ্ঞানের অনুশীলন করেন। আর কর্ম্মযোগীসকল নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা ভগবদালোচনার সুযোগ বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসু হইয়া কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রবণ করিয়া এই তত্ত্ব অবগত হন। ইহাঁরাও সাধুসঙ্গক্রমে ভক্তি লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে-সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন। পরমাত্মা সমস্ত বিনশ্বর ভূতসকলে অবস্থিত হইয়াও অবিনশ্বর-রূপে বর্ত্তমান। যিনি এই বস্তুকে দর্শন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত

তত্ত্বজ্ঞানী। সর্ব্বভূতে সমভাবে ঈশ্বরের অবস্থান জানিয়া যিনি হিংসাবুদ্ধিরহিত হন, তিনি পরাগতি লাভ করেন।

বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব জীব দুঃখজনক কার্য্যসকলের কর্ত্তা নহে। কিন্তু অনাদিকাল হইতেই ভোগবাসনাক্রমে প্রকৃতিকবলিত হওয়ায় ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতিই জীবকে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করাইতেছে, কিন্তু শুদ্ধজীব এসকলের অতীত স্বতন্ত্র বস্তু। এইভাবে জীবের শুদ্ধসত্তা অনুভব করিতে পারিলেই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ **অপহৃত-পাপ্মা, বিজর, বিশোক, বিমৃত্যু, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্পবিশিষ্ট গুণ-সকলের আবির্ভাব হয়। এই গুণাষ্টকের আবির্ভাবকেই ব্রহ্মসিদ্ধি বলে।** এই ভাবের উদয় হইলেই শুদ্ধভক্তির অধিকার জন্মে। তখন জীব দেখিতে পান যে, এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয় তত্ত্ব। এবং তিনি দেহে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না। আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্ব-হেতু সর্ব্বত্র গমন করিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বদেহে স্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না। সূর্য্যের সমস্ত জগৎ-প্রকাশের ন্যায় আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ ও ভূতগণের জড়া-প্রকৃতি হইতে মোক্ষতত্ত্ব অবগত হইলে পরম ধামে গমনের অধিকার লাভ হয়। এজন্য শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে এইসকল তত্ত্ব শ্রবণ করা সমস্ত মঙ্গলকামী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। স্বয়ং পাঠ করিয়া অবগত হওয়া কঠিন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ ও পরমাত্ম-জ্ঞানের কথা এবং প্রকৃতির গুণসঙ্গই বন্ধনের হেতু, একথা বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই গুণ-সকলের বিশেষ পরিচয় প্রদানের জন্য জ্ঞানসকলের মধ্যে উত্তম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সনকাদি মুনিসকল পরাসিদ্ধিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে অর্থাৎ সগুণ জগৎকে অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে লাভ করিলে পূর্ব্ব কথিত অপহতপাপ্মত্বাদি মুক্তজীবের গুণসকল আবির্ভূত হইবে। তাহা হইলে আর সৃষ্টিকালে জড়জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ এবং প্রলয়ে নাশরূপ ব্যথা লাভ করিতে হইবে না।

জড়াপ্রকৃতিকে এখানে মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। প্রকৃতিই গর্ভ ধারণ করে, ভগবান্ তাহাতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহা হইতেই সমস্ত জীবের

জন্ম হয়। দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিই সেখানে মাতৃরূপা এবং কারণচৈতন্যবিগ্রহ-স্বরূপ পরমেশ্বর তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।

সেই প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়, সেইসকল গুণদ্বারা প্রকৃতি দেহী জীবকে বন্ধন করে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও সুখবাঞ্জক বলিয়া তাহা জীবকে জ্ঞান ও সুখে আবদ্ধ করে। রজোগুণ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরস্পর অভিলাষাত্মক, তাহা বিষয়াভিলাষ উৎপাদন করে বলিয়া দেহীকে ভোগাত্মক কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে; আর তমোগুণ সমস্ত দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজনক; তাহা বস্তুর যথার্থজ্ঞান আবরণ করিয়া প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, তথায় রজঃ ও তমঃ তদ্দ্বারা পরাজিত থাকে। রজোগুণের প্রাবল্য যেখানে তথায় সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত, আর তমঃ যেখানে প্রবল তথায় সত্ত্ব ও রজঃ আবির্ভূত থাকে অর্থাৎ একটি গুণ প্রবল হইলে অন্য গুণদ্বয়ের কার্য্য হয় না; প্রবল গুণটিই নিজবশে জীবকে আবদ্ধ রাখে।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসকলে প্রকাশগুণ বৃদ্ধি হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ, প্রবৃত্তি, গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যের আরম্ভ, বিষয়ভোগে অতৃপ্তি, বিষয়লিপ্সাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর তমোগুণের বৃদ্ধিতে অপ্রকাশ (জ্ঞানাভাব), অপ্রবৃত্তি (বিষয় গ্রহণে চেষ্টাশূন্যতা), প্রমাদ (অন্যমনস্কতা) এবং মোহ (অনিত্য বিষয়ে মমতা) উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে হিরণ্যগর্ভাদির লোকে গমনদ্বারা সুখ লাভ হয়; রজোগুণযুক্তাবস্থায় মৃত্যুতে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির কুলে জন্ম এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে চতুষ্পদাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়।

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল—নির্ম্মল, রাজস কর্ম্মের ফল—দুঃখ, আর তামসিক কর্ম্মের ফল—অজ্ঞান বা অচেতন।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, সত্যলোক পর্য্যন্ত তাহাদের গমন হয়। রাজসিক লোকসকল মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, আর তামসিক প্রকৃতির লোক অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে।

গুণসকলই কর্ত্তা, তাহাদের অন্য কর্ত্তা কেহ নাই অর্থাৎ তত্ত্বযাথাত্মদর্শী জীব

যুদ্ধ-যজ্ঞাদি দুঃখময় কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, কিন্তু গুণময় দেহেন্দ্রিয়বান্ হইলেই ঐসকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে। সুতরাং গুণসঙ্গ হেতুই কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব—এই বিচার অনুভব করিতে পারিলে গুণাতীত হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণনিষ্ঠা দ্বারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন।

অতঃপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতেছে,—কিপ্রকারে তিনগুণের অতীত হওয়া যায়, তাহার চিহ্ন কি, তাদৃশ ব্যক্তির আচার কিরূপ এবং কি-প্রকার সাধনের দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়?

শ্রীভগবানের উত্তর,—দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষারাহিত্যই ত্রিগুণাতীতের চিহ্ন অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞানীর বিষয়ে বিদ্বেষ এবং কর্ম্মীর বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষা এই উভয় যোগ-রাহিত্যই গুণাতীতের স্বরূপ। দেহ থাকা পর্য্যন্ত ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটীর কার্য্য—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তিনি আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ঐ সকলে প্রবৃত্ত হইতে বা দ্বেষদ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণসকল শরীর, মন ও ব্যবহারে আপনাপন কার্য্য করিবে। তিনি গুণসকলকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের মত থাকেন। তাঁহার দেহচেষ্টাদ্বারা সুখ, দুঃখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা, স্তুতি উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে সমান দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহারে যে-সকল শত্রু-মিত্রভাব, মান-অপমানাদি সংঘটিত হয়, তাহা লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত রাখিয়া নিজ চৈতন্য-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, সমস্ত পরিত্যাগ করায় 'গুণাতীত' বলিয়া কথিত হন। এই সকল গুণ গৌণ, কিন্তু গুণাতীতের মুখ্য গুণ—শ্রীহরিতে অব্যভিচারিণী ভক্তি; তাহাই সমস্ত গুণের কার্য্যকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূতাবস্থাকে আনয়ন করে।

ব্রহ্ম-সম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল। জড় বদ্ধজীব জ্ঞানালোচনা দ্বারা উচ্চাবস্থা লাভ করিতে করিতে ব্রহ্মধামে গমন করে। তখন তাহার জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটী ধর্ম্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে সেই ভাব দূর হইলে চিদ্বিশেষ ভাব আসে। তখনই ভক্তিভাবের অধিকারী হওয়া যায়। মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনা থাকিলে এই সৌভাগ্যের অধিকার হয় না অর্থাৎ চরমে ভক্তিলাভ হয় না। বস্তুতঃ **নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বই শ্রীভগবান্। তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।** অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব,

নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমস্তই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান।

জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংসর্গে সগুণপ্রায় হইয়া ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই অসতৃষ্ণার উদয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিফলে এই অসতৃষ্ণা দূর হইয়া সাধুসেবাদ্বারা ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ হয়। তাহাই নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমথুরা ও শ্রীকেশবজী

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ দুই প্রকারে স্বীয়লীলা প্রকাশ করেন,—দেবলীলা ও নর-লীলা। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাই দেবলীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা নরলীলা। বৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিত; তথায় শ্রীভগবান্ অজ, তাঁহার জন্মাদিলীলা সেখানে নাই। অজ ভগবানের জন্মলীলা-আবিষ্কার-ক্ষেত্র বলিয়া মথুরা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিয়া মথুরায় মাধুর্য্য প্রকাশিত। দেব-লীলাকে ক্রোড়ীভূত, অভিভূত করিয়া নর-লীলার পরমচমৎকারিতা সেখানে পূর্ণরূপে প্রকাশিত। ভগবানের জন্ম বদ্ধজীবের জন্মের ন্যায় নহে। কর্ম্মফল দ্বারা নিয়মিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীব যে-প্রকারে দেহ লাভ করে, ভগবানের জন্ম-লীলা ঐরূপ প্রাকৃত ব্যাপার-বিশেষ নহে। এইজন্য ভগবানের জন্মকে আবির্ভাব বলা হয়। বৈকুণ্ঠ যেরূপ মায়াতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব ভূমি, শ্রীমথুরাও তদ্রূপ মায়াতীত অপ্রাকৃত বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমি। শ্রুতি বলেন,—

মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং 'মথুরা' সা নিগদ্যতে॥

(শ্রীগোপালোত্তরতাপনী উঃ ১৯)

পরম-প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম 'মথুরা' প্রেমের ক্ষেত্র। প্রেম ঘনীভূত হওয়ায় শ্রীমথুরায় ঐশ্বর্য্যেরও অবস্থিতি অর্থাৎ তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই। সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তাই ভক্তগণ শ্রীমথুরা-ধামের জয়গান করিয়াছেন,—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ (পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড)

অহো! বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা ধন্যা; সেখানে একদিনমাত্র বাস করিলেও ভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। জগদ্‌গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা
বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা
মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা॥ (পদ্যাবলী ১২৫ শ্লোক)

রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড ৭৪—৮৩ সর্গ) বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বে দৈত্যকুলে লোণার জ্যেষ্ঠপুত্র মধু-নামে এক অসুর ছিল। সেই দৈত্য স্থিরবুদ্ধি, বিপন্নদিগের রক্ষাকর্ত্তা ও ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিল। দেবতাগণের সহিতও তাহার সদ্ভাব ছিল। মহাপ্রভাবশালী মধু সমাহিত-চিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। সে তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া একটি অপূর্ব্ব শূল পাইয়াছিল। মহাদেব নিজ শূল হইতে মহাপ্রভাবযুক্ত শূল উৎপাদনপূর্ব্বক মধুদৈত্যকে দিয়া বলেন যে, "হে মহাসুর! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া আমি এই শূল প্রদান করিতেছি। তুমি যতকাল দেবতা এবং ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই শূল তোমার নিকট থাকিবে; ইহার অন্যথা আচরণ করিলে ইহা অদৃশ্য হইবে। যে-ব্যক্তি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, এই শূল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।" মহাসুর মধু এইরূপ বর পাইয়া পুনরায় মহাদেবকে নিবেদন করিল, "হে প্রভো! যাহাতে এই শূল আমার বংশ-পরম্পরায় থাকে, আপনি সেইরূপ বিধান করুন।" শিব বলিলেন,—"হে সৌম্য! তাহা হইবে না। তবে আমার প্রসাদে তোমার কথা একবারে বৃথা হইবে না। তোমার একটি পুত্র এই শূল পাইবে। এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন কোনপ্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না।" এই বর লাভ করিয়া মধু এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। মধুর নামানুসারে ইহা 'মধুপুরী'-নামে খ্যাত হইল। মধুদৈত্যের পত্নী কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণ দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। মধুদৈত্য নিজপুত্র লবণকে শিবপ্রদত্ত-শূল প্রদানপূর্ব্বক বরুণালয়ে গমন করে। লবণ অত্যন্ত ক্রূর-প্রকৃতি ছিল। তাহার অত্যাচারে মধুপুরী জনশূন্যা হইল। তাহার দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া আশ্রম-

বাসী ঋষিগণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইলেন। রামচন্দ্রের নির্দ্দেশে শ্রীশত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে শূলহীন করিয়া বধ করিলেন। লবণরাক্ষস বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্নকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন শত্রুঘ্নের ইচ্ছানুসারে দেবগণের দ্বারা সেখানে এক বিচিত্র নগরী স্থাপিত হইল। প্রজা-সকল তথায় মহানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর হইতে এই দেব-নির্ম্মিত পুরী মধুপুরী, মধুরা, মথুরা ও শূরসেনা নামে খ্যাত হইল।

বিষ্ণুপুরাণেও (১।১২।৫) আমরা পাই,—শ্রীশত্রুঘ্ন মধুদৈত্য-পুত্র লবণরাক্ষসকে বধ করিয়া যে-স্থানে 'মথুরা'-নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন, তথায় দেবদেব ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর বিরাজমান আছেন। সেই সর্ব্বপাপহর তীর্থে শ্রীশত্রুঘ্ন নিজেও তপশ্চরণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মথুরা শব্দের অর্থ পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

'ম'-কারে চ 'থু'-কারে চ 'র'-কারে চান্তসংস্থিতে।
নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ওঁকারস্য ততঃ সম ॥
মহারুদ্রো 'ম'-কারঃ স্যা'থু'-কারো বিষ্ণু-সংজ্ঞকঃ।
'র'-কারো 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞঃ স্যাৎ ত্রিশব্দং 'মাথুরং' ভবেৎ ॥
অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবন্ত্যত।
সা ত্রিদেবীময়ী মূর্ত্তির্মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥ (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

মথুরা শব্দ যথাক্রমে 'ম'-কার, 'থু'-কার ও 'র'-কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহা 'ওঁ'-কার তুল্য। অর্থাৎ 'ওঁ'-কার যেরূপ 'অ'-কার বিষ্ণুস্বরূপ, 'উ'-কার মহারুদ্র-স্বরূপ এবং 'ম'-কার ব্রহ্মা-স্বরূপ—এই তিন অক্ষরযোগে উৎপন্ন হইয়া তদাত্মক বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ মথুরাও 'ম'-কার 'মহারুদ্র'-স্বরূপ, 'থু'-কার 'বিষ্ণু'-স্বরূপ ও 'র'-কার 'ব্রহ্মা'-স্বরূপ—এই তিন অক্ষরযোগে নিষ্পন্ন হইয়া তদাত্মক। এজন্য সত্যসত্যই সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তিরূপে নিত্য বিরাজিত।

অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়াস্তু লভ্যতে ॥
(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

মথুরা আনুসঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম বলিয়া কথিত হইলেও তাহা কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকা পুরীরূপে বিচার্য্য তীর্থ নহেন। তজ্জন্য বলিতেছেন,—অন্যান্য পুণ্যতীর্থ-সমূহের একমাত্র মহাফল মুক্তি; কিন্তু মুক্ত-

পুরুষগণেরও নিয়ত প্রার্থনীয়, যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লাভ হয়।

শ্রীহরিপ্রিয়-ধাম মথুরাকে সর্ব্বদা ক্ষেত্রপাল মহাদেব রক্ষা করিতেছেন এবং এই পুরী সর্ব্বতীর্থময়ী।

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্লভং ফলম্॥
ত্রিবর্গদা কামিনাঞ্চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ॥
(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—২৩ অঃ)

যে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে সর্ব্বদা মহাদেব বিরাজমান এবং যে-স্থানে বিশ্রান্তি নামক তীর্থ অবস্থিত, পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা তথায় দুর্লভ হইতে পারে? কামী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গপ্রদ; মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রদ এবং মোক্ষাতীত অহৈতুক ভক্তিলাভেচ্ছুগণের ভক্তিপ্রদ এই মথুরাপুরীকে সজ্জনমাত্রেরই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমথুরা নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকে—পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর। সর্ব্বতীর্থময়ী-মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত।

শ্রীমথুরা-ধামের মধ্যস্থলে ভগবান্ শ্রীকেশবদেব বিরাজমান আছেন। শ্রীকেশবদেব মথুরা ধামের অধিদেবতা। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা ও শিব সেবকরূপে যাঁহার সেবা করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই কেশব। মহাজনগণ 'কেশব' এই ভগবন্নামের যৌগিকার্থ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

কঃ ব্রহ্মা ঈশঃ রুদ্রঃ, তৌ বয়তে স্বমহিম্না ব্যাপ্নোতি কিম্বা অস্ত্যর্থেবঃ তৌ সেবকোত্তমতয়া বিদ্যতে যস্য স কেশবঃ। (ভাঃ ১০।১।১০ বৈষ্ণবতোষণী)

কেশান্ বয়তে গ্রথ্নাতি (বধ্নাতি) ইতি কেশবঃ। (ভাঃ ১০।৩০।৩৭ শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা)।

কঃ ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাস্তি ইতি কেশবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতি ইতি কেশবঃ। (ভাঃ ১০।২৯।৪৮ শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা)

বৈকুণ্ঠের অষ্টদিকের প্রত্যেকদিকে তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া যে ২৪টী মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব ধামে নিত্য বিরাজমান, সেই শ্রীমূর্ত্তিসমূহ ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টী বিভিন্ন-স্থানে স্ব-স্ব-ধাম সহ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন নীলাচলে—শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে—শ্রীমাধব, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চিতে—শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু,

মায়াপুরে—শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে—শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরায়—শ্রীকেশব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"মথুরাতে কেশবের নিত্য অধিষ্ঠান ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২১৫)

মথুরা শ্রীহরির নিত্যধাম। এই অপ্রাকৃত মথুরাধামে ভগবান্ নিত্যকাল অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥" (ভাঃ ১০।১।২৮)

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান এব আবির্ভূয় প্রপঞ্চগোচরী ভবতি। ন তু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতম্। কিঞ্চ তদাবির্ভাবসময়ে বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপাদিভ্যস্তদংশা আগত্য তত্র মিলিতা ভবন্তি। লীলান্তে ত এব পুনস্তত্র ততো যান্তীতি তেষামেব বৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽবতরণং বৈকুণ্ঠাদ্যারোহণঞ্চ।"

'নিত্যং সন্নিহিতঃ' অর্থাৎ ভগবান্ মাথুরামণ্ডলে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন—এই বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধাম মথুরাতে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপ নহে। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপ হইতে অংশাবতারগণ আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হন, লীলান্তে তাঁহারাই নিজ নিজ ধামে গমন করিয়া থাকেন।

পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরার কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধহস্তে চক্র, এবং বামাধঃ হস্তে গদা বিদ্যমান। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী এবং বামে শ্রীসরস্বতী দেবী। শ্রীমন্মহাপ্রভু মথুরায় আগমন করিয়া বিশ্রামতীর্থে স্নানলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রামতীর্থে' স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭ পঃ)

আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়জন পূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ মথুরা-ধামে শ্রীকেশবজী-গৌড়ীয়-মঠ প্রকাশ করিয়া তথায় শ্রীকেশবজীর কথা প্রচার করিতেছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

স্বদেশ

(১)

আসিয়া বিদেশে এ-মরত দেশে,
অর্থের উদ্দেশে ভ্রমি' জীবগণ।
ভুলি' নিজ-দেশ ধায় পরদেশে,
বিদেশে স্বদেশ ভাবি' অনুক্ষণ॥

(২)

পূর্ব্ব দিশে রাখি' আপন স্বদেশে,
পথ ভুলি' যায় পশ্চিম-প্রদেশে,
ক্রমে দূরে পড়ি' ছাড়ি' নিজ দেশে
বিদেশেতে ভ্রমে অনন্ত জীবন।

(৩)

'অর্থ' 'অর্থ' করি' ভ্রমি অহরহঃ,
পথের সম্বল হলোনা সংগ্রহ,
পরমার্থ ভুলি' অসতে আগ্রহ,
বিষয়—কুগ্রহ, গলগ্রহ—ধন।

(৪)

মরুভূমি-মাঝে শান্তিবারি-আশে,
ছুটিতেছে আশা-মরীচিকা পাশে,
জল জল করি' হায়! অবশেষে,
অশান্তি-অনলে নাশিছে জীবন।

(৫)

মায়া মনোহারী চপলা দোকানে,
বহির্দৃশ্যে ভুলি' কাচের বাসনে,
কায়-মনোবাক্যে সঁপিয়ে সে-ধনে,
হারায় আপনে জন্মের মতন।

(৬)

'আমার' 'আমার' করি' প্রবাহ-পাথারে,
প্রতিজন্মে 'আমার' বলে যে সবারে,
সকলেই যায় ফেলিয়া তাহারে—
স্রোতের মাঝারে তৃণের মতন।

(৭)

জন্ম জন্ম ঘুরি' স্বার্থের হিন্দোলে,
চতুর্দ্দশ দোলে ফিরিয়া সকলে,
কভু ঊর্দ্ধে উঠে কভু নীচে চলে,
বন্ধ নাহি হয় কর্ম্মের ঘূর্ণন।

(৮)

কামনা কুহকী তরীতে উঠিয়া,
চুরাশীতি লক্ষ বন্দর ভ্রমিয়া,
উত্তাল তরঙ্গে মরে যে কাঁদিয়া,
অশান্তি-সাগরে তরী নিমগন।

(৯)

দশ ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থ আশে,
বসাইয়া রিপু ছয় তারি পাশে,
দিবানিশি ফিরে সুখের প্রয়াসে,
কেটে যায় কাল সারাটী জীবন।

(১০)

চলরে স্বদেশে শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে,
দৃঢ় করি' ধরি' হরি-গুরু-নামে,
পরম আনন্দ পাবে পরিণামে—
শান্তির আলয় নিত্য-নিকেতন।

(১১)

দৃঢ় ভক্তিরূপ উঠিয়া বিমানে,
দূরে রাখি' ভুক্তি-মুক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞানে—
ভেটিবে সত্বরে কল্পতরু-স্থানে,
পাবিরে অভয় শ্রীহরি-চরণ।

(১২)

এই ভিক্ষা মাগি প্রতি দ্বারে দ্বারে,
শ্রীগুরু-গৌড়ীয় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
বল ভাই সদা 'হরে কৃষ্ণ হরে',
তারক-ব্রহ্মনাম কররে কীর্ত্তন।

—শ্রীমহাদেব সাহিত্য-সরস্বতী

সদাচার (৪)

পুণ্যাদিফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য শ্রীগঙ্গাদিতীর্থে স্নান—শ্রীনারদ, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনগণের আচরিত সদাচার। সামর্থ্যপক্ষে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন, —"যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচি হইয়া থাকেন', ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন তাহা কেবল নারদ, ব্যাস প্রভৃতি সজ্জনগণের প্রবর্ত্তিত আচরণের গৌরব-রক্ষার্থ ই জানিতে হইবে। অন্যথা তল্লঙ্ঘনেও অপরাধ হইবে; যেহেতু লোকের কদাচার প্রভৃতি নিবারণার্থই তাঁহারা ঐ সকল নিয়ম বিধান করিয়াছেন।" যে-ব্যক্তি দশমী তিথিতে তৈল স্পর্শ না করিয়া স্নান করে তাহার পরমায়ু, বুদ্ধি, কীর্ত্তি ও ধন সমস্ত নষ্ট হয়। তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই।

শ্রীহরির নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবগণের পূজা করা বিধেয়। শ্রাদ্ধাদি-দিনে পিতৃগণকে ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নই অর্পণ করিতে হইবে। একাদশী দিবসে শ্রাদ্ধ-দিবস উপস্থিত হইলে ঐ দিবস শ্রাদ্ধ না করিয়া তৎপর-দিবস শ্রাদ্ধ করাই বিধি। অতিভোজন পরিত্যাজ্য। ভোজনকালে পেয় জল বামদিকে রাখিলে সেই জল মদিরা-সদৃশ অপেয় হয়। বাম-হস্তে জল পান করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছায় কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

শাস্ত্র বলেন,—যিনি প্রত্যহ হৃদয়ে ভগবৎচিন্তা, মুখে নাম-কীর্ত্তন, প্রসাদ-সেবন ও শ্রীচরণামৃত গ্রহণ এবং মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করেন, তাঁহার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যহ যত্নের সহিত তুলসী সেবা করা কর্ত্তব্য। গো-সেবা যত্নের সহিত করণীয়। কারণ গো-সেবাদ্বারা শ্রীগোপালদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীপুরীধাম প্রভৃতি ভগবল্লীলা-স্থান দর্শন করা কর্ত্তব্য।

কি-গৃহস্থ, কি-মঠবাসী সকলেরই যথাসাধ্য অতিথি সেবা করা উচিত। অতিথি সেবাদ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হন। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, সেই অতিথি উক্ত গৃহস্বামীকে নিজ পাপসমূহ প্রদান করিয়া তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। যে ব্যক্তি অতিথির অর্চ্চনা না করে, সে স্ত্রী-ঘাতী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্ম-হত্যাকারী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট ও মিত্রদ্রোহীদিগের তুল্য। যাহারা অতিথি-সৎকার করে না, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাদের নরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"অতিথি সেবা একটি প্রধান ধর্ম্ম; যে-দেশে আতিথ্য নাই সে-দেশ মরুভূমি-তুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন,—লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করেন না; সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্টদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের [illegible] গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়। ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তিনি দেখিয়া থাকেন যে, সে-অতিথিটী সাধারণ অতিথি, না—বৈষ্ণব-অতিথি। যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয়-ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি-সাধন করেন। যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।"

ভগবৎসেবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত-সেবাও করিতে হইবে; ইহাই সদাচার। ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত ভক্তি হইতেই পারে না। এইজন্য সাধু-সঙ্গ ও সাধু-সেবা বিশেষ প্রয়োজন। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। ভগবানের ভক্ত ভগবানের তত প্রিয় নয়, ভগবানের ভক্তের ভক্ত ভগবানের যত প্রিয়। যাহারা শ্রীগুরু-গোবিন্দের বা শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা না করিয়া কেবল শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করেন, তাহাদের সঙ্গ না করাই ভাল। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—যেখানে ভগবদ্ভক্ত নাই, তথায় বাস করা উচিত নয়। যেখানে ভগবদ্বিগ্রহ, ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎকথা ও গঙ্গা আছেন, সে-স্থানে ও ভগবদ্ধামে বাস করিবে। সাধুসঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। সাধুগণ সব-সময় উপদেশ প্রদান না করিলেও তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ কথোপকথনই মহামঙ্গলকর হয়। এই অসার সংসারে সাধুসঙ্গই সার বস্তু। সাধুসঙ্গই জীবের পরম লাভ। সাধুসঙ্গ যেমন মহামঙ্গলকর, অসৎসঙ্গ বা গৃহে অসদাগমন সেইরূপ মহা অমঙ্গলের কারণ। ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ ব্যক্তি অসাধু, আর ভগবদ্ভক্তই সাধু। কু-সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে অনুরক্ত হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কারণ সাধুদত্ত উপদেশেই যাবতীয় দুঃখ, অশান্তি, সংশয় ও অসুবিধা দূর হয়। সর্ব্বত্র কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন জানিয়া সকলকে সম্মান করিতে হইবে। কিন্তু আচারবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরের সঙ্গ করিতে হইবে না। সাক্ষাৎভাবে সবসময় সৎসঙ্গের সুযোগ না হইলে দূর হইতে সেবার দ্বারাও জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভুর উক্তি,—"সৎসঙ্গং বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিতে

সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাৎ। যাহারা ভক্তের সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করে, তাহারা দাম্ভিক। যাবতীয় আরাধনার মধ্যে শ্রীহরির আরাধনাই প্রধান। আবার শ্রীহরিসেবা অপেক্ষা হরিভক্তের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।'

বৈষ্ণব অপরাধ হইতে প্রত্যেকেরই সাবধান থাকা উচিত। ভক্তকে কায়-মনো-বাক্যে আঘাত দেওয়া, তাঁহার নিন্দা করা, দ্বেষ করা, প্রণাম না করা, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং ভক্তদর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী সর্ব্বনাশকর অপরাধ হইতে সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপরাধ। যেখানে ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা হয়, সে-স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করা অথবা ক্ষমতা থাকিলে নিন্দকের জিহ্বা স্তম্ভিত করা সদাচার। কারণ নিন্দা শ্রবণ করাও মহাপাপ। সাধুর কথা দূরে থাকুক, সাধারণ জীবকেও যাহারা অবজ্ঞা, নিন্দা বা হিংসা করে, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরি তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ সাধু-নিন্দার মত অপরাধ আর নাই। সাধারণ জীবকে নিন্দা করিলেই ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন, আর ভগবৎপ্রিয় সাধুর নিন্দা করিলে কি আর নিস্তার আছে? ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা বা অন্য কাহারও নিন্দা করা উচিত নয়। শ্রীহরি সর্ব্বারাধ্য হইলেও ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবগণ নিন্দা বা অবজ্ঞার পাত্র নহেন। তদীয় বুদ্ধিতে তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্, শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবত ও নামসংকীর্ত্তনের সম্মুখে তাম্রকূটাদি সেবন ও প্রজল্প অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকালে নিদ্রালুতা, অন্যমনস্কতা বা শৈথিল্য পরিত্যাজ্য। প্রজল্প ও গ্রাম্য-কথাদি আলোচনা না করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রীতির সহিত প্রত্যহ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও হরিনাম করা প্রয়োজন। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ ধারণ করাও সদাচার। ভক্তিতে উৎসাহ, সুদৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ বিশেষ প্রয়োজন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গ বা নির্জ্জনে দুষ্ট-মনের সঙ্গ না করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই মঙ্গলকর। অসদ্বার্ত্তা বা গ্রাম্যবর্ত্তার প্রতি লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথায় লোভ সদাচার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে কোন কিছু বলিলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া, তাঁহার সেই কৃপোপদেশ শিরে ধারণ-পূর্ব্বক আত্মশোধন করাই কর্ত্তব্য। সাধুগুরুর অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। তোষামোদ,

ও আনুগত্য এক নহে।

দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ তাশ, পাশা, দাবা, জুয়া প্রভৃতি খেলা, সিনেমা বা টকি প্রভৃতি দেখিবার কৌতূহল, ধূমপান ও মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন, পরস্ত্রীতে লোভ, জীবহিংসা, মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, অত্যধিক অর্থাসক্তি ও দেহাসক্তি প্রভৃতি ভক্তিপ্রতিকূল ব্যাপারগুলি সর্ব্বদা বর্জ্জন করা সদাচার। মর্কট-বৈরাগ্য না করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন জানিয়া ভগবৎসন্তোষার্থ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করা কর্ত্তব্য। সাধারণ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোন দিনই সেই নিন্দকের পূজা গ্রহণ করেন না। পরদোষানুসন্ধান প্রবৃত্তি লইয়া কাহাকেও কটাক্ষ করা উচিত নয়। পরদোষ না দেখিয়া নিজের দোষ দর্শন-পূর্ব্বক তৎসংশোধনই মঙ্গলকর। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা বা পরসমালোচনা সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য কিছুই নাই। শাস্ত্র বলেন,—

পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে॥ (চৈঃ ভাঃ)

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
পরস্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১-২)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে অন্তর্যামী পরম পুরুষ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব বা কর্ম্ম-সমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। যিনি অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম-সমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি প্রাকৃত অভিনিবেশবশতঃ সত্বর পতিত হইয়া থাকেন।

কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া অদোষদর্শী বা গুণগ্রাহী হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও দোষ চোখে পড়িলে সেই দোষ যেন কখনও আমাকে স্পর্শ না করিতে পারে, এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই শিক্ষা গ্রহণ করিলে আর সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগিবে না।

আচার সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন,—"ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবে। অল্পমাত্রও পরস্ব অপহরণ করিবে না। অযথা অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ উচিত নয়। অযথা অন্যের দোষ উল্লেখ করিবে না।

প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা কহিবে না। শ্রীহরি ব্যতীত অন্যকে আশ্রয় করিবে না। কাহারও সহিত শত্রুতা কামনা করিবে না। যে-ব্যক্তি পতিত, উন্মত্ত, অনেকের শত্রু, পরপীড়ক এবং অন্যের বিদ্বেষ-ভাজন, তাহার সহিত সংস্রব রাখিবে না। অমিতব্যয়ী, পরনিন্দারত ও শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না। শঠের মিত্রকে মহাশঠ বলিয়া জানিবে। নগ্নাবস্থায় স্নান, শয়ন এবং কোনও বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয়। পরনিন্দা, অসৎ-শাস্ত্রানুশীলন, অসতীর সহিত বাদানুবাদ ও অসৎব্যক্তির সহিত আলাপ বর্জ্জনীয়। চলার সময় ব্রাহ্মণ, রাজা, রুগ্ন, গুরু ও বৈষ্ণবকে পথ ছাড়িয়া দিবে। ক্ষৌরকর্ম্মাবসনে, স্ত্রী-সম্ভোগের পর বা শ্মশানে গমন করিয়া সবস্ত্র স্নান করা প্রাজ্ঞব্যক্তির কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে দধিভোজন, এবং কার্পাস কাষ্ঠে দন্ত শোধন করিলে ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও দরিদ্র হইয়া যায়।

"দেবস্ব ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে না। কারণ তাহা হলাহল বিষ-তুল্য। মহাপাপীকে পাপী বা নিষ্পাপ বলিবে না। মেষদুগ্ধ অপেয়। যে গাভী বিষ্ঠা ভোজন করে, তাহার দুগ্ধ ও গোময় বর্জ্জনীয়। দিবাভাগে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়ায় বসা উচিত নয়। গুরু, জপ্যমন্ত্র ও পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বচন গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরুগোবিন্দের কৃপায় প্রাপ্ত ভজনরহস্য প্রকাশ্য নহে। কাংস্য পাত্র বা লৌহময় পাত্রাদি সামান্য দূষিত হইলে ভস্ম ও গোময়দ্বারা এবং আমিষ-লিপ্ত হইলে অগ্নিতাপে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। শূদ্রের পাত্রে যদি ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, তক্র ও মধু থাকে, তবে তাহা অশুদ্ধ হয় না।"

গৃহীব্যক্তি কুটুম্বী হইয়া কুটুম্বে আসক্ত হইবে না। ভগবৎ-সেবা-বিষয়ে অনুক্ষণ তৎপর ও সাবধান থাকিবেন। আত্মীয় ও বন্ধুগণের সঙ্গ পান্থসঙ্গমতুল্য নশ্বর জানিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া সাধু-গুরুর সঙ্গ ও সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা ভজনোন্নতির আশা কম। সেবকের সেবাপ্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে কি করিয়া সেবক বলা যাইবে; সেবাই সেবকের আচার। সেবাই সেবকের প্রাণ, সেবাই সেবকের ধর্ম্ম। স্নেহসেবাই গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করিবার জন্যই গৃহে বাস, অর্থাদি উপার্জ্জন, শরীর ধারণ বা গৃহের কর্ত্তব্যাদি সম্পাদনা—এ-কথাটী প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা উচিত। সম্পত্তিশালী গৃহস্থ-ভক্তগণ অর্থাদিদ্বারা শ্রীহরি-

গুরু-বৈষ্ণবের সেবা অবশ্য করিবে [illegible] কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্যকা, অপরাধ ভোগ হইবে।

গৃহস্থের কৃষ্ণ-সেবা, গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন যত্নের সহিত অবশ্য করণীয়। ত্যাগীর ভগবৎ-কৃপায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ (ঐ মঃ ১৬।৭০)

বৈরাগীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ,—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৩-২২৭)
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণ-নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৪।১২১)
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

প্রবন্ধের উপসংহারে নিবেদন এই যে,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্ত শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য আদর্শ ও এই অমূল্য উপদেশটী আমাদের জীববাতু হউক।—

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু-মুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্।
সর্ব্বক্ষণং সুরভি-রাগ-হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥ (স্তবাবলী)

['রাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোহর, এবং 'কৃষ্ণ' এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের ন্যায় অতিশয় স্বাদু; হে ক্ষুধাতুর রসনে! তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অনুরাগ-রূপ হিমদ্বারা সর্ব্বদা রমণীয় করিয়া পান কর।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

(ক) কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত-উদযাপন

শাস্ত্রে বহুস্থানে চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রতের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত একদণ্ডী জ্ঞানী-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইলেও ভক্ত-সম্প্রদায়ে উহা বিশেষ আদরণীয়। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি-লাভার্থ এই ব্রত বিশেষ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনাই এই ব্রতের মুখ্য তাৎপর্য্য।

গত ২রা কার্ত্তিক ১৩৬৩, ইং ১৯শে অক্টোবর ১৯৫৬, শুক্রবার হইতে চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনমুখে দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। এই নিয়মসেবার মাসে বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করত ভক্তিলাভেচ্ছু মঠবাসিগণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উক্ত ব্রত পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রতের অঙ্গ হিসাবে শ্রীরাধা-দামোদরার্চ্চন, ভগবন্মন্দিরে ও তুলসীতলে আকাশ-দীপদান, উর্জ্জেশ্বরী শ্রীরাধা-রাণীর মহিমাসূচক পদাবলী, শ্রীদামোদরাষ্টক প্রভৃতি কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ২রা অগ্রহায়ণ এই ব্রতের সমাপ্তি দিবস। বলা বাহুল্য, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমুদয় শাখামঠসমূহেও এই ব্রত বিশেষ সমারোহের সহিত পালিত হইতেছে। 'কার্ত্তিক-ব্রত' গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত করিবে"—এই শাস্ত্রবাক্য

অনুসারে সমিতি প্রতি-বৎসরই শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণকে সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনমুখে কার্ত্তিকব্রত-পালনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

(খ) শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, শনিবার—উক্ত মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্পমালা, পতাকা-শোভিত শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিবিধ ভোগ-সামগ্রী সুসজ্জিত করা হয়। চতুর্ব্বিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ও বিবিধ মিষ্ট-দ্রব্যাদি স্তূপাকারে পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হয়। প্রায় দুই শতাধিক প্রকার ভোগ নিবেদিত হয়। মধ্যস্থলে শ্রীগোপালদেব সিংহাসনোপরি অবস্থান করিয়া দর্শনার্থী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপালদেবের অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজার্চ্চনাদির পর আরাত্রিকান্তে সমাগত আহূত অনাহূত প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্তকে মহোৎসবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকা পরিক্রমা-পথে মথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিরাট্‌ভাবে এই অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উৎসবমধ্যে বিশেষ সমারোহের সহিত উক্ত মঠে শ্রীশ্রীগান্ধার্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ (শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উক্ত পরিক্রমা, অন্নকূট, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদির বিবরণ আগামী সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

(গ) বিরহ-মহোৎসব

গত ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর, বুধবার—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীউত্থান-একাদশী-দিনে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন সকালে ও বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের পূত চরিতাবলী ও অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা হয় এবং বিবিধ বিরহাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরদিবস ২৮শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২৭ কেশব, ৪৭০ গৌরাব্দ | শনিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ; ইং ১৫।১২।৫৬ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগিরিধারিণে নমঃ

অলং দীপাবল্যাং বিপুলরতি গোবর্দ্ধন-গিরিং
জনন্যা সংপূজ্যোজ্জ্বলিত-মহিলোদ্গীত-কুতুকৈঃ।
নিশাদ্রাবৈঃ পৃষ্ঠে রচিত-কর-লক্ষ্মশ্রিয়মসৌ
বহন্ মেঘধ্বানৈঃ কলয় গিরিভৃৎ খেলয়তি গাঃ ॥১॥

পুরো গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজনৃপতি-মুখ্যা ব্রজজনা
ব্রজেন্দ্যেষাং পশ্চান্নিখিল-মহিলাভির্ব্রজনৃপা।
ততো মিত্রব্রাতৈঃ কৃতবিবিধ-নর্ম্ম ব্রজশশী
ছলৈঃ পশ্যন্ রাধাং সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্ ॥২॥

উদঞ্চৎ কারুণ্যামৃত-বিতরণৈর্জীবিত-জগ-
দ্যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণ-সুমনসাং বাসিতজনম্।
কৃপাঞ্চেন্ময্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥৩॥

উদ্দাম-নর্ম্ম-রসকেলি-বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধা-মুকুন্দ-যুগলং ললিতা-বিশাখে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রমিহ রূপ-যুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥৪॥

ব্রজপতি-কৃত-পর্ব্বানন্দি-নন্দীশ্বরোত্থৎ-
পরিষদি বদনান্তঃ স্মেরতাং রাধিকায়াঃ।
রচয়তি হরিরারাদ্ গ্রিভঙ্গেন নত্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ ॥৫॥

উপগিরি-গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে
ভ্রমতি নিভৃত-রাধা-নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন।
অতিতৃষিত-চকোরী-লালসেবাম্বুদস্যো-
পরি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য-আকাশদেশম্ ॥৬॥

দ্যুতিজিত-রতি-গৌরী-ক্ষমা-রমা-সত্যভামা-
ব্রজপুর-বরনারীবৃন্দ-চন্দ্রাবলীকাম্।
গিরিভৃত ইহ রাধাং তন্বতো মণ্ডিতাং ত-
ত্তদুপকরণমগ্রে কিং নিধাস্যে ক্রমেণ ?৭॥

কনক-রচিত-কুম্ভদ্বন্দ্ব-বিদ্যাসভঙ্গী-
রুচিহর-কুচযুগ্মং সৌরভোচ্ছ্বনমস্যাঃ।
সপুলকমথ গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছো-
র্গিরিভৃত ইহ হস্তে হন্ত দাস্যে কদা তান্ ॥৮॥

কৃষ্ণস্যাংসে বিনিহিত-ভুজাবল্লিরুৎফুল্ল-রোমা
রামা কেয়ং কলয়তি তরাং ভূধরারণ্য-লক্ষ্মীম্।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয়-চটুল-ব্যাকুলা রাগপূরৈ-
রন্যা কাস্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা ॥৯॥

অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমল-পয়ঃ-ফেণনিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্।

ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদ-বিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥১০॥

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্র-তুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে ॥১১॥

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়-তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকট-কদন-ভারং কো বহত্বন্যথা বা ?১২॥

গিরিবর-তট-কুঞ্জে মঞ্জু-বৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্।
ধৃতরতি-রমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজ-দধি-ফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥১৩॥

বসতো গিরিবর-কুঞ্জে
লপতঃ শ্রীরাধিকেঽনুকৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজ-দধি-তক্রং
নাথ ! সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥১৪॥

শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকের বঙ্গানুবাদ

দীপান্বিতায় (দীপাবলীতে) যশোদাদেবী সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিতা গোপ-মহিলাদিগের সহিত উত্তম গীত-কৌতুকে বিশেষ ভক্তি-সহকারে গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়া হরিদ্রা-দ্রবদ্বারা যাঁহার পৃষ্ঠদেশে নিজহস্তের চিহ্ন রচনা করিয়াছেন, (হে রূপমঞ্জরি-সখি !) সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ-জননী-দত্ত ঐ চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করত মেঘ-গম্ভীর-নিনাদে গো-সকলকে ক্রীড়া করাইতেছেন, দর্শন করুন ॥১॥

অগ্রে গো-গণের সহিত নন্দরাজ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ এবং ইহাঁদিগের পশ্চাৎ নিখিল ব্রজ-মহিলাদিগের সহিত ব্রজেশ্বরী যশোদা-দেবী গমন করিতেছেন। তদনন্তর ব্রজশশী শ্রীকৃষ্ণ মিত্রবৃন্দের সহিত বিবিধ কৌতুক করত ছলে শ্রীরাধাকে

অবলোকন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন, হে সহচরি ! দর্শন করুন ॥২॥

সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণ করত যিনি জগৎকে জীবিত করিতেছেন এবং যিনি গুণরূপ পুষ্পসমূহের গন্ধে জন-সকলকে আমোদিত ও তৃপ্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি কৃপা না করেন, তবে হে সখি ! যাহাতে আমার সমস্ত অঙ্গ শ্রীকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) বাস করে, আপনি তাহাই করুন অর্থাৎ আপনার আজ্ঞায় আমি শ্রীকুণ্ডে দেহত্যাগ করি ॥৩॥

অতিশয় পরিহাস-রসক্রীড়াতেই যাঁহাদিগের অঙ্গ বিনির্ম্মিত, হায় ! এতাদৃশ রাধাকৃষ্ণ-যুগল, ললিতা-বিশাখা, গৌরাঙ্গচন্দ্র এবং রূপ ও সনাতন, ইহাঁদিগকে এই ব্রজে দর্শন না করিয়া আর কতই না বেদনা সহ্য করিব ; অরে ললাট, তুমি বিদীর্ণ হও ॥৪॥

(হে সখি !) সূর্য্য যেমন কিরণদ্বারা কমলিনীর পুষ্পকান্তি প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ব্রজপতি নন্দ-মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত পর্ব্বোপলক্ষে নন্দীশ্বরবাসী জন-সকলের সভায় শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নয়ন-ভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধিকার বদন-মধ্যে মন্দ হাস্য রচনা করিতেছেন ॥৫॥

(হে সহচরি !) যেমন আকাশ-প্রদেশে মেঘের উপরে সুধাপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে অতি তৃষ্ণাতুরা চকোরীর লালসা ভ্রমণ করে, তদ্রূপ গিরি-সমীপে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যপূর্ণ বদন-বিম্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধা নেত্রভঙ্গীচ্ছলে ভ্রমণ করিতেছেন ॥৬॥

যাঁহার কান্তি কামপত্নী রতি, গৌরী, পৃথিবী, লক্ষ্মী, সত্যভামা ও ব্রজপুরের উত্তম উত্তম রমণীগণ এবং চন্দ্রাবলীকেও জয় করিয়াছে, এতাদৃশী শ্রীরাধাকে যিনি এই ব্রজ-মধ্যে অলঙ্কৃতা করিয়া বিস্তার করিতেছেন, সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আমি কবে তৎকালোচিত উপকরণ স্থাপন করিব ?৭॥

কনক-রচিত কুম্ভযুগ্মের বিন্যাস-ভঙ্গীর শোভাহারী, সৌরভ-পুষ্ট ও পুলকিত শ্রীরাধার কুচযুগলকে যিনি গন্ধ-দ্রব্যদ্বারা চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক, হায় ! সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমি কবে গন্ধ-দ্রব্যসকল অর্পণ করিব ?৮॥

শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে ভুজলতা স্থাপনপূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গী হইয়া অত্যাদরে গোবর্দ্ধন-সমীপ-প্রদেশের বনশোভা দর্শন করিতেছেন, এই রমণী কে ? হে সহচরি ! জানিলাম,—প্রণয়-চটুলা, ব্যাকুলা এবং অনুরাগসমূহে পরিপূর্ণা শ্রীরাধা ব্যতিরেকে আর কে এপ্রকার হইবে ?৯॥

জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব্ব প্রেম-সমুদ্রের সুনির্ম্মল বারি ফেণসমূহদ্বারা সর্ব্বদা মাদৃশ জনকে যে-প্রকার সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই ; সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্-রূপ দাবানল-গ্রস্ত হওয়ায় আমি আশ্রয়শূন্য হইয়াছি ; অতএব পূর্ব্ব-কৃপাসিক্ত সেই মদ্বিধ জন এখন উক্ত শ্রীরূপ-গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করিবে ?১০॥

জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্র-তুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥১১॥

যদি আমার দেহ ভৃগুপাত-দ্বারা পতিত না হয় তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই, যেহেতু ঐ দেহকে বিধাতা বজ্রসার-দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; অথবা আমি প্রগাঢ় তর্ক করিয়া এই একটী অন্য কারণ দেখিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এতাদৃশ দুঃখভার বহন করিবে ?১২॥

আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুবিমল কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সানুরাগ রমণীয় চরণারবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে এবং বৃন্দাবনের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তি-কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাতেই যেন সর্ব্বকাল বাস করি ॥১৩॥

হে নাথ ! হে রূপগোস্বামিন্ ! গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে বাস, "অগ্রে হে রাধিকে ! পশ্চাৎ হে কৃষ্ণ !"—এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও ঘোল পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক ॥১৪॥

বৈষ্ণবের বিষয়

ঐকান্তিক বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তপারগ বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটীবেদান্ত-পারগ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চতমতা,—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড়-পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ-নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন।

মানবের বিষয়ভোগ-স্পৃহা ও তাহার প্রকারভেদ

ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণীসমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী 'বিষয়ী' শব্দবাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মানবগণ বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও কুক্কুট-কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন।

অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের বিষয়-গ্রহণে পার্থক্য

অনেকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ দৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের বিষয়ের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কর্ত্তৃসত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৮) লিখিত হইয়াছে যে,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

[প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।]

অবৈষ্ণব প্রাকৃত-বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয়ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল, সহজিয়া-দলে প্রাকৃত-বিষয় ভোগের আদর আছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল, সহজিয়াগণ সাধন-ভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না, যেহেতু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ-ইন্দ্রিয়-ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত।

কর্ম্ম-জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গ নহে

নিজভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে যতই বঞ্চনা করুন না কেন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষয়ী জ্ঞান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ অনিবার্য্য

বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন; তাহারা শ্রীরূপ-গোস্বামীপ্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারে না। আপনাকে উন্নত গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তি হারাইয়া ফেলেন। আর একশ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণগুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়।

পরমহংস মহাভাগবতগণ কৃষ্ণসেবা-তৎপর অপ্রাকৃত বিষয়ী

বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবল মাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না; অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয়ভোগ হইতে শতক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে-সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আকার ও কর্তৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বরাক বিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও, উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগফলরহিত কৃষ্ণসেবাময়, আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ (২)

বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব লইয়া যে সমাজ গঠিত, তাহাই প্রকৃত গৌরাঙ্গ-সমাজ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ গঠিত না হইলে এই সমাজ বহুদিন জীবিত থাকিবে না। সত্য বটে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব লইয়া যে সমাজ গঠিত হইবে, সেই সমাজের নামই গৌরাঙ্গ-সমাজ।

তন্মধ্যে যাঁহারা ভজন-সুখে মগ্ন, তাঁহারা সংসারের উন্নতি-সাধনে অনেকটা অকর্ম্মণ্য। যাঁহারা ভজনোন্মুখ, তাঁহারা ভজন-সুখে বিশেষ নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। তাঁহারাও ভজন-সুখমগ্ন বৈষ্ণবসঙ্গ না পাইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেবল সংসারী হইয়া পড়েন। সুতরাং এ প্রণালী লোকদিগের পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ-সমাজ বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা করা কেবল আত্মবঞ্চনা হয়।

উন্নতাধিকারী বৈষ্ণবের সঙ্গ ব্যতীত ভজনোন্নতি সম্ভব নয়

নিতান্ত সংসারীর সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম প্রচারে নিযুক্ত থাকুন, তথাপি ভজন-সুখ-মগ্ন বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের জীবন বৃথা হইবে এবং ক্রমে ক্রমে অধোগতি হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা দেখিয়াও গৌরাঙ্গ-সমাজ যখন ভজন-সুখমগ্ন পুরুষদিগের এই সমাজের সংযোগ লাভ করিবার যত্ন করিতেছেন না, তখন এই সমাজের চরমে কি হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকের শ্রীগৌরাঙ্গশিক্ষা-বিরোধী তোষণ-নীতি সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়

এখন দেখা যাইতেছে যে, গৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্যগণ মহাপ্রভুর জন্মদিনের উৎসবের পর আর কোন বিশেষ কার্য্য করিতেছেন না; দুই-একটী সংসারী লোকের বাটীতে সভা করিয়া যে বিশেষ কার্য্য করিবেন, তাহা বোধ হয় না। কেবল সংসারী লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থ উদয় হইবে। তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ ঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেইসকল সংসারী লোকদিগের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়। জগতে সকল জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনই ভুলিবেন না। নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-টহল-প্রচারে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের প্রতি ঠাকুরের কৃপোপদেশ

হে গৌরাঙ্গ-সমাজের-ভক্তগণ, আপনারা হস্তে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" লইয়া

দ্বারে দ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারে সৎপাত্র নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎ পাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায় আপনারা অবিলম্বে একটী বৈষ্ণব-চতুষ্পাটী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোককে সেই চতুষ্পাটীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহারাই ধন্য। এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ চরিত্রের অনুকরণ (মাত্র) হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিজ্ঞপ্তি

(১)

হরি হরি ! মোর গতি কি হইবে আর।
পাপেতে পরাণ শেষ,　　নাহিক পুণ্যের লেশ,
কিসে হব ভবসিন্ধু পার॥
অসৎ কর্ম্মের বশে,　　দিন গেল অবশেষে,
অসৎসঙ্গেতে মোর চিত।
এমন দুর্ভাগা আমি—　　দুষ্টসঙ্গ সদা কামী,
না চিন্তিনু আপনার হিত॥
প্রভুপাদ সরস্বতী,　　তাঁর প্রিয়ভক্ত যতি,
নিষ্কিঞ্চন রূপানুগগণ।
যাঁদের করুণা হৈতে,　　ভক্তি-গঙ্গা অবনীতে
বহিতেছে পরম পাবন॥
ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ,　　শুদ্ধবৈষ্ণব-গৃহস্থ,
সারস্বত আছে যত আর।
ইঁহা: সবার পাদদেশে,　　না লুটিনু ভক্তিলেশে,
কিসে মোর হইবে নিস্তার॥

সৎকর্ম্ম সদা হীন, ভক্তিশূন্য আমি দীন,
তোমার চরণে নাহি আশ।
সতত বিষয়ে মতি, না হেরিনু শুভগতি
কহে দুঃখে এ অধম দাস॥

(২)

হরি হরি! বড় মন্দ ভাগ্য যে আমার।
তোমার চরণ ত্যজি', অসৎসঙ্গ সদা ভজি,
মিছা কাজে করিয়াছি সার॥
বহু জন্ম-জন্মান্তর, পাপে পূর্ণ কলেবর,
সৎকর্ম্মের নাহি অনুষ্ঠান।
সেই পাপে অবিরত সদা জ্বলে মোর চিত,
শক্তি-বুদ্ধি হত সব জ্ঞান॥
মনুষ্য জনম লভি, একবার নাহি ভাবি,
নাহি চিন্তি তরিবার পথ।
না করিনু ভক্ত-সঙ্গ, সেবাচেষ্টা রসরঙ্গ,
দুষ্টসঙ্গে মজিয়া সতত॥
না হৈল বিশ্বাস ভক্তি, সাধু-শাস্ত্রে অনুরক্তি,
না হইল বৈষ্ণবে উল্লাস।
হৃদয় কঠিন মম, রসশূন্য বজ্রসম,
নাহি তাহে সৎসঙ্গে বিলাস॥
এমন দুর্ভাগ্য মোর, ভক্তির বাধিকা ডোর
বাঁধি' মোরে করিল হতাশ।
কিসে বা উদ্ধার হ'ব, কিসে তব কৃপা পা'ব,
এ করুণা মাগি তব পাশ॥

(৩)

হরি হরি! মিছা মোহে গেল যে জনম।
বিষয়ে আবেশ চিত, না চিন্তিনু নিজ হিত,
না হইল ধরম করম॥

কি জানি কি ভাগ্যফলে,　　তোমার চরণ-তলে,
শরণ লইনু আমি নাথ।
কিন্তু এবে রিপুগণে,　　সবে করি' আকর্ষণে,
গ্রাসি' মোরে কৈল আত্মসাৎ॥
না দিল ভজিতে তোমা,　　ফেলি ভোগ-কুণ্ডে আমা,
অনুক্ষণ দিতেছে তাপন।
আমি অতি ক্ষীণ প্রাণী,　　তাপে তপ্ত দেহখানি,
নাহি শক্তি করিতে বারণ॥
এ হেন সময়ে মোরে　　উদ্ধারিবে কৃপাদ্বারে,
হেনজন কেবা আছে হায়।
তুমি বিনে কেহ নাহি,　　চৌদিকে দেখিনু চাহি,
কৃপা করি' উদ্ধার' আমায়॥
এ অধম দাসে কয়,　　ওহে প্রভু দয়াময়,
ত্রিভুবনে আমি অতি বদ্ধ।
অকিঞ্চন ভাবে যেন　　সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
ভজি পাই তব পাদপদ্ম॥

—শ্রীবিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী

গীতার বাণী

(২০)

১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

শুদ্ধ জীবের অনাদি ভোগ-বাসনামূলে কর্ম্মবন্ধন দ্বারা সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই সংসারের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ ও সংসার-বৃক্ষকে ছেদনের উপায় প্রভৃতির বর্ণনার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটী অশ্বত্থ-বৃক্ষবিশেষ। ঐ বৃক্ষ দীর্ঘজীবি বলিয়া তাহার সঙ্গেই তুলনা করা হইয়াছে। অশ্বত্থের অন্য অর্থ— ন শ্বঃ স্থাস্যতি ইতি অশ্বত্থঃ অর্থাৎ আগামীকল্য যাহা থাকিবে না, তাহাই অশ্বত্থ। সংসার—অনিত্য, তথাপি ইহার নাশ নাই।

যতদিন জীবের ভোগবাসনা আছে, ততদিন কর্ম্মপ্রভাবে ইহার অবস্থিতি; এজন্য 'অব্যয়' বলা হইয়াছে। কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার নাশ নাই। কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য-সকলই ইহার পত্রস্বরূপ। যথা,—"স্বর্গায় অশ্বমেধং যজেত," "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত," "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য-যাজিনঃ" অর্থাৎ স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে—বায়ুকোণ হইতে শ্বেতবর্ণের পশু আনয়ন করিবে, তাহাকেই যজ্ঞে বলি দিবে—চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় ফল লাভ হয়—বাক্যসকল ভোগের সমর্থক। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত জনগণ এই-সকলেই মুগ্ধ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা অধোদিকে বিস্তৃত—ঊর্দ্ধে সত্যলোকে 'প্রধান' বীজ হইতে উত্থিত প্রথম উৎপত্তিরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট ইহার মূল। তথা হইতে ক্রমশঃ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্যলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবরাদি নানা-জন্মদ্বারা নানাদিকে শাখাসকল বিস্তৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্গফলের আশ্রয়ত্বহেতু অশ্বত্থ উত্তম বৃক্ষ। ভক্তি-প্রাপ্তিরূপ বিবেক অভাবে ইহার অব্যয়ত্ব কথিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব ও ছেদনোপায় অবগত হইতে পারেন, তিনিই বেদজ্ঞ। এই বৃক্ষের কতকগুলি শাখা তমোগুণাশ্রয়ে অধোগামী (নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মাইয়া থাকে), কতগুলি রজোগুণাশ্রয়ে মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপে জন্মাইয়া থাকে, আবার কতকগুলি সত্ত্বগুণাশ্রয়ে ঊর্দ্ধদিকে স্বর্গে দেবযোনি প্রাপ্ত হয়। সব শাখাই প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণত্রয়-রূপ জল-সেচনের দ্বারা পুষ্ট। জড়ীয় বিষয়-সকলই বৃক্ষের পল্লব-স্থানীয়—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দাদি বিষয়-সকল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া ঐ-সকল সুকোমল পল্লবের ন্যায় মনোহর। আবার এই অশ্বত্থের কতকগুলি অবান্তর মূল অধোদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। যেমন বটবৃক্ষের আগন্তুক মূলসকল শাখা হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষকে দৃঢ় করে, তদ্রূপ ভোগজনিত রাগ-দ্বেষাদি বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকারী বলিয়া উহা সংসার-বৃক্ষকে দৃঢ় করিয়া দেয়। কর্ম্মভূমি-স্বরূপ এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুমূলে পুনঃ পুনঃ অধঃ-ঊর্দ্ধে জন্মগ্রহণের সুযোগ ঘটায়। ইহার স্বরূপ এখানে অবগত হওয়া যায় না। ইহার আদি, অন্ত বা আশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অসঙ্গ (অনাসক্তি) রূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সেই ভগবানের পরমপদরূপ নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অবস্থিত হইতে পারিলে আর এখানে আসিতে হয় না। সেই আদিপুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। সেই আদিপুরুষের

প্রপত্তিফলেই সংসারের নিবৃত্তি হইবে। প্রপত্তির উপায় বলিতেছেন,—অভিমানহীন, মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-জয়কারী, অধ্যাত্ম-তত্ত্বালোচনাকারী, কামাদি-নিবৃত্ত, সুখ-দুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত, প্রপত্তিবিধিজ্ঞ ব্যক্তিসকল সেই অব্যয় পরমপদে গমন করিতে সমর্থ হন। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর আলোকে প্রভান্বিত হইয়াই সূর্য্যাদির আলোক জগৎকে প্রকাশ করে। অতঃপর জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু কি, তাহাই বলিতেছেন,—ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজ তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকে। বায়ু যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধসকল অন্যত্র লইয়া যায়, তদ্রূপ ভোগাসক্ত জীব এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে পূর্ব্বশরীর দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল, বাসনাসকল ও ইন্দ্রিয়াদি অন্য শরীরে লইয়া যায় এবং স্থূল-শরীর প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শাদি বিষয়-সকল উপভোগ করে। মূঢ় লোকগণ এই উৎক্রান্তি, স্থিতি বা গুণান্বিত (সুখ-দুঃখ-মোহ দ্বারা অথবা ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত) হইয়া বিষয়-ভোগ করিতে থাকিলেও তাহা অনুভবে অসমর্থ; কিন্তু বিবেকী পুরুষ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ইহার স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন বলিয়া ইহাতে আসক্ত হন না। যতমান যোগীসকল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উপায় দ্বারা যত্নবান হইয়া শরীরে আত্মার অবস্থান অনুভব করিতে পারেন; আবার কেহ কেহ যত্নবান হইলেও অনির্ম্মল-চিত্তহেতু বিবেক উদয়ের অভাবে দর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে চিত্তকে বশীভূত করা অসম্ভব।

জড় জগতে চিৎ-তত্ত্ব আলোচনা কি-প্রকারে হইতে পারে, তাহা জানাইতেছেন,—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে জগৎপ্রকাশক তেজ দেখা যায়, তাহা ভগবানেরই তেজ। তিনিই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তিতে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করিয়া থাকেন—তিনিই চন্দ্ররূপে ওষধি-সকলকে পুষ্ট করেন—প্রাণীদের শরীরে জঠরানলরূপে প্রাণাপানাদি বায়ুসংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও ও চুষ্য চতুর্ব্বিধ ভোজ্যদ্রব্য পাক করেন। আবার তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই জীবের কর্ম্মানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের অপগতি হইয়া থাকে। তিনি জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানার্থ বেদ-বেদান্তাদি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনিই বেদবেদ্য ও বেদজ্ঞ।

জীব দ্বিবিধ—ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত বদ্ধজীবই ক্ষর, আর সদা একাবস্থা-যুক্ত মুক্তজীব অক্ষর। এতদুভয়ের অতীতরূপে বর্ত্তমান ঈশ্বরই উত্তম পুরুষ।

তিনি লোক-ত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের ভর্ত্তারূপে বিরাজিত। ক্ষর ও অক্ষর জীবের অতীত ও উৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাকে 'পুরুষোত্তম' বলা হয়। সুতরাং জীবগণকে কখনই পুরুষোত্তম শব্দে অভিহিত করা যায় না। ব্রহ্মবাদীর বিচার এস্থলে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত। যিনি এইপ্রকার বাদে মুগ্ধ হন না, তিনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারেন। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ হন এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানকে ভজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই পুরুষোত্তম যোগটীই গুহ্যতম যোগ। ইহার জ্ঞান লাভ হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে জীবের এই সৌভাগ্য ঘটে।

ষোড়শ অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের পরিচয় দিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে সংসার-বৃক্ষের দুইটী ফলের কথা বর্ণনা করিতেছেন। একটী ফল জীবের বন্ধক, অন্যটী মুক্তিজনক। এই জীব শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও বদ্ধ-দশায় তাহা গুণীভূত হইয়াছে। মায়ার গুণে বদ্ধ হওয়ায় জীবের প্রকৃতি দুই প্রকার হইয়াছে,—এক দৈবী প্রকৃতি, অপরটী আসুর প্রকৃতি। দৈবী প্রকৃতির জীবগণের মধ্যে ছাব্বিশটী গুণ আছে,—অভয় (ভয়শূন্যতা), সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্ত-নির্ম্মলতা), জ্ঞানযোগ, দান, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম), যজ্ঞ, তপঃ, সরলতা, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, প্রাণিগণে দয়া, অলোলুপতা (লোভ-শূন্যতা), মৃদুতা (কোমলত্ব), লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজ (তুচ্ছজন-অভিভাবকত্ব), ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানতা, এইগুলি চতুর্ব্বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীগণের—অভয়, মনের নির্ম্মলতা ও জ্ঞানযোগ (জ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা); গৃহস্থগণের—দান (ন্যায়ার্জিত অর্থের সৎপাত্রে যথাযোগ্য অর্পণ), বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম ও যজ্ঞ (বিহিত অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান); ব্রহ্মচারিগণের—বেদপাঠ; বাণপ্রস্থের—তপস্যা। ব্রাহ্মণগণের—সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি (মনের সংযম), পরনিন্দা বর্জ্জন, প্রাণিগণে দয়া, নির্লোভতা, কোমলত্ব, বিকর্ম্মে লজ্জা ও (ব্যর্থক্রিয়া-বিরহ)—এই ১২টী; ক্ষত্রিয়গণের—তেজ (তুচ্ছজনগণের অভিভাবকত্ব), ক্ষমা (সামর্থ্যসত্ত্বে নিজ-অসমান ব্যক্তির প্রতি ক্রোধের অনুদয়), ধৃতি (শরীর ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও অবসাদাভাব), বৈশ্য-গণের—শৌচ (ব্যবসায়ে মিথ্যাদি রাহিত্য), অদ্রোহ (পরহিংসার অভাব); শূদ্র-গণের—অনভিমানত্ব (নিজের পূজ্যত্ব-বুদ্ধির অভাব), বিভিন্ন বর্ণের জন্য কয়েকটি

গুণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রায় সকলগুলিই বিপ্রাদি বর্ণে দৃষ্ট হয়।

অসুর প্রকৃতির লক্ষণ—দম্ভ (ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান), দর্প (বিদ্যা-আভিজাত্যাদি-জনিত গর্ব্ব), অভিমান (নিজেকে শ্রেষ্ঠবুদ্ধি), ক্রোধ, রুক্ষভাষিত্ব এবং অজ্ঞান (কার্য্যাকার্য্য বিবেকবুদ্ধির অভাব)।

দৈবীসম্পদগুলি মোক্ষের জনক, আর আসুর সম্পৎ বন্ধনের হেতু। জগতের সৃষ্টপ্রাণীদের মধ্যে এই দুইএর একটী অবশ্য থাকিবে। অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদ জানে না। শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের আদরের বস্তু নহে। তাহারা এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, অনীশ্বর (জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই), প্রকৃতি-পুরুষসংযোগে ইহা উৎপন্ন হয় না বলিয়া থাকে। আবার কেহ বা বলিয়া থাকে, যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কর কার্য্যে প্রভাব বিস্তার করে। দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত তাদৃশ ব্যক্তিগণ অশুচি-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া (শ্মশানসেবা ও মদ্য-মাংসাদি বিষয়ক ব্রতবিশিষ্ট হইয়া) কল্পিত দেবতা-আরাধনারূপ অশাস্ত্রীয় অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-কালব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামের উপভোগকেই চরম কার্য্যরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধাদি-আবিষ্ট হইয়া অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

অজ্ঞানবশে তাহারা এইরূপ বলে,—আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম—আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইল—পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে—আমি এই শত্রুকে নাশ করিলাম, আবার অন্যান্য শত্রুকেও শীঘ্রই বিনাশ করিব—আমি ঈশ্বর—আমি সিদ্ধ—আমি বলবান—আমি সুখী—আমি সম্পন্ন—আমি কুলীন—আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি দান করিব, যাগ করিব ও স্ত্রীসম্ভোগ আদিতে আনন্দ লাভ করিব। এইরূপ অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ ব্যক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হইয়া দুঃখ পায়। স্বয়ং নিজকে শ্রেষ্ঠ অভিমানকারী, অনম্র ও ধন-মান-মদান্বিত সেই ব্যক্তিগণ দম্ভের সহিত অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের যাজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশে নিজ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-কেও বিদ্বেষ করে এবং সাধুদের গুণে দোষারোপ করে। সেই বিদ্বেষী ক্রূর

নরাধমগণ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা নিজেদের আসুর-স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে। আসুরী যোনিতে অবস্থিত হইয়া সেই মূঢ়গণ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া জন্মে জন্মে অধম গতি লাভ করিতে থাকে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যগণ শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে। তাহা হইলে পরম গতি লাভ হইবে।

যে-ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কামাচারী হয়, সে সিদ্ধি-সুখ বা পরাগতি লাভে অসমর্থ। অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থায় শাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বনীয়। শাস্ত্রবিধানোক্ত কার্য্য করাই সকলের কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-অন্তর্যামীরূপে আপনারে জানান।
"কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা" জীবের হয় জ্ঞান॥

তাৎপর্য্য এই যে, স্বতন্ত্রতাক্রমে ভগবৎসেবাবিমুখ হওয়াই বিশেষ অপরাধ ও দুর্গতিজনক। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধুসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া সংসার হইতে চিরমুক্ত হইতে পারেন ও ভগবৎ-সেবাসুখে কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড

শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ভক্তগণ অপেক্ষা ব্রজবাসী ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ব্রজ-গোপীগণ শ্রেষ্ঠ। এই ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্ত বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীরাধা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় আর কেহ নাই। তাই তিনি কৃষ্ণভক্ত-শিরোমণি। শ্রীরাধাদেবী যেমন শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ কৃষ্ণের অতীব প্রীত্যাস্পদ। কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীশ্যামকুণ্ডও শ্রীমাধবদয়িতা শ্রীরাধারাণীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সংক্ষেপ ভাগবতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎপুরাণাগমাদিষু॥
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ! তত্র রাধাভিধা মম॥ (আদিপুরাণ)
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ (পদ্মপুরাণ)

ব্রজধামে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটে নিখিল-তীর্থশ্রেষ্ঠ পরমপাবন শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড অবস্থিত। ইহা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলা-বিলাসস্থলী। এই লীলাক্ষেত্র গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্থান। তাই গৌড়ীয়-সম্রাট্ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃত গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন,—"ভজন-স্থান-মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণজন্ম-নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী-পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন?"

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিজজন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"শ্রীবৃন্দাবন শ্রীভগবানের নৈশ বিহারস্থলী, আর শ্রীরাধাকুণ্ড মাধ্যাহ্নিক বিহার ক্ষেত্র। কুণ্ডের তীরে ২৪ ঘণ্টাকাল শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণের অবস্থান। রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্ন-সময়ে লীলাকালে অন্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অনবস্থান হয়। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকুণ্ডেই অবস্থান করেন।

"চন্দ্রা, শৈব্যা, ভদ্রা প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন না। বল্লভাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনরহস্যে প্রবেশ নাই। তাঁহারা যদিও রাধার অনুগত বলিয়া বলেন, তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত তাঁহাদের বিচারের পার্থক্য আছে। যদিও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দশশ্লোকীর মধ্যে গৌড়ীয়-ভজনের অনুকরণ দেখা যায়, তথাপি তাঁহারা গৌড়ীয়ের ন্যায় রাধার একচেটিয়া সর্ব্বস্ব মধ্যাহ্নবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন না। শ্রীরূপানুগ-ভজনপদ্ধতি—শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত যে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন—'রাধার কৃষ্ণের' অনুশীলন, তাহা অন্য সম্প্রদায়ের আনুকরণিক বিচারে নাই।

"বৈকুণ্ঠ অজের অবস্থান-ক্ষেত্র বটে। কিন্তু অজ-বস্তু অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন মথুরায়। মথুরা কেবল জ্ঞানভূমি। অজ জন্মগ্রহণ করায় মানব জ্ঞানের দ্বারা অধিক বোদ্ধব্য হইয়াছেন মথুরায় বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা।

"বৃন্দাবনে গোপনে নৈশ বিহার, আর গোবর্দ্ধনে গরু চরাইবার সময় গোপীগণের সঙ্গে বিহার; এজন্য এখানে কৃষ্ণ উদারপাণি— broad-day-light এ গোপীরমণ কৃষ্ণ। আবার গোবর্দ্ধন হইতে রাধা কৃষ্ণকে লইয়া নিজস্বস্থানে শ্রীরাধাকুণ্ডে লইয়া যান মধ্যাহ্ন বিহারের জন্য। শ্রীরাধার স্বায়ত্তীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ডে। রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভজন-রহস্যের সর্ব্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আরিট গ্রামে শ্রীকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন।" শ্রীরাধা-নিজজন শ্রীল রূপপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

(উপদেশামৃত ১০)

মদীয় পরম গুরুদের ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"পরের অপকার, চৌর্য্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যরত ব্যক্তি হইতে যাঁহারা দেশের উপকার, দান, ধ্যান, তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতি করেন, যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়ের স্বার্থান্বেষী নহেন, সেইরূপ সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ; কারণ, অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির পক্ষে বাস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ সৎকর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। সৎকর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুভুক্ষু, তাঁহারা ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কাম কর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও প্রচ্ছন্নভোগী। নিজেদের অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই নানাপ্রকারে স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, দাতব্য-চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, জলছত্র স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়।

"কর্ম্মিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুভুক্ষু কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মীদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও পাছে তাহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে নিজেরা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা হইলে তাহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ ; অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন—তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন ; পরে সেই প্রভূত-সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। সুতরাং জ্ঞানীরা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির-আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের বিচার এই যে,—অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক, তখন ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইহাঁদের আশা কত ক্ষুদ্র! ইঁহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়া, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন। যে নিত্যানন্দ লাভের

আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন, তাঁহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দ লাভ হইল না!

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি-বিনে॥"

"এইজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন,—ভক্তগণ বুঝি তাঁহাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মতই ঘণ্টা নাড়ের, ঈশ্বর পূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কর্ম্মীর ভাল-মন্দ বিচার—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু ভক্তের সেবা—অধোক্ষজ সম্বন্ধিনী অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি।

"জ্ঞানী মনে করেন,—ভক্ত বুঝি তাঁহারই মত কোন অনিত্য বস্তুর,—যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, যাহার ত্রিপুটী বিনষ্ট হইবে,—সেইরূপ বস্তুরই অন্ধবিশ্বাসমূলে ভজন করেন। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাঁহার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়া অবশেষে তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী। ভগবান্ যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত-পা ছাড়া বস্তু হইবেন! আর যত নশ্বর জড়ভোগের জন্য হাত-পা, ভোগিকুলের থাকিবে—তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর রমনীয় কূলে বসিয়া ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগ করিয়া লইবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগী নহেন। যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত, তাহা ভক্তগণের নিকট ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—অগ্রাহ্য পরিত্যাজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন; শুদ্ধভক্ত তাঁহার দিকে

একবার ফিরিয়াও চান না, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-সকল কোন্ সময় শুদ্ধভক্তের সেবা করিবার সুযোগ পাইবে এই আশায় সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থ-কাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ—ভক্তগণের থুৎকারের বস্তু।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

"জ্ঞানি-যোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য। কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—তাঁহার নিকট আকাশ-কুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপস-কুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব! সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণমধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহই নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম। সেই রাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়।"

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রাকট্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—একদা শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধারাণী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলেন যে, যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটি দৈত্যবিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য-শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবা মাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

করিতে লাগিলেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী-তিথির মধ্যরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীরাধাদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র সখীগণের প্রতি বলিলেন,—"আমাকেও একটি মনোহর কুণ্ড করিতে হইবে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তজ্জন্য যত্নবতী হও।" শ্রীরাধার বাক্য শুনিয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের নিকট পশ্চিমদিকে বৃষাসুরের ক্ষুর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটি ছোট গর্ত্ত সখীগণ দেখিতে পাইলেন। সেই গর্ত্তের মৃত্তিকা আর্দ্র ও কোমল ছিল। শ্রীরাধারাণী সখীগণসহ স্বহস্তে কোমল মৃত্তিকা তুলিয়া অনতিদূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঘটিকাদ্বয়মধ্যেই একটি সুন্দর সরোবর প্রকটিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীগণসহ যে সরোবর খনন করিলেন, তাহাতে জল হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তখন তাঁহারা অভিমানভরে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপধৌতি-হেতু পাতকযুক্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলে তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণসহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থময়ী পরমপাবনী মানস-গঙ্গার জল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধা সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীরাধাদেবী ও তৎসখীগণের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থসকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—"হে দেবি! আপনার অপার মহিমার কথা কেহই জানিতে পারে না। ব্রহ্মা, শিব, এমন কি শ্রীলক্ষ্মীও আপনার মহিমা অবগত নহেন। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুখের জন্য নানাভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। হে মাধবদয়িতে! আপনি নিজগুণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার কুণ্ডে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন, আমরা আপনার কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন সার্থক করি।" শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলস্রোত তীরবেগে শ্রীরাধাসরোবরে পতিত হইয়া

কুণ্ড পূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে শ্রীমতীকে বলিলেন,—'হে রাধে! আমার কুণ্ড অপেক্ষা তোমার এই কুণ্ডের মহিমা অধিক হইবে। তোমার ন্যায় তোমার এই কুণ্ডও আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইল। অদ্য হইতে আমি প্রত্যহ এই কুণ্ডে স্নান করিব।" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাদেবীও বলিলেন,—"হে মাধব! আমিও প্রত্যহ সখীগণের সহিত এই শ্যামকুণ্ডে স্নান করিব। যে-ব্যক্তি ভক্তির সহিত শ্যামকুণ্ডে স্নান করিবে অথবা বাস করিবে, সে আমার অতি প্রিয় হইবে।" এইরূপ শ্রীকুণ্ডদ্বয় শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রিয় ও নিত্য-বিহারস্থলী হইল।

কুণ্ডদ্বয়ের এই প্রকটবার্ত্তা জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৬।১৫ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর কালক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া পড়িলে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক তথায় শুভাগমন করিয়া সেই তীর্থদ্বয় প্রকাশ করেন। যে-স্থলে কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র সেই দেশের অধিপতি হইয়া সেই স্থানের নাম 'অরিষ্ট' রাখিয়াছিলেন। সেই অরিষ্ট হইতেই গ্রামের নাম 'আরিট্' হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তথায় রাধাকুণ্ড প্রকাশ করার পর সেই আরিট্-গ্রামের 'রাধাকুণ্ড' নাম হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজে বন-ভ্রমণ করিতে করিতে আরিট-গ্রামে আগমনপূর্ব্বক আরিট-গ্রামবাসী জনগণকে লুপ্ত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্ত তীর্থদ্বয়ের নির্দ্দেশ দিতে পারিলেন না; এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে মাথুর বিপ্র ছিলেন, তিনিও সে-সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব লুপ্ত তীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড তথায় দুইটী ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের স্বল্পজলে স্নানপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডকে নানা-প্রকারের স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসিগণ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় রক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা এই মহাপুরুষের কৃপায় ইহাদের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট্' গ্রামে আসি, বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী'॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জল কেলি করে, তীরে রাসরঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের মাধুরি—যেন রাধার মাধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা—যেন রাধার মহিমা॥
শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈগুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥
এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্যদ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥ (মধ্য ৮।৩-১৪)

একদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। কোন এক শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণকে বহুসংখ্যক

স্বর্ণমুদ্রা প্রণামি প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন, "তুমি এই অর্থগুলি ব্রজস্থ আরিট্ গ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি প্রদান কর। যদি তিনি অর্থগুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রজস্থ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।" উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয় এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিট্ গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে প্রণাম-সহকারে উক্ত মুদ্রা-সমূহ ভেট দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞা তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে প্রশংসা করিয়া অনতিবিলম্বে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয় মহানন্দে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সংস্কার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীকুণ্ডদ্বয় নির্ম্মল জলে পূর্ণ হইল। কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ হইতে দেখিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু পরমানন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড তখন হইতে একটু বক্র আছে। ইহার কারণ এই যে,—শ্যামকুণ্ডের তীরে একটী বিশেষ পুরাতন বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। সকলেই এই বৃক্ষটি ছেদন করিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিক সমান করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বরাত্রে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট স্বপ্নযোগে মহারাজ যুধিষ্ঠির জানাইলেন যে, তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা কুণ্ডতীরে বাস করিবার জন্য তথায় বৃক্ষরূপে আছেন। শ্রীল গোস্বামী প্রভু যেন পরদিবস প্রাতঃকালে কুণ্ডতীরে গমনপূর্ব্বক পঞ্চবৃক্ষ প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। শ্রীল গোস্বামীপাদ পরদিন প্রাতঃকালে কুণ্ডতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই পুরাতন বৃক্ষটিতে ক্রমানুসারে পঞ্চবৃক্ষ সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে নিষেধ করিলেন। বৃক্ষটি ছেদন না করায় শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীশ্যামসুন্দরেরই ন্যায় বক্রাকৃতি রহিল।

বর্ত্তমান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে গোস্বামীপাদগণের ভজনস্থলী প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ঘাট আছে। প্রত্যহ বহু সজ্জনব্যক্তি শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই শ্রীকুণ্ডই নিত্যকাল আমাদের আশ্রয়স্থল হউক, ইহাই গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীচরণে মাদৃশ কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা। শ্রীকুণ্ড সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্ত শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নিত্য নিত্যং ভজে ॥ (স্তবাবলী)

পুষ্পবিকাশের পরিপক্কাবস্থাতে মকরন্দ (পুষ্পমধু) যেরূপ পুষ্প হইতে স্বতঃই গলিত হয়, তদ্রূপ দুষ্ট অরিষ্টাসুরের বধান্তে যে কুণ্ড স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, শ্রীরাধিকা অতি প্রিয়জ্ঞানে স্নানাদির সুবিধার জন্য যাঁহাকে সোপানদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেয়সী 'শ্রীরাধার কুণ্ড আমার অতিপ্রিয়' এই জ্ঞানে যেন শ্রীরাধাকুণ্ডকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সেই বিস্তৃত অরিষ্টনামক ইষ্ট সরোবরকে (শ্রীশ্যামকুণ্ডকে) প্রাপ্ত হইয়া আমি নিত্যই ভজনা করি।

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ী কিং তাবদন্যৎ স্থলম্।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক-প্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥ (স্তবাবলী)

অন্যস্থান ত দূরের কথা, এমন কি সুরম্য বৃন্দাবিপিন, পরমসুন্দর গোবর্দ্ধন এবং রসময়ী রাসস্থলীও যাঁহার তুল্য হইতে পারে না, রাধার ন্যায় মুকুন্দের সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

সংসারী ভক্ত

বিষণ্ণ-বদনে, ভক্ত একজন, গুরুরে ডাকিয়া কয়।
"কহ গুরুদেব ! সংসারে থাকিয়া, কেমনে ভকতি হয়॥
কেমনে হইবে, হরিগুণ-গান, কেমনে স্মরিব গুরু।
কেমনে পূজিব, প্রভুরে আমার, মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু॥
মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যত, সকল মায়ার জাল।
কামনা গৌরব, বাসনা বিভব, সবই ভব-জঞ্জাল॥
লও ধন-জন, খুসী মত তব, নাহি প্রয়োজন ধনে।
ধন-জন দিয়ে, ভুলাবে আমারে, কৃষ্ণনাম নাহি হ'বে॥

কি কারণে হেথা, রেখেছ আমারে, বাঁধিয়া মায়ার ডোরে।
দাও গো নিষ্কৃতি, সংসার হইতে, তোমার চরণ 'পরে ॥"
এ সব শুনিয়া, শিষ্যেরে কহিলা, গুরুদেব শান্তমতি।
"হে মোর ভক্ত, শুন এবে কহি, ধর্ম্মতত্ত্ব সার অতি ॥
সংসারে বিরক্তি, হ'য়েছে তোমার, বুঝিলাম ভালভাবে।
সময় হইলে, সংসার ত্যজিবে, নাহি প্রয়োজন এবে ॥
এ ভব-সংসারে, মায়া-কারাগারে, মায়ার কিঙ্কর ডোবে।
কৃষ্ণের কিঙ্কর, কৃষ্ণের সংসারে, ভকত-প্রেমিক হ'বে ॥
কৃষ্ণের সংসার, কৃষ্ণেরে সঁপিয়া, পাইবে পরম সুখ।
দূরে যাবে ভয়, সংসার-ভাবনা, নাশিবে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
এইরূপে সদা, গুরুরে বন্দিয়া, গুরুর আদেশ-মতে।
কৃষ্ণনাম জপ, কৃষ্ণ-গুণ গাহ, চলিও ভকতি-পথে ॥"
গুরুদেব হেসে, ক'ন পরিশেষে,—"লহ আশীর্ব্বাদ মম।
ভজিতে ভজিতে, কৃষ্ণেরে পাইবে, হ'বে তৃপ্ত মোর সম ॥"

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী
গোলোকগঞ্জ (আসাম)

পরম-ধর্ম্ম

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া দেখা যায়, ১।১।২ শ্লোকের প্রথমপাদের তৃতীয় চরণে 'ধর্ম্ম'-শব্দের বিশেষণরূপে 'পরম'-শব্দটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে 'ধর্ম্ম'-শব্দটী বহু বিশেষণে বিশেষিত হইলেও ধর্ম্মটী যে কিরূপ, এই বিষয়ের নিরূপণকল্পে শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস লিখিয়াছেন, —"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।" অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে কপটতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম ধর্ম্মের কথা এই গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আমাদের 'পরম' ও 'ধর্ম্ম'-শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ উপলব্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অভিধানে 'পরম'-শব্দের শ্রেষ্ঠ, মহৎ, আদ্য, প্রকৃত ও শেষ প্রভৃতি অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে এবং 'ধর্ম্ম'-শব্দে প্রত্যেক বস্তুর 'স্বভাব' বা শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। সুতরাং এখন আমরা 'ধর্ম্ম'-শব্দে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য বা প্রত্যেক বস্তুর স্বভাবকে গ্রহণ করিয়া এই প্রবন্ধ আলোচনা করিব।

জলের তরলতা, প্রস্তরের কঠিনতা, বরফের শীতলতা, অগ্নির দাহিকা-শক্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর যে যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকে তত্তৎ বস্তুর ধর্ম্ম বলা হইলেও ঐ ঐ ধর্ম্মকে 'পরম'-বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করা যায় না। কারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জলের তরলতাকে কঠিনতায় আনা যায়, যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তরসমূহকে ধূলিতে পরিণত করিয়া রস-সংযোগেও দ্রবীভূত করা যায়। এইরূপে জড় বস্তু-সমূহকে ঈশ্বর-দত্ত বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তরিত করা গেলেও 'পরম'-শব্দযোগে যে ধর্ম্মের কথা আলোচিত হইতেছে, তাহাকে কখনও কেহ কোনওপ্রকারে রূপান্তরিত করিতে পারেন না, পারিতেছেন না এবং পারিবেন না। যেহেতু ইহা নিত্য, শাশ্বত, অব্যয়, অক্ষয়, অচিন্ত্য, অসমোর্দ্ধ, অনাদি এবং আদি ধর্ম্ম। 'পরম'-শব্দটী যেখানে সেখানে সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না; যেহেতু ইহা শ্রেষ্ঠ, মহৎ, প্রকৃত, আদ্য ও শেষ প্রভৃতি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব পরমধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু পরে আমরা আলোচনা করিব। বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহুবিধ অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এ-স্থলে শাস্ত্র কি, বা কোন্ কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ শাস্ত্র বলিয়া কথিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়; নচেৎ যে-কোনও পুস্তকে লিখিত বিষয়-বস্তুকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মাধ্বভাষ্য-ধৃত স্কান্দ-বচনে পাওয়া যায়,—

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূল-রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্য-গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

অর্থাৎ চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূল-রামায়ণ এবং ইহাদের অনুকূলে যে-সকল গ্রন্থ, তাহা 'শাস্ত্র'-নামে অভিহিত। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পুস্তক-সমূহ শাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত নহে, তাহা কুবর্ত্ম-বিশেষ। উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ-কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত ভক্তি-সিদ্ধান্তসমূহকে 'ধর্ম্ম' বলা হয়। উক্ত গ্রন্থসমূহে আবার

কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী ও প্রাকৃত ভক্তগণের এবং মিশ্রভেদে কর্ম্মমিশ্রা প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে নিরাস করত 'পরম'-শব্দের যোগে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা বাস্তব-ধর্ম্ম, আদি-ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহার অগ্রে আর কোন ধর্ম্ম ছিল না, এবং প্রাকৃত কাল সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান বলিয়া ইহা অনাদি-ধর্ম্ম।

শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের টীকায় বলিয়াছেন যে,—'কেবলং ঈশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মঃ।' পরম-পুরুষ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যদি অনাদি এবং আদি হন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মই বা আদি হইবে না কেন? আদিগুরু ব্রহ্মাও তাঁহার স্বকৃত সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রঃ সং ৫।১)

উক্ত শ্লোকেও পিতামহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক 'পরম'-শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। 'পরম'-শব্দ গ্রহণের হেতু এই যে,—কৃষ্ণই পরমেশ্বর। উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"যৎ পরংব্রহ্ম' সর্ব্বতোঽপি সর্ব্বস্যাপি বৃংহণং বস্তু তৎ বৃহত্তমম্॥" বৃহদ্গৌতমীয়ে বলিয়াছেন,—"কৃষি-শব্দো হি সত্তার্থো 'ণ'শ্চানন্দ-স্বরূপকঃ। সত্তা-স্বানন্দয়োর্যোগাৎ তৎ পরংব্রহ্ম চোচ্যতে॥" এইরূপ বহু শাস্ত্রে ঈশ্বর কৃষ্ণই যে পরমব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে ভাগবতে—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্, যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।" তাপনী-শ্রুতিতে, —"যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ।" 'পরমঃ'—পরাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ বর্ত্ততে।" সুতরাং সিদ্ধান্ততঃ জানা যায় যে, ঈশ্বর যখন পরম, তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায়াবলম্বন, তাহাও পরম।

ঈশ্বর যদি বেদ্য ও বাস্তব বস্তু—একমাত্র নিত্য জ্ঞেয় বস্তু হইলেন, তাহা হইলে তৎপ্রণীত ধর্ম্মও নিত্য ও বাস্তব হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বর পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন, পরেও থাকিবেন; সুতরাং তিনি আদি, অনাদি ও শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। মহাপ্রলয়ে একমাত্র তিনিই অবশেষ থাকেন, এই কারণে পরম-ধর্ম্মকে শেষ-ধর্ম্মও বলা চলে। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের সারার্থদর্শিনী-টীকাকার শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ১।১।২ শ্লোকের টীকায় 'পরম'-শব্দে বলিয়াছেন,—"পরম ইতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বেন সর্ব্ব-সুকরত্বেন ফলপ্রাপ্তাবপ্যহেয়ত্বেন চ শুদ্ধ-ভক্তিযোগে এব

উক্ত ইত্যভিধেয়-তত্ত্বং বিশিষ্য দর্শিতম্। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম' ইত্যগ্রিমোক্তেরত্র পুংমাত্রস্যৈবাধিকারিত্বং জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বসুকরত্ব-হেতু ইহার ফলপ্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত হেয়ত্বের কোনও সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে স্বতঃই শুদ্ধ-ভক্তিযোগের কথা পরিস্ফুট হয়। ইহা একমাত্র মনুষ্যগণের ধর্ম্ম বলিয়া পরম-ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদও ভাবার্থদীপিকা-টীকায় বলিয়াছেন,—"পরমত্বে হেতুঃ —প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ, 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন যে, "প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্ স ইতি সকাম-কর্ম্মযোগ ব্যাবৃত্তঃ।" 'প্র'শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত ইতি। নিষ্কাম-কর্ম্ম-শমদমাদ্যঙ্গ-জ্ঞানযোগাষ্টাঙ্গ-যোগাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ।" অর্থাৎ পরমত্বের কারণ এই যে, প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত-ফলাভিসন্ধি-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মকে পরম-ধর্ম্ম বলিয়াছেন। কারণ 'প্রোজ্ঝিত'-শব্দে 'প্র' উপসর্গ-যোগে মোক্ষাভিসন্ধি প্রভৃতি নিরাস করিয়াছেন। তজ্জন্য মোক্ষাভিসন্ধি-রহিত ধর্ম্মকে পরম-ধর্ম্ম বলিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, সকাম-কর্ম্মযোগাদি, নিষ্কাম কর্ম্ম, শম-দমাদিযুক্ত জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গ-যোগাদিকেও নিরাস করা হইয়াছে। এইজন্যই সাত্বত-সংহিতা-প্রণেতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-ঋষি আত্মধর্ম্ম, ভগবদ্ধর্ম্ম বা মনুষ্যমাত্রের ধর্ম্মকে 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনাদিকাল হইতে পুঞ্জীভূত বিষয়-বাসনারূপ আবিলতার দ্বারা মলিনীকৃত চিত্ত-দর্পণকে পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য শ্রদ্ধাসহকারে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু-কর্ণধারের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক আত্মধর্ম্ম, ভগবদ্ধর্ম্ম বা মনুষ্যমাত্রের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম্মের অনুশীলন-তৎপর হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইল মৃত-পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫৭)

পুরাকালে সিন্ধিয়া-রাজ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পূর্ব্ব-জন্মের পাপ-হেতু তিনি দারুণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার কুষ্ঠ-গলিত অঙ্গে সর্ব্বদা কীড়া দংশন করিত; সেই অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহই তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোনপ্রকার ঘৃণা না করিয়া পরম যত্নের সহিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির কায়-মনো-বাক্যে সেবা করিতেন। স্বয়ং গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করত কোন-প্রকারে শাক-অন্ন রন্ধন করিয়া পতির তৃপ্তিসাধন করিতেন। প্রত্যহ স্বামীকে মস্তকে লইয়া নিকটস্থ নদীতে যাইয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসিতেন।

এইরূপ কিছুকাল গত হইলে, সেই দেশের রাজবাড়ীতে একটী বড় ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ উচ্চপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, রাজভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য সোণা, হীরা, মণি, মতি, রত্নহার, লক্ষকোটী টাকার দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করে। ডাকাতদল পলায়নকালে রাজপ্রহরীগণ জাগ্রত হয় এবং নানাঅস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া দস্যুদলের পশ্চাদ্ধাবন করে। দস্যুদল রাজ-ভয়ে ভীত হইয়া নিকটস্থ এক ঘোর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজসিপাহীরা তাহা জানিতে পারিয়া বিপুল সৈন্যসহ ঐ অরণ্য অবরোধ করিল। এই অবস্থা দর্শনে দস্যুপতি মহাবিভ্রাটে পড়িল।

সেই অরণ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ-তলে প্রসিদ্ধ যোগীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মাণ্ডব্যমুনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার কিছু বাহ্যস্মৃতি ছিল না। মহাচতুর দস্যুরাজ পলাইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া বুদ্ধিমত্তার সহিত কতক ধন-রত্ন ঐ মুনির যোগাসনের চতুর্দ্দিকে লুকাইয়া রাখিল। রাজ-প্রহরীরা অন্বেষণ করিতে করিতে যোগীর যোগাসনের চতুর্দ্দিকে অপহৃত ধন-রত্ন দেখিয়া বিচার করিল,—এই যোগী ভণ্ড। ইহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া রাজসভায় লইয়া চল। সেনাপতির আদেশে তাহারা তাহাই করিল। সিপাহীরা চলিয়া গেলে ডাকাতের দল এই সুযোগে পলায়ন করিল।

এদিকে বহুমূল্য রত্নাদির অপহরণ সংবাদ পাইয়া রাজা ও রাজ-মহিষী বিষম চিন্তা করিতেছেন, এমতসময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সিপাহীরা রাজাকে সংবাদ দিল,—মহারাজ, চোর ধৃত হইয়াছে, এখন কি করা যায়? রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া তখন আদেশ দিলেন,—চোরকে এখনই শূলে চড়াও। তখন গভীর রাত্রি, রাজা ও রাণী পুনরায় শয়ন করিলেন। শূলে যোগীকে চড়ানো হইল বটে, কিন্তু শূল গুহ্যদ্বারে অল্প একটু বিদ্ধ হইয়া আর নিম্নে গমন করিল না; যোগী সেই

শূলের উপরিভাগে ধ্যানানন্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা দেখিতে পাইলেন,—কি সর্ব্বনাশ! মাণ্ডব্যমুনি শূলের উপর বসিয়া আছেন! রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের দারুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল যে, ধ্যানভঙ্গ হইলে মুনি তাঁহার স্বীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজ্যশুদ্ধ সকলকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। রাজা ও রাজমহিষী করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ঠাকুর! আমাদের এই অজ্ঞাত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। রাজা দস্যু-দলপতির চতুরতা বুঝিতে পারিলেন। আর উপায় নাই! রাজ্য-শুদ্ধ রাজা-প্রজা সকলেই কাতর ক্রন্দনে মুনির নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে সেই দিবস কুষ্ঠী-বিপ্রের পত্নী স্বামীকে মস্তকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি নদীর অপর তীরে একটী বৃহৎ অট্টালিকার উপরে লক্ষহীরা-নাম্নী একটী বেশ্যাকে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার আলু-লায়িত কুঞ্চিত কেশগুলি রৌদ্রে শুকাইতেছিল। দূর হইতে কুষ্ঠী-বিপ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মদন-জ্বরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি দিবসের পর দিবস ঐ রমণীর চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ আরও শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরের দুঃখ সম্বন্ধে সাধ্বী পত্নী জিজ্ঞাসা করায় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভিতরের সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন। যে-অবধি আমি স্নানের সময় ঐ সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই তাহার বিরহে আমার এই দারুণ অশান্তির উদয় হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী স্বামীর মনোভীষ্ট পূরণের জন্য প্রত্যহ গভীর নিশীথে ঐ বেশ্যার গৃহে গমন করিয়া পথ, ঘাট মার্জ্জনা করিয়া রাখিতেন। লক্ষহীরা প্রত্যহ তাহার ঘর বাড়ী কে পরিষ্কার করিয়া যায়, তাহার কোন সন্ধান পাইল না। একদিবস সহচরী-সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল; যখন বিপ্রপত্নী ঝাড়ু দিতেছেন, তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষহীরা রমণীকে বলিল,—মা! আপনি কে? কেন এরূপ অসময়ে আসিয়া আমার বাড়ী ঝাড়ু দেন? তখন কাতর-কণ্ঠে পতিব্রতা কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সেই বারনারী অগত্যা ব্রাহ্মণ-পত্নীর এই অনুরোধ স্বীকার করিল।

পরদিবস অপরাহ্ণ-সময়ে স্বামীকে মস্তকে করিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী লক্ষহীরার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন দারুণ পিপাসায় ব্রাহ্মণ 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। লক্ষহীরা একটি স্বর্ণ-কলসে এবং অপর একটি মাটির

কলসীতে জল রাখিয়া বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—প্রভো! আপনি কোন্ কলসীর জল পান করিতে ইচ্ছা করেন? মাটীর, না—সোণার কলসীর জল? তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সোণার কলসীর জলে কি পিপাসা মিটে, আমি মেটে-কলসীরই জল পান করিব। তখন বুদ্ধিমতী বেশ্যা কহিল,—তবে কেন আপনি সুবর্ণ কলসীর জলে মজিলেন? আমার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণ-সাধুসজ্জন গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হন। সতীসাধ্বীরূপ পবিত্র মেটে-কলসীর জলই আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিবে। লক্ষহীরার এই বাক্যে কুষ্ঠীবিপ্রের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বলিলেন,—মাতঃ! আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি আর কখনও এইরূপ পাপ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিব না। পূর্ব্বজন্মের অন্যায় কর্ম্মের জন্যই আমি এজীবনে বিষম যাতনা ভোগ করিতেছি।

সেই সতী-সাধ্বী স্বামীকে পুনরায় তাঁহার মস্তকের উপর তুলিয়া লইয়া গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না। ত্বরিতপদে সাধ্বীপত্নী কুষ্ঠীবিপ্রকে মস্তকে লইয়া যে গ্রামের একপ্রান্তে মাণ্ডব্য-মুনির শূল হইয়াছে সেই পথ দিয়াই যাইতেছেন। দৈবাৎ সেই মুনির সহিত কুষ্ঠীবিপ্রের গাত্র সংস্পৃষ্ট হওয়ায় তিনি ধ্যানভঙ্গে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—কে আমায় অপবিত্রভাবে স্পর্শ করিল? রাত্র প্রভাতেই তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। কুষ্ঠীবিপ্রের সতীসাধ্বী পতিব্রতা পত্নী এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিতা হইয়া বলিলেন,—অকারণে যেমন আপনি আমার পতিকে শাপ প্রদান করিলেন, আমিও বলিতেছি,—যদি আমি কায়-মনো-বাক্যে পতির সেবা করিয়া থাকি, তবে যেন এ-রাত্রি আর প্রভাত না হয়। এই বলিয়া বিপ্রপত্নী গৃহে চলিয়া গেলেন।

এদিকে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে রাজা এবং রাজমহিষীর কাতর প্রার্থনায় যোগীবরের কৃপা হইল। মুনি চিন্তা করিলেন,—আমি ত জন্মে কখনও পাপকার্য্য করি নাই, তবে কেন আমার শূল হইল? তিনি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া যোগবলে যমালয়ে গমন করিলেন। যমরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মুনির পশ্চাৎদেশে শূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

যোগীবর শ্রীযমরাজকে অনুরোধ করিলেন,—আপনি খাতা খুলিয়া দেখুন, আমার কি-পাপে এই শূল হইল? শ্রীযমরাজ তখন চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখত এ-ব্রাহ্মণের কি পাপ আছে? দিবারাত্র খাতা খুঁজিয়া দেখিয়াও কোন সন্ধান না পাইয়া চিত্রগুপ্তের মুখ ম্লান হইয়া গেল। পরিশেষে তিনি

দেখিলেন, খাতার এক কোণে লেখা আছে,—মুনিবর পঞ্চমবর্ষ-বয়সে বালক-সুলভ চপলতায় একটী পতঙ্গকে ধরিয়া তাহার গুহ্যদেশে একটী ছোট শলাকা প্রবেশ করাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেই পাপে এই দণ্ড হইয়াছে। মুনিবর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—এই লঘুপাপে কেন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হইল? আমার যাহা হইবার তাহা হইল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, পঞ্চমবর্ষীয় অজ্ঞান শিশুর কোন কৃত পাপ যেন আপনি খাতায় না লিখেন। যোগী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কালক্রমে ভোগকালের ক্ষয়হেতু যোগীর শূল আপনা হইতেই খসিয়া পড়িল।

এদিকে সতীর শাপে আর রাত্রি প্রভাত হয় না; যাগ-যজ্ঞ সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। আহুতি-অভাবে দেববৃন্দ আর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারেন না। সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গেল—রাত্রি আর যে প্রভাত হয় না! তখন অকালে সৃষ্টি লোপের আশঙ্কা দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজন কুষ্ঠীবিপ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—মাতঃ! রাত্র প্রভাত হইবার জন্য আদেশ করুন। আপনার স্বামী মৃত হইলে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিব। রাত্রি প্রভাত না হইলে যে সব সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়! দেবতাদের প্রার্থনায় সতী তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রি যেমন প্রভাত হইল, অমনি ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তাগণ অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণকে পুনরায় জীবিত করিলেন। ব্রাহ্মণের দারুণ কুষ্ঠরোগ দূর হইল এবং তিনি দিব্যকান্তি লাভ করিলেন। এই ব্যাপারে সকলেই পতিব্রতার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

পতিব্রতা রমণীগণের সেশ্বর-নৈতিক চিন্তা ও ব্যবহার কি-প্রকার হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী প্রভৃতি উদাহরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। এই উপাখ্যানটী আদিত্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও পদ্ম-পুরাণে উল্লিখিত আছে। ইহার দ্বারা পতিব্রতা রমণীগণকে পতিব্রতা-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পতি যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য,—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করা। স্বামীরও কর্ত্তব্য,—তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম রক্ষা করা। পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য সুরক্ষিত হয়। পাপকার্য্যে লিপ্ত হওয়া সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের পক্ষে অনেক সময়ে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবহার হইলেও, ধর্ম্মের প্রতি বা ঈশ্বরের সেবাসুখ-বাঞ্ছার প্রতি লক্ষ্য থকিলে ঐপ্রকার কুপ্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি-বিধানই সদাচারী বা দুরাচারী সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পশ্চিম-ভারতীয় প্রচার-কেন্দ্র শ্রীমথুরা-ধামান্তর্গত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৬২, ইং ৩রা নভেম্বর ১৯৫৬, শনিবার অন্নকূট দিবসে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদ তদীয় আরাধ্য বস্তু **শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর** অর্চ্চা-



বিগ্রহের সেবা-প্রকাশ করিয়া তদনুগজন ও জগদ্বাসীকে সেবা-সুযোগ দান করত পরম কৃপার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, আশ্রয়-বিগ্রহের অনুপম প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই বিগ্রহদ্বয় স্বকীয় অনুপম প্রেমময় তনু প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের দর্শন এতই চমৎকার, এতই মধুর যে, দর্শনকারী প্রত্যেকে দর্শন করামাত্রই শতমুখে এই প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তির প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাদের দর্শন মাত্রেই মনে হয়, যাবতীয় কমনীয়তা, যাবতীয় লাবণ্যরাশি তনু-নয়নের প্রেমময় ভাবভঙ্গীসহ যেন অসঙ্কোচে ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য কৃপা করিতেছেন। এমন কি, শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের আলেখ্য দর্শন করিয়াও সকলে উক্ত প্রকার উক্তি প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ভক্তগণের আনন্দ বিধানার্থ উক্ত শ্রীবিগ্রহদ্বয় ও শ্রীগৌর-গোপাল বিজয়-বিগ্রহের আলেখ্য প্রকাশ করিলাম।

বলা বাহুল্য, এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী প্রভুর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক অভিষেক, অর্চ্চনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসীবর্গ উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের বিশাল মূর্ত্তি শ্রীগর্ভমন্দিরে অতিকষ্টে নীত হইলে আচার্য্যদেব স্বয়ং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জীউর শ্রীমূর্ত্তি শ্বেত-শৈলীমূর্ত্তি বিধায় শ্রীল আচার্য্যদেব একটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীবিগ্রহের তত্ত্ব জ্ঞাপন করেন। শ্লোকটী এই,—রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তি-র্বিলোপিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥ অর্থাৎ রাধা-বিরহে (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার চিন্তায় নিমগ্নহেতু যাঁহার কৃষ্ণকান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, আমি সেই রাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি। শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রাগভূষণ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করত শুভানুষ্ঠানের সজীবতা রক্ষা করেন। যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তনাদি-সহ উৎসব অতীব আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

তদুপরি শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব একই কালে উপস্থিত থাকায় শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত হল ঘরটীতে উক্ত শ্রীশ্রীবিগ্রহগণ ও শ্রীশ্রীগিরিরাজের সম্মুখে লাড্ডু, পুরী, কচুরী, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, খেচরান্নাদি স্তূপীকৃত করিয়া অন্যূন দুইশত চৌষট্টি (২৬৪) প্রকারের নানাবিধ উত্তম উত্তম সামগ্রী শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদন করা হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমথুরাধামস্থ উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকেই সমাগত হন। কলেজের প্রফেসর, স্কুলের শিক্ষক ও আইনজীবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানে শুভাগমন করেন এবং শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের সহিত বহুক্ষণ ধর্ম্মালোচনা করত বিগ্রহাদি দর্শনান্তে মহা-প্রসাদ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা সমিতির এই সাধুচেষ্টা ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তারলাভ করুক বলিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণকাল হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত ব্যক্তিগণকে ও ন্যূনাধিক এক-সহস্র কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সর্ব্বমোট তিনসহস্র ব্যক্তি এতদুপলক্ষে প্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই বিরাট অনুষ্ঠানে শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ দাস (ম্যানেজার), Rtd. Captain পরাচান্দ, শ্রীযুত মলকরাজ বর্ম্মা (S. D. O., M. E. S.), পণ্ডিত শ্রীযুত বংশীধর চতুর্ব্বেদী (সাহিত্যাচার্য্য) প্রভৃতি মথুরাবাসী ব্যক্তিগণের কায়িক-বাচিক

সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। আর্থিক সাহায্যকারীগণের মধ্যে পূর্ব্বচকের গিরীশবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বোপরি নাম-প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরুষ ও মহিলা-ভক্তগণের নাম স্মরণ না করিলে এবং মেদিনীপুর-জেলার কল্যাণপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্তা কমলাবালা দেবীর নাম সর্ব্বতোভাবে উল্লেখ না করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃতজ্ঞতার হানি হইবে। ইঁহারা শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার সেবাপূজা, বস্ত্রাভরণ, অলঙ্কারাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া দানের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী মহোদয়ও এবার শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি ও একটী বৃহৎ ঘণ্টা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীদ্বারকা-ধাম পরিক্রমা

বন্যাবিপ্লাবিত বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ দেশবাসী যখন অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়ার বিক্রমে দিশাহারা হইয়া ত্রাণকার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখনও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অভয়শরণ সর্ব্বমূলাধার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবা স্থগিত রাখার পক্ষপাতী না হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীগণকে কার্ত্তিকব্রত বা ঊর্জ্জব্রত-পালনমুখে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীদ্বারকাধাম ও অন্যান্য কতিপয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান দর্শন করাইয়া পরমপবিত্রতা লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ধাম পরিক্রমাকে পাদসেবনাখ্য ভক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট এই তীর্থ পরিক্রমণাদি ভক্ত্যঙ্গ আমোদ-প্রমোদরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিগণ ইহাকে দেশভ্রমণ ও বায়ু পরিবর্ত্তনাত্মক ভোগবিলাসরূপে গ্রহণ না করিয়া শ্রীহরির সেবারূপে বিচার করিয়া সর্ব্বকালের কর্ত্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন। মায়াদেবী চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলেও তাঁহার প্রভুর পাদপদ্ম সেবাকামীগণের সেবাকার্য্যে তিনি সহযোগিতা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে বন্যা-ভীতি উপস্থিত হইলেও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ কোথাও কোনপ্রকার অসুবিধায় পতিত হন নাই। পরিক্রমাকালে তাঁহারা প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ ও ভোগারাত্রিকাদি দর্শন করিয়াছেন। তবে এ-বৎসর বহু তীর্থস্থান দর্শন হইয়াছে বলিয়া যাত্রীগণকে অধিক দিবস রেলগাড়ীতেই অবস্থান করিতে হইয়াছে।

ভক্তগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবৎসরও রিজার্ভ গাড়ীযোগে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা গত ৩১শে আশ্বিন ১৩৬৩, ইং ১৭।১০।৫৬ বুধবার দিবসে দিবা ১-৩০ মিনিটে ৩২৭ নং আপ ট্রেনে যাত্রা করেন। তাঁহারা যথাক্রমে মন্দার, গয়া, কাশী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর, (দিল্লী) প্রভৃতি দর্শনাদি করিয়া শ্রীধাম মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ২৫।১০।৫৬ তারিখে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে বাসযোগে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সমাপন করিয়া ১৩।১১।৫৬ তারিখে জয়পুর, পুষ্কর, সাবিত্রী তীর্থ দর্শন করত ১৭।১১।৫৬ তারিখে শ্রীদ্বারকা-ধামে উপস্থিত হন; তথা হইতে ১৮।১১।৫৬ তারিখে বেট দ্বারকা দর্শন করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন এবং গত ৬ অগ্রহায়ণ, ইং ২২ নভেম্বর বৃহস্পতি-বার দিবস দিবা ১০-১৫ মিনিট সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিম্নে বিস্তৃত বিবরণসহ পরিক্রমা-পঞ্জী প্রদত্ত হইল :—

পরিক্রমা পঞ্জী

১৭।১০।৫৬—**হাওড়া ষ্টেশন** হইতে দিবা ১-৩০ মিনিটে ৩২৭ নং আপ ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা।

১৮।১০।৫৬—প্রাতে **মন্দার হিল** ষ্টেশনে উপস্থিতি। ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীমন্দার পর্ব্বত ও শ্রীমধুসূদনদেবের মন্দির দর্শন। যাত্রীগণ ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত **শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ** দর্শন করিয়া এবং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ও শ্রীচৈতন্যদেবের শুভবিজয়-স্মৃতি বহন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন। দেবাসুর-কর্ত্তৃক সমুদ্র মন্থনের দণ্ডস্বরূপ এবং মধুসূদনদেবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র এই মন্দার পর্ব্বত দর্শন করিয়া ভক্তগণ ষ্টেশনের সন্নিকট উপস্থিত হন। মধুসূদন বিগ্রহ পর্ব্বতোপরিস্থ মন্দির হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অধুনা ষ্টেশনের সমীপস্থ একটী সুন্দর মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। যাত্রীগণ তথায় গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। তৎপর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া প্রসাদ সেবান্তে পুনরায় রিজার্ভ গাড়ীতে বসিয়া গয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়া মধ্যরাত্রে গয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন।

১৯।১০।৫৬—প্রাতঃকাল হইতে **শ্রীগয়াধামে** ফল্গুনদীতে স্নানাদি ও শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দর্শন ও পূজন। তৎপর দিবা ২-৩৪ মিঃ ট্রেণে কাশী যাত্রা এবং রাত্রিভাগে বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিতি।

২০।১০।৫৬—প্রাতে **শ্রীশ্রীকাশীধামে** দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা-স্নানান্তে শ্রীশ্রী-

বিশ্বেশ্বর মন্দিরে দর্শন, পূজা, অন্নপূর্ণা দর্শন এবং ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বিন্দু-মাধব দর্শন। ষ্টেশনে প্রসাদ সেবনান্তে অযোধ্যা অভিমুখে ডুন-এক্সপ্রেস গাড়ীতে যাত্রা। অপরাহ্ণে অযোধ্যাধামে উপস্থিতি এবং সরযূ নদীতে জলস্পর্শান্তে হনুমান-গড় ও শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান প্রভৃতি দর্শন। রাত্রে নৈমিষারণ্য অভিমুখে যাত্রা।

২১।১০।৫৬—প্রাতে **নৈমিষারণ্যে** উপস্থিতি ও পরিক্রমা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট এই স্থানটী পরম আদরের। এই স্থান হইতেই শ্রীশ্রীব্যাস-দেব শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা শুকদেব ও সূতগোস্বামী পরম্পরায় জগতে প্রকাশ করেন। এখানে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপরমহংস গৌড়ীয় মঠ অবস্থিত। যাত্রীগণ উক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ব্যাসগাদী ও সূতগোস্বামীর গাদী ও ভজনটিলা প্রভৃতি দর্শন করেন। চক্রতীর্থে ও গোমতীগঙ্গায় স্নান এবং পাণ্ডব-টীলা দর্শন করিয়া যাত্রীগণ ষ্টেশনে প্রসাদ সেবা করেন এবং অপরাহ্ণে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন।

২২।১০।৫৬—মধ্যাহ্নে **হরিদ্বারে** উপস্থিত হইয়া যাত্রীগণ গঙ্গায় স্নান করেন। এবং প্রসাদ পাইয়া বাসযোগে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলায় উপস্থিত হন। প্রত্যা-বর্ত্তন-পথে হর-কী-তীর্থে আরতি দর্শন করিয়া মায়াপুরে দক্ষালয় ও দক্ষযজ্ঞ-স্থলাদি দর্শন করেন। সতীর দেহত্যাগ স্থানটী দর্শন করত অনেকেই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন। তৎপরে ষ্টেশনে আসিয়া প্রসাদ সেবা করত যাত্রীগণ নিজেদের রিজার্ভ গাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের গাড়ীখানি ৩১০ নং ডাউন এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া রাত্রেই কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করে।

২৩।১০।৫৬—প্রাতে যাত্রীগণ **কুরুক্ষেত্রে** অবতরণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে দ্বৈপায়নহ্রদ, ব্রহ্মকুণ্ড, **শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ** দর্শন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয় মঠে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের তাৎপর্য্যমূলে ন্যায় ও অন্যায় বা ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বের পরিণামে ন্যায় ও ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের নাশ বিষয়ক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ষ্টেশনে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া যাত্রীগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যায় দিল্লী ষ্টেশনে পৌছেন।

২৪।১০।৫৬—প্রাতে যাত্রীগণ হস্তিনাপুরে শ্রীশ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজধানী ও প্রাচীন কেল্লা প্রভৃতি দর্শন করেন। পরে তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ইচ্ছায় দিল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থানাদি দর্শন করেন। সারাদিন ভারতের রাজধানীতে অবস্থান ও ভ্রমণাদি করিয়া রাত্রের গাড়ীতে সকলে মথুরা-অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শেষরাত্রে মথুরা ষ্টেশনে উপস্থিত হন।

২৫।১০।৫৬—প্রাতে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমথুরায় কংস-টীলাস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে আগমন ও বিশ্রাম।

২৬।১০।৫৬—প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে **শ্রীশ্রীমথুরা নগরী পরিক্রমণ** ও শ্রীশ্রীআদিকেশব, দীর্ঘবিষ্ণু, অনন্তপদ্মনাভ, বরাহদেব ও রঙ্গেশ্বরাদি ৪ মহাদেব, বিশ্রামঘাটাদি ২৪টী ঘাট, কংসালয়, কংসটীলা, ধ্রুবটীলা, কুব্জাভবন প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

২৭।১০।৫৬—প্রাতে **মধুবন পরিক্রমা**-কালে ধ্রুবের তপস্যাক্ষেত্র, মধুপান-মত্ত শ্রীবলদেববিগ্রহ ও মধুকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করা হয়। অপরাহ্ণে বাসযোগে **শ্রীগোবর্দ্ধনে** উপস্থিতি।

২৮।১০।৫৬—প্রাতে শ্রীশ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের **অর্দ্ধাংশ** পরিক্রমা, অপরাহ্ণে মানসগঙ্গা ও তত্তীরবর্ত্তী শ্রীল সনাতনগোস্বামীর ভজনকুটীর, চাকলেশ্বরশিব, মুখারবিন্দ, শ্রীশ্রীহরিদেব, ব্রহ্মকুণ্ড ও দানঘাটী প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

২৯।১০।৫৬—**শ্রীশ্রীগিরিগোবর্দ্ধনের শেষার্দ্ধ** পরিক্রমাকালে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড, শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ভজনকুটীর, ব্রজস্থানন্দসুখদ কুঞ্জ, **শ্রীরাধাকুণ্ড** ও তত্তীরবর্ত্তী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি এবং **শ্যামকুণ্ড-তীরবর্ত্তী** বৃক্ষরূপী পঞ্চপাণ্ডব, রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনাস্থল, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীর, অষ্টসখিকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন। যাত্রীগণ সকলেই কুণ্ডদ্বয়ের পবিত্র বারি স্পর্শাদি করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। ক্রমশঃ কুসুমসরোবর, উদ্ধব মন্দির, নারদকুণ্ড প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শেষার্দ্ধ পরিক্রমা সমাপন করা হয়। অপরাহ্ণে সকলে বাসযোগে কাম্যবনে উপস্থিত হন।

৩০।১০।৫৬—প্রাতে **কাম্যবনের** বিষ্ণুসিংহাসন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীচরণকুণ্ড, কামেশ্বরশিব, ধর্ম্মকুণ্ড, বিশোকা, মণিকর্ণিকা, বিমলা-কুণ্ড, যশোদাকুণ্ড, নারদকুণ্ড, সেতুবন্ধ, লুকলুকানী, মিচলীকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করত চরণ পর্ব্বতের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্ন দর্শন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, ৮৪ খাম্বা, শ্রীকুণ্ড (প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলী), পিছল পাহাড়ী, ব্যোমাসুরের গুহা ও চরণচিহ্নাদি দর্শন করিয়া ভোজনস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থালী দর্শন করেন। তৎপরে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নন্দগ্রামে উপস্থিতি। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৮ নারায়ণ, ৪৭০ গৌরাব্দ সোমবার, ৩০ পৌষ, ১৩৬৩; ইং ১৪।১।১৯৫৭ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্

—(শ্রীকৃষ্ণস্য গৌর-কান্তি-প্রাপ্তি-হেতুঃ)—

[পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যেণাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমতা ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজেন বিরচিতম্]

রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥১॥

সেব্য-সেবক-সম্ভোগে দ্বয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ।
বিপ্রলম্ভে তু সর্ব্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে॥২॥

চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্।
শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ত্ততে সদা॥৩॥

তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দ্বিধা স্থিতম্।
গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ॥৪॥

সর্ব্বে বর্ণাঃ যত্রাবিষ্টাঃ গৌর-কান্তির্বিকাশতে।
সর্ব্ব-বর্ণেন হীনস্তু কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে॥৫॥

সগুণং নির্গুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সর্ব্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণো রসস্তু নির্গুণৈঃ ॥৬॥
শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তু নির্গুণং হি তৎ।
উপাসতে মৃষা বিজ্ঞাঃ যথা তুষাবঘাতিনঃ ॥৭॥
শ্রীবিনোদবিহারী যো রাধয়া মিলিতো যদা।
তদাহং বন্দনং কুর্য্যাং সরস্বতী-প্রসাদতঃ ॥৮॥
ইতি তত্ত্বাষ্টকং নিত্যং যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
কৃষ্ণ-তত্ত্বমভিজ্ঞায় গৌরপদে ভবেন্মতিঃ ॥৯॥

(ইতি শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-মহারাজেন কৃতং শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকং সমাপ্তম্)

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকের মর্ম্মানুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণের গৌরকান্তি-প্রাপ্তি-হেতু)

শ্রীমতী রাধারাণীর অভিমান হইলে তাঁহার বিরহে অত্যন্ত চিন্তা-নিবেশের দ্বারা যাঁহার কৃষ্ণবর্ণ-কান্তি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় হইয়াছিল, আমি সেই রাধাচিহ্নিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে বন্দনা করি। অথবা মানভঙ্গে শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বন্দনা করি ॥১॥

সেব্য অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্ যখন ভোগ্য সেবকের সহিত মিলিত হইয়া সম্যকরূপে তাহাকে ভোগ করেন, তখন ভেদ কোথায় থাকে? (অর্থাৎ ভেদ থাকে না—অভেদ বলিয়া গণ্য হয়)। পক্ষান্তরে, বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ উপস্থিত হইলে কিন্তু, সকলের মধ্যেই ভেদ সর্ব্বদা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥২॥

শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন-তত্ত্ব নিত্যকাল অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে যুগপদ্ অবস্থিত। অর্থাৎ, পরতত্ত্ববস্তু কখনও নিঃশক্তিক নহেন। সেই তত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান্ একত্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি পূর্ণ চেতনময় লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং মিথুন-বিগ্রহ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের (শক্তি শক্তিমানের) সম্মিলিত বিগ্রহ। সেই মিথুন-বিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গৌরতত্ত্ব। তাহাতে ভেদ ও অভেদস্বরূপ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে যুগপৎ নিত্য বর্ত্তমান ॥৩॥

পরতত্ত্বকে 'এক' বলিয়া জানিবে। কিন্তু সেই এক তত্ত্ববস্তু লীলাদ্বারা দুই প্রকারে অবস্থিত; যথা—শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারা স্বয়ং সেই তত্ত্ববস্তু। অথবা তত্ত্বতঃ শ্রীগৌরই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হন, এবং শ্রীকৃষ্ণসুন্দরও আবার শ্রীগৌরসুন্দর হন ॥৪॥

এস্থলে আধুনিক জড়-বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-উপাস্য-তত্ত্বদ্বয়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে :—

যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের (রং এর) একত্র সমাবেশ হয়, সে-স্থলে গৌর-কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন, সূর্য্যে যাবতীয় রং থাকায় তাঁহার বর্ণ গৌর। অপর পক্ষে, যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের হীনতা বা অভাব হয়, অর্থাৎ কোনও রং-ই থাকে না, সে-স্থলে 'কৃষ্ণ' বা 'কাল' প্রকাশ হইয়া পড়ে। (যেহেতু বৈজ্ঞানিক-মতে 'কাল' কোনও রং নহে।) ॥৫॥

উক্ত পূর্ব্বশ্লোকের 'বর্ণ'কে এই শ্লোকে 'গুণ'-শব্দের সহিত উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের তুল্য-উপাস্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে :—

সগুণ ও নির্গুণ-তত্ত্ব একই এবং অদ্বিতীয়। যাবতীয় নিত্য সদ্‌গুণের সমষ্টি দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর এবং নির্গুণে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার গুণহীনতায় শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ। অর্থাৎ সেই বস্তু স্বয়ং রস; রস নির্গুণ অপ্রাকৃত। উহা কখনও প্রাকৃত গুণ নহে ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর মিথুন-ব্রহ্ম। তাঁহাকে (বা তাঁহার ভজন) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাজ্ঞানিগণ বা অজ্ঞগণ তুষ পেষণকারীগণের ন্যায় নির্গুণ-ব্রহ্মের বৃথা উপাসনা করে। অর্থাৎ তণ্ডুল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুষাঘাতিগণ যেরূপ বৃথা শ্রম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের বৃথা উপাসনাদ্বারা শ্রম স্বীকার করে; অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত মোক্ষ কখনও হইবে না ॥৭॥

শ্রীবিনোদবিহারী কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, শ্রীল সরস্বতী-প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি তখন যথাবিধ তাঁহাদের বন্দনা করি ॥৮॥

যিনি এই তত্ত্বাষ্টক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরপদে তাঁহার মতি হইবে ॥৯॥

———

শ্রীগুরু-স্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে দশটী প্রশ্ন, যথা ঃ—

যিনি সাক্ষাৎ-ভগবৎ-তত্ত্ব, তাঁহাকে ভগবানের 'প্রিয়' বলিয়া জানিতে হইবে কেন ?

১ম প্রশ্ন ঃ—সজ্জন-তোষণীতে (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪২ পৃষ্ঠায়) লিখা হইয়াছে,—"গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দাস।"

'সাক্ষাৎ ভগবৎ'-শব্দের অর্থ কি ? "সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রিয়তম দাস"—বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি ? সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বুঝাইবে না ?

২য় প্রশ্ন ঃ—যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে 'ভগবানের প্রিয়', 'কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ' জানিতে হইবে কেন ? এরূপ জানিবার কারণ কি ? শাস্ত্রে একরূপ লিখা থাকিলে অন্যরূপ ভাবিব কেন ?

শ্রীগুরুদেবে কেবল সম্বিৎ-শক্তির আরোপ হইলে বাউল ও সহজিয়া-মত হইবে কেন ? পরব্রহ্ম কি স্বয়ং ভগবান্ নন ?

৩য় প্রশ্ন ঃ—"বৈষ্ণব মাত্রই বুঝিতে পারেন—গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান। তাঁহাতে কেবল সংবিৎ-শক্তির আরোপ করিলে বাউল বা সহজিয়া মত হইয়া যায়।"

সজ্জন-তোষণীর (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) এ-কথার অর্থও কিছু বুঝা গেল না।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ—শ্রীগ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ১০ম পরিচ্ছেদে—

প্রভু কহে—'ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র ॥'

মায়াপুরের শ্রীগ্রন্থ-টীকাতেও এই পয়ারের ব্যাখ্যাতে গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু নিজ গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যের পক্ষে অন্যরূপ হইবে কেন ?

৫ম প্রশ্ন ঃ— গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥

'পরং ব্রহ্ম' বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবে না ?

শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরি বা জনার্দ্দন বলা হয় কেন ?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ—"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরু স হরিঃ স্মৃতঃ।" এখানে গুরুকে হরি বলা হইল কেন ?

৭ম প্রশ্ন ঃ—"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ"। এখানে গুরুদেবকে জনার্দ্দন বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু কি ভগবান্ নহেন ?

৮ম প্রশ্ন ঃ—　"ঈশ্বর-স্বরূপ-তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি ॥
"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥"

উপরি উক্ত পয়ারে দীক্ষাগুরুকে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ এবং শিক্ষা-গুরুকে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ বলা হইল। এই দুইটী প্রমাণ দ্বারাও কি গুরুদেবের ভগবত্তা প্রমাণিত হইল না ?

শ্রীগুরুদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ দেখা যায় কেন ?

৯ম প্রশ্ন ঃ—"যস্য সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।" এস্থলেও জ্ঞান-দীপপ্রদ গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

১০ম প্রশ্ন ঃ—　চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছ-মৌলি।

এ-শ্লোকে শিক্ষা-গুরুকে শিখিপুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে।

সদুত্তর ঃ—

স্বয়ং-রূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ এক নহে

১ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্ স্বয়ং-রূপ। গুরুদেব ভগবৎ-প্রকাশ। ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বুঝায় না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলে মায়াবাদ বা বৌদ্ধবাদ হয় ; শ্রীগুরুদেব প্রকাশ-তত্ত্ব

২য় প্রশ্নের উত্তর ঃ—ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই ; মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রিয়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই—এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে—মায়ার মিথ্যা শক্তিতে পৃথিবীতে নাম-রূপ-গুণ-লীলার ভেদ হইয়াছে ; বস্তুতঃ পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই। সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষবাদই লোক-প্রতারণার জন্য গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু-দেবতা মিথ্যা কল্পনা করিয়া সাধনের শেষে সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ময় বিশেষ-রহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরিউক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষাণ্ডতা হয়। তজ্জন্য (গুরুকে) কৃষ্ণ-প্রকাশ জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন, সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণ-প্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরু-পাদপদ্মের নিত্য-সত্যত্ব এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত—এ কথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন ; বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মত নাস্তিক মতের পশ্চাৎগামী হইয়া গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না।

গুরুদেব মায়িক বস্তু বা বদ্ধজীব নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে পৃথক্

শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়ার দাস, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। শিষ্যগণ গুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবৎ বস্তু জানেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর বুলিতে ভগবান্, গুরু ও সেবক—তিনের পৃথক্ নিত্য সত্তা না থাকায় গুরু-বিষয়ে তাহারা ভক্তের সহিত মূঢ়তাপ্রযুক্ত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ "জাঠিয়া বেটা" মায়াবাদী থাকাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারেন নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক্ সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে কথিত ভক্তিমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়। যে-সকল মূঢ় লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবৎ-ভক্ত-ভাণ করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত, তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক

মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

বাউল-মতে পুরুষমাত্রই কৃষ্ণ ও স্ত্রীলোকমাত্রই শক্তি ; ইহা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ

৩য় প্রশ্নের উত্তর :—বাউল বা সহজিয়াগণ বলেন—প্রত্যেক পুরুষ কৃষ্ণ বা সংবিৎ-শক্তিমূলে অবস্থিত। প্রত্যেক স্ত্রীলোক কৃষ্ণ-শক্তি। সুতরাং পুরুষ-প্রকৃতির জড় ভোগ—রাধা-কৃষ্ণলীলা। মূর্খ গুরুপদাসীন মায়াবাদী ও বাউলগণ আপনাদিগকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জানিয়া মূঢ় শিষ্যদিগকে গুরুদেবে কেবল কৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া স্ব-স্ব মূঢ়তা প্রকাশ করে। বাস্তবিক শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর :—আমাদের প্রকাশিত শ্রীচরিতামৃত-ভাষ্যে (প্রথম সংস্করণে) লিখিত আছে—"আমার গুরুদেব ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু। সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সার্বভৌম, গুরুদেবের কৃপা বৈদিক শাসনাধীন নহে।" (পৃ ১০৩৭ *) বিরুদ্ধ-বাদীগণ মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হইয়া মহাপ্রভু-দ্বারা গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলাইয়াছেন ; কিন্তু শ্রীশ্রীচরিতামৃতের ওরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ; গুরুদেব ঈশ্বর।

ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতার—স্বয়ং ভগবান্ নহেন

৫ম প্রশ্নের উত্তর :—'গুরুর্ব্রহ্মা' শ্লোকটী নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা করিলে ভক্তিমার্গ ছুটিয়া যায়। তখন ব্রহ্মা পরব্রহ্ম, শিব পরব্রহ্ম, গুরু পরব্রহ্ম, বিষ্ণু পরব্রহ্ম, সুতরাং পরংব্রহ্মের বাজার বসিয়া যায়। পরংব্রহ্মত্ব কৃষ্ণেরই একটী শক্তির পরিচয় মাত্র। তিনি অনন্ত শক্তিমান্ ; তাঁহাকে গুরু, ব্রহ্মা, শিবাদির সহিত সকল বিষয়ে অভিন্ন জ্ঞান করিলে শাস্ত্র ধ্বংস করা হয়, ভক্তিমার্গ অস্বীকার করা হয় এবং হলাহল মায়াবাদ স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মা, শিবাদি গুণাবতার কৃষ্ণের অবতার হইলেও তাঁহারা ষষ্টি-গুণান্বিত নারায়ণ নহেন, চতুঃষষ্টি-গুণান্বিত কৃষ্ণ নহেন ; কিন্তু পঞ্চপঞ্চাশৎ-গুণান্বিত ঈশ্বর।) অর্থাৎ পঞ্চাশৎ-গুণান্বিত

---

* প্রথম বা পুরাতন সংস্করণের ১০৩৭ পৃষ্ঠা। বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট্ সংস্করণের মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ, ১৩৭ সংখ্যা, ৫১৪ পৃষ্ঠা অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বদ্ধজীবের ঈশ্বর। অনেকস্থলে কর্ম্মফলে জীবই শিব, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরতা লাভ করেন।

হরি, গুরু ও মন্ত্র অপ্রাকৃত বস্তু বিধায় এক হইলে পৃথক্

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর ঃ—মন্ত্র, গুরু ও হরি কখনই প্রাকৃত গুণান্তর্গত বস্তু নহে। এই তিন বস্তুই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত হরি অর্থাৎ মায়াধীন নহেন; ত্রিগুণাতীত বস্তু। চিদ্‌রাজ্যে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা ও বিশেষত্ব আছে। মায়াবাদী তাহা জানেন না। মায়াবাদী বলেন—গোলোকে নিত্য বিচিত্রতা নাই। বিচিত্রতা বা বিশেষত্ব কেবল মায়ার আঁছে। বৈষ্ণবদাসগণ মায়াবাদীর এই অলীক কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন না।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি নাশ করিবার জন্যই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলা হয়

৭ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—গুরুদেবকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করিবার প্রতিপক্ষে তাঁহার ভগবৎ-সাম্য অনেকস্থলে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভগবদভিন্ন গুরু-তত্ত্বকে হয় কৃষ্ণের সহিত এক করিয়া ফেলে অথবা জড় বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করে।

৮ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—ঈশ্বর-স্বরূপ-তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।

বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি ॥

এইরূপ অদ্ভুত কবিতা কোথা হইতে পাওয়া গেল? উহা প্রমাণিক নহে ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

গুরু নিত্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুতে ভেদও নিত্য

৯ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাষ্য পাঠে জানিবেন। কোন ভক্তই কোন-দিন গুরুকে কৃষ্ণে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করাইয়া দেন না। গুরু-দ্রোহী ব্যক্তি-গণের এরূপ গুরু-সংহার-প্রবৃত্তি নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধজনক। যদি কৃষ্ণ ও গুরুতে কোন অপ্রাকৃত ভেদ না থাকে, তাহা হইলে গুরুর পদটী লুপ্ত হইয়া যায় মাত্র।

১০ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে অন্তর্যামী চৈত্যগুরুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্ত-গুরুর সম্বন্ধে নহে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রাকৃতাপ্রকৃত জ্ঞান

ব্রাহ্মসমাজের সত্যেন্দ্র ঠাকুরের বক্তৃতার প্রতিবাদ

কিছুদিনপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ" শিরোনামে আলবার্ট হলে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। যাহা গত বৈশাখে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের হস্তে পড়ে, তাহা পাঠে আমরা যেরূপ ভাবে উপনীত, অদ্য লেখক বা পাঠকবর্গকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

ভ্রমর ও লুতাকীটের উপমাদ্বারা বিষয় নির্দ্ধারণ ; লুতাকীট ভ্রমরের সাহায্যকারী

ফুলে মধু জন্মে, ভ্রমর তাহা জগৎকে লক্ষ্য করায় ; আবার বিষও জন্মে, লুতাকীট তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। হয়ত, সংসারে বিষের সংমিশ্রণ ভিন্ন কেবল মধুর স্থান নাই, তাই লুতা কীটেরও জনসমাজে স্থান আছে। নচেৎ কেবল মধু উদ্ধার হয় না (কেন ?)।

অবশ্য লুতাকীটের অপেক্ষা সংসারে ভ্রমরের আদর অধিক, কারণ সাধারণে তাহার নিকটেই মধু প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ভ্রমরের নিকট লুতাকীটের হতাদর নাই। কারণ লুতাকীটের সাহায্যে ভ্রমরকে কেবল মধু সংগ্রহে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে

অতএব লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে। না হইলেও মধ্যে মধ্যে বিবাদ ঘটে। কারণ মধুরূপ মাদকে ভ্রমরের সময়ে সময়ে যে উন্মত্ততা হয়, তাহা ভ্রমর না বুঝিতে পারে। কিন্তু লুতাকীট বুঝে,—বুঝে বলিয়াই, সে সে-মধু আহরণে ভ্রমরকে বাধা দেয়। কিন্তু লুতাকীটের সে অপেক্ষা নহে। কারণ বিষ—ভোগের নহে, ত্যাগের। সাবধানে বিষ-ত্যাগই লুতাকীটের কার্য্য। এজন্য লুতাকীটের বুদ্ধি উন্মত্ত ভাবাপন্ন হয় না।

খাদ্যবস্তু মাত্রেই মিষ্টতা থাকিলেও তাহার বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট অনুভূত নহে—শর্করা ও মিশ্রি এক নহে

বস্তুমাত্রেই মিষ্টতার অংশ আছে। তবে কম আর বেশী। অম্লেও মিষ্টতা আছে। যেখানে সেই মিষ্টতার সারাংশ সহজে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর সেই স্থানেই গতায়াত করে। মিষ্টতারও ইতর বিশেষ আছে, কারণ বস্তু মাত্রই ষড়রসে ভাবিত। তবে যেখানে যে রসের প্রাধান্য, তাহারই নামকরণ হয় মাত্র। এই

হিসাবে মিষ্টতারও ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়।

খায় ত সকলেই, কিন্তু এই মিষ্টতার সূক্ষ্মভেদ নির্দ্দেশের কয়জন মিলে? এইজন্যই অনেক সময় শুভ্রবর্ণ শর্করাকে অনেকে মিশ্রি বলিতে সাহস পান। এবং ধনবানের গৃহে মিশ্রির সরবত না পান করিতে পাইয়াই দ্বারের বহিঃপ্রাঙ্গনে সর্ব্বত শর্করা-বর্জ্জিত শুনিয়াই মিষ্টতা-বর্জ্জিত বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতা নিজেকেই আত্মবঞ্চক করিয়া তুলে।

জ্ঞানরূপ শর্করা মলযুক্ত, সম্বিৎ-রূপ মিশ্রি মল-বর্জ্জিত

শর্করা এবং মিশ্রি এক বস্তু হইলেও একটী মলিনাংশযুক্ত এবং একটী মলিনাংশ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ জ্ঞান এবং সম্বিৎ এক বস্তু হইলেও যাহা রজ-তম-মিশ্রিত, তাহাই জ্ঞান এবং যাহা রজ-তম-বর্জ্জিত, তাহাই সম্বিৎ। অতএব বৈষ্ণব জ্ঞানকে দূরে রাখিয়া সম্বিৎকে পূজা করেন বলিয়া অভিভাবক শূন্য নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

জ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহা জড়াতীত নহে

যাহা দ্বারায় জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি, তাহাই জ্ঞান বা সম্বিৎ। সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিৎবস্তুকে উপলব্ধি করাইতে পারে না। কারণ জ্ঞান রজ-তম অতিক্রম করিতে না পারিলে চিজ্জগৎ উপলব্ধি হয় না। সে জ্ঞান যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা জড়সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ব্রহ্মই বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎ অলীক বল সেও একই কথা। কারণ মুখে বলিবে, কিন্তু কাযে যে তুমি, সেই তুমি। আত্মপ্রত্যয় তাহাতে হইবে না; কারণ জড়ের সীমা অতীত না হইলে জড়তত্ত্ব নির্ণীত হইবার নহে।

ভক্তির স্বরূপ—জীবের আকৃষ্ট হওয়াই ভক্তি

ঈশ্বর বিভু, জীব অণু। অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাহাই ভক্তি। সে কর্ষণ জীবের নিত্য সহচর হইলেও জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দ্দম-লেপিত লৌহের ন্যায় হওয়ায় অয়স্কান্তের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়। যখন ভক্তি কর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত্ব রজ-তম-বিচ্ছিন্ন পরসত্ত্বে নীত হয়, তখন সত্ত্ব-মার্জ্জিত লৌহের ন্যায় হওয়ায় তদ্গত আপাত জ্ঞানও মায়িক আনন্দ আবরণ-শূন্যে সম্বিৎ হ্লাদিনীরূপে ভোগ্যা হয়।

স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয়—সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী

বিভু স্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত; সেই স্বরূপশক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে

তিনি সৎস্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎস্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধানা। এবং সে বিধায় সন্ধিনীর শুদ্ধ-শক্তির বিলাসরূপ প্রেম বৃত্তিতে সম্বিৎ হইতে আনন্দেরই প্রাচুর্য্য ভাব হইলেও সম্বিৎ-শূন্য নহে। যেমন মায়িক প্রকৃতি সর্ব্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণরূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ-শূন্য হইতে পারে না।

শুদ্ধাভক্তির ক্রমবিকাশেই বৈষ্ণবের প্রিয় প্রেম এবং মায়িক ভক্তিই কাম-ব্রাহ্মগণের প্রিয়

সেই ভক্তিই প্রেমস্বরূপ। তবে যে তাহার গাঢ় অবস্থাকে প্রেমরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার কারণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিত্য-পূর্ণা প্রেম-স্বরূপা হইলেও রজ-তম আবরণে তাহাকে কলা-স্বরূপ ভক্তি-ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। আবরণ-শূন্যে তিনি প্রেমস্বরূপা। যখন শুদ্ধসত্ত্ব রজ-তম আবরণে আবরিত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হইয়া চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ত্যাগে মায়িক বিলাসে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই মায়িক কামরূপে নির্দ্দেশিত। এই কামেরই বিলাসরূপ কলাবিশেষ মায়িক ভক্তি। বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে; কিন্তু যাহা এই মায়িক কামগত, তাহা বৈষ্ণবে বর্জ্জিত। কারণ তাহা পরাভক্তি নহে। পরাভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব যেমন রজ-তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎ রূপ আপাত জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তেমনি ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জ্জন করেন। অতএব লেখকের বুঝা উচিত, বৈষ্ণব যে মায়িক জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তদানুসঙ্গিক সে মায়িক প্রেমকেও বর্জ্জন করেন। বহির্ম্মুখ ত্যাগে যে অন্তর্ম্মুখী সম্বিৎরূপা জ্ঞানকে মাথায় করেন, তদানুসঙ্গিক প্রেমকেও মাথায় করেন। ফলকথা, বৈষ্ণবে শুদ্ধসত্ত্ব-গত সম্বিৎ-প্রেমই পূজনীয়, মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জ্জনীয়।

জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা কাল্পনিক এবং কিম্ভূত-কিমাকার প্রেম বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় নহে

অতএব এখন দেখা হউক, জ্ঞানদ্বারে কাল্পনিক বা করণীয় প্রেম বৈষ্ণবের পূজনীয় হইতে পারে কি না? যদি না হয়, তবে সে প্রেমে যে উন্মত্ততা, তাহা জ্ঞানদ্বারে হউক বা জ্ঞান অভাবে হউক—যখন বৈষ্ণবের পূজনীয় নহে, তখন কিম্ভূত-কিমাকার হউক আর নাই হউক, বৈষ্ণবের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি সম্বন্ধই না থাকে, তবে বৈষ্ণব-নামে সে কলঙ্ক আরোপিত বিদ্বদ্‌ব্যক্তি দ্বারা না হওয়াই উচিত। লিঙ্গ শরীর দ্বারায় অনুভূত আত্ম

বা পরমার্থ-বিষয়-জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা যায়। এই লিঙ্গ শরীর প্রাকৃত বিধায় এ জ্ঞান মায়িক,—সম্বিৎ নহে। সে জ্ঞান-গত প্রেম, প্রেম—নহে, কাম। সেই কামে বৈষ্ণবের কোন ভজন নাই।

সহজিয়া প্রভৃতির অসদাচার শুদ্ধবৈষ্ণবের উপর চাপাইয়া তাঁহার নিন্দা করা বৈষ্ণব-অপরাধ

লেখক সে কাম-নামী প্রেমের যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া, প্রেম-উন্মত্ততার ও উচ্ছৃঙ্খলতার যে দৃষ্ট ছবির উল্লেখ করিয়াছেন, জানিয়া রাখা হউক, তাহা বৈষ্ণবের নহে। বৈষ্ণবের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হইবার নহে। কারণ জড় লইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—জড়াতীত। তবে বৈষ্ণব বেশধারী অনেক উপশাখার (যথা কর্ত্তাভজা, সাহজী, বাউল ইত্যাদির) জড়সঙ্গে যে সাধন, তাহাতে তাহার বিচিত্রতা কি? তাই বলিয়া একের বোঝা আরের ঘাড়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক নহে। বৈষ্ণব না চিনিয়া বৈষ্ণব বিচার অপরাধ। বৈষ্ণবের সেই চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। যাঁহাতে এগুণ বর্ত্তমান, তাঁহার প্রেম কাহার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলা হইবে? অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অবসাদ-প্রাপ্ত হইতে পারে না। লেখক ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মকে বা বহির্ম্মুখ কামসেবী উপশাখাগত সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করিয়া এরূপ ভ্রম বাড়াইয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত, ধানের আগড়া বাদে যাহা, তাহাই তণ্ডুল। সেইরূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থিতি যথারীতি আছে। তবে তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না।

জীবাত্মার যাহা নিত্যস্বভাব, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম

যাহা দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে ভগবান বিষ্ণু রক্ষিত এবং জীব অণুবিধায় অণুরূপে জীবের যাহা নিত্য সহচর, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম অবিদ্যার আবরণ উন্মুক্তে যাহাতে পরিলক্ষিত, তিনিই বৈষ্ণব।

সাকার-বাদ স্থাপন ও নিরাকার-বাদ খণ্ডন

বক্তারই কথা—ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-বিকাশ। অতএব বৈদিক কাল যাহার মুকুল, পৌরাণিক কাল তাহার ফলস্বরূপ। মুকুলে যাহা অব্যক্ত, ফলে তাহা ব্যক্ত। মুকুলে ব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার ফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সক্রিয় মায়ায় নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার হইলেও সবিলাস, ইহাতে এত আক্ষেপ কেন? চক্ষু থাকে উপভোগ কর! না থাকে চক্ষুর জলে প্রার্থনা কর। চক্ষু না পাইয়াই চক্ষুবানের মত কথা কেন? আত্মবঞ্চিত হওয়া কেন? ব্যক্তে মুক্তি সাক্ষাৎ। মাথা আপনিই নত হইয়াছিল, কেহ চিন্তা করিয়া, বহি খুলিয়া, তর্ক

করিয়া নত করে নাই। যে সেই প্রাণাধিক মূর্ত্তি সাক্ষাতের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহার পদে আপনি মাথা নত হইয়াছিল। তাহাতে আর নূতনত্বই বা কি, আর আশ্চর্য্যই বা কি, বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবসাদনই বা কি? বিষ্ণুর চিন্ময়মূর্ত্তি—বৈষ্ণবের নিত্য-সহচর; আগে ছিল না, এখন হইয়াছে, তাহা নহে।

ব্রহ্ম-ভক্তের নিকট জ্যোতিস্বরূপ, নারীপূজার ব্যভিচার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে নাই

অংশ-বিষ্ণুর অংশী নারায়ণ যেখানে যেরূপ ভাবে, সেই ভাবেই অবতার। সে অংশের জ্যোতি ভক্তনয়নে আপনি প্রতিভাষিত হয়, ভক্ত তাহাই বলে। বিচার করিয়া, সভা করিয়া, ইতিহাস খুলিবার তখনত সময় হয় না। সে দরকার অন্ধের। তাই অন্ধের নিকট তাঁহারা তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে নিজেদের অমৃতে অন্ধকে কৃপাপথে লইতে চাহেন। ইহাও ভক্তের নিত্য নূতন নহে। তবে নারীপূজা—তান্ত্রিক অনাচার-ব্যভিচারের কথা বৈষ্ণবে কেন? পূর্ণচন্দ্র নিত্যই পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর আবরণ ভেদে কলাদির সংখ্যা। যে পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ দেখিয়াছে, সে কলাদি হইতে পূর্ণচন্দ্রকে নিত্য পৃথক দেখে। এইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিই বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিত্য নারীপূজা—অনাচার-ব্যভিচার হইতে পৃথক দেখেন।

প্রবন্ধলেখক নিজকে শ্রীপূর্ণচন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিবাদী ব্রাহ্মের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

লেখক ভ্রমর; আমি সামান্য লুতাকীট। মধুর মত্ততায় তিনি উপনিষদে কবিত্বই দেখিতেছেন। **কল্পনা ভিন্ন কবিত্বের সত্তা নাই। কল্পনা মায়াতীত নহে।** যদি উপনিষদের বাক্য মায়াতীত হয়, তবে তাহা কল্পনা নহে। নিত্য সত্যের প্রতিবাক্যই সত্য। কোথাও অমিল নাই। মায়াবরণে কলা দেখায়। নচেৎ পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রই আছে। ইতিহাসে তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায় না। এইরূপে তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহাতে ধরিতে পারা যায়, তাহা সব পুস্তকগুলিতেই আছে। আচার্য্য অভাবে লোক বুঝিতে অক্ষম। ইতিহাস নিত্য তাহার কলার সংখ্যা করিয়াই দিন কাটায়। এ-কথায় লুতাকীট ভ্রমরের বাদী হইলেও, প্রকৃতপক্ষে বাদী নহে, এই ধারণায় কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট লেখকের জন্য কৃপা ভিক্ষা করি। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁহার কৃপায় জয়-পরাজয়, বাদ-প্রতিবাদ হইতে দূরে দাঁড়াইতে ভিক্ষা করি। আজও তাহা হয় নাই, তাই লেখকের সহিত এ পরিচয়; অথবা কৃষ্ণচৈতন্যের কি ইচ্ছা, জানি না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণোপদেশ

শ্রীকৃষ্ণে কহিছে দেবর্ষি নারদ —"বুঝি না তোমার খেলা।
কাউকে কাঙ্গাল কাউকে রাজা কর, একি তব লীলা ??
তব সৃষ্টি-মাঝে সকলে সমান করি' কেন না সৃজিলে ?
তাই দ্বন্দ্ব ঘোর মরত-মাঝারে সদাই করে সকলে ॥"
একদিন তাই নারদে লইয়া (হরি) চলেন মরত-মাঝে।
চলিতে চলিতে হ'ল উপনীত ক্লান্ত পথিকের সাজে ॥
জম্‌কাল এক ধনীর দুয়ারে আহার বিশ্রাম মাগি।
অতিথি দেখিয়া কর্কশ বচনে কর্ত্তা বলে,—"যাও ভাগি ॥
আমার বাড়ীতে বৃথা ব্যয় হ'বে সেইটী হ'বার নয়।
দ্বারীকে ডাকিয়া বলিছে সত্বরে এ'দিগে তাড়াতে হয় ॥"
শুনিয়া সে'কথা শ্রীকৃষ্ণ-নারদ পালা'ন সেখান হ'তে।
এহেন অসুরে উপযুক্ত সাজা দরকার ভালমতে ॥
নারদ বলিছে,— "এ হেন পাপীরে অভিশাপ দাও ঠাকুর !
যেন এ' ঐশ্বর্য্য ধূলিসাৎ হয় এ হয় পথের কুকুর ॥"
শ্রীকৃষ্ণ বলিছে,— "ইহার ঐশ্বর্য্য বাড়ুক অনন্ত গুণ।
চল হেথা হ'তে যাই কোন দুঃস্থ- জনার দুয়ারে পুনঃ ॥"
নারদ ভাবিছে,— "হেন অবিচার বিচারকে যদি করে।
অচিরে তাঁহার যাবে নিঃসংশয়ে যশ-মান ছারখারে ॥"
ভাবিতে ভাবিতে উপনীত দু'য়ে জীর্ণ এক কুটীর-দ্বারে।
আচ্ছাদন-হীন ভাঙ্গা চালা-বেড়া শীঘ্র হয়ত যাবে প'ড়ে ॥
সে গৃহস্বামিনী এক বৃদ্ধা নারী অনাথা ও ভিখারিণী।
সম্বলের মাঝে আছে এক গাভী মায়ার তাহা বাঁধনী ॥
পরম ধার্ম্মিকা ভগবতী বুড়ী সদা হরিনাম মুখে।
অতিথি-বৈষ্ণবে সেবা-পূজা করে গাভী নিয়ে থাকে সুখে ॥
তাহার দুয়ারে আসিয়া উভয়ে মাগিল অতিথি সেবা।
বুড়ী বলে,—"মোর পরম সৌভাগ্য দুয়ারে বৈষ্ণব-বাবা ॥

আজি প্রভু মোরে　　উদ্ধার কারণে　　অতিথি পাঠায়ে দিল।”
এত বলি' দু'য়ে　　পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া　　সমাদরে বসাইল॥
ঘরে কিছু নাই　　কি দিয়ে সেবিব　　অনাহারী অতিথিরে।
ভাবি' মনে বুড়ী　　গাভীটি দোহায়ে　　দুগ্ধ আনি' শুদ্ধাচারে॥
শ্রদ্ধা-সহকারে　　দিল অতিথিরে　　সেবা করিবারে তাই।
—“আমি অভাগিনী　　সেবাতে অযোগ্যা　　যোগ্য তব কিছু নাই॥
যা' কিছু কিঞ্চিৎ　　যোগাড় ক'রেছি　　নিজগুণে সেবা কর।
মম অপরাধ　　ক্ষমা করি' দোঁহে　　এ দীনাকে কৃপা কর॥”

বুড়ীর ভকতি　　হেরি' দুই জনে　　তুষ্ট হ'য়ে দুধ পায়।
সুমধুর বাক্যে　　সেবা-যতনেতে　　পথশ্রম দূরে যায়॥
আনন্দিত হ'য়ে　　সেথা হ'তে চলে　　গোলোকবিহারী হরি।
পথে যেতে যেতে　　নারদ সুধাল　　শ্রীকৃষ্ণে দু'হাত জুড়ি'॥
“বুড়ীকে কি বর　　দিলে বল হরি　　শুনিতে বাসনা হয়।
সজ্জন সুশীলা-　　প্রতি কৃপা কর　　যাতে এর দুঃখ যায়॥”

শ্রীকৃষ্ণ তখন　　বলিল হাঁসিয়া　　নারদের পানে চাহি'।
“অদ্য রাত্র-মাঝে　　মরুক্ বুড়ীর　　একমাত্র ওই গাভী॥”
শুনিয়া নারদ　　বিস্মিত নয়নে　　চাহি' বলে কৃষ্ণ-প্রতি।
“উপকারী জনে　　দিলে অভিশাপ　　দুষ্টজনে কৈলে প্রীতি॥

এ কেমন প্রভু　　তব রীতি-নীতি　　বুঝিবারে নাহি পাই।
একমাত্র ওই　　শেষের সম্বল　　বুড়ীর প্রাণের গাই॥
যাহার কল্যাণে　　তৃপ্ত হ'য়ে আজ　　আসিলাম দুইজন।
কেমনে সেখানে　　এ দারুণ শাপ　　দিলে ওগো নারায়ণ॥

দানবের পারা　　কৈল ব্যবহার　　ওই অহঙ্কারী ধনী।
তা'রে দিলে বর　　অনন্ত গুণেতে　　বেড়ে যাক্ বিত্তখানি॥”
কহে হৃষীকেশ—　　“মতিভ্রম কেন　　হ'ল তব মুনিবর!
যোগ্যে যোগ্য বর　　করিয়াছে লাভ　　হয়নিকো অবিচার॥

ও ধনী—বর্ব্বর ধন-মদে মত্ত অনর্থকে সদা ভজে।
পরমার্থ ভুলি' কু-অর্থে মজিল ইতর বিষয়ে মজে॥
হীন ধন-লোভে হ'য়ে বদ্ধ অন্ধ হারাল পরম পথ।
ভিতরে ভিতরে দারুণ যাতনা উপদ্রব দিনরাত্ত॥
সুস্থ নহে কভু সদা উচাটন বিষয় রক্ষার তরে।
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে দুশ্চিন্তা করিয়া মরে॥
আরো বহুগুণে বাড়িলে বৈভব মুগ্ধ রহিবে বিষয়ে।
ইতর বাসনায় হইবে আবদ্ধ রুদ্ধ হ'বে উদ্ধারোপায়ে॥
পুনঃ পুনঃ এই ধরায় আসিবে বাসনা পূরণ তরে।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, চির সহচর রহিবে উহাকে ধ'রে॥"
"বুড়ীর দুঃখের হ'ল অবসান ত্বরা যাবে নিত্যধাম।
পথের কণ্টক হয় মাত্র গাভী সে-মায়ায় ভোলে নাম॥
গাভী যদি মরে স্মরিবে আমারে হইয়া অনন্য-মন।
তাই তো বুড়ীর 'শাপে বর হ'ল' ধনীরে সাজিল ধন॥"
"মম লীলাখেলা বুঝিবারে কেহ নিখিল অখিলে নাই।
ভক্ত—মোর প্রাণ ভকত-কল্যাণ- সাধনে আনন্দ পাই॥
অভক্ত দুর্জ্জনে ছলেতে ভুলায়ে মায়া-কারাগারে রাখি।
নিজ অপরাধ বুঝে' ভজে মোরে তাহারি মঙ্গল দেখি॥"
অধম অবলা কেঁদে কেঁদে বলে, শ্রীগুরুচরণ-প্রান্তে।
সম্বন্ধ ভুলিয়া অপরাধী আমি, স্বগুণে রক্ষ হে ভ্রান্তে॥

—ডাক্তার শ্রীঅবলাকান্ত দাস

গীতার বাণী

(২১)

১৭শ অধ্যায়

শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য—পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই কথা শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইল,—যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া লোকাচারজাত শ্রদ্ধাক্রমে দেবাদির যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠাকে কি বলা যাইবে? তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী?

শ্রীভগবানের উত্তর—দেহীদিগের স্বভাবজনিত শ্রদ্ধা ত্রিবিধ—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহার যেরূপ সত্ত্ব (অন্তঃকরণ বৃত্তি) তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা; সুতরাং সে তৎস্বরূপ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও ভগবৎসম্বন্ধ বিস্মৃতি-ফলে মায়াগুণে আবদ্ধ হইয়া একটী সগুণ-স্বভাব লাভ করিয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণ গঠিত। তাহারই নাম সত্ত্ব। উহার সংশুদ্ধিই অভয়পদ, তাহার শ্রদ্ধাই নির্গুণভক্তির বীজ। আর অসংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ। শ্রদ্ধা নির্গুণ না হওয়া পর্য্যন্ত কামাত্মিকা থাকে; তাহার পরিচয় বলা হইতেছে—সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেবগণকে, রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট লোক যক্ষ-রাক্ষসকে ও তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ ভূত-প্রেত-পিশাচের যজন করে। শাস্ত্রে যে-সকল ঘোর তপস্যার বিধান নাই, কাম, রাগ, বলযুক্ত, দম্ভাহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরা তাহাই অবলম্বন করে। তাহারা বৃথা উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যা দ্বারা শরীরস্থ ভূতসকলকে আকর্ষণ করে এবং অন্তঃ শরীরস্থ পরমাত্মাকে (অথবা ভগবদ্বিভিন্নাংশ জীবকে) দুঃখ দেয়। তাহাদিগকে আসুরনিষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

মনুষ্যগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যজ্ঞ, দান, তপস্যাও তাদৃশ ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয় খাদ্যসকল আয়ুঃ, সত্ত্ব (চিত্তধৈর্য্য), বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক। তাহা রসকারী, স্নেহকারী, চিত্তের স্থৈর্য্য-জনক ও শরীরের হিতকর। অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদি দুঃখ, শোক ও রোগের জনক আহার সকলই রাজস প্রকৃতির প্রিয়। আর এক প্রহরের অধিককাল পূর্ব্বে পাক করায় শৈত্যলাভকারী, নীরস, পূতিগন্ধ, পর্য্যুসিত, গুরুজন ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট, এবং মৎস্য-মাংস-মদ্যাদি অমেধ্য খাদ্যসকল তামস ব্যক্তির প্রিয়।

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞসকল সাত্ত্বিক। ফলাভিসন্ধিযুক্ত ও দম্ভসহকারে কৃত যজ্ঞ—রাজস এবং বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞ—তামস যজ্ঞ।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীর তপঃ। অপরের অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার, বেদপাঠ ও অভ্যাসই বাঙ্ময় তপঃ। আর চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবসংশুদ্ধি (মনের নিষ্কপটতা) মানস তপঃ। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত অবস্থাই সাত্ত্বিক। নিজ সৎকার, সম্মান ও পূজা-লাভাদি বাসনায় দম্ভসহ

কৃত [illegible] আর মূঢ় বুদ্ধির সহিত নিজ পীড়া দ্বারা পরের [illegible] তামস।

[illegible] হইয়া কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচার [illegible] অর্থাৎ দেশ—তীর্থাদি, কাল—গ্রহণাদি শুভসময় [illegible] সদাচারনিষ্ঠ সৎকুলজাত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি। তাদৃশ পাত্রকে দান করিলেই উহা প্রচুর ফল প্রদান করে। আবার ভগবৎ সেবককে দান করিলে তাহা ভগবৎসেবায় অর্পিত হইয়া দাতার অক্ষয় সুকৃতি উৎপাদিত ও ভগবদ্ভক্তি লাভের সুযোগ হইয়া যায়। ইহা সাত্ত্বিক হইতেও উন্নত অর্থাৎ 'নির্গুণ'।

প্রত্যুপকারের আশায় বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে অথবা দান করিয়া পরে তজ্জন্য মনস্তাপ করা প্রভৃতি যে দানে, তাহা রাজস দান। আর যেখানে দানের প্রয়োজন নাই সেইস্থানে দান, যেকালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, তাদৃশ দান, নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে দান এবং সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান—তামসিক দান।

শাস্ত্রে 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনটী ব্রহ্মনির্দ্দেশক ব্যবস্থা। সেই নির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসকল বিহিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিগণ 'ওঁ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া সমস্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। জড় অতৎ-বস্তুর অতীত 'তৎ' বস্তুকে (ব্রহ্মকে) লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় ফলাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মোক্ষকাঙ্ক্ষীরা করিয়া থাকেন।

সৎ-শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদীকে বুঝায়। আর প্রশস্ত কর্ম্মসকলও সৎ শব্দবাচ্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ব্রহ্ম-উদ্দেশক হইলেই সৎ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপ-বিরোধী, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই ভক্তির উদয় করাইয়া জীবের চরম কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি সকলই অসৎ-শব্দবাচ্য। তদ্দ্বারা ইহলোকে বা স্বর্গাদিতে কোনস্থানেই কোনকালে কোন উপকার সাধিত হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভোগ ও সেবা

বাহ্য-দর্শনে ভোগ ও সেবা শব্দ দুইটীর ব্যবহার একই [illegible] এবং আভিধানিক অর্থগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও ইহার বৈষম্য যথেষ্টরূপে বিদ্যমান। আভিধানিক অর্থে 'ভোগ'-শব্দে ভোগী ব্যক্তির সুখ ও দুঃখের অনুভব বা উপভোগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং 'সেবা'-শব্দে আন্তরিকতার সহিত আরাধ্য বস্তুর তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা হয়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও উপভোগ অর্থেও সেবা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য-দর্শনে কাম ও প্রেমের সমতা পরিলক্ষিত হইলেও অন্তর্দর্শনে যেমন কামাপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কোটী কোটী গুণে বেশী, তদ্রূপ ভোগ ও সেবা শব্দের অর্থগত সমতা কথঞ্চিত দৃষ্ট হইলেও তারতম্যানুসারে ভোগাপেক্ষা সেবা শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। মনঃ সংযমপূর্ব্বক একনিষ্ঠতার সহিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে জানা যায় যে, ভোগোন্মত্ত ব্যক্তির ভোগ-বাসনার চরিতার্থতা বিভিন্ন প্রকারে সম্পাদিত হইলেও, ভোগীর ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ছাড়া উপশমিত হয় না; কিন্তু "সেবাপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ সেবকের" সেব্যবস্তুর প্রীতি-বিধানরূপ ক্রিয়াটী যতক্ষণ না সম্পাদিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবক প্রবল উৎসাহ ও উৎকণ্ঠার সহিত উদ্দীপনাময়ী ভাব প্রাপ্ত্যনন্তর, নিজকে বিরহ-বিধুরা পতিপ্রাণা নারীর পতি-বিয়োগজনিত শোকে আত্মভোলা, সর্ব্বহারা, লক্ষভ্রষ্টা, নিঃসহায়া ও মোহপ্রাপ্তার ন্যায় লোকচক্ষে পরিদর্শন করাইলেও বিরহানলে দগ্ধীভূত প্রীতিক্রমে ঘনীভূত হইয়া, ভাব-মহাভাবাদি অবস্থান্তরে উন্নীত হইতে সমর্থ হয়। তখন আর তাহার মনে কোনও দুষ্ট আশার লেশমাত্র স্থান পায় না। তখন সকল আশা পরিপূরণ হইয়া যায়; সেবক সেব্যের প্রীতিবিধান ছাড়া আর কিছুই জানিতে বা ভাবিতে সমর্থ হয় না। কামকামি-ভোগীগণের আশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ন্যায় সেবকগণের আশা বর্দ্ধিত হয় না। পরন্তু সেবক সেবাধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই নিত্য-কৃষ্ণসেবায় চির নিযুক্ত হইয়া যান। ভোগিগণের কোনও প্রকারে আশার শেষ হয় না, ইহার বহু বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রান্তরে দৃষ্ট হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" গ্রাম্য ভাষায় বলে—"আশায় মরে চাষা।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে—

আশাবশে ঘুরে' ঘুরে' আর কোথা যাই রে।
(আশার শেষ নাই রে)
'হরি' বলে' দেও ভাই আশায় মুখে ছাই রে।
(নিরাশ তো সুখ রে)

এই মহাজন-বাক্যদ্বারা জানা যায় যে, ভোগের দ্বারা যে-কোনও বস্তুর ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর ভোগ ও সেবাবৃত্তির তারতম্যগত সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥

যেখানে নিজের প্রীতিবাঞ্ছা বা ভোগের কথা, সেখানে ধ্বংস বা বন্ধন অনিবার্য্য। উপমাস্থলে বলা যায়—হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর সপ্তদ্বীপময়ী পৃথ্বী ভোগের পিপাসা, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা উপভোগ এবং ভোগোন্মত্ততায় কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদন-নিমিত্ত ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি লক্ষ্মী-স্বরূপা সীতাদেবীকে ভোগ করিবার পিপাসায় সমূলে ও সবংশে স্বর্ণলঙ্কা-পুরী-সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত রাবণের অবস্থার বিপর্য্যয়। আর যেখানে কৃষ্ণ ও কাষ্ণের প্রীতিবিধান, সেখানে কামের পরিবর্ত্তে প্রেম, ভোগের পরিবর্ত্তে সেবা। যেমন —সর্ব্বতোভাবে স্ব-সুখৈষণা-পরিত্যক্তা ব্রজললনাগণের শ্রীকৃষ্ণ-সেবারূপ প্রীতি। সেখানে ধ্বংসের পরিবর্ত্তে সনাতনত্ব, বন্ধনের পরিবর্ত্তে সেবাসুখে স্বাধীনতা-প্রযুক্ত চির-মুক্তত্ব। এমন কি, সেবা-সুখদানেচ্ছায় দুরারাধ্য, অনধিগম্য স্বরাট্ লীলাময় পুরুষোত্তমকে বশীভূত-করণ। সুতরাং মায়াবশযোগ্য প্রত্যেক জীবের মায়াবশ্যতা ত্যাগ করিয়া সেবকাভিমানে সেব্যের সেবা-প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্রবাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল যাদব॥"

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন

সুদামা-বিপ্রের উপাখ্যান

অবন্তীনগরে সুদামা-নামে কোন বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি অতিশয় দরিদ্র বলিয়া ভিক্ষা করিয়া কোনপ্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কোনদিন শাকান্ন, কোনদিন পোড়া চাউল, কোনদিন উপবাস করিয়াও তিনি ভজনানন্দে মগ্ন থাকায় এই সকল কষ্টকে কোন গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বামীর এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, এক দিবস পতিকে খেদের সহিত বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি শুনিয়াছি যিনি দ্বারকেশ এবং জগতের স্বামী, সেই কৃষ্ণচন্দ্র তোমার বাল্য বন্ধু। তিনি ত মহারাজ, তাঁহার বন্ধু হইয়া কেন তুমি এত দুঃখ-দারিদ্র্যের যাতনা সহ্য করিতেছ? তুমি সেই বাল্যবন্ধুর নিকট গমন কর এবং কিছু ধন প্রার্থনা করিয়া এই দারুণ কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ কর।

পত্নীর এই কাতর প্রার্থনায় সুদামা-বিপ্রের অন্তর বিচলিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি না হয় এই দুঃখ সহ্য করিলাম, কিন্তু প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর এই দুঃখ আর সহ্য হয় না; সতী ভালই বলিয়াছে, আমিও সেই অনাথবন্ধু কাঙ্গালের ঠাকুর ভগবানকে বহু দিবসের পর দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিব। তিনি স্ত্রীর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া পরদিবস সতীকে বলিলেন, আমি অদ্যই তোমার পরমর্শানুযায়ী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য যাইব। কিন্তু বহু দিবসের পর সখার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাইতেছি, ঘরে যে কিছুই নাই! কোন্ দ্রব্য ভেট লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব? তিনি যে মহারাজাধিরাজ! কত রাজা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপহার ও ভোগোপকরণ সানন্দে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া থাকেন; আমি ত অতি কাঙ্গাল দরিদ্র, তাঁহার নিকট কি লইয়া যাইব, ভাবিয়া পাইতেছি না। পতির কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নী গ্রামের কয়েকটী ঘরে ভিক্ষা করিয়া কিছু চিপিটক অর্থাৎ চিড়া সংগ্রহ করিলেন এবং একখানি জীর্ণ বস্ত্রে উহা বাঁধিয়া স্বামীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সুদামাবিপ্র তাহাই লইয়া পরমানন্দে 'শ্রীমাধব' বলিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। সে-সময়ে এখনকার মত গাড়ী ছিল না। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহাদি হিংস্র জন্তু সঙ্কুল দুর্গম পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া কিছুদিবস পরে তিনি দ্বারকায় উপনীত হইলেন।

ঐশ্বর্য্যময় দ্বারকাধাম দেখিয়া সুদাম বিস্মিত হইলেন; আহা মরি মরি, কি

শোভা। বিস্তৃত দির্ঘীকা, তন্মধ্যে শ্বেত, নীল, পীত বর্ণের সোপান-সমূহ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে; হংস, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষীগণ আনন্দভরে জলক্রীড়া করিতেছে; নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের পদ্মপুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; ভ্রমর-বৃন্দ আনন্দে গুণ্-গুণ্ স্বরে ফুলের মধু পান করিতেছে। অট্টালিকোপরি নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকাসমূহ পবনভরে আন্দোলিত হইতেছে; কারুকার্য্য শিল্পের অবধি নাই। স্বর্ণ-মণ্ডিত দ্বারকার চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের নীল তরঙ্গ-সমূহ হেলিয়া-দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রশস্ত রাজপথ দিয়া অগণিত নর-নারী শ্রীরাধা-মাধবের জয়গান করিতে করিতে রাজপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল। রাজপথের দুইপার্শ্বে মনোরম পুষ্পোদ্যান শোভা পাইতেছে; আম্র, লীচু, কদলী, নারিকেল, জম্বুক, পনস, জামরুল, দাড়িম্ব, পেঁপে, খর্জ্জুর, নানাজাতি ফলসমূহ শোভা পাইতেছে। অদূরে নীল-খচিত চন্দ্রাতপ অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, হীরামণি, নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ঝলমল করিতেছে। পুরী-প্রবেশের দ্বার-দেশে বৃহৎ গুম্ফ-শোভিত ভোজপুরী দ্বার-পাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহার হস্তে নানাবিধ অস্ত্র, ঢাল, তরোয়াল শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণগণের অবারিত-দ্বার, তাই পুরী প্রবেশের সময় সুদামা কোন বাঁধা পাইলেন না।

দ্বারকার অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় সুখে উপবেশন করিয়াছেন; চতুর্দ্দিকে মহিষীবৃন্দ, কেহ চামর ব্যজন করিতেছেন, কেহ এলাচি, লবঙ্গ, জায়ফল নানাবিধ সুগন্ধি মসলাযুক্ত পানের বীটিকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিতেছেন, কেহ বা সুগন্ধি পুষ্পমালা গলদেশে অর্পণ করিতেছেন, এমত সময়ে পুরাতন বন্ধু সখা সুদামা-বিপ্রকে দেখিয়া ত্বরিত-বেগে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরি তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিলেন; এবং মধুর হাস্য-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"সখা! এস এস, তোমার দর্শনে আমার যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। বলি, এতদিন কি করিয়া ভুলিয়া ছিলে? একবারও কি এখানকার কথা তোমার স্মরণ-পথে উদয় হয় নাই? ছিঃ ছিঃ—এমন করিয়া কি ভুলিতে হয়?"

এইরূপ নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র সখাকে হস্তে ধরিয়া সুবর্ণ সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলেন। মহিষীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া চকিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতেছেন,—কোথাকার একটা

ধর্য্য ব্রাহ্মণ, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, দরিদ্র, গায়ে দুর্গন্ধ, তৈল অভাবে মাথার কেশ শুভ্রবর্ণ—এমন একটা কিম্ভূত-কিমাকার মনুষ্যকে এরূপভাবে আদর করিতে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং সখার পাদ-প্রক্ষালন করিলেন দেখিয়া অপর মহিষীগণও তাঁহার অঙ্গে সুগন্ধি তৈল লেপন করিয়া সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন। সখা সুদামা সুস্থ হইয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলে কেহ বা চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সুদামা ত পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তৎপর নানাবিধ সুমিষ্ট সরবত, লুচি, মণ্ডা, সন্দেশ, রসগোল্লা, মালপোঁয়া, জিলাপী, দরবেশ, রাজভোগ উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া আচমন করাইলেন। পরিশেষে সুদামা মুখবাস গ্রহণ করিলেন।

সখা সুদামা এইরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিয়া তাহার আনীত চিড়া মহিষী-বৃন্দের সকাশে উপস্থিত করিতে লজ্জিত হইয়া, সেগুলি গোপন করিয়া রাখিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্যামী, তিনি সখার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নানাপ্রকার আলাপাদি করিতে লাগিলেন। সখা সুদামাকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—সখা! বহুদিন পরে তুমি এখানে আসিলে, তোমার সতী-স্ত্রী অত্যন্ত স্নেহশীলা; আমার জন্য কি কিছুই তোমার নিকট দেন নাই? এই কথায় সুদামা পুটুলিটি আরও লুকাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভাব বুঝিয়া বলিলেন—সখা! ও সখা!! তোমার বগলে কি আছে দেখি, এই বলিয়া ত্বরিত হস্তে পুটলীটি খুলিয়া জোরপূর্ব্বক একমুষ্টি চিড়া মুখে দিলেন এবং বলিলেন,—আহা! এমন অমৃত ত আমি আস্বাদন করি নাই! সুদামা-বিপ্র কৃষ্ণের এই কার্য্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর কি? কর কি, সখা? এমন কদর্য্য জিনিষ কি তোমার যোগ্য! শ্রীকৃষ্ণ আর এক মুষ্টি যখন লইবার উদ্যোগ করিলেন, অমনি পার্শ্বস্থিতা রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—প্রভো! আপনি একগ্রাস গ্রহণ করায় আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ইনি অধিকারী হইয়াছেন, আর এক গ্রাস গ্রহণ করিলে যে আমি ইঁহার চিরজীবনের মত দাসী হইয়া যাইব। এই বলিয়া নিবারণ করিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ সুদামা-সখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—সখে! মনে পড়ে কি, যখন আমরা সান্দিপনী-মুনির পাঠশালায় পড়িতাম। একদিন গুরুদেব কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন। রন্ধনের কাষ্ঠ নাই, এজন্য গুরুমাতা আমাদিগকে আদেশ করিলেন,—বৎসগণ অরণ্যে যাইয়া কাষ্ঠ আহরণ করিয়া

লইয়া আইস। তখন তুমি ও আমি উৎসাহান্বিত হইয়া কাষ্ঠ আহরণের জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। সে-সময়ে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। অকস্মাৎ ঝড়-বৃষ্টি শিলাপাত হওয়ায়, আমরা অনন্যোপায় হইয়া কাষ্ঠের বোঝা মাথায় লইয়া জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সারারাত্র কাটাইয়া ছিলাম। তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, চক্ষে কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না, অসংখ্য ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ভীষণ সর্পসমূহ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের আঘ্রাণ পাইয়া, রক্তের লোভে ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটী করিতেছিল। আমরা প্রাণভয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম—এ-সব কথা মনে পড়ে কি সখে? রাত্রি কাটিয়া গেলে গুরুদেব গৃহে আসিয়া পত্নীকে বলিলেন,—আমার ছাত্রবৃন্দ কোথায় গেল? কাষ্ঠ আহরণের জন্য আমি তাহাদিগকে বনে পাঠাইয়াছি—একথা শুনিয়া গুরুদেব তখন গুরুমাতাকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—আহা! তোমার কিছুমাত্র মায়া-মমতা নাই, এই দুধের ছেলেদের অবেলায় কোন্ প্রাণে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুখে বনে পাঠাইলে! তৎপরদিন প্রাতঃকালে গুরুদেব বৎসহারা গাভীর ন্যায় বনে আসিয়া আমাদের অন্বেষণ করিয়া আমাদিগকে জীবিত দেখিতে পাইয়া যে কি আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহা আর ভাষায় বর্ণনা হয় না; এইরূপ ২।৪ দিবস সুদামা-বিপ্র দ্বারকায় থাকিয়া গৃহে গমন করিবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তিনি ধনের জন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সহিত যাইবার সময় সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া সুদামাকে প্রণাম করিলেন।

সুদামা দেশে ফিরিয়া ক্রমশঃ গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং হৃষ্টমনে বলিতে লাগিলেন,—অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!!, যিনি মহারাজাধিরাজ —জগতের প্রভু, তিনি আমাকে কতই না আদর করিলেন। কোথায় আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—আর কোথায় তিনি শ্রীনিকেতন স্বরাট লীলা পুরুষোত্তম। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পর তিনি গৃহের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর নাই। সে-স্থানে অপূর্ব্ব অট্টালিকাসমূহ শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, কোন রাজপুরী; কোন ধনীলোক তাহার পর্ণকুটীর উচ্ছেদ করিয়া রাজবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। হায়! আমার গৃহিণী কোথায় রহিলেন? আমি বহু দিবসের পর দ্বারকা হইতে আসিলাম; কি সর্ব্বনাশ! আমার সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেল!

সুদামা গৃহের দিকে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তুমি সত্বর গমন করিয়া এক রাত্রির মধ্যে আমার পরম-ভক্ত সুদামার জন্য ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া দাও। ভগবানের আজ্ঞায় ঐস্থানে বিশ্বকর্ম্মা এই বিশাল পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুদামা ইহার কিছুই অবগত নহেন। দ্বিতল হইতে সুদামা-পত্নী স্বামীকে আগত দেখিয়া নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সহচরী-সঙ্গে বরণডালা লইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। সুদামা-বিপ্র তাঁহার সুশোভিতা পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন,—রাজলক্ষ্মী! আমি কোন অপরাধ করি নাই; আমাকে কেন বৃথা সঙ্কটে ফেলিবে, আমারই এই পর্ণকুটীর, ইহা আমি পুনরায় লইতে ইচ্ছা করি না। পার্শ্বস্থিতা কোন সহচরী বলিল,—ঠাকুর! আপনি চিনিতে পারিতেছেন না, ইনি যে আপনারই সহধর্ম্মিণী।

পরিচয় পাইয়া সুদামা-বিপ্র কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্যামী; আমি কোন ধনের প্রার্থনা না করিলেও করুণাবশতঃ তিনি এত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। তখন বিপ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—প্রভো! আমাকে আর আপনার মোহিনী-মায়ায় মোহিত করিবেন না। আমি আপনার নিত্য দাস—অহৈতুকী ভক্তিই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি। আমি যেন প্রতিজন্মে আপনার প্রিয় হিতৈষী উপকারক এবং সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি, আর সেই মহানুভব সর্ব্বগুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয়ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি। পরম বিবেকযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিগণের ধনগর্ব্বজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়াই অদূরদর্শী সেবককে সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র-কলত্রাদি প্রদান করেন না, পরন্তু দৃঢ়া ভক্তিই দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক জনার্দ্দনে অতিশয় ভক্তিযুক্ত-চিত্তে ক্রমশঃ বিষয়-ত্যাগাভ্যাস সহকারে পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণসখা সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে অজিত ভগবানকে সেবকগণের নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া ভগবদ্-ধ্যানবেগদ্বারা জড়াহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া অচিরেই ভক্তজনাশ্রয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

বিরহ-গীতি

আচার্য্য-সত্তম যিঁহো অগতির গতি।
হেন মোর প্রভু কোথা ঠাকুর সরস্বতী॥

তোমার বিহনে আজ অন্ধকারময়।
কাঁহা যাই কিবা হেরি না দেখি উপায়॥

তুমি অকলঙ্ক ইন্দু গৌড়ীয়-গগনে।
অন্ধকার হ'ল আজ তব প্রভা বিনে॥

জগতের গুরু তুমি সর্ব্বগুণখনি।
তোমা বিনে রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥

কি দোষে দারুণ বিধি নির্দ্দয় হইয়া।
তোমা হেন গুণনিধি নিলেক হরিয়া॥

এই দুঃখ কহিব কারে কেবা শুনিবে।
কোথা গেলে এ তাপিত পরাণ জুড়াবে॥

আর কি দেখিব তোমা এ দুই নয়নে?
হতাশ হৃদয় তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে॥

তুমি কৃষ্ণ-নিজজন গোলোক-বিহারী।
আমি মর্ত্ত্যজীব এই ভূলোকেতে বসি॥

তব পাদপদ্ম প্রভু কিরূপে হেরিব।
তোমার গম্ভীর লীলা কিরূপে বুঝিব॥

এইমাত্র আশা মম তব শ্রীচরণে।
তোমার বিরহ-দুঃখ জাগে অনুক্ষণে॥

এই যেন ব্রত হয় জীবনে মরণে।
তোমার চরণ সেবি ভক্তজন-সনে॥

—সেবকাধম শ্রীবিপিনবিহারী (ব্রহ্মচারী)

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীদ্বারকা-ধাম পরিক্রমা

পরিক্রমা-পঞ্জী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪০০ পৃষ্ঠার পর)

১।১১।৫৬—প্রাতে **নন্দগ্রাম** হইতে. উদ্ধবকেয়ারী (উদ্ধবকর্ত্তৃক বিরহকাতর গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ নিবেদন করত সান্ত্বনা প্রদানক্ষেত্র) দর্শন ও নন্দগ্রাম পরিক্রমামুখে চরণচিহ্ন দর্শন এবং পাবন-সরোবর স্পর্শান্তে নন্দালয়ে শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

অপরাহ্ণে বাসযোগে মথুরা আগমনপথে **বর্ষাণার** শ্রীমন্দির ও বৃষভানু-রাজ-ভবন দর্শন। অতঃপর **মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগমন ও অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন।**

৩।১১।৫৬—শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিরাটভাবে শ্রীশ্রীঅন্নকূট ও **শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব।** আগামী-কল্য বিশ্রাম।

৫।১১।৫৬—মধ্যাহ্নে প্রসাদসেবান্তে বাসযোগে **শ্রীগোকুলে পরিক্রমা।** ব্রহ্মাণ্ডঘাট (শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিক্ষণের স্থান), যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-স্থলী, যোগমায়া, নন্দালয় প্রভৃতি দর্শনান্তে পথিমধ্যে রাভেল দূর হইতে দর্শন করত বৃন্দাবনে মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায় উপস্থিতি।

৬।১১।৫৬—প্রাতে **শ্রীবৃন্দাবন** পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। অপরাহ্ণে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি মন্দির এবং বংশীবট, গোপেশ্বর, সেবাকুঞ্জ, ইমলিতলা প্রভৃতি যাবতীয় স্থান দর্শন।

৭।১১।৫৬—**বেলবন** পরিক্রমা ও বৃন্দাবনে অন্যান্য দেব-মন্দিরে দর্শন।

৮।১১।৫৬—প্রাতে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন-পথে **ভাতরোল** (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাজ্ঞিকপত্নীগণকে কৃপাকরণ ক্ষেত্র) এবং **অক্রূর-ঘাট** দর্শন। যাত্রীগণ এইরূপে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া **শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সমাপ্ত** করেন ও ১২।১১।৫৬ তাং পর্য্যন্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন।

১৩।১১।৫৬—সন্ধ্যার গাড়ীতে **জয়পুর** যাত্রা এবং ভোররাত্রে জয়পুর উপস্থিতি ও ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় অবস্থান।

১৪।১১।৫৬—মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবান্তে **জয়পুর** ও **গল্‌তাগাদি** (গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক রামানুজীয় শাখা রামানন্দী সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক আহূত এক বিরাট সাম্প্রদায়িক সভায় তাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাম্প্রদায়কে রক্ষা করত সাম্প্রদায়িক সম্মান সমুজ্জ্বল করেন, এই সেই ক্ষেত্র) দর্শন করিয়া আরতিকালে শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমা।

১৫।১১।৫৬—প্রাতে **আজমীর** যাত্রা এবং মধ্যাহ্নে আজমীর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বাসযোগে **পুষ্করতীর্থে** উপস্থিতি। এবং স্নানান্তে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মার মন্দিরে গমন ও দর্শনাদি। তথা হইতে শ্রীসাবিত্রীদেবীর মন্দির দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণামান্তে আজমীর ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন। রাত্রে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা এবং পরদিবস দিবারাত্র ট্রেণে অতিবাহিত করিয়া তৎপরদিবস দ্বারকা উপস্থিতি।

১৭।১১।৫৬—অপরাহ্নে **দ্বারকা** ষ্টেশনে উপস্থিতি ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্দিরে গমন। প্রথমে শ্রীগোমতী-স্নান, তৎপরে শ্রীশ্রীদ্বারকাধীশ এবং অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন ও পূজাদি। সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রসাদ সেবার পর রাত্রেই **ওখা** ষ্টেশনে উপস্থিতি ও বিশ্রাম।

১৮।১১।৫৬—অতি প্রত্যুষে নৌকাযোগে **বেটদ্বারকায়** উপস্থিতি ও শ্রীমন্দিরে রুক্মিণী-সত্যভামা-কৃষ্ণ দর্শন। পুনঃ ওখা ষ্টেশনে আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য সমাধান ও ব্রতোদ্যাপন উৎসব সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে হাওড়া অভিমুখে যাত্রা। ভোররাত্রে বিরামগাঁও ষ্টেশনে উপস্থিতি এবং ২৪ ঘণ্টা বিরাম গ্রহণ।

২০।১১।৫৬—ভোরে বিরামগাঁও হইতে সুরাট, ভূষাভেল ও নাগপুর হইয়া যাত্রীগণের হাওড়া অভিমুখে যাত্রা। মাত্র ১৫ জন যাত্রী শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের সহিত মথুরাভিমুখে গমন করেন; তাঁহারা ২।১ দিবস মথুরায় অবস্থান করত হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নাগপুর পথের যাত্রীগণ ২১।১১।৫৬ তারিখে দিবা-রাত্র ট্রেণে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস হাওড়ায় উপস্থিত হন।

২২।১১।৫৬—বোম্বাই মেলে বেলা ১০-১৫ মিনিটে **হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিতি** ও স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীল প্রভুপাদ—করুণাময়

হে পরমারাধ্য করুণাময় প্রভুপাদ,

আজ আপনার শুভ অপ্রকট তিথি। চতুর্দ্দিকে আপনার জয়গান হইতেছে। যাঁহারা জয়গান করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য। আপনি তাঁহাদের কৃপা করিয়াছেন। যাহারা জয়গান করিতেছে না, তাহাদের উপরও আপনার ব্যাতিরেক কৃপা বর্ষিত হইতেছে। আপনি কৃপাময়; কৃপা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আপনার নিকট হইতে ক্ষরিত হয় না, কিন্তু নিজ নিজ ভাগ্যবশতঃ তাহা সকলে সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে আপনার পক্ষপাতিত্ব নাই। 'য যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—বাক্যের অব্যভিচারিত্ব আপনা-কর্ত্তৃক যথার্থই রক্ষিত হইতেছে। 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু' বাক্যের সত্যতা রক্ষাকারী আপনার আদর্শে দেখা যায়, তথাকথিত বিশেষ নিকটাভিমানী ব্যক্তিকেও আপনি সমুচিত দণ্ড দিতে কাতর হন নাই। তথাপি আপনার সেই দণ্ডই করুণা—ইহাই আপনার করুণাময়ত্বের পরিচয়।

আপনার প্রতিটি কার্য্যই এইরূপ করুণাত্মক। আপনি করুণাপূর্ব্বক ইহ-জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। করুণাপূর্ব্বক মায়িক বিচারের কিছুকাল প্রকট ছিলেন। আবার করুণাপূর্ব্বকই এক্ষণে মায়াবদ্ধের সম্মুখে অপ্রকট রহিয়াছেন। আপনার এই তিন অবস্থাই করুণাত্মক। সর্ব্বাবস্থার একই উদ্দেশ্য। আপনি ঐকান্তিক। আপনি আজ অপ্রকট অবস্থা অঙ্গীকার করিয়া জীবকে কখনই বঞ্চনা করিতেছেন না। জীবের পক্ষে যেভাবে যতটুকু মঙ্গলজনক, তাহা আপনিই সম্যক্ বিদিত আছেন। মায়াবদ্ধ জীবের বিচার তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে মিলন-সুখ প্রদান করত বিরহসাগরে মগ্ন করায় তাঁহার অসীম করুণা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ আপনার আচরণেও অসীম করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে, কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন গোপীগণের নিকট অবস্থান করিলে বদ্ধজীবের তাহা আনন্দের বিষয় হইত বটে, কিন্তু পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥
মধ্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪-৩৬)

তাই আপনার বিরহে আপনার ভক্তগণ আজ আপনাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে "মামুপৈষ্যথ" অবস্থা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। —ইহা আপনার পরম করুণারই পরিচয়।

যে মিলনের পরিণতিতে বিরহ নাই, তাহা মিলন নহে। মিলনের পর্য্যবসানই বিরহ এবং বিরহের পর্য্যবসানই মিলন। Love & Rupture—একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট—ইহা আপনারই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী। তাই আজ আপনার ভক্তগণের নিকট আপনি বিরহাত্মক মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া করুণা প্রকাশ করিতেছেন।

হে করুণাময় প্রভুপাদ, আপনি সচ্চিদানন্দ-বস্তু। আপনার স্বরূপ কখনও মায়াবদ্ধ জীবে দর্শন করিতে পারে না। মায়ামুক্ত জীবই আপনাকে দর্শন করিয়াছেন—একথা আপনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধজীব আপনাকে দর্শন করিতে গিয়া মায়িক সত্ত্বগুণে আপনার যে প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত, তাহাই দর্শন করিয়াছেন। আপনার এই সত্ত্বগুণাত্মক প্রতিচ্ছবিতেও যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আপনি অশেষপ্রকারে কৃপা করিয়াছেন। আপনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, রূপানুগগণ সকলেই বিরহী। সেই বিরহ-সেবাই আপনার তাৎপর্য্য; আপনি বিপ্রলম্ভ-রসাম্বুধির প্রতীক। সেই বিপ্রলম্ভ-সেবা শিক্ষাদানই আপনার করুণা।

হে করুণাময় প্রভুপাদ, মায়িক দেশ, কাল ও ইতিহাস-মূলক কোন পরিচয়ে আপনার পরিচয় হয় না, তজ্জন্য তদ্বিষয়ে আমার রুচি নাই। আপনি সর্ব্বতোভাবে যাবতীয় মায়িক গুণকে নিরাস করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময়ী বিরহাত্মিকা ভক্তিকেই প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন। কোনও প্রকার মায়ার বাদ-বিষয়ে আপনি সর্ব্বতোভাবে অসহিষ্ণু। আপনার সুসিদ্ধান্তিকা লেখনীর প্রতিছত্রে এবং বজ্রগম্ভীরনাদী কণ্ঠের প্রতি স্পন্দনে তাই সেই মায়াবাদকে নিরসন করিয়া করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হে করুণাময় প্রভুপাদ, আপনি কোনদিন কর্ম্মীগণের মনস্তুষ্টি করেন নাই, পরন্তু তাহাদের যমসদৃশ ভীতিপ্রদ বস্তু ছিলেন। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিংহনাদ শ্রবণ করত কর্ম্মবীরগণ জম্বুকসদৃশ ভীত হইয়া ভূগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। সত্যানুরাগী আপনার যে বিক্রম—তাহা জীবের প্রতি অসীম করুণা।

হে করুণাময় প্রভুপাদ, আপনার চরিত্রে কোনদিন কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ বর্ত্তমান ছিল না। আপনি আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ

করত যোষিৎসঙ্গীর পক্ষে পরমার্থ লাভ পরমদুর্ঘট বলিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। "রমণীজন-সঙ্গ-সুখঞ্চ সখে, চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্"—ভবদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণী আদর্শরূপে পালন করিয়া অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন।

হে করুণাময় দেব, আপনার বিচার চিরদিনই দৈব। তাই বিচারার্থ আহূত ধর্ম্মসভায় আসুর-বর্ণাশ্রম বিচারকে খণ্ডন করিয়া আপনি দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপনার সেই কার্য্যে প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত হইলেও আপনি দৈববলে তাহা বিদূরিত করিয়াছেন এবং আপনার একনিষ্ঠ সেবকগণই সেই দৈব-বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা অদ্যাপি আচরণ করিয়া আসিতেছেন। আপনার এই দৈব-কার্য্য অপার করুণাত্মক।

হে করুণাময় প্রভুপাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদকে আপনি বিদূষণ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ সমুজ্জল করিয়াছেন। আপনি অবতীর্ণ না হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে কালক্রমে প্রবিষ্ট মালিন্যরাশি নিষ্কাষিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপ কে প্রকাশ করিত? সমগ্রবিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিরহাত্মিকা সেবার সৌন্দর্য্য কেই বা বিকীর্ণ করিত? হে প্রভো, আপনার করুণার সীমা নাই।

হে করুণাময় প্রভো, আজ এই বিরহ-বাসরে আপনার করুণার কথা স্মরণ করাই আমার জীবাতু হউক। মাদৃশ বরাক আপনার করুণার কতটুকুই বা স্পর্শ করিতে পারে। আপনার করুণা অপার, অসীম। দেবতাবৃন্দও তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে অপারগ। তবে যদি কোনদিন আপনার সেবকের সেবা লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে, তবেই আপনার করুণার স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইব। অদ্য এই বিরহ-বাসরে ভবদীয় শ্রীচরণে আমার সকাতর প্রার্থনা,—যেন কোনপ্রকার অপরাধবশে অধোগামী না হইয়া আপনার দাসানুদাসগণের সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকি।

—শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
বিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

প্রতিবৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কার্য্যালয়, প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বার্ষিক তিরোভাব তিথি যথারীতি পালিত ও উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার—চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার সমিতির সভাপতি আচার্য্যদেব এসময়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকায় বিরহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা, গুরুকৃপা-প্রার্থনা ও বিরহ-গীতিসকল কীর্ত্তিত হয়। পরে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করা হয়।

শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চনান্তে দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরতির পর সমাগত ২০০ শতাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যগোপাল দাসাধিকারী ও শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু প্রভৃতি সজ্জনগণ এই মহোৎসবের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

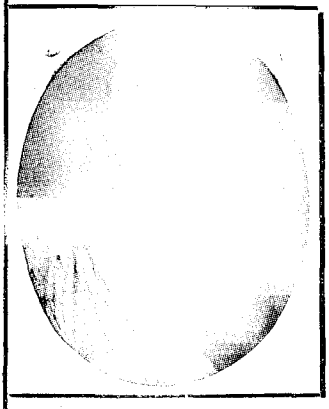
অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। চন্দনচর্চ্চিত, পুষ্পমাল্য-ভূষিত শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সভামণ্ডপে অধিষ্ঠিত হইয়া সমাগত ভক্তগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিতে থাকেন। ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সমিতির আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর "শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্", শিক্ষাষ্টক, "যশোমতীনন্দন", "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ", "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় অষ্টক ও বিরহ-গীতিগুলি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' হইতে **"দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদধারা", "শ্রীল প্রভুপাদের বাণী"** (৪৩৩-৪৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) ও **"শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী"** পাঠ করেন। পরে শ্রীপাদ রাখালচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী ও শিক্ষা আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ

বিরহ-তিথি উপলক্ষে তাঁহার স্বলিখিত "শ্রীল প্রভুপাদ—করুণাময়" (৪২৯-৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) নামক প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি আবেগভরে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতামুখে কৃপাপূর্ব্বক যে উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন, তাহা বর্ত্তমান ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণের একমাত্র আদর্শ ও কণ্ঠহার-স্বরূপ। উহা **"শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা"**-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীগৌরগোবিন্দের আরাত্রিকান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী



গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্যকথা বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরি-ভজন কর্‌তে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয় ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। এ কথা তাঁ'রা কোনও না কোনও দিন বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির　　(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
২২শে পৌষ, ১৩৬৩ সাল

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩, ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, মঙ্গলবার, ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, **সোমবার** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ

ভারতীয় লোকসভায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিগত ২৭শে জুলাই, ১৯৫৬ তারিখে একটি বিল (Bill) বা বিধান উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা এই বিলের সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইতে পারি নাই ; তবে যতটুকু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। এই বিধানের উদ্দেশ্য—"সাধু-সন্ন্যাসীগণের পাপাচার, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা, সমাজবিরোধী আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার দ্বারা খাঁটী সাধুগণের বদনাম দূর হইবে ইত্যাদি।" ভারতীয় লোকসভার বিস্তারিত বিধান প্রস্তাব (Bill) অবগত হইতে পারিলে আমরা ইহার যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব। অবশ্য সাধুগণের বিরুদ্ধে কোনও আইন পাশ করিতে হইলে তাহাদিগকে ঐ বিধান বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অবগত করান প্রয়োজন। তাহা না করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও বিধান প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

ভারতের যাবতীয় আইন, বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত কোন বিধি ভারতে চলিবে না। সাধু-সন্ন্যাসীগণকে শাস্ত্রই নিয়ন্ত্রিত করেন, কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেহেতু সমস্ত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই বাক্যের পোষকতা-প্রমাণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ (ভাঃ ৪।২১।১২)

অর্থাৎ মহারাজ পৃথু (যাঁহার নামানুসারে সমস্ত বিশ্বের নাম 'পৃথিবী' হইয়াছে) সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। ঋষিকুল, ব্রাহ্মণ এবং

অচ্যুত-গোত্রীয় বিষ্ণুভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলের উপর তাঁহার দণ্ড এবং বিধি অস্খলিত ছিল। অর্থাৎ উক্ত ঋষি ও সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকলের উপরেই তাঁহার আইন প্রযুক্ত হইত।

সাধুগণই ভারতের গৌরব ও শোভা। সমগ্র পৃথিবী ভারতের এই গৌরব ও শোভায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের পারমার্থিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীগণ শান্তিপ্রিয়, তজ্জন্য সমগ্র পৃথিবী শান্তির জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট যত সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ অধিক সম্মান লাভ করিয়াছে—ধর্ম্মনৈতিক কারণে। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। রাজনীতিদ্বারা ধর্ম্মনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত অবিধি।

ভারতীয় সংবিধান-তন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হইয়াছিল—**ভারত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র**। সুতরাং ভারতীয় লোকসভা কোনও ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী (against the constitutional Law) হইবে। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারী **দণ্ডবিধি আইন** (Penal code) ও ফৌজদারী **কার্য্যবিধি আইন** (Criminal Procedure code) প্রভৃতি আইন-সমূহের অনেকক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা সেই সেই আইনগুলিকে সংশোধন করিতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—যিনি এই প্রস্তাব লোকসভায় আনয়ন করিয়াছেন, তিনি ভারতীয় দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন কি? তিনি কি জানেন না যে, দুর্নীতি দমন করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র একই আইন প্রচলিত আছে? দুর্নীতির মাপকাঠি বা মানযন্ত্র সাধু ও অসাধুপক্ষে একইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। **সুতরাং দুর্নীতি দমনের জন্য পৃথক্ কোনও আইন প্রস্তুতের আবশ্যকতা নাই।** আমরা বলিতে চাহি,—সাধু চুরি করিলে বা অসাধু চুরি করিলে Penal code এর (দণ্ডবিধি আইন) ৩৭৯ ধারা কি নূতন করিয়া গড়িতে হইবে? একজন আসাধু পরস্ত্রী হরণ করিলে বা একজন সাধু পরস্ত্রী হরণ করিলে

Rape case এর ৩৭৬ ধারা পরিবর্ত্তিত হইবে কি ? সাধু প্রতারণা করিলে বা অসাধু প্রতারণা করিলে ৪২০ ধারার কিছু পরিবর্ত্তন হইবে কি ? আমরা বুঝি,—ফৌজদারী দণ্ডবিধি সাধু-অসাধু সকলের উপরেই সমান-ভাবে প্রযুক্ত। দুর্নৈতিক ঘটনার তারতম্য ও গুরুত্বানুসারে দণ্ডেরও গুরুত্ব ও তারতম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য পৃথক্ আইন প্রস্তুতের কোনও আবশ্যকতা নাই।

যদি সাধুদের দুর্নৈতিকতার জন্য পৃথক্ আইন প্রস্তুতের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাপাচার, সমাজ-বিরোধী কার্য্য ও দুর্নৈতিকতার জন্যও পৃথক্ আইন আবশ্যক হইবে। Congressএর কোন নিরপেক্ষ সভ্য লোকসভায় এই-রূপ বিল উত্থাপন করিবেন কি ? সাধু-সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান বা আচার্য্যের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে প্রথমে রাজনৈতিক পাণ্ডাগণের নিয়ন্ত্রণ হওয়া আবশ্যক। Black Marketing (চোরাবাজারী নিয়ন্ত্রণ) আইন আজও প্রস্তুত হয় নাই। আমরা শুনিতে পাইতেছি,—বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ দুর্নৈতিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী কোনও কোনও সময় ইহার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে ? অবশ্য "তেজীয়সাং ন দোষায়"—এই বিচার অনুসারে হয়ত তাঁহারা রেহাই লইবেন।

সাধু ও সন্ন্যাসীর বিচার—সাধু-সন্ন্যাসীরাই করিয়া থাকেন। অসাধু-গণ কিরূপে সাধু চিনিয়া লইতে পারিবেন ? যাহারা কোনও দিনই সাধুর কাছে যান নাই, তাহারা সাধুত্বের বিচার কেমন করিয়া করিবেন ? আইন প্রস্তুত করিতে হইলে 'সাধু কাহাকে বলে', তাহার একটি আইন-সঙ্গত Schedule অর্থাৎ তপশীল প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই তপশীলের বাহিরের লোকগুলিকে 'অসাধু' সংজ্ঞা দিতে হইবে এবং 'অসাধু কাহাকে বলা হইবে', ইহারও একটী তপশীল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যাহারা সাধু ও অসাধু—এই দুই তপশীলের বাহিরে থাকিবেন, তাহাদিগকেও একটী

তপশীল করিয়া মনুষ্যজাতির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—এই জগতে দেবতা ও অসুর-নামক দুইটী সম্প্রদায় মনুষ্য-নামে খ্যাত। অন্যপ্রকার মানবজাতিকে মনুষ্য বলিয়া ধরা হয় নাই।

অসাধু নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নাই—সাধু-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার জন্য অসাধুগণ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। কলির বর্ত্তমান সময়ে ভোটের যুগ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং অসাধুর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সাধুগণের উপর অত্যাচার চালাইবার আইন প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠের রক্ষা হইবে কিরূপে? আজকাল পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুগণের উপর যে প্রকার অত্যাচার-অবিচার চালাইতেছেন, ভারতবর্ষেও সেইপ্রকার সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাকে আমরা সুশাসন বলিতে পারি না।

ইহার মূলে সাধুদের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অসাধুগণ নিজ নিজ দুষ্কৃতি ও দুর্নীতির জন্য সাধুগণের দ্বারা সমাজে হেয়-ঘৃণিত-অপমানিত-লজ্জিত হওয়ায় তাহার প্রতিহিংসা-স্বরূপ এইপ্রকার কলি-কালোচিত সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মূলে আমরা আরও একটী অসৎ-উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের যাবতীয় অসাধুগুলি সাধু-খাতায় নাম লেখাইয়া তাহাদের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রচুর সুযোগ লাভ করিবে। সুতরাং এইপ্রকার আইন প্রস্তুত হইলে দুর্নীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে;—কিন্তু হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে না।

সাধুগণ নিজদিগকে লোকসমাজে 'সাধু' বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। আমি একজন 'Registered সাধু' অথবা 'Licensed সাধু', এইরূপ পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোনও সাধুই সরকারী সেরেস্তায় নাম Registry করাইতে যাইবেন না। বিশেষতঃ জেলাধীশ (License officer) যদি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোনও হিন্দু-বিরোধী ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট

হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত সাধুতার বিচার কি-প্রকার হইবে? উক্ত শ্রেণীর জেলাধীশ তাঁহার নিজ ধর্ম্ম-চিন্তানুযায়ী বিচার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং সাধুগণ তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য ঐরূপ ব্যক্তির নিকট কেন যাইবেন?

'সাধু' বলিতে গৃহস্থ ব্যক্তিকে বুঝাইবে কি না? অবশ্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ নহেন। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীদিগকে সন্ন্যাসী বলা হয় না। তাঁহাদিগকে কি বলা হইবে? যদি তাঁহাদিগকে 'সাধু' বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী—এই তিন শ্রেণীর লোককে 'সাধু' বলিতে হইবে। অথবা গৃহস্থগণকে বাদ দিলে তাঁহারা অসাধু-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এইরূপক্ষেত্রে কোনও গৃহস্থ উন্নত-স্তরের লোককে 'অসাধু' বলিয়া সম্বোধন করিলে দণ্ডবিধি আইনে ৩৫২ ধারার অপরাধ হইবে না। অথবা ঐ আইনে ৫০০ ধারা অনুসারে সম্মানের হানিও করা হইবে না।

কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি যদি সাধু হইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়াই যদি সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও লাইসেন্স্ লইতে হইবে এবং নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। এরূপক্ষেত্রে আমরা অবগত আছি,—জেলাধীশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ-অধিকারী কর্ম্মচারী ধর্ম্ম-জীবন যাপন করেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকাদি-সহ বিচার আদালতে বা অফিসাদিতে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'সাধু'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলে তাঁহাদিগকেও জেলা-ধীশের নিকট তাঁহাদের সাধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। জেলাধীশ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া লাইসেন্স্ দিবেন এবং আবশ্যক হইলে উহা কাড়িয়া লইবেন ও দণ্ড দিবেন—ইহা কি সঙ্গত হইবে?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন ও সর্দ্দা-আইন বা বাল-বিবাহ আইন যেরূপ সংবিধানে পাশ হইলেও ভারতীয় জনতা তাহা গ্রহণ না করায় সংবিধানের গ্রন্থাগারেই উহা সুরক্ষিত আছে, বর্ত্তমান আইনটীও জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধানে পাশ করাইয়া তাঁহাদের

উপর বলপ্রয়োগে চাপাইতে গেলে ইহারও সেইরূপ অবস্থা হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি কথা আমরা শুনিতেছি, ইহা আইনরূপে গৃহীত হইলে ভারতীয় Federal Courtএ এই সংবিধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে।

সুতরাং আমরা এইরূপ আইন নির্দ্ধারিত হইবার সর্ব্বতোভাবে বিরোধী এবং লোকসভার সভ্যগণের প্রতি আমাদের সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এইরূপ আইন কখনও পাশ না করেন। ভারতের সমগ্র সংবাদপত্র-সেবীগণকে অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আমরা ভারতের সমগ্র জাতীয় সমাজকে, বিশেষতঃ সকল সাধু-সন্ন্যাসী-গণকে নিবেদন জানাইতেছি,—তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করুন।

সাধু সাবধান ! সাধু সাবধান !! সাধু সাবধান !!!

—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ,
প্রেসিডেণ্ট, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, নবদ্বীপ

———

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৮ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৭ মাধব, ৪৭০ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬৩ ; ইং ১২।২।৫৭ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

১। বন্দে নবঘন-শ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসসম্।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্॥৬৭॥

২। রাধেশং রাধিকা-প্রাণবল্লভং বল্লবী-সুতম্।
রাধা-সেবিত-পাদাব্জং রাধা-বক্ষঃস্থল-স্থিতম্॥৬৮॥

৩। রাধানুগং রাধি[illegible]ং রাধাপহৃত-মানসম্।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্॥৬৯॥

৪। রাধা-হৃৎপদ্ম-মধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম্।
রাধা-স[illegible]ং শশ্বৎ রাধাজ্ঞা-পরিপালকম্॥৭০॥

৫। ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যম্।
তং ধ্যায়েৎ সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্॥৭১॥

৬। সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশ-শেষ-সংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৭২॥

৭। নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম ॥৭৩॥

৮। যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্।
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥৭৪॥

৯। বেদাবেদ্যং বেদ-বীজং বেদ-কারণ-কারণম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৭৫॥

১০। ইতি তেন (গন্ধর্ব্বেণ) কৃতং স্তোত্রং য পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাং গতিম্ ॥৭৭॥

১১। হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদ-প্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৮ ॥

—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রথমৈকরাত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ে

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। উপবর্হণ-গন্ধর্ব্ব (শ্রীনারদ) বলিলেন,—নব-ঘনশ্যাম, পীত-কৌষেয়-বসনধারী, আনন্দময়, সুন্দর, পরম-পবিত্র, জড়া প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥৬৭॥

২-৩। যিনি রাধাকান্ত, রাধিকার প্রাণবল্লভ ও বল্লবী-পুত্র, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাধা-কর্ত্তৃক নিসেবিত ও তৎবক্ষঃস্থলস্থিত, এবং যিনি রাধার অনুগামী, রাধা যাঁহার ধ্যেয়, রাধা-কর্ত্তৃক যাঁহার চিত্ত অপহৃত, যিনি রাধার আধার, বিশ্বের আধার ও সকলের আধার, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥৬৮-৬৯॥

৪-৫। যিনি রাধার হৃৎকমলে নিত্য বিরাজমান ও সর্ব্বমঙ্গলদায়ক, যিনি রাধার চির-সহচর ও আজ্ঞা-পালক, এবং সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সতত যাঁহার ধ্যানমগ্ন, আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি ॥৭০-৭১॥

৬-৭। ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন, এবং সাধুগণ যাঁহার নির্গুণ (অপ্রাকৃত) সনাতন পরব্রহ্মরূপ ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা ও নিত্য, সত্য, পরমেশ্বর, আমি সেই সনাতন ভগবানের বন্দনা করি ॥৭২-৭৩॥

৮-৯। যিনি সৃষ্টির আদি-কারণ, সর্ব্ব-বীজাধার, পরাৎপর-তত্ত্ব, নিখিল-অবতারাবলীর বীজ-স্বরূপ, সকল কারণের-কারণ, নিখিলদেবের অগোচর, বেদের বীজ-স্বরূপ এবং বেদের মূলীভূত কারণ, (ভক্ত)-যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের ভজনা করেন ॥৭৪-৭৫॥

১০-১১। গন্ধর্ব্ব-(শ্রীনারদ) কৃত এই স্তোত্র যিনি পবিত্রভাবে সংযত-চিত্তে নিত্য পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হন, এবং প্রাণান্তে নিত্য গোলোকে উত্তমা গতি—হরিভক্তি, শ্রীহরির দাসত্ব ও পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই ॥৭৭-৭৮॥

বর্ষ-শেষ

বর্ষশেষে বিদায়-মাঙ্গল্য এবং গৌরনাগরী ও সহজিয়া-দলের নিষ্ফল চেষ্টা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অপার করুণায় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হার্দ্দ অনুকম্পায় শ্রীপত্রিকার* (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৮ম বর্ষ) সম্পূর্ণ হইল।

প্রাকৃত রসিক-দল এবং অভিনব গৌর-নাগরীগণ স্ব-স্ব দুর্দ্দমনীয় বিষয়-চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শ্রীপত্রিকা শুদ্ধাভক্তি-সেবায় বিমুখিনী হন নাই। নাগরী ও প্রাকৃত সহজিয়াদিগের তাণ্ডব নর্ত্তনোৎসাহ খর্ব্ব হওয়ায় ভক্তগণ দুইহস্ত তুলিয়া তোষণীর (শ্রীপত্রিকার) কল্যাণ কামনা করিয়াছেন।

ভক্তিবিরোধী, ভক্তবিরোধী ও ধামবিরোধী-দলের অপচেষ্টা

এই বর্ষে আরও দুইটী ভক্তিবিরোধী উপসম্প্রদায় উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। প্রথমটী শুদ্ধাভক্তি প্রচারের বিরোধী, অপরটী শুদ্ধভক্ত হইবার বিরোধী। এতদ্ব্যতীত বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিয়া এক সম্প্রদায় শ্রীনিত্যধামের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কোন যোগ্যতা না থাকিলেও নানা অসৎপথ অবলম্বন করিয়া সত্যের অপলাপ এবং সাধুজনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

---

*শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকার বিংশ-বর্ষ

করিতেছে। উদর ও উপস্থবেগ জয় না করিতে পারিলে নানাপ্রকারে বাক্য-জাল বিস্তার ও সত্য আবরণের পন্থা উদ্ভাবন করিতে হয়।

রামচন্দ্রপুর মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত—উহা অন্তর্দ্বীপ নহে এবং সাতকুলিয়া কোলদ্বীপ নহে

মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরের গঙ্গা-গর্ভকে 'নদীয়া' বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা এবং সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাসকল পণ্ডিতমণ্ডলী গর্হণ করিয়াছেন। এমন কি, মূর্খ কৃষকগণও বুঝিতে পারে যে, রামচন্দ্রপুর নদীয়া হইলে মাওগাছী কুলিয়া হয় এবং সাতকুলিয়া কুলিয়া হইলে বাগআঁচড়া নদীয়া হয়। মূর্খ চাষীতেও যে কথা বুঝিতে পারে, তাহাতে বৈষ্ণবের পোষাকে অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া লোককে ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা—প্রশংসনীয় নহে।

বিরোধীদলের চেষ্টা দমনের অভিপ্রায়

এবৎসর কতিপয় ব্যক্তি নামাপরাধকে নাম বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, (এখনও) চৈতন্যাব্দে ১ বৎসর ভ্রম করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, রামচন্দ্র-পুরকে 'মায়াপুর' বলিয়া এবং সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সহজিয়া ও নাগরী-মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীপত্রিকায় এইসকল বিরুদ্ধ চেষ্টা প্রশমনের যথাযোগ্য প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে। আমাদের আশা, শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির পরিপন্থিগণকে সদ্বুদ্ধি দিয়া তাঁহার নিজ অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত করুন এবং যেন আমাদের আর বহির্ম্মুখগণের আলোচনায় শ্রীপত্রিকার কলেবর পূরণ করিতে না হয়।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সমালোচনা

ব্রাহ্ম-সমাজে দ্বিজেন্দ্রঠাকুরের বক্তৃতা

"আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত, প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত"—মাননীয় শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মদিগের সমাজে এই বক্তৃতাটি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু ঐ বক্তৃতার এককাপি আমাদিগকে সমালোচনার জন্য অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দ্বিজেন্দ্রঠাকুরের সৌহৃদ্য

দ্বিজেন্দ্রবাবু বিজ্ঞান-শাস্ত্রে একজন পণ্ডিত। বাল্যকাল হইতে তিনি আমাদের বড়দাদা। বাল্যকালে আমরা তাঁহার সহিত অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিতাম। তাঁহার স্নেহময় মধুর ব্যবহারে আমরা চিরদিন মুগ্ধ। অতএব বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের পদত্রাণ-বাহক। তন্নিবন্ধন আমরা যে-কোন প্রতিবাদ করি, তাহা বড়দাদা অবশ্য সদয় হইয়া বিচার করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাল্পনিক ইতিহাস রচনা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বড়দাদা নিজের স্বাভাবিক বিভাবনা শক্তির পরিচালনে আর্য্যদিগের একটী সংক্ষেপ ধর্ম্ম-ইতিহাস লিখিয়া বৌদ্ধ-মতের সহিত তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বড়দাদা ঐতিহাসিক নৈপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কবিত্ব শক্তির দ্বারা নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবার যত্ন পাইয়াছেন। বড়দাদার বাঙ্গালা লেখা আমাদের ভাল লাগে। তিনি চিরদিন কৌতুকময় পরিহাসে পটু। ইতিহাস বর্ণনেও সেই পরিচয়টা সর্ব্বত্র দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক বক্তৃতার প্রতিবাদযোগ্য কিয়দংশ

তিনি লিখিয়াছেন,—"তেজঃপুঞ্জ আর্য্যধর্ম্মের নিভৃত সূতিকাগারে পঞ্চধা প্রবাহিনী পঞ্চনদীর সমীপবর্ত্তী সুমঙ্গল ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে—যে সময়ে মনুষ্য-জাতির জ্ঞান-ধর্ম্মের নবোন্মেষ কিছুকাল ধরিয়া বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্র, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিভাস-সকল ধাত্রীর উপন্যাসের ন্যায় তাঁহাদিগের মনে ব্রহ্মের ভাব অল্পে অল্পে উদ্বোধিত করিতেছিল, তাহার কিয়ৎ শতাব্দীর পরে সে-সকল উপন্যাসে অমৃত-পিপাসু ঋষিদিগের মন তৃপ্তি মানিল না;—তাঁহারা হোম, যাগ, যজ্ঞাদিকে বাল্য ক্রীড়া মনে করিয়া অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পরে যথোপযুক্ত সময়ে সর্ব্বজগতের আদি কারণ এবং মূলাধার মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সেই আদিম পিতৃ-পুরুষদিগের সমক্ষে সাক্ষাৎ পিতা-মাতা ও বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন—"স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা"। × × × "এই সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মের ধ্যান, ব্রহ্মের আরাধনা, ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্যসাধন এবং ব্রহ্মের আনন্দ-রস পান করিয়া অজেয় ব্রহ্মতেজ উপার্জ্জন করিলেন, আর তাহারই গুণে ব্রাহ্মণ হইলেন। অনতিপরে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়-বীর্য্যের বৈরিতার ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।"

পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবাদি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ ও নাস্তিক বুদ্ধের প্রশংসা

এইরূপ বলিতে বলিতে বড়দাদা পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটী মুখ্য সন্ধির যথাক্রমে পরশুরাম, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বাহির করিলেন। তাহার পরেই বুদ্ধদেবের কথা ও বুদ্ধদেবের যশ কীর্ত্তন। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর-বিষয় কিছুই বলেন নাই, তাহাও তাঁহার বহু-সংখ্যক গুণগণের অগ্রগণ্য হইল। এইসব কথা বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোধের পরিচয়ে ছোট হরিদাসের দণ্ডের কথা আসিয়া পৌছিল। তাহার পর ষড়-দর্শনের কথা। এইসকল কথা বলিয়া আমাদের বড়দাদা তাঁহার ঐতিহাসিক অংশ সমাপ্ত করিলেন।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রমাণহীন কাল্পনিক বক্তৃতা

আমরা বড়দাদার বক্তৃতা যত পাঠ করি, ততই তাঁহার কবি-কল্পনা-শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই। ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার নিকট সুদূরবর্ত্তী বিষয়। ফলকথা এই যে, বড়দাদার ১০৩ পত্র আয়তন বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা কোন সমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বা ভৌগলিক কোন সিদ্ধান্ত জানিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মমতে জ্ঞানহীন ভক্তি নিষ্ফল

পড়িতে পড়িতে ৮০ পত্রে আমরা দেখিলাম যে, বড়দাদার কবিত্বের ফল ফলিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"বৈষ্ণব-শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ ভক্তি একপ্রকার মস্তক-বিহীন হৃৎপিণ্ড।"

দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে উপদেশ

বড়দাদা যে-সকল ঐতিহাসিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নই। যেখানে মতবাদ, সেইখানেই বিচিত্র কথার উদয় হয়। সেইসব বিচিত্র কথা লইয়া কাহারও কোন বিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু বড়দাদা একবারে নির্দ্দয় হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর স্বীয় তর্ক-তরবাল চালাইয়াছেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত। বড়দাদার প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি স্বীয় কুসংস্কার-জনিত বিশ্বাসকে একটু দূরে রাখিয়া অপক্ষপাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিবেন।

বিশুদ্ধজ্ঞানই পরিপক্কাবস্থায় ভক্তি এবং প্রাকৃত জ্ঞানের সহিত ভক্তি সম্বন্ধহীনা

আমাদের কথা এই—বৈষ্ণব-শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। জিজ্ঞাসা-অবস্থায় যাহা জ্ঞান, তাহাই আস্বাদন-অবস্থায় ভক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার সময় শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাহাতে প্রথমেই এই শ্লোকটী আছে,—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! জ্ঞান দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞান। জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ যে ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান লইয়া বিতর্ক করেন, তাহা জড় বাহ্যজ্ঞান। চিজ্জগতে যে অপ্রাকৃত জ্ঞান, তাহা ভগবদ্বিষয়ক অতি গুহ্যজ্ঞান। জড়বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া যিনি আত্ম-নয়ন প্রসারিত করিতে পারেন, তিনিই সেই গুহ্যজ্ঞান (ভক্তি) লাভ করেন।

জ্ঞান দুইপ্রকার এবং তাহার পরিচয় ও লক্ষণ

বদ্ধ-জীব লিঙ্গজগতের জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া জড় জ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া তাহাতেই নৈপুণ্য লাভ করত তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া মনে করে। আমার প্রসন্নতা ব্যতীত চিন্ময় জ্ঞান লাভ হয় না। আমি তোমার সাধন-ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত মদীয় চিন্ময় গুহ্য-জ্ঞান তোমাকে অর্পণ করিতেছি,—তুমি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ কর। এই অপ্রাকৃত জ্ঞান বিমল ও বিজ্ঞান-সমন্বিত। ইহাতেই পরম রহস্য আছে। তদঙ্গ সাধনদ্বারা আমার কৃপা হইলে সেই রহস্য লাভ হয়। **জ্ঞানের জিজ্ঞাসা-অবস্থার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। আস্বাদন-অবস্থার নাম রহস্য বা শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি।** বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করাই গুরুর কার্য্য

মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতে এই তিনটী কথা—সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন, ও প্রয়োজন। ভগবান কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধজ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকি থাকে? জড় ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।

সাংখ্যাদির জ্ঞান প্রাকৃত, এবং অপ্রাকৃত জ্ঞানই ভক্তি

বড়দাদা! তুমি যে জ্ঞানকেই জ্ঞান বল, তাহা কি জড়-ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানের

অতিরিক্ত ? সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে-জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃত জ্ঞান বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল-জ্ঞানকে অপ্রাকৃত জ্ঞান বলা যায়। বিকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত জ্ঞানই প্রাকৃত-জ্ঞান। সাংখ্যের ২৪ তত্ত্ব সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত জ্ঞানকে উদয় করায়। তজ্‌জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্‌জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদনকালে ভক্তির উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।

শুদ্ধজ্ঞান ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ; অশুদ্ধ জ্ঞানের নিন্দা

বড়দাদা! তুমি জ্ঞান হইতে ভক্তিকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পার ? তুমি বৈষ্ণব-শাস্ত্র না দেখিয়াই একটী কুসংস্কার-জনিত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি হয়ত কোন ভাক্ত বৈষ্ণবের সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া "তিতুমীরের গোলা খা ডালার" ন্যায় বৈষ্ণব-তত্ত্ব বুঝিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছ। তোমার ন্যায় ধীর পুরুষ যে এরূপ অবিচারিত বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা আমরা জানিতাম না। তবে যে বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ স্থানে স্থানে জ্ঞানের নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যেস্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেইস্থানে জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষ কি পাজি ; তখন মনুষ্যমাত্রকেই বলা হয় না, কেবল চোরকেই পাজি বলা যায়।

ঈশ্বরানুসন্ধানহীন জ্ঞানের নাম জ্ঞানকাণ্ড বা তর্ক ; উহা নিষ্ফল

সেইরূপ কোন কোন মহাত্মা বলিয়াছেন,—

জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি মরে, অবশেষে নাহি তরে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

এইস্থলে জ্ঞান শুষ্কতর্ক, তাহাতে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেরূপ জ্ঞানে যাহারা আবদ্ধ, তাহাদের জীবন নিষ্ফল। ভাগবত বলিয়াছেন :—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

যে-জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তিলাভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য; কিন্তু যে-জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়-পথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূলজগতের বোধ মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়। সেই জ্ঞান-চেষ্টায় যাহারা ক্লেশ স্বীকার করে, তাহারা স্থূল তুষ-পেষকদিগের ন্যায় বৃথা ক্লেশ মাত্র পাইয়া থাকে; কিছুমাত্র লাভ হয় না। তুষ পেষণে দিন যায়, তাহাতে তণ্ডুল লাভ হয় না। ভক্ত্যনুগত জ্ঞান-চেষ্টা ব্যতীত অন্য জ্ঞান-চেষ্টাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যায়।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিদ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ অসম্ভব

বস্তুতঃ বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধ-জ্ঞানের পরিপাক অবস্থা। এরূপ ভক্তি যে কিরূপে মস্তক-বিহীন হৃৎপিণ্ড হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না। বড়দাদা! বিনয়পূর্ব্বক বলি যে, পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় কর। জ্ঞান ও ভক্তিকে যাঁহারা পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা। সে ভক্তিতে ভগবৎ কৃপালাভ করা বড়ই কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে জ্ঞান ভক্তির অভিভাবক এবং উদ্যম তাহার সাহায্যকারী

বড়দাদা! আবার ১০২ পত্রে কি কথা লিখিয়াছ?—"বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রেমেরই সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেমের অতীব উচ্চ মর্য্যাদা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু প্রেমকে নিয়মে রাখিতে পারে, এরূপ একজন পাকা অভিভাবক তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; আর, তাহার কর্ম্ম-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারে, এরূপ একজন শক্ত সমর্থ সুনিপুণ কর্ম্মচারী তাহার পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয়। সে অভিভাবক হচ্ছে—জ্ঞান, আর সে কর্ম্মচারী হচ্ছে—উদ্যমশীলতা। জ্ঞানের অভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রেম—উন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে; আর, উদ্যমশীলতার অভাবে প্রেম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এবং তাহাতে জ্ঞানরূপ অভিভাবক ও কর্ম্মরূপ চাকরের আবশ্যক নাই

বিষয়গুলির যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে কুসংস্কার হৃদয়ে প্রবেশ করে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শিক্ষাদ্বারা এবং আচারদ্বারা যাহা প্রচার করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের চরিত্রে যাহা দেখা যায়, তাহা জানিয়া-শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ করিবেন না।

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভক্তির এই লক্ষণ যাহাদের সাধন-দশায় দেখা যায়, তাহারা অবিলম্বে পরিপক্কাবস্থা লাভ করত প্রেমকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রেমে কি কেবল উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিতে পারে? বা কোন অভিভাবকের প্রয়োজন থাকে? সাধন-দশায় সাধনভক্তি, সিদ্ধ-দশায় প্রেম। তখন আবার অভিভাবক ও কর্ম্মচারীর বা চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? পূর্ণজ্ঞান ও 'অব্যর্থ-কালত্ব'-ধর্ম্মরূপ পরম উত্তমশীলতার পরিপাকে যে আরও প্রেম উত্থিত হয়, তখন আবার পতনের ভয় কোথা?

জগতে একটী মাত্র ধর্ম্ম; তাহা কেবলমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম; অন্যধর্ম্ম ছল, তর্ক ও বিবাদে পরিপূর্ণ

বড়দাদা! তুমি কোন অর্ব্বাচীন ভাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এ সব কথা লিখিয়াছ। ইহাতে বোধহয়, তুমি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ কর নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রও তোমার নিকট উপযুক্তরূপে আবির্ভূত হন নাই। দাদা! **জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।** আর যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মত, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বলপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতব-পূর্ণ, **একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতব-শূন্য।** কপট বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না। আবশ্যক হয় ত একবার পুনরালোচনা করিব।

জগৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মমত এবং বৈষ্ণব-মতের পার্থক্য

বড়দাদার বেদান্ত বিচারে একটি গূঢ় মূল্যবান তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। ব্রাহ্মমাত্রেরই এই সিদ্ধান্ত কণ্ঠহার করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা এই—"অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমরা জগৎকে মিথ্যা বলি না; আমরা বলি, জগৎ ঈশ্বরের অপূর্ণ-প্রকাশ।" ইহাতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আর একটু আছে। জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ জৈব জগৎ ও জড় জগৎ। জৈব জগৎ ঈশ্বরের অংশ-প্রকাশ বা অপূর্ণ-প্রকাশ বটে। জড়জগৎ মিথ্যা না হইলেও ঈশ্বরের ছায়া-প্রকাশ অর্থাৎ অংশ-প্রকাশ হইতে অধিক অপূর্ণ ও দূরবর্ত্তী। মিথ্যা কিছুই নয়। জগৎ অর্থাৎ জড়জগৎ নশ্বর। অলমতি বিস্তরেণ।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্তের নিন্দায় শ্রীহরি-বিমুখ

(১)

শ্রীবাস ঠাকুর স্ব-গৃহে তাঁহার
দরজা ভেজিয়া দিয়া,
গাহিছেন শুধু হরিনাম গান
সদাই তন্ময় হিয়া।
পাষণ্ডীরা সবে প্রবেশিতে চায়
কত বিদ্রূপে হেসে চ'লে যায়,
না পায় প্রবেশে, জ্বলে ঈর্ষা-রোষে
কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া।

(২)

সাধুজী তাঁহার চিন্ময় দেহ
হরির চরণে সঁপি,'
প্রেমানন্দ-সুধা করিছেন পান
ভক্তি-ভরে নাম জপি'।
একদা নিশীথে গোপাল চাপাল
দুর্ম্মুখ বিপ্র পাষণ্ড বাচাল
ভবানী পূজার সামগ্রী থুইল
সাধুর দুয়ার ব্যাপি'।

(৩)

পরদিন ঊষায় হাসিয়া ঠাকুর
দেখি' তা' সবারে ক'ন—
'ভবানী পূজায় এ মোর মহিমা
হের ব্রাহ্মণে সজ্জন।'
সবে কহে,—'হেথা এ কাজ করিতে
জেগেছে খেয়াল কোন্ পাপ-চিতে
শ্রীবাসে লাঞ্ছিতে পায় মনে সুখ
আছে কেবা হেন জন ?'

(৪)

বৈষ্ণব-দ্বার গোময়-গঙ্গাজলে
ধুয়ে মুছে হ'ল সাফ,
তিন দিন পর গোপাল চাপাল
বুঝিল সে কৃত-পাপ ।
সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ, ঝরিছে রুধির,
রাশি রাশি কীট-দংশনে অস্থির,
সে দারুণ জ্বালা দহিছে মরমে
ভবে,—'এ কি অভিশাপ !'

(৫)

অসহ্য দুঃখে গঙ্গাঘাটে তাই
বৃক্ষতলে রহে বসি,'
একদিন সেথা প্রভুরে নেহারি'
শরণ নিল উল্লসি' ।
কহে,—"আমি তব সম্পর্কে মাতুল
কুষ্ঠরোগে এবে হয়েছি ব্যাকুল,
কৃপা করি' মোরে করহ উদ্ধার
খণ্ডি যত শাপ-রাশি ।"

(৬)

এত শুনি প্রভু মহা ক্রোধভরে
ভৎর্সিয়া কত তারে,
ক'ন,—"ওরে পাপী, মোর ভক্তদ্বেষী
দুঃখ ভুঞ্জ বারে বারে ।
আরো কত বাকী,—হয়েছে কি এবে
কোটী জন্মে তোরে ফেলিব রৌরবে,
যুগে যুগে তোরে খাবেই তো কীড়া,
ভবানী পূজালি কারে ?"

(৭)

নীলাচল গিয়া ফিরি' মহাপ্রভু
কুলিয়ায় এলো যবে,
মিলিলা সে পাপী প্রভুর চরণে
আত্ম নিবেদিয়া তবে।
প্রভু কৃপাময় উপদেশ দানে
কহিলেন—'যাহ শ্রীবাসের স্থানে,
তিনি প্রসন্ন হইলে তবে তোর
হেন পাপ মুক্ত হবে।'

(৮)

তবে সেই বিপ্র ত্বরায় আসিয়া
শ্রীবাস-চরণে নমি,'
কহে,—"তুমি ছাড়া তারিবে কে মোরে
অপরাধ সব ক্ষমি'।
কভু না করিব হেন আচরণ,
দয়ায় কর এ পাপ বিমোচন,
কতকাল আর হেন জ্বালা দিবে
দয়াল ঠাকুর তুমি।"

(৯)

শ্রীবাস ঠাকুর স্নেহভরে তবে
হইয়া প্রফুল্ল অতি,
করিলেন তারে চির-নিরাময়
জানায়ে বিনম্র নতি।
ভক্তের নিন্দায় শ্রীহরি-বিমুখ
তাইতো বিপ্র পাইল এত দুঃখ,
বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীবাস-ইচ্ছায়
কৃষ্ণে হ'ল গাঢ় রতি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

গীতার বাণী

(২২)

১৮শ অধ্যায়

গীতাশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে ত্যাগ ও সন্ন্যাস-শব্দের উল্লেখ শ্রবণ করিয়া ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন তদুভয়ের তত্ত্ব জানিবার বাসনায় প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান প্রথমে সংক্ষেপে পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফল-ত্যাগকে 'ত্যাগ' বলে। এতদুভয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও তদ্বিষয়ে শ্রীভগবানের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃ-স্বরূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নহে, বদ্ধজীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ও সত্ত্বশুদ্ধির জন্য ঐসকল অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে, ঐসমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। (যজ্ঞাদি) নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস অকর্ত্তব্য। যাহারা ভ্রম-বশে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে 'তামস'ত্যাগ বলে। যাহারা নিত্যকর্ম্মকে ক্লেশজনক ভাবিয়া ত্যাগ করে, তাহারা 'রাজস'-ত্যাগী; আর যিনি কর্ম্মের ফল ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 'সাত্ত্বিক' ত্যাগী। তিনি দুঃখজনক কর্ম্মের বিদ্বেষ করেন না বা সুখজনক-কর্ম্মে আসক্ত হন না তাদৃশ ধীর মেধাবী ব্যক্তির কর্ম্মসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে; কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ করেন, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী। যাহারা কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করে নাই, তাহাদের পরকালে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র (অনিষ্ট=নরক-প্রদ, ইষ্ট=স্বর্গপ্রদ এবং মিশ্র=মনুষ্যলোকপ্রদ) তিন প্রকার ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু কাম্যকর্ম্ম-ফলত্যাগী সন্ন্যাসীদের তাহা ভোগ করিতে হয় না।

বেদান্তাদি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটী হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার), বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, বহুবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ ভগদ্ব্যাপার-নিয়ামক ঈশ্বরের প্রেরণা। এই পঞ্চকারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।

জগদীশ্বর জলধরের ন্যায় কারণমাত্র হইয়া জীবসকলকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুত্থিত বিষমতা-প্রযুক্ত বিষম ফল প্রদান করেন। জলধর যেমন অসাধারণ নিজ বীজ

হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষ-লতাদির সাধারণ নিমিত্ত হয়, জলধর না থাকিলে উহাদের রস-প্রসূনাদির সম্ভবতা সিদ্ধ হয় না ও বীজ না থাকিলে উহারা সমুৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ জগদীশ্বরও জীবকৃত কার্য্যানুসারেই কারণ-স্বরূপে তাহাদিগকে ফলাদি দান করেন। জগদীশ্বর যদি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় জীবগণকে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে বিধিনিষেধ-শাস্ত্রের প্রমাণতা হানি হয় (—গোবিন্দভাষ্য)।

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মনুষ্য যে কার্য্যই করুক না কেন, তাহা ন্যায্য বা অন্যায্য হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ দ্বারাই উহা সাধ্য হয়। এ-স্থলে যিনি কেবল নিজকেই কর্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃতবুদ্ধি অতএব দুর্ম্মতি। তিনি যথার্থ দেখেন না। যাহার অহংকৃতভাব নাই, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিলেও কাহারও হন্তা হন না। এবং হননরূপ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা তিনটী কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ (প্রেরণা) আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা তিনটী কর্ম্মসংগ্রহ। মানবকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মেরই দুইটী অবস্থা আছে—চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বের অবস্থা—চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা। ক্রিয়ার পূর্ব্বঅবস্থায় তদনুষ্ঠান-বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। তাহা পরিজ্ঞাতার জ্ঞেয়। পরিজ্ঞাতা মনুষ্য ঐ কর্ম্মটী করণীয় কি না—ইহা জানিয়া করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব অভিমান করেন। নতুবা কর্ম্ম-সিদ্ধ হয় না। এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার তিনপ্রকার ভেদ আছে। এক জীবাত্মাই ফলভোগের জন্য মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—এইরূপ জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে। সর্ব্বভূতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারা পৃথক্ জাতীয় এবং তাঁহাদের স্বরূপ পৃথগ্বিধ—এইরূপ জ্ঞান 'রাজসিক,' আর **যিনি স্নান ভোজনাদি ব্যাপারকেই বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতেই আসক্ত হন, আত্মজ্ঞানের কোন সন্ধান রাখেন না, তিনি 'তামস' জ্ঞানী। তাঁহার জ্ঞান নিতান্ত অল্প।** যেহেতু তাহা অযথাভূত। তাৎপর্য্য এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থের জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান; নানা-বাদ-প্রতিপাদক জ্ঞান—রাজস জ্ঞান, আর দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াজনক ব্যবহারিক জ্ঞান—তামস জ্ঞান।

ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক আসক্তিশূন্য ভাবে অনুরাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম; ফলাভিলাষ অথবা অহঙ্কারযুক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বহু আয়াস ও ক্লেশজনক তাদৃশ-কার্য্য (রাজস কর্ম্ম) এবং শুভ অশুভ, ধনক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ সামর্থ্য অপেক্ষা না করিয়া অবিবেচনাযুক্ত

হইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা তামস কর্ম্ম।

ফলাভিসন্ধানরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৈর্য্য ও উদ্যমসম্পন্ন এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক কর্ত্তা ; অনুরাগী, কর্ম্মফললাভার্থী, লোভী, হিংসক, শৌচশূন্য ও হর্ষ-শোকসম্পন্ন কর্ত্তা রাজস কর্ত্তা ; আর অসমাহিত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিছেদক, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি তামস কর্ত্তা।

যে-বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য-অকার্য্য, ভয়-অভয় ও বন্ধ-মোক্ষকে অবগত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী ; যাহা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না—প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিষয়ে কর্ত্তাকে সন্দিগ্ধচেতা করিয়া তোলে, প্রকৃত পথ ত্যাগ করাইয়া অধোগামী করায়, তাদৃশী বুদ্ধি রাজসী ; আর যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়া দেয় এবং সকল বিষয়ে বিপরীত ধারণা করায়, তাহা তামসী।

চিত্তের একাগ্রতাহেতু যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করে, তাহা সাত্ত্বিকী ; যাহা কর্ত্তৃত্বাদি-অভিনিবেশবশে ফলাকাঙ্ক্ষী করিয়া ধর্ম্মার্থ-কামকে অবধারণ করায়, তাহা রাজসী এবং যাহা বিবেকশূন্য করাইয়া স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে ত্যাগ না করায়, তাহা তামসী। যে-সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতাজনক, তাহা সাত্ত্বিক ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগহেতু যে সুখ ভোগকালে অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য কার্য্য করে—ঐহিক, পারত্রিক দুঃখ আনয়ন করে, তাহা রাজস সুখ এবং যাহা আরম্ভে ও অবসানে আত্মার মোহকর—নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সঞ্জাত, তাদৃশ সুখ তামস সুখ।

এইপ্রকারের চারি বর্ণের জীবগণ সকলেই ত্রিবিধ বর্ণের অন্তর্গত। সত্ত্বগুণ প্রকৃতির জীব ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজঃ গুণ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ প্রকৃতি বৈশ্য এবং তমঃ প্রকৃতির ব্যক্তি শূদ্র।

শম (অন্তর ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), তপস্যা, শৌচ (বাহ্য ও অন্তর), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (পরতত্ত্বগত অসাধারণ জ্ঞান বা অনুভব) ও আস্তিক্য—ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও নিয়মন-সামর্থ্য ক্ষত্রিয়ের স্বভাব-জাত কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য, গো-পালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম ; আর অন্য ত্রিবর্ণের সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। এইসকল গুণ-দর্শনে তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রীয় বিধি ; কিন্তু শৌক্রধারায় বিচার ভ্রমাত্মক। বর্ণান্তর্গত

মানবগণ নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। অতএব স্বধর্ম্মে তৎপর হইয়া চরাচর জগতের উৎপত্তিকর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরকে আরাধনা করিলে জীব চরমে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুণহীন স্বধর্ম্ম সুন্দর-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ স্বধর্ম্ম সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও সুন্দররূপে আচরিত পরধর্ম্ম হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। মানব তাহার নিজ স্বভাবজাত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে পাপভাগী হয় না। অর্জ্জুন ভগবদিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মীয় নাশ ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করায় উহা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিপরীত বলিয়া নিন্দনীয়। অতএব স্বভাবজাত কর্ম্ম দোষজনক হইলেও তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন অগ্নির দোষের ন্যায় দোষজনক, কিন্তু মমত্ব বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার, বিষয়-তৃষ্ণাশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সংশয়-বিপর্য্যয়-রহিত বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিকী ধৃতিদ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয় নিয়মনে সমর্থ, শব্দাদি-বিষয় ও রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, নির্জ্জন ও পবিত্রদেশে বাসকারী, মিতাহারী, বাক্য, মন ও দেহকে সংযতকারী, সর্ব্বদা আত্মধ্যান-পরায়ণ ও বিষয়-বিতৃষ্ণ, অহঙ্কার-দুরাগ্রহ, মদ-কাম-ক্রোধাদি পরিহার পূর্ব্বক মমতাশূন্য ও শান্তভাবে অবস্থিত জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাব লাভে সমর্থ হন।

আত্মার স্ব-স্বভাবে অবস্থানই (অপহত-পাপ্মাদিগুণের আবির্ভাব) ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শিতাগুণে বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবানের যে স্বরূপ, তাহা কেবল ভক্তি দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বতঃ অবগত হওয়া ও তাঁহার ধামে প্রবেশ করা যায়। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও ভগবদাশ্রিত থাকিলে তাঁহার প্রসাদে অক্ষয় বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি-ধাম প্রাপ্তি ঘটে। অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্ম বিশেষ বিচারপূর্ব্বক শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎপর হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবৎগত-চিত্ত হইলে সমস্ত সাংসারিক বাধা-বিপত্তি বা দুঃখ ভগবৎকৃপায় অতিক্রম করিতে পারা যায়, আর অহঙ্কারবশে ভগবদুপদেশ গ্রহণ না করিলে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে। জীবগণ অহঙ্কার-বশে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না থাকিলেও প্রকৃতি-বশে তাহা করিতে বাধ্য হয়।

যিনি সাংসারিক সকল ব্যাপারের কর্ত্তা, যাঁহার বিধানে জগতের

সমুদয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত থাকিয়া যন্ত্রে পুত্তলী স্থাপিত করিয়া ঘুরাইবার মত মায়া দ্বারা জীবগণকে কর্ম্মবশে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কর্ম্ম-বিষয়ে প্রযোজক কর্ত্তা, জীব অবশভাবে কর্ম্ম সম্পাদনে বাধ্য হয়। অতএব সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিলে তাহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও নিত্যস্থান বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে। এইজ্ঞান গুহ্য হইতেও গুহ্যতর।

তৎপরে সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়সকলে গুহ্য, রাজগুহ্য, গুহ্যতম প্রভৃতি জ্ঞানের উপদেশ করিয়া এক্ষণে সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-সকল জ্ঞানের কথা উপদেশ করিয়াছেন, সে-সকল অপেক্ষা ইহা আরও শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত বলিতেছেন। সখা ও প্রিয় না হইলে অন্যত্র তাহা উক্ত হয় না বা হইত না। শ্রবণকারী অর্জ্জুনকে "শৃণু মে পরমং বচঃ" বাক্যের দ্বারা ইহাও জানাইতেছেন যে, এই বাক্যই তাঁহার পরম বাক্য; সুতরাং ইহা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত। অন্যান্য পূর্ব্বকথিত বাক্যসকল ইহা হইতে অপরম অর্থাৎ নিকৃষ্ট। এই বাক্য শ্রবণের পর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমাতে মন দিয়া আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ অনন্যভাবে ভক্তির অঙ্গসকল তাঁহার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে—ইহা তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছেন। উপসংহারে বলিতেছেন, মনুষ্যমধ্যে অনেকে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনেই তৎপর, সে-সকল ধর্ম্ম-পালনে অভিলষিত ফল পাওয়া কঠিন, অথবা বহু বিলম্ব ঘটিবে। এজন্য ভগবান্ বলিতেছেন, সে-সকলই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকল অননুষ্ঠান-জনিত পাপ হইতে মুক্ত করিবেন অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে দেব-যজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ও ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহস্থের পঞ্চ-সূনা নাশের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্-ভাগবত বলিতেছেন—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃনাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

হে রাজন্, (নিমিরাজার প্রতি নবযোগেন্দ্র) যিনি অহংভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরম-শরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হন না। শ্রীভগবানের সেবা ও সন্তোষ-বিধানের দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই গীতার চরম ও পরম উপদেশ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৩ পৃষ্ঠার পর)

উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরি-ভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছে না দে'খে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন।

আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

সংসারে থাকা-কালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর কর্‌বার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ কর্‌ব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকা-কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট কর্‌বে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই startling ও perplexing. যে আগন্তুক ব্যাপার-সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান কর্‌ছে, তাহা eliminate কর্‌বার জন্য মনুষ্য-নামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক struggle কর্‌ছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্যপ্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতে সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

(প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিংশ-বার্ষিক বিরহ-তিথি উপলক্ষে)

আজ জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়গণের নিকট আপনারা অনেক কথা শুনিয়াছেন। জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া আজ আমরা যাঁহার তিথি পালন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের ধারায় মহাজনগণের জীবনী আলোচনাই পারমার্থিক কল্যাণ আনয়ন করে। জন্ম-মৃত্যু, জীবনের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিয়া সাধারণতঃ জীবনী আলোচিত হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ধারায় জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা চরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, চরিতামৃত-গ্রন্থখানি বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-ন্যায়-সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রসমূহের সার-সংগ্রহ ও তাহাদের ভাষ্য-স্বরূপ। চৈতন্যচরিত আলোচনা করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামীর এই ধারাই শ্রীল প্রভুপাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণ যেরূপভাবে জীবনী আলোচনা করেন, কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহার 'চরিতামৃত' হইতে ইতিহাস বা আখ্যায়িকা খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর ব্যাপার। শ্রীল প্রভুপাদ মদ্রদেশের অন্তর্গত কভুরে শ্রীরায়-রামানন্দের জীবনী সম্বন্ধে ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কেহ যদি রায়রামানন্দের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত বক্তৃতা অধ্যয়ন করেন, তাহাতে শ্রীল রায়-রামানন্দ-প্রভুর ঐতিহ্যমূলক জীবনী খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন হইবে। আখ্যায়িকার দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সাধারণ লোকের তৎ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-জ্ঞান দূরে পড়িয়া যায়। কোন গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইলে তাহার ontological aspect টাই প্রকৃত অধ্যয়নের বিষয় হওয়া উচিত। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের জীবন সিদ্ধান্তপূর্ণ; তজ্জন্যই তিনি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ছিলেন। তাঁহার জীবনীতে এবং বেদ-বেদান্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং আমরা জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ধারাই অবলম্বন করিব।

সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা শ্রৌতমূলে লাভ করা যায়। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শিক্ষালাভ না করিলে পারমার্থিক মঙ্গল হয় না। বাহ্যিক ক্রিয়া-

কলাপে বা Morphological affairs এ চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যমাত্রই জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ভাল-মন্দ অনেক কিছু করিয়া থাকে। মহাজনগণের জীবনী বাহ্য-দৃষ্টিতে ঐরূপভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা তাঁহার অতিমর্ত্ত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না। 'বাণী' ও 'বপু' এক নহে। আজকাল শ্রীল প্রভুপাদের বাণী পরিত্যাগ করিয়া বপুর দ্বারাই তাঁহার তথাকথিত আশ্রিত-জনগণ আকৃষ্ট, দেখা যাইতেছে। ভক্তির spiritটা ধরিতে না পারিলে মানুষ ভক্ত হইবে কি করিয়া? 'ভক্তি' জিনিসটা বাহ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়া থাকেন,—"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" দেবতাগণের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ও বৈষ্ণবের হৃদ্‌গত উচ্চতম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপমাত্র দর্শন করিয়া থাকি। ইহার দ্বারা বৈষ্ণবতার বিকাশ কিরূপে হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই 'বেদদৃক্' ও 'মাংদৃক্'—এই শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। 'বেদদৃক্' শব্দের অপর নাম—তাত্ত্বিক-দর্শন বা Ontology, 'মাংসদৃক্'-শব্দের অপর নাম—ইন্দ্রিয়জ-দর্শন, বাহ্য-দর্শন বা Morphology. শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে আরও সরল ভাষায় শ্রৌত-দর্শন এবং চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ-দর্শন বলিতেন। সুতরাং আমরা শ্রৌতপথেই শ্রীল প্রভুপাদের কথা আলোচনা করিব।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"যদ্যপি দশ-প্রমণানি বর্ত্তন্তে, তথাপি **শব্দমেব** মূল-প্রমাণম্।" তিনি এই কথা কেন বলিলেন, তাহার যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি ৯টী প্রমাণ দোষযুক্ত, কেবলমাত্র শব্দ-প্রমাণই নির্দ্দোষ। 'শব্দ'-অর্থে—বেদ, ধ্বনি, শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবতকে লক্ষ্য করে। যে গুরু-পাদপদ্মের শিক্ষা উক্ত শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাও শব্দ-প্রমাণ। আম্নায়-পারম্পর্য্যে পরম-মুক্ত গুরুপাদপদ্মের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। লোক-সংগ্রহ-চেষ্টায় সকলের মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের দেশে অনেকেই গুরুগিরি করিয়া নানাপ্রকার বাক্য-জাল বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য শব্দ, ধ্বনি বা বেদ নহে। তাঁহারা বেদের ও ভাগবতের তাৎপর্য্য আচ্ছাদন করিয়া অর্থোপার্জ্জন, লোক-বঞ্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। পার্থিব জগতের খাওয়া-পরা, বাসস্থান প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতরূপ শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধ। সুতরাং 'শব্দই একমাত্র বিশুদ্ধ প্রমাণ' বলিলে যে-কোন শব্দ, বা যে-কোন

সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত বাক্য শব্দ-প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

আজকাল আর্য্য-সমাজ নামে একটী সমাজ গঠিত হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা বলেন,—বেদই একমাত্র প্রমাণ। অন্য কোন সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ প্রমাণ নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আর্য্য-সমাজের কথিত বেদ—বেদ নহে এবং উহা শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গতও নহে। ইংরাজী-ভাষায় একটী কথা আছে—"Devils can quote scriptures" অর্থাৎ শয়তানও তাহার মত স্থাপনের জন্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া থাকে। এইরূপ শয়তানী বা শয়তানগণের উদ্ধৃত বাক্য শব্দ-প্রমাণ নহে। তাহারা তাহাদের নিজের যুক্তিতেই ধরা পড়িয়া যায়। যথা—'বেদবাক্যই মানিব, অন্য বাক্য মানিব না' এইরূপ বলিলে তাহাদের এই বাক্যটীই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিতেছে। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'স্ববিরোধ' বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ আর্য্য-সমাজীগণের উক্ত বাক্য—'বেদবাক্যই মানিব, অন্যবাক্য মানিব না'—এইরূপ ভাষা যদি বেদে না থাকে, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ নহে। অর্থাৎ উক্ত বাক্য যিনি উচ্চারণ করিবেন, ইহা তাহারই ভাষা। তাহার ভাষা 'বেদ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে কেন? বেদ—বেদই, ইহা ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ। স্বামী দয়ানন্দের শিক্ষা বা ভাষা বেদ নহে; সুতরাং তাহা মানিবে কেন? তবে যদি তাঁহারা বলেন,—বেদানুগ বাক্য বেদের ন্যায়ই প্রমাণ বলিয়া মানা উচিত, তাহা হইলে আমরা বলিব,—আর্য্য-সমাজের বাক্য-গুলি বেদানুগ, কি বেদব্যাসের বাক্যগুলি বেদানুগ—ইহা বিচার হওয়া দরকার। ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সঙ্কলন না করিলে আর্য্য-সমাজ বেদ কোথায় পাইতেন? এবং তিনি কেবলমাত্র বেদ বিভাগ করিয়াই 'বেদব্যাস' নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে; বেদব্যাস বেদ ও বৈদিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াও 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত। 'বেদ'-শব্দের অর্থ—জ্ঞান, অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান। শ্রীল বেদব্যাস তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ ও মহাভারতে বেদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদব্যাসকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা 'বেদ' 'বেদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐরূপ চীৎকার ভণ্ডামি ব্যতীত আর কি?

কেহ কেহ রামকৃষ্ণ মিশনকে 'প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টান' বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাহারা ইহার অনেক যুক্তিও প্রদর্শন করেন। এমন কি, আধুনিক আর্য্য-সমাজকেও সাধারণে 'প্রচ্ছন্ন মুসলমান' বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। আমাদের

দেশীয় শাসন-বিভাগে যে আইন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 'হিন্দু কোড্ বিল' বা 'হিন্দু ল' কিম্বা 'হিন্দু সাকসেশন্ এ্যাক্ট' প্রস্তুত হইবার সময়—হিন্দু কাহারা এবং কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইবে, তৎসম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য্য-সমাজকে 'হিন্দু' বলিয়া গ্রহণ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ তর্ক উপস্থিত হয়। কারণ আর্য্য-সমাজের বিচার কতকটা ইসলাম-ভাবাপন্ন বা কোরাণ-সরিফের অনুগত। ইঁহারা বিগ্রহ মানেন না এবং অনেকস্থলে ইঁহারা মুসলমানের ন্যায় হিন্দুগণের গৃহ-দেবতাগণকে পূজা না করিয়া চিরতরে জলে নিমজ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ শ্রেণীর শিক্ষাকে শ্রৌতশিক্ষা বলা যাইবে না; ইঁহারা যতই বেদ বেদ বলিয়া চীৎকার করুন না কেন।

আমরা সাহিত্যিক বঙ্কিম বাবুর আদর্শ গ্রহণ করিব না। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখিতে গিয়া যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক জীবনের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নয়। মুক্ত গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবমাত্রই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা চালিত হইতে বাধ্য হয়। বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' উপাসনা-রাজ্যে পৌত্তলিকতা-বিশেষ। পাশ্চাত্যদেশ Idolatry বা পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। পৌত্তলিকতার দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে মোক্ষলাভ সম্ভবপর কি না, এ-বিষয়ে ভারতীয় মনীষিগণ গভীর চিন্তা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সামান্য কিছু উপকার হইলেও পৌত্তলিকতার দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই বেদান্ত-দর্শনে বেদব্যাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"ন প্রতীকেন হি সঃ" অর্থাৎ প্রতীকের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না। সুতরাং "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" এই বাক্য উক্ত বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধে যাইতেছে। ইহাকে প্রমাণ-বাক্যরূপে অথবা শব্দ-প্রমাণ বলিয়া ধরা হইবে না। উক্ত সূত্রে 'সঃ' এই শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না। 'সঃ' শব্দে পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য করে অর্থাৎ পুরুষোত্তমের উপাসনাদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বয়ংরূপ বিগ্রহ বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিত্য-উপাসনাদ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। Idolatry বা পৌত্তলিকতা-সাধন নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জীবনী আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। শ্রৌতপথে জীবনী আলোচনা করিলে উহাতে ইন্দ্রিয়ের ময়লা প্রবেশ করিতে পারে না।

মহাজনগণের শিক্ষাই তাঁহাদের জীবনী। শ্রীল প্রভুপাদের এক একটী

উপদেশ এক একখানি বেদ-সদৃশ। তাঁহার একটী উপদেশ আলোচনায় একটী দীর্ঘ জীবন সমাপ্ত হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাগুলি এতই গম্ভীর—এতই উচ্চস্তরের যে, সাধারণ মনুষ্য তাহার কাছেও অগ্রসর হইতে পারে না। তাঁহার প্রত্যেকটী বাক্য রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অনন্তবাসুদেব ও সুন্দরানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের কথা বিন্দুমাত্রও ধরিতে পারিল না। উহারা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে থাকিয়াও এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়াও কালা-কৃষ্ণদাসের যেরূপ গতি লক্ষ্য করা যায়, ইহাদের তদপেক্ষাও হীন, ঘৃণিত ও কদর্য্যগতি লক্ষ্য করিতেছি। গুরুদ্রোহিতার ন্যায় মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধোগতি আর কি হইতে পারে? শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট থাকিলেই গুরুসেবক হওয়া যায় না। এই আদর্শই শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত দানবদ্বয়ের চরিত্রের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সুন্দরানন্দ **'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব'** ও **'গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিহাস'** নামক ৩ খানা গ্রন্থ লিখিয়া জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ তিনখানা গ্রন্থদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থত্রয়ই ৩টী শূল বা ত্রিশূল। ইহার দ্বারা বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-চিন্তাস্রোতকে হত্যা করা হইয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-হত্যার বিষাক্ত বীজ লইয়াই উক্ত ত্রিশূলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থ-ত্রয়ের আলোচনা করিব। তিনি 'মহামন্ত্র'-নামক আরও একখানা পাষণ্ডতা-পরিপূর্ণ পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহার দ্বারা তিনি হরিনাম মহামন্ত্রকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা কলিকালের এইরূপ দৈত্য-দানবের কোন বিচার করিব না স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার বিরহ-দিবসে তাঁহার অভাবে জগতে যে কিরূপ দৈত্য-দানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্মরণ-পথে জাগরিত হইতেছে।

কলিকালে উদ্ধারের একমাত্র পথই—উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন। বাসুদেব ও সুন্দরানন্দ—শ্রীনাম-কীর্ত্তনের বিরোধী। ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে সংখ্যাত অসংখ্যাত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়, ইহাই রূপানুগ ভক্তি-বিনোদ-ধারা এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা। উক্ত দৈত্যদ্বয় সম্মিলিত হইয়া যে ত্রিশূল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে উহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত—অদ্বয়বাদী এবং কৈবল্যই তাহার একমাত্র প্রয়োজন।

'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' শ্রীমদ্ভাগবতের মত নহে। 'যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্' এই বাক্যের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বুঝায় না, অদ্বয়ত্বই বুঝায়। 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'-বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন নহে, কৈবল্যই প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপ্রভুর আনুগত্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রকাশক বলিয়া জানি এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করি। উক্ত দানবদ্বয়, ভণ্ড-তপস্বীদ্বয় পরমমুক্ত আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃপাম্বুধি মহোদয়ের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াই দানবতা বরণ করিয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগুলির ন্যায় ইহাদের অধঃপতন প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র রক্ষক। তাঁহার চরণে অপরাধী পাষণ্ডগণের স্মরণেও সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমরা শুনিতে পাইলাম যে, এই দানবদ্বয়ের বিরুদ্ধে নদীয়া-জজ-আদালতে কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৯২ ধারা-অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে আরও ৫ জন অভিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাহাদের চরম বিচারের অপেক্ষা করিতেছি।

অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দিবস হইলেও তাঁহার জীবনের আদর্শ কখনও তাৎকালিক নহে। মুক্ত মহাজনগণের শিক্ষামূলক আদর্শ জীবন নিত্যস্থিতিশীল। এইরূপ আদর্শ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ছিল না বা তাঁহার অপ্রকটের পর আর থাকিবে না, এইরূপ নহে। তাঁহার শিক্ষা নিত্যকালই নব-নবায়মান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেবকগণের জীবন উজ্জ্বল করিবে। আজকাল নব্য শিক্ষিত-গণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—প্রাচীন ঋষিগণের শিক্ষা প্রাচীনকালেই মঙ্গলজনক ছিল, এখন আর তাহাতে মঙ্গল নিহিত নাই। আমরা এইরূপ চিন্তাস্রোতের কোনরূপ পোষকতা করি না। প্রাচীন ঋষিবর্গের বা বেদব্যাসের শিক্ষা বা সাহিত্যে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সর্ব্বসময়েই মঙ্গলজনক। আজপর্য্যন্ত পৃথিবীতে নূতন চিন্তাস্রোত কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"যা নাই বেদে, তা নাই জগতে।" প্রবাদটী অতীব সত্য। বেদে বা বেদানুগ শাস্ত্রে বা প্রাচীন ঋষিবর্গের লেখনীর ভিতরে যে-সমস্ত চিন্তাস্রোতের উল্লেখ নাই, সে-সমস্ত চিন্তা-স্রোতের উৎপত্তি আমরা আজও দেখিতে পাই নাই। পৃথিবীর আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত চিন্তাস্রোতই আমরা ঋষিবর্গের প্রণীত শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহারা সমস্ত সমালোচনা করিয়া তাহার সার-সঙ্কলন-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথক্ নহে। এই শিক্ষা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনকালেই সমভাবে আদরের বস্তু। ভবিষ্যৎ জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় যতদূর অনুপ্রাণিত হইবেন, ততদূর পরাশান্তিময় মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকাকালীন ভগবানের প্রীতির জন্য যে প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বাহ্যিক আকারে জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা কিন্তু এই বাহ্যিক আকর্ষণকে ভক্তি করিতে ইচ্ছুক নহি। শ্রীল প্রভুপাদের 'বাণী ও বপু' শীর্ষক প্রবন্ধ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শিক্ষা দিয়াছেন। আজ-কাল প্রতিষ্ঠান গঠন ও অনুষ্ঠানের হিড়িক পড়িয়াছে, দেখা যায়। আনুকরণিক সম্প্রদায় প্রভুপাদের অনুকরণ করিয়াই কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে। আপনারা অদ্য প্রভুপাদের শিক্ষা আলোচনা করিতে গিয়া শুনিয়াছেন, "আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" শ্রীসখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুর দানশীলতার ফলে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিরাট্ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য একটি দ্বিতল বড় বাড়ীও প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্য অনেক দান করিয়াছেন। এই দানের ভিতরে শ্রীল প্রভুপাদ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় কৃষ্ণপ্রীতি লক্ষ্য না করিয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই।" লক্ষাধিক টাকার দান গ্রহণ করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ নিরপেক্ষ সত্যকথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহা একদিকে যে-প্রকার তাঁহার নিরপেক্ষতা, অপরদিকে দয়ার পরিচয়। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—বাক্যের মূর্ত্ত আদর্শ তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়াছি। উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি ভক্তিবিজয় প্রভুর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আমি যখন মায়াপুরে ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীপুরীধামে আমার জনৈক মঠবাসী বন্ধুর নিকট একখানা পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহাতে একটি রহস্যময় বিচার উল্লিখিত হইয়াছিল। আমি এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি,—"আমাদের মঠবাসীরা সকলেই মনে করেন যে, অর্থই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। সুতরাং সেই প্রিয়বস্তু যাহাকে অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়! অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে

অর্থ অধিক পরিমাণে দান করেন, তিনিই প্রভুপাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়! শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মাঝে মাঝে অর্থ প্রদান করিতেন। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, পরমানন্দই প্রভুপাদের খুব প্রিয় ও অন্তরঙ্গ।" আমার এই পত্রখানি অবলম্বন করিয়াই সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে আরও অনেক কথা ছিল। সেই "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধটি গৌড়ীয়-মিশনে একটা sensation create করিয়াছে অর্থাৎ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে "বঞ্চয়েৎ দ্রবিণাদিভিঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। অর্থের দ্বারা কোন কোন সময়ে মহাজনগণ অর্থ-লিপাসুগণের অর্থ-লাভাকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অনেক সময়ে বিবাহিত শিষ্যের স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। পারিবারিক, সাংসারিক বা ঐহিক মঙ্গল-কামনারূপ বঞ্চনা-লীলা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রচুর দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য্য, অতিমর্ত্ত্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যদি কাহাকেও পাঁচ মিনিটের জন্য দেখিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার স্মৃতিপটে পূর্ণমাত্রায় জাগরূক থাকিত। এইরূপ কোন শিষ্য বা কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্ববিবরণ উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন। ইহা তাঁহার অমন্দোদয়-দয়ার পরিচয় নহে, পরন্তু বঞ্চনা-লীলারই প্রতীক। তজ্জন্য কোন মহাজন শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া গাহিয়াছেন,—"গতি-বঞ্চিত-বঞ্চকাচিন্ত্য-পদম্।"

ভজন-শিক্ষাই শ্রীল গুরুদেবের প্রকৃত কৃপা। যেখানে ভজনের ত্রুটী আছে অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আছে, তাহা কিরূপে বিদূরিত হইয়া ভজনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে কঠোর এমন কি, নির্ম্মম বাক্যগুলিও গুরুদেবের কৃপা। গুরুদেবের কঠোর বাক্য শ্রবণ করিতে যাহারা পারাঙ্মুখ, তাহাদের আর মঙ্গল কোথায়? শিষ্য তাহাকেই বলে, যিনি শাসন-বাক্য শুনিতে প্রস্তুত আছেন। আদরের বাক্য আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখকর, তাহা অপেক্ষা কঠোর বাক্য শ্রবণ করিতে অভ্যাস করাই শিষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা মঠে আসিয়া প্রথমে এই principle টাই (নীতিই) গ্রহণ করিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত জীবন—শ্রীল প্রভুপাদের গালির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। আমার ত্রুটী দেখিলেই তিনি কঠোর বাক্যে শাসন করিতেন। অক্রোধ পরমানন্দ অভিন্ন নিত্যানন্দ

শ্রীল প্রভুপাদের শাসন লাভ করিয়াই নিজেকে শিষ্য বলিয়া অভিমান করিতে চেষ্টা করিতাম। সেই শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া যে কত আনন্দিত হইতাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। যদিও গুরু-পাদপদ্মের মধুর বাক্যে শিষ্য প্রচুর পরিমাণে সেবায় উৎসাহ লাভ করিয়া থাকে, তথাপি তাহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীগুরুমুখে শিষ্যের প্রশংসা শ্রবণ করা সেই শিষ্যের সাধনকালে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। গুরুর নিকট নিজের প্রশংসা করা যেরূপ নিষিদ্ধ, গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করাও সেইরূপ নিষিদ্ধ।

গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিজজন। কৃষ্ণের বহু নিজজন আছেন। তন্মধ্যে শ্রীগুরুদেবই শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ। তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠ' ও 'প্রেষ্ঠ' বলিলে কেহ যেন তাঁহাকে সাক্ষাৎ রাধারাণী মনে না করেন। তাহা হইলে মায়াবাদ আসিয়া পড়িবে। আমাদের উপাস্য বিচারে কেবলমাত্র কৃষ্ণই উপাস্য নহেন, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণই উপাস্য। "রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।" গুরুদেব 'প্রেষ্ঠ'বস্তু ও 'নিজজন' বলিলে রাধাকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ও রাধাকৃষ্ণের নিজজন বুঝাইবে। তজ্জন্য তাঁহাকে মাধুর্য্য-দৃষ্টিতে অনঙ্গ-মঞ্জরী বলা হয়। কেহ যদি সখী সাজিয়া বসেন, তাহা হইলে তাহাকেও মায়াবাদী বলিতে হইবে। নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে একজন 'ললিতাসখী' সাজিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে গণ্য করি না। শ্রীকৃষ্ণের ৮ জন সখী নিত্যকাল ঠিকই আছেন। অন্য কেহ তাঁহাদের আসন আক্রমণ করিতে পারিবে না। কেহ সখীগণের আসন গ্রহণ করিতে গেলে তাহাকে ধাক্কা দিয়া মায়ার অন্ধকার-গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে হইবে অথবা মায়াবাদ কুজ্ঝটিকায় তাহার জ্ঞানচক্ষু আবৃত হইয়া যাইবে। সখীগণ সকলেই ঈশ্বরী এবং রাসক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গিনী। উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে প্রভেদ আছে। আমরা বিভিন্নাংশ, স্বাংশের অধিকার পাইব না। প্রত্যেক স্বাংশই ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে পারেন। তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমানের সমান।

শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ হইতে তাঁহার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া একই বস্তু। 'কৃষ্ণ' বলিলেই গুরুদেব-সহ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবে। গুরু-শূন্য কৃষ্ণের সত্তা নাই। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" অর্থাৎ গুরুসেবা করিলেই কৃষ্ণসেবা হয় এবং কৃষ্ণসেবা করিলেও গুরুসেবা হয়। কেহ হয়ত উক্ত

পয়ারের দ্বিতীয় ছত্রটী অবলম্বন করিয়া বলিবেন,—গুরুসেবা করিলে মায়ার হাত হইতে ছুটী পাইব এবং মায়ার হাত হইতে ছুটী পাইয়া কৃষ্ণচরণ লাভ করিব। সুতরাং কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিই মূল। কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইলে আর গুরুসেবা আবশ্যক হইবে না। সাধ্যবস্তু লাভ হইয়া গেলে সাধনের আর প্রয়োজন কি? এইরূপ বিচার মায়াবাদিগণের, বৈষ্ণবের নহে। কৃষ্ণসেবা ও গুরুসেবা উভয়ই নিত্য ও সনাতন; ওতঃপ্রোতভাবে একই স্বরূপে অবস্থিত। কৃষ্ণসেবা দেখিলে গুরুসেবা মনে হইবে, গুরুসেবা দর্শন করিলে কৃষ্ণসেবা মনে হইবে। ইহাতে ভেদদৃষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে, সেবকের সেবা-প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই।

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাই কৃষ্ণের আজ্ঞা। কৃষ্ণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ নাই; তাঁহার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের উপলব্ধি নাই; তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের অধিকার নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ও "গুরুদেবতাত্মা" বাক্যদ্বয় আমাদের সর্ব্বদাই বিচারের বিষয় হউক্। আমি অনেক জায়গায় এইরূপ ধ্বনি দিতে শুনিয়াছি,—"গুরু-প্রীতে হরি হরি বোল।" আমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছি অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরে হরিনাম করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ হওয়া উচিত নয় যে, আমার কৃষ্ণ পাইলেই চলিবে, গুরুদেবের দরকার নাই। পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, গুরুসেবা কৃষ্ণ-সেবা হইতে পৃথক্ নয়। শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ। শাস্ত্রের এইরূপ বিচার শ্রবণ করিয়া কোথাও কোথাও 'গুরুপ্রসাদী' মতের ন্যায় একটী ঘৃণিত মতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের এইরূপ ঘৃণিত মত হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইতে হইবে। গুরুদেব খাইলেই কৃষ্ণের খাওয়া হয়। গুরুদেব হইতে কৃষ্ণ পৃথক্—এইরূপ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে পৃথক্ ভোগ দিতে হইবে না। "ভক্তমুখে কৃষ্ণ সদা করেন আস্বাদন"—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা যে ভোগ নিবেদন করিয়া থাকি, তাহা কৃষ্ণের ভাল লাগিয়াছে কিনা, কৃষ্ণের তাহাতে প্রীতি বা আনন্দ হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার একমাত্র উপায়—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। তিনি যদি বলেন, আজিকার রন্ধন বেশ হইয়াছে—সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সত্যই কৃষ্ণ উহা খাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তখন আমার রন্ধন সার্থক—আমার নিবেদন সার্থক।

শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও অনেককে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও আচার-ভ্রষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার দ্বারা মুক্ত মহাপুরুষের দয়া বা শক্তির অভাব

বুঝিতে হইবে না। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বিরাট্ করুণা-যজ্ঞের আবাহন করিয়াছেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবীকে আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই যজ্ঞের আহুতিতে দুই-একটী প্রাণীর মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অনন্তকোটী জীবকে মায়ার হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া মায়ার লেলিহান জিহ্বাতে দুই-চারিটি জীবকে আহুতি প্রদান করিলে যদি অনন্তকোটী জীব রক্ষা পায়, তাহা দোষাবহ নহে। পার্থিব জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের প্রাণ উৎসর্গের দ্বারাই দেশকে রক্ষা করা হয়। এস্থলে বুঝিতে হইবে, গুরুপাদপদ্ম নিকটস্থ ব্যক্তির ঐপ্রকার পাতিত্যের অবস্থা প্রদর্শন করাইয়া অন্য জীবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিকটে অবস্থান করিলেও উহা প্রকৃত নৈকট্য (নিকটতা) নহে, বরং বহু দূর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া কালা-কৃষ্ণদাসের পাতিত্যের কারণ এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের সর্ব্বদাই প্রত্যেক কার্য্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না করিলে বাহ্যিক অনুষ্ঠান আমাদিগকে গিলিয়া খাইবে। উহা একপ্রকার সৎকর্ম্মের অন্তর্গত। কেবলমাত্র সুকৃতি অর্জ্জন করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। অপ্রাকৃত ভক্তির অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ভক্তিই শাণ্ডিল্যসূত্রে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,—"অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা"। ইহার উত্তরে উক্ত ঋষিবর বলিয়াছেন—"সা চ কৃষ্ণাকর্ষিণী বৃত্তিঃ।" অর্থাৎ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যাহাতে আকৃষ্ট হন, তাহাই গুরু-সেবকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার অভিলাষ পূরণার্থে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াছি। রাত্রি অধিক হইয়াছে, অদ্য এই পর্য্যন্ত।

আসাম-প্রদেশে সমিতির নূতন প্রচার-কেন্দ্র

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ

সুচিত্রা দেবীর দান

এ-বৎসর যাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকা-পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবীর সহিত পরিচিত আছেন। ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও ভক্তিধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার বহু স্ত্রীলোকের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। ইনি আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গোলোকগত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

প্রভুর অনুগৃহীতা শিষ্য। সেবাতীর্থ প্রভু দেহ-রক্ষার সময় তাঁহার অনুগত জনগণকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া তাহাদের পারমার্থিক জীবন অতিবাহিত করিতে আদেশ দেন। সুচিত্রাদেবী "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" বিচারানুসারে এবং উক্ত সভাপতি-মহারাজের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে ও সেবা-সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিক্ষানুগত্যে পারমার্থিক জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত এই ভক্তিমতী মহিলাকে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের জন্য তাঁহার জমি ও নবনির্ম্মিত গৃহাদি নিব্যূঢ়স্বত্বে দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ২রা মাঘ, ১৩৬৩ সাল, ইং ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার, পূর্ণিমা-দিবসে গোয়ালপাড়া জেলার সদর ধুবড়ী-সহরস্থ জেলা-সাবরেজিষ্ট্রী আফিসে উক্ত দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছে।

শ্রীমতী সুচিত্রাদেবীর স্বামী শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস ওরফে শ্রীদিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমিতির সভাপতি মহোদয়ের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। তিনিও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুচিত্রাদেবীর এই পারমার্থিক সেবাধর্ম্মের জন্য বিশেষ সহায়তা করেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—নিজস্ব

শ্রীযুত হারাধন বাবুর দান

জেলা মেদিনীপুর, থানা মহিষাদল অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত হারাধন মান্না মহোদয় গত বৎসর ১৩৬২ সালের ২৪শে কার্ত্তিক, ইং ১১।১১।৫৫ তাং এ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে ৯৩ শতক জমি একখণ্ড দানপত্র দলিলের দ্বারা উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজকে তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া দান করেন। এবৎসরও পুনরায় ১৩৬৩ সালের আশ্বিন মাসে মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদল থানার মাধবপুর মৌজায় রায়তী স্থিতিবান স্বত্বের (১৫৪ নং স্বত্বের) ১ একর ১৫ শতক জমি দান করিয়াছেন। বিশেষ কোন আইনসঙ্গত কারণে এখনও দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রী হয় নাই। তজ্জন্য পূর্ব্বে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি নাই। উক্ত সমিতি হারাধন বাবুর দানকৃত সম্পত্তির উপস্বত্ব ধান্যাদি এবৎসর গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপত্রিকার বর্ষশেষে এইরূপ আনন্দের সংবাদ গোপন রাখিলে কর্ত্তব্যের হানি হইবে; তজ্জন্য আমরা বিশেষ ধন্যবাদের সহিত হারাধন বাবুর পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া এই সুসংবাদ প্রকাশ করিলাম। বিলম্বের জন্য কেহ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না—ইহাই প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

———

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, সোমবার হইতে ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোল-ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসর শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৭শে ফাল্গুন, সোমবার— (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেব-পল্লী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**)।

২। ২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার— (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা ও হংসবাহন।

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**) এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জায়গর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৩০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা। এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন**।

৫। ১লা চৈত্র, শুক্রবার— (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট। তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ২রা চৈত্র, শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৩রা চৈত্র, রবিবার—সাধারণ মহোৎসব **(মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ২৷৷০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা। ভারত ও পাকিস্তানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যার জন্য প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।**

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"'কার্য্যাধ্যক্ষ', অথবা 'প্রকাশক', শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)" এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক্ পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। SREE CHAITANYA MAHA-PRABHU.
His Life and Precepts
BY THAKUR BHAKTIVINODE. Price Re 1/- only.

২। **সহজিয়া-দলন (হিন্দী)**—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহজিয়া-দলন-প্রসঙ্গে যে সমস্ত প্রবন্ধ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৩। **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা**—মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌঘাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ।

৫। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ—পিছলদা, ঈশ্বরপুর পোঃ, (মেদিনীপুর)।
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। বৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত। বহু সংস্করণের পর এই অপূর্ব্ব সংস্করণ বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১ম ও ২য় খণ্ড ভিক্ষা ৫৲।

২। প্রেম-প্রদীপ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত। প্রেম-ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার-সম্বলিত অপূর্ব্ব পারমার্থিক উপন্যাস। ভিক্ষা ১৷৷০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাবলী—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত অভিনব সংস্করণ। সুন্দর কাগজে উত্তম ছাপা। ভিক্ষা ১৷৷০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৪। শরণাগতি—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব গীতি-সাহিত্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। ভিক্ষা।০ চারি আনা মাত্র।

৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বিরচিত। এই গ্রন্থখানি একাধারে জগৎ গৌর ও [illegible]লোর প্রকাশক। ইহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপের ৯টী তীর্থস্থান ও মহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা।০ চারি আনা মাত্র।

৬। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্—ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।